

অথ কাশীখণ্ড ।

পুরাণ ।

—*—

যত্নানন বক্তা ও অগস্ত্যমুনি প্রোক্ত ।

শ্রীযুক্ত ব্রজানন্দ আদেশে

স্বয়ংক্রিয় দিবাসী

শ্রীমত নীতানাম বসু সঙ্কল্প করক

শ্রীমতাদি মতে নিরচিত হইয়া

কলিকাতা

লক্ষ্মীনাথ সিন্ধু প্রেসে মুদ্রিত হইল ।

১৯২৬ খ্রিঃ ১০ মাস ১০ তারিখ

শ্রীমতাদি ২৭৮০ ।

স্থলীপত্র ।

—

পাকরণ

পৃষ্ঠা

শিবশর্ম্মার বায়ুপুত্র দরশন

১

শিবশর্ম্মার কুবের পুরী দরশন

২৭

সুত

বিশ্বনাথার বুদ্ধি বিবরণ নারদ

২

শিবশর্ম্মার চন্দ্রপুত্রী দরশন

২৮

সংস্কৃত

লোনা মুক্তা মতীর প্রাপ্ত

৩

শিবশর্ম্মার নক্ষত্র পুত্রী দরশন

২৯

শিখাপা বৈতেব দর্শন পূর্ণ এবং অর্গ-

৪

শিবশর্ম্মার বৃন্দলোক দরশন

৩০

তুলুনির দক্ষিণাঙ্গিণে গমন

৫

শিবশর্ম্মার শুক্রপুত্রী দরশন

৩১

অগস্ত্যমনি কঙ্কবহালক্ষ্মীবক্তৃতি

৬

শিবশর্ম্মার নক্ষললোক দর্শন

৩২

শিবশর্ম্মার তথাইতে অগস্ত্যকে

৭

শনিপুত্রীর বৃত্তান্ত

৩৩

গঙ্গাশ্রমী উপদেশ দেন

৮

ব্রহ্মাচারি বৃত্তান্ত

৩৪

প্রথমঃ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ

৯

ব্রহ্মোপাখ্যান

৩৫

—

শিব শর্ম্মার বিবরণ

১

১০। আশ্বিত্ত কুরুক্ষত্রিত মনুসাদি-

শিবশর্ম্মার পুরীতে ভোগের বিবরণ ১১

শিব শর্ম্মার অশ্রুপুত্রী দরশন ১২

শিব শর্ম্মার স্বর্গলোক দরশন ১৩

শিব শর্ম্মার ইন্দ্রপুত্র দরশন ১৪

শিবশর্ম্মার অর্ঘ্য, ডান দরশন ১৫

শিবশর্ম্মার নৈমিত্তিক দরশন ১৬

শিবশর্ম্মার বক্রপুত্রী দরশন ১৭

অগস্ত্য কাঙ্ক্ষিকের আবাদ ৪৪

৪৪

আশ্রিত কথন ৪৫

৪৫

মহাবিশ্ব আরাধনামনিকবি কথন ৪৬

৪৬

আ কথন ৪৭

৪৭

কালী নির্মাণ কথন ৪৮

৪৮

আহায়া

৪৯

সূচীপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
ধনঞ্জয় ষণিকের উপাখ্যান	৫৫
কালটেনবরের উপাখ্যান	৫৯
হুগুপাণি উপাখ্যান	৬১
জ্ঞানবাণীর সাহায্য	৬২
সুলোচনার উপাখ্যান	৬৩
তৃতীয় স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	৬৪
অরুণাক বিবরণ	১০৫
বুদ্ধাক কথন	১০৬
কেশব আদিত্য কথন	১০৭
বিমলাক বিবরণ	১০৮
গজাদিত্য ও বমাদিত্য কথন	১০৯
ষষ্ঠ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	১০৯

সদাচার কথন	৬৭	প্রজার কালী আগমন	১১১
নারীর লক্ষণ	৭১	কৃত্ত গণের কালী গমন	১১১
বিবাহ নির্ণয়	৭৪	কপর্দীপার কথন	১১১
গুরুদেবের নিকটস্থ	৭৬	শিখলাকাহি গণের শিখ কথন	১১৩
মহাদেবের মন্দির পার্শ্বে গমন	৭৭	গণেশের কালী গমন	১১৫
চতুর্থ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	৭৮	কালীতে বিষ্ণুর আগমন	১২১
		বৌদ্ধব্রত প্রচার	১২২
		দিবদাসের নির্বাণ	১২৬
		সপ্তম স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	১২৫

অবিবর্ত্ত কথন ও ভক্তিগীতকথন বিধি

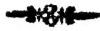
কণ্ঠপ্রস্থ আশ্রম কথন	৮১	পঞ্চদশী ভীর্থ কথন এবং সুলোচি	
জামাযোগ কথন	৮২	চন্দা উপাখ্যান	১২৬
হুত্ব লক্ষণ	৮৬	বিন্দনাথক উপাখ্যান	১২৮
দিবদাসের রাজা আসন	৯১	জামি কেশবাদি ভীর্থ কথন	১৩০
চতুর্বেষ্টি যোগিনীর কালী গমন	৯৪	মণিকর্ণিকা কথন	১৩১
অষ্টমঃ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	৯৫	কেশবের চতুর্বিংশতি মূর্তি	
		কথন	১৩২
		মহাদেবের কালী আগমন	১৩২
সুদেবের কালী গমন	৯৬	কপিল ভীর্থ কথন	১৩৭
সুদেবের উপাখ্যান	৯৭	যোগী মর্কেশ্বর কথন	১৩৮
শাশ্বত অর্ক সারথিন	৯৯	হুগুপাণি উপাখ্যান	১৪১
প্রোপাদক কথন	১০০	বিদ্যাকপাল উপাখ্যান	১৪২
গুরুদেবের উপাখ্যান	১০২	হিমালয় প্রাণি মেনকার কথন ও	

সূচীপত্র ।

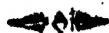
প্রকরণ

পৃষ্ঠা

শৈলেশ্বর উপাখ্যান	১৪৪	কামেশ্বরোপাখ্যান	
রত্নেশ্বর উপাখ্যান	১৪৭	বিশ্বকর্মেশ্বরোপাখ্যান	
কলাবতী কন্যার উপাখ্যান	১৪৮	দক্ষযজ্ঞ ও দক্ষেশ্বরোপাখ্যান	১৪৫
অষ্টম স্বর্গ সমাপ্তঃ ।	১৫১	সতীর দক্ষালয়ে গমন	১৪৮
গঙ্গানুরের উপাখ্যান	১৫২	দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস	২০০
হংসতীর্থ কথন	১৫৩	মেনকার গর্ভে সতীর জন্ম	২০৪
অষ্টমষ্টি তীর্থের আগমন	ঐ	পার্কীতীর বিবাহ	ঐ
শক্তি স্থান কথন	১৫৭	হর পার্কীতীর কাশী যাত্রা	২০৬
ছুর্গানুরের উপাখ্যান	১৫৮	দক্ষ প্রতি বরদান	ঐ
নবমঃ স্বর্গ সমাপ্তঃ	১৬৩	একাদশ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	২০৭



শিবলিঙ্গের বর্ণনা	১৬৪	পার্কীতীশ্বরোপাখ্যান	২০৮
প্রণবেশ্বর কথন	১৬৫	গর্ভেশ্বরোপাখ্যান	ঐ
দম নামক দ্বিজের উপাখ্যান	১৬৭	সতীশ্বরোপাখ্যান	২০৯
ভেকির উপাখ্যান	১৬৮	অমৃতেশ্বরোপাখ্যান ও অনুদি	
ত্রিপিষ্ঠ পীঠ কথন	১৭০	জের কথন	ঐ
ত্রিলোচনেশ্বর কথন	ঐ	বেদব্যাসের কাশী যাত্রা ও	
পারানতাখ্যান	১৭১	ভুজস্তুভ	২১০
কেদারেশ্বরোপাখ্যান	১৭৬	বাস কর্তৃক তীর্থ প্রদর্শনা চাক্ষা-	
যমের তপস্যা	ঐ	য়ণ ব্রত কথন	২১১
যমের বর প্রাপ্ত ও পক্ষীরমুক্তি	১৭৮	ব্যাসের ভিক্ষাবরণ	২১৪
ধর্মপীঠ উপাখ্যান	১৮১	কাশীতে ব্যাসের শাপ ও অন	
ধর্মপীঠ মহাত্মা	১৮২	ভিক্ষা	২১৫
দম রাজার উপাখ্যান	১৮৪	ব্যাসের কাশী ত্যাগ	২১৮
দশমঃ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	১৮৫	বহুবিধ লিঙ্গ কথন	ঐ
		রক্ষমণ্ডে হরপার্কীতীর গমন	২২০
		দ্বাদশ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ।	২২৪



বীরেশ্বরোপাখ্যান	১৮৬
মলয়াগন্ধিনীর তৃতীয়া ব্রত	১৮৯
বীর প্রতি মহাদেবের তীর্থ	
কথন	১৯২

ইতি সূচীপত্র সমাপ্তঃ ।

অথ কাশীখণ্ড।

অথ গুরুদেব বন্দনা এবং মহাদেবের স্তুতি।

পর্যায়। শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিলা বন্দন। সাহার প্রসাদে ভব
বন্ধন মোচন। অজ্ঞান তিমির নাশি বিদ্যার প্রকাশ। সাধনের মূল
সহস্রারে বার বাস ॥ বিশ্বের সাধব চুণ্ডি আর চণ্ডপাণি। কালরাজ
গুহ গঙ্গা বক্ষিষা ভবানী ॥ কাশী মণিকর্ণি কাশীবাসী দেবগণ। ভক্তি-
ভাবে সকলের বান্ধিয়া চরণ ॥ কাশীধাম ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রার স্থান।
বিশেষতঃ লিঙ্গরূপে গুরু অবির্ভান ॥ গুরু স্থান কাশীধাম বস্তু ভিন্ন
নয়। ত্রিঙ্গগতে ভাহার তুলনা নাহি হয় ॥ শিব তুলা কাশীহয় জ্ঞান-
ময় রাশি। সদাশিব গুরুরূপে সদানন্দে ভাসি ॥ পদতলে রজগুণে
রবিতে প্রকাশি। তার উর্ধ্বে দশনখে প্রকাশিত শশী ॥ ততি শোভা
শুভ্র আভা তনুগুণ নাশি। ব্যাত্রর্শ্য পবিত্রান বৃষোপর বসি। সর্বময়
লব্ধোদর ভক্ষমাখা রাশি। হাড়মালা কণিষ্ঠাল কণ্ঠে বিঘ বাশি ॥ বিশ্ব-
মূল হস্তে শূল হুহু হুহু হাসি। ত্রিলোচন বিভূষণ ভালে অর্দ্ধশশী ॥
চক্ষু ঢুলু ঢুলু করে ধুস্তুরা প্রয়াসী। জটাতারে গঙ্গাদেবী সদাই
উল্লাসী ॥ বামভাগে গৌরী সদা অন্নদাতা কাশী। ত্রিগুণ তিনিয়া কপ
বর্ণেতে অতসী ॥ সদানন্দ সদা সুখে শক্তি সহ বাসি। নন্দি ভূজিগণ
সঙ্গে প্রেম অভিলাষী ॥ সর্ব তীর্থ সর্ব দেব স্থিতি বারাগসী। মুল্লি-
দাতা সর্ব জীবে শিব পঞ্চকোশি ॥ কারণ হইতে হৃদয় শূল কপ-
তাসী। যোগিগণ ধ্যান জন্য কল্পিত প্রকাশি ॥ সাধনেতে নিষ্কি হৈলে
কারণে প্রবেশি। এক বস্তু ভিন্ন নহে উত্তম কপসী ॥ কাশী বাসী ব্রহ্মা-
নন্দ কদপদে বসি। তাহার কৃপাতে তবে কাশীখণ্ড ভাসি। সীতানাথ
বসুদাস অধিকা নিবাসী। কাশীখণ্ড ভাষা রচি করিল প্রকাশি ॥

কাশীখণ্ড ।

প্রচারিতঃ ।

—১৩৫—

বিজ্ঞাগিরীর বুদ্ধি বিনয় নারদ সম্বাদ

পয়ার । শিবা তরে শিব কহে কাশী বিবরণ । মাতৃকোলে বসি
জন্ম কারিল অবন ॥ কাৰ্ত্তিকের সেই কথা কহে অগস্ত্যোরে ! সেই কথা
বেদব্যাস কহেন সূতরে ॥ কাশীখণ্ড পুরাণীয় এষট্টি সংবাদ । সর্ব-
শাস্ত্র সারোদ্ধার অমৃত আনন্দ ॥ প্রথম অধ্যায় বিজ্ঞা নারদ সম্বাদ ।
সূতরে কহিল বাণী করিয়া আনন্দ ॥ তীর্থ যাত্রা করিয়া নারদ তপো-
ধন । নন্দাদিতে স্নান কারি বিজ্ঞা আগমন ॥ বিজ্ঞা পর্বতের দোভা কে
পাবে বর্ণিতে । তরু লতা ফল ফুল জন্তু নানামতে ॥ নারদ দেখিয়া বিজ্ঞা
প্রণাম করিল । পাদ্য অর্ঘ্য পূজি আননোত্ত বসাইল ॥ পদ সেবা কারি
দূর করে পথজম । শুভ আলাপন পরে করে উপক্রম ॥ নানামতে
জ্ঞতিবাদ করে গিরিবর । ব্রহ্মভোজ্যময় ভূমি-পরম ঈশ্বর ॥ তব পাদ-
পদ্ম রক্ত পাইয়া আমার । মুচিল চিত্তের বত ছিল অন্ধকার ॥ মুনি
আগমনে বিজ্ঞা মনে অভিপ্রায় । সগোত্র নিন্দিয়া করে আপনা বাধান ॥
ধরাধর কালে কেহ মোর ভুল্য নয় । শিবের স্বস্তুর এক মান্য হিমালয় ॥
এত শুনি নিশ্বাস ছাড়িল তপোবন । করঘোড়ে বিজ্ঞা জিজ্ঞাসিল বিব-
রণ ॥ কি হেতু ছাড়িল প্রভু সুদীর্ঘ নিশ্বাস । না হইল তব কিবা পূর্ণ
অভিলাষ ॥ মুনি বলে শুন গিরি আমার বচন । এক দিন সূমেরুতে
ছিল আগমন ॥ আমার সাক্ষাতে মোর ভোমাকে নিন্দয় । ভোমাকে
দেখিয়া মনে সে কথা উদয় ॥ আমি সব জনে আর কিবা আছে ছুঃখ ।
বিশ্বাস কারণ এই কহিল সম্মুখ ॥ এই মতে আলাপ করিয়া মুনিবর ।
বিদায় হইয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগর ॥ মুনিকে বিদায় করি বিজ্ঞা মহামতি ।
নানামতে আপনাকে নিম্নালেক অতি ॥ যিক মোর জীবন যৌবন
পরাক্রম । জ্ঞাতি টৈতে পরাজয় না রহে সম্ভ্রম ॥ সূমেরু পর্বত গর্ব
খর্ব পরি কিলে । সর্বদা মনেতে হেন চিন্তিল বিশেষে ॥ বিজ্ঞাগিরি
সদা মনে উপায় ভাবয় । সূমেরুকে কি রূপে করিব পরাজয় ॥ সূমে-
রুকে প্রদক্ষিণ করে দিবাকর । এইত গৌরব তার তাজিব সম্বর ॥ যে
রূপে সূর্য্যের চলাচল নাহি হয় । কারিব এমন চেষ্ঠা তাবিল কদর ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় বিদ্যা বাড়িল বিস্তর । রুদ্ধ হৈল যেই পথে চলিলে
 ভাস্কর ॥ সূর্য্য পথ করি রোধ বিদ্যাগিরিবরে । কৃতার্ণ হইল হেন জামিল
 অস্তরে ॥ কতক্ষণে হইবেক ভানুর উদয় । ভাবিয়া থাকুল বিদ্যা ব্যাকুল
 চক্ষু ॥ রজনী প্রভাত দিবাকরের উদয় । ভুবন জীবন মান করি মহা-
 শয় ॥ এক চক্র রথখান অরুণ সারথি । সন্তু অশ্ব টানে রথ চলে শান্ত্র-
 গতি ॥ কত পথ ছাড়াইয়া জাইল সজ্বর । আসিয়া ঠেকিল যথা বিদ্যা-
 গিরিবর । পথ না পাইয়া জানাইলেক সারথি । স্পর্ধা করি বর্জমান
 বিদ্যা মহামতি ॥ রথ পথ রুদ্ধ করিয়াছে বর্জমান । দাঁড়াইল ঘোড়া
 চলবার নাহি স্থান । দিনমণি এত শুনি হইল বিস্ময় । একি অনন্তর
 সব বিধি বিপর্যায় ॥ একক আকাশে কিবা করিব উপায় । স্বকিত
 হইয়া ভাবে না দেখি সহায় ॥ দ্বিসহস্র দ্বিশতক যোজনের পথ । নিমি-
 বার্দ্ধে ছাড়াইয়া যায় যার রথ ॥ বদ্ধ হৈয়া পথে তেঁহ রহে বক্তকাল ।
 অকালে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ঘটিল জঞ্জাল ॥ পশ্চিমে রজনী সদা পূর্বে সদা
 দিন । বেদ বিধি জিয়াকাণ্ড হইলেক হীন ॥ সূর্য্যভূর নরণ হইল
 কম্পিত । ঘটিল প্রমাদ অতি একি চমকিত ॥ নৃষ্টি লোপ হয় দেখি
 যত দেবগণ । একত্র হইয়া চলে ব্রহ্মার সদন ॥ ভূমে পাড়ি ঘোড় করে
 প্রণাম করিয়া । নানাস্ত স্তুতি করে ভক্তিজান হৈয়া ॥ ভুমি আদি
 অনাদি বিধাতা নৃষ্টিকারি । জগৎ পালনকারি মোহনমুখারী ॥ সংহ-
 রক জগতের ভূমি ত্রিপুরারী । নৃষ্টিরঙ্গ কর প্রভু হইয়া কাণ্ডারী ॥
 স্তুতিবাদ কারি কহে দিক্ষা বিবরণ । বুদ্ধি বিদ্যা করে সূর্য্যপথ নিবারণ ॥
 শুনিয়া দেবতা বাক্য করিয়া আশ্বাস । উপদেশ কহে ব্রহ্মা মুখে মৃদুবাস ॥
 কাশীবাসি তপস্বী অগস্ত্য মহাত্মনি । হাহ তথা এই কার্য্য সাধিবেন তিনি ॥
 পিতামহ মুখে শুনি অগস্ত্য সম্বাদ । দেবগণ মনে বড় হইল আহ্লাদ ॥
 বাসনার অতিশয় কাশীপুরী লাভ । স্বকার্য্য সাধন তার অধিক প্রভাব ॥
 প্রণাম করিয়া সবে হইয়া বিদায় । কাশীপুরী উদ্দেশিয়া চলিল দ্বারায় ॥
 তৃতীয় অধ্যায় তবে শুন বিবরণ । আহ্লাদ হইয়া চলে যত দেবগণ । পথে
 পথে নিরুভাগ্য প্রশংসন করে । স্বরিতে মিলিতহইল মণিকণি তীরে ॥
 স্নান করি হরিস্মরি জিয়াকাণ্ড করি । বিশেষর দরশন করে বাণ্ডাপুরি ॥
 ক্রমে ক্রমে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ । মিলিল সম্বরে যথা স্থানর আশ্রম ॥
 স্নিক্ততরু তৃণ লতা শান্ত জন্তুগণ । মূনি শিষ্য বসিয়াছে করিয়া বেঠিন ॥
 জয় জয় শব্দ করি দেবতা সমাজ । উচ্চৈঃস্বরে বলে ব্রহ্মা কর মুনীজ্ঞ ॥

কাশীখণ্ড ।

নানামত স্তুতি কয়ে যত দেবগণ । সন্তোষ করিয়া যুনি দিলেন আসন ॥ প্র-
ত্যেকে প্রণাম করি আসনে বসিল । আগমন কারণ অগস্ত্য জিজ্ঞাসিল ॥
তবে বৃহস্পতি মুখে হেরি পুরন্দর । ইচ্ছিতে বুঝিয়া গুরু করয়ে উত্তর ॥
ইন্দ্র আদি দেবের অত্যেকে পরিচয় । অগস্ত্যকে কহিলেন গুরু মহাশয় ॥
চতুর্থ অধ্যায় লোপামুদ্রার প্রসঙ্গে । সতী পতিব্রতা ধর্ম বর্ণে নানারঙ্গে ॥

—সংক্ষেপ—

লোপামুদ্রা সতীর প্রসঙ্গ ।

পর্যায় । লোপামুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারী । পতিসেবা নিযুক্ত
নতত সদাচারী ॥ পতি মুখে মুখী পতিদুখে অভিমানী । ছায়া যেন
পতি সঙ্গে চরণচারিণী ॥ পতির অধিক কারো প্রতি নাহি জ্ঞান । প-
তি ক পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান ॥ ব্রজা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ ।
পতির অধিক নাহি হয় কোন জন ॥ পতির চরণোদক নিত্য করে পান ।
পতির উচ্ছ্রিত মাজ ভোজন বিধান ॥ তদ পত্নী গুণ কত করিব নির্ণয় ।
বহী রূপা নাবিহী তাহার সম নয় ॥ কখন কহিব তব নহিমা অপার ।
সতী পত্নী গুণে হয় পতির নিস্তার ॥ যথাপি পুরুষ পাপ জ্ঞানেন্নে অতি ।
সতীর গুণেতে পতি নভয়ে মুগতি ॥ সতী পতি পরে নাহি মম অধিকার
সতী সঙ্গে পাতলোকে বসতি তাহার ॥ বিল হৈতে বয়ে যেন বাদিয়া সু-
জল । উদ্ধার করয়ে ধীর কাঁথিয়া আতঙ্ক ॥ সেই মত পতিব্রতা নরক হৈতে
উদ্ধার করিয়া পতি বসয়ে স্বর্গেতে ॥ পিতৃ মাতৃ পতি তিন কুলের উদ্ধার
পতিব্রতা কলে হয় শাস্ত্রের বিচার ॥ গৃহস্থের ধর্ম্য কর্ম্য ভার্য্যা হয় মূল ।
ভার্য্যা বিনা গৃহস্থের নাহি অনুকূল ॥ ভার্য্যা বিনে যজ্ঞ আদি কর্ম্য আধিকার
গৃহস্থের নাহি হেন শাস্ত্রে আছে সাব ॥ কর্ম্মবশে যদ্যপি বিধবা হয় নারী
বাবত জীবন হয় মুখ অধিকারী ॥ আহারের অস্পৃশ্য করয়ে ক্রমে ক্রমে
শাক পীক বিচিত্র খাইয়া রাখে প্রাণে ॥ বৈশাখ কার্তিক মাঘ পুণ্য তিন
মাস । বিশেষ নয়ম তাতে করিবে প্রকাশ ॥ বৈশাখেতে জলহত্র দিব্যেক
নিষেধ । জল তাম্র শুক্ল বস্ত্র হত্র আদি যত ॥ যথাশক্তি ব্রাহ্মণেতে করি-
বেক দান । কার্তিকে বিশেষ জ্ঞান প্রদীপ প্রদান ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন মাঘে
আর প্রাতঃস্নান । বিহিত সকল কর্ম্ম করিবে বিধান ॥ বিধবার কেশবন্ধে
পতির বন্ধন । অস্ত্রএব করিবে চিকুর মুগুন ॥ খট্টা আরোহণে হয় প-

তির পতন । তে কারণে করিবেক ভূমিতে শয়ন ॥ সদাচার আচরিয়া থাকে
সর্বক্ষণ । পুত্র অভিমত কর্ষ করে আচরণ ॥ এইরূপে করি নারী নৈবদ্য
পালন । পতিলোকে পতি সঙ্গে পায় দরশন ॥ শীল ভঙ্গে পতি সঙ্গে
নরকে পতন । পতিবাক্য লজ্জনেতে নরকে গমন ॥ ক্রোধ মুখে পতিকে
যে করষে উদব । শূণালি কুকুরী কিবা হয়ে অশ্মাস্তর ॥ পতি মনঃপীড়া
করি বাক্য যেবা কহে । পেচক হইয়া বৃক্ষ কোঠরেতে রহে । ভর্জার তাড়নে
তারে চাহে তাড়িবার । বায়ু কি বিভাল যোনি লাভ হবে তার ॥ পতি
পরিভ্যাগ করি অন্য করে মতি । শূকরী বাজুরী কিবা হয়ে তুর্কি অতি ॥
ভ্রমার করিয়া কথা কহে যে পতিরে । বোঁবা হয়ে ক্রোধে মুখে নাকা নাহি
হবে ॥ অপত্নীকে যেই নারী দ্বেষ সদা করে । পতি পুত্রবিহীন হইবে জন্মা-
স্তরে ॥ পতি সঙ্গে বসি অন্য পুরুষ দেখয় । বিনুখী কৃৎস্না কালা হয়ে তপ-
সয় ॥ কুল ভঙ্গ করে নারী যদি কোনমতে । তিনলোকে একেকালে ফেলে
নরকেতে ॥ পতিব্রতা পুণ্য কথা শুনি মুনিবর । বৃহস্পতি প্রতিভুক্ত হইল
অঙ্গ ॥ ছলে বলে গুরু আগমনের কাঁবণ । ভোমারক যাচিয়া কাঁবণে
দেবগণ ॥ যাচক হইয়া হেথা দেবতা আইল । বিষ্ণোর বৃত্তান্ত যত সোচক
করিল ॥ সৃষ্টি রক্ষা করি করি বিষ্ণোর দমন ॥ এক বসি নিঃশঙ্ক হইল দে-
বগণ ॥ মুনি বিবেচন্য ব্যানে করি আলোচন । কহিল করিব বিদ্যা বৃদ্ধি
নিবারণ ॥ অসীকৃত হৈল মুনি হৃদে দেবগণ । বিদ্যায় হইয়া গেল ভাপন
ভবন ॥ পঞ্চম অধ্যায় মুনি চিন্তয়ে অন্তরে । বিবেচন্য বিমুখ হইল মন-
পুরে ॥ দেবতার চরিত্র কে বুঝিবারে পারে । ছল করি কাশী ছাড়া করিল
আমারে ॥ লোপামুদ্রা সম্বোধিয়া করয়ে বিজ্ঞাপ । অলিল অন্তরে পতি
বিচ্ছেদ সম্ভাপ ॥ অম্বিক নিবাসি নীতানাত বসুদাম । কাশীখণ্ড ভাণ
রচি করিল প্রকাশ ॥



বিদ্যা পরিত্যক্ত দর্পচূর্ণ এবং অগস্ত্য মুনির দক্ষিণদিগে গমন ।

ত্রিপদী । লোপামুদ্রা শুন কই, দেখ দেবরাজ আই, গিবি পঙ্ক
করেছে ছেদন । দেখ অগ্নি দাবানলে, এ তিন ভুবন অলে, সূর্য্য আদি
আর দেবগণ ॥ অতি পরাক্রম বরে, ব্রহ্মাও নাশিতে পারে, বীর দর্পে
কেহ নহে স্থান । বিদ্যা বৃদ্ধি নিবারিতে, না পারিল কেহ ভাঙে, আহা
বিধি হইল বিগুণ ॥ না রাখি কাহার দায়, তপস্যাতে কাল যায়, পতি

সঙ্গে আছি কাশী পুরে। বিধির বিপাক তার, হইল বিষম দার, কাশী
ছাড়ি করিল আমারে ॥ পাণ্ডিতে শাস্ত্রেতে রটে, কাশী বাসে বিদ্র ঘটে,
সাধু শাস্ত্র জনে আবশ্যক। ঘটিল আমারে তাই, বিচারে ঘোষ নাই,
ভূমি বিধি সকল কারক ॥ গোপান্তরা চল যাই, ইহাতে উপায় নাই,
বিমুখ হয়েছো বিশেষ্বরে। পাত্তী সঙ্গে মনিবরে, এতি দেব ঘরে ঘরে,
বিলাপ করয়ে উঠেঃস্বরে ॥ আহা প্রভু কালরাজ, রাখ কাশীরাজ কাষ,
কিছুমাত্র না কর বিচার। কিবা অপরাধ মোর, কর কাশী হৈতে দূর;
রূপালেশ নাহিক তোমার ॥ আহা প্রভু দণ্ডপাণি, কাশীতে নায়ক ভূমি,
মোর তরে হইলা নির্দয়। আহা চণ্ডীগণরাজ, রাখ যুবরাজ্য কাষ,
অবিচারে মোর দণ্ড হয় ॥ আহা বিশেষ্বর ভূমি, বারানসীপুর-স্বামী,
কিছুমাত্র নাহিক শাসন। তোমার নগর কাশী, থাকে যার পুণ্যরাশি,
সেই পায় শুভ দর্শন ॥ মণিকর্ণি স্নান করি, আসি নিত্য তব পুরী,
যথাশক্তি পূজি তব লিঙ্গ। নিয়ম করিয়া কাশী, বাস করি হবিষ্যাশি,
কি দোষে কবিলা তাতে ভঙ্গ ॥ আহা অন্নপূর্ণা মাই, তোমাকে বলিয়া
যাই, দীন হীনে না করিলা দয়া। সঙ্কটা বিকটা আদি, দেবী আর
দেব নদী, ক্রমে সকলেই আলাপিয়া ॥ সীমাচর ভুতগণ, জনে জনে
সম্ভাষণ, কহিলেক কান্দিতে কান্দিতে। সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি, আর যত
কাশীবাসি, সম্ভাষ করিল ধরি হাতে ॥ শুন কাশী দেবগণ, করি কিছু
নিবেদন, মাগি মাত্র থাকিবা তোমরা। নিজ প্রয়োজন বশে, নাহি ছাড়ি
কাশীবাসে, কি করি যাটিল দেবতারা ॥ পর উপকার তরে, কাশী
ছাড়ি বাই দূরে, উপকার জন্যে কি না করে। দধিচি ব্রাহ্মণ ছিল,
নিজ আস্থ ভিক্ষা দিল, প্রাণরত্ন গণনা না করে ॥ চাহিলেন ভগবান,
ত্রিলোক করিল দান, বলিরাজ্য পরম হরিষে। মধুকৈটভের শির, দিলেক
হইয়া শির, নারায়ণ ছেদিলেন শেষে ॥ গরুড় পক্ষীর রাজা, বলে দর্পে
মহা ভেজা, হইলেক বিষ্ণুর বাহন। তবে আসি তীরে বসি, পতি সঙ্গে
মহাঋষি, শিরে করে নীর অভ্যুত্থান ॥ কহিছে চক্ষুর তরে, দেখ দেখি
কাশীপুরে, স্থানে স্থানে যে আছে মন্দিরে। তবে শিব শিব বলি, পতি
পাত্তী গলাগলি, করি কান্দে হইয়া অস্থিরে ॥ ভুই জনে মোহ পায়,
থাকে বক বকী প্রায়, কিছু কালে হইল চেতন। পুনঃ শিব শিব বলি,
বলে প্রিয়ে চল চলি, বড়ই কঠিন দেবগণ ॥ চলিলেক তপোধন, ধারা
বহে ছনমন, কিরি কিরি দেখে বাচর বার। পতি পাছে লজী যায়, শরী-

কাশীখণ্ড ।

রের ছায়া প্রায়, অবলার সহায়, চমৎকার ॥ হইয়া পাগল প্রায়, কণে
বৈসে ক্ষণে ধায়, কণে কণে ফিরি চায় । দুই তিন পাশ চলে, শিব বিশ্ব-
শ্বর বলে, বলে কাশী দেখি হেতা আয় ॥ এই মতে চলে গুণি, যাবত
দেখয়ে কাশী, ক্রমে ক্রমে গেল বহু দূর । তপো যান আরোহণে, চলি-
লেক ক্রোধ মনে, বিদ্যা গর্ভ করিবারে চুর ॥ নিমিষ অর্ধেকে মুনি,
বিক্রোর নিকটে পুনি, সতী সঙ্গে উপস্থিত হয় । অলস অনল প্রায়,
ক্রোধে চক্ষু রক্তা তার, যম যেন দেখি লাগে ভয় ॥ পত্নী সঙ্গে মুনিবর,
দেখিয়া লাগিল ডর, থর থর কাঁপে গিরিবর । অতি খর্ব হৈয়ে গিরি,
দুই কর যোড় করি, দণ্ডবৎ প্রণামে সত্বর ॥ আশীর্বাদ করি মুনি,
বিক্রাকে বলিল পুনি, আমাকে সত্বর জান তুমি । খর্ব হৈয়া কতকাল,
এইরূপে থাক ভাল, যাবত না ফিরি আসি আমি ॥ এই বাক্য বলি মুনি,
দক্ষিণে চলিল পুনি, কাশীর বিচ্ছেদ ভ্রান্ত মতি । সীতানাথ বসুদামে,
কাশীখণ্ড ভাষা ভাষে, ত্রিপদী রচিল তাতে ইতি ॥

পরার । কত দূরে গেল যদি মুনি মহাশয় । আপনাকে মনে নিহু
প্রশংসা করয় ॥ অদ্য মোর পুনর্জন্ম হইল ভাগ্যোতে । অভিষাপ না
করিয়া মুনি গেল যাতে । অদ্য কল্য পরশ্ব আসিবে মুনিবর । এই মাত্র
চিন্তা করে গিরি নিরন্তর ॥ যদ্যপি না আইসে মুনি নাহি বাড়ে গিরি
হইলে খেলের বৃদ্ধির থাকে দিন চারি ॥ বাল্যকালে বিধবার যেন পয়ো-
ধর । উঠিয়া কদম্বে লয় হয় নিরন্তর ॥ দরিত্রের মনোরথ যেমত নিষ্ফল ।
সে মত খেলের মনোরথ যে সকল ॥ স্পর্ধা করি পরে যেন অতি বৃদ্ধি
হয় । সেই বৃদ্ধি দূরে পূর্ব বৃদ্ধির সংশয় ॥ পত্নী সঙ্গে করি মুনি কোলা
পুয়ে গেল । মহালক্ষ্মী দেখি দৌড়ে প্রণাম করিল ॥ নানাবিধ স্তুতি করি-
লেন মুনিবর । কাশী বিরহের আলা মুচিল অন্তর ॥

—৩৩—

অগস্ত্য মুনি কর্তৃক মহালক্ষ্মীর স্তুতি ।

লঘু-ত্রিপদী । তুমি নিরাকার, তুমি সে সাকার, তুমি সে সংসার
সার । যত ইতি সব, তোমার বিভব, তুমি সে ভবের ভার ॥ ব্রহ্মা তব
সঙ্গে, সৃষ্টি করে রকে, তুমি পরাপর তার । তব সহকারে, হরি রক্ষা
করে, তুমি হরি মনোহর ॥ তব যোগে শিব, সংহারে এ সব, তুমি

ত্রিভুবন ভরা । নরনের কোণে, হের যার পানে, কৃতার্থ হয় যে তারা ॥
 তুমি বায়ু জল, আকাশ অনল, তুমি ধরাধর ধরা । অপার মহিমা,
 কেবা পাবে সীমা, সর্ব ঘরে তুমি স্থিরা । তোমার বিরহে, কিছু নাহি
 রহে, এ সংসারে সব মরা । পুণ্য অতিশয়, বাহার থাকয়, তাহার
 নয়ন তারা ॥ তুমি লোকমাতা, সকল দুহিতা, তুমি সে সকল দারা ।
 স্তুতি করি মুনি, রহিল অমনি, ভূনয়নে বহে ধারা ॥

—*—

শৈল পর্বতে যাইতে অগস্ত্য মুনিকে মহাক্ষী উপদেশ দেন ।

পয়ার । স্তুতি শুনি মহাক্ষী প্রসন্ন হইলা । লোপামুদ্রা আলি-
 ক্রিয়া তথা বসাইলা ॥ তবে পতিব্রতা ধর্ম করে প্রশংসন । সতীকে
 দিলেন দিব্য বসন ভূষণ ॥ অগস্ত্য মুনিরে তবে বর দান করে । কাশী
 বিরহের ছুখে যাইবেক দূরে ॥ বেদব্যাস হৈয়া পরে কাশী লাভ হবে ।
 সম্প্রতি শুনহ ছুখে যেই মতে যাবে ॥ দক্ষিণে ত্রিশৈল আছে দেব
 বড়ানন । তাঁর সঙ্গে যাইয়া করহ দরশন ॥ কাশীর মাহাত্ম্য কহিবেক
 তোমা স্থানে । তাহা হৈতে হবে তব তাপ নিবারণে ॥ মহামুনি লক্ষ্মী
 মুখে পাইয়া উপদেশ । গভীর সঙ্গে দক্ষিণেতে করিল প্রবেশ ॥ বর্ষ
 অধ্যয়েতে মুনি দক্ষিণে গমন । পথে হৈতে হইল ত্রিশৈল দরশন ॥
 ত্রিশৈল শেখর দেখি মুনির কদম । সন্তাপ মুচিয়া অতি আনন্দিত
 হয় ॥ তবে মুনি লোপামুদ্রা সন্মোহিতা বলে । ত্রিশৈল শেখর প্রিয়া
 দেখে কুতূহলে ॥ দোরাদী যোজন এই গিরির বিস্তার । প্রদক্ষিণ করি
 যদি শেখর ইহার ॥ আরোহণ করে যদি পুনর্জন্ম নাই । পতি মুখে
 শুনি হেন বলে সতী নাই ॥ প্রাণনাথ কোন কথা জিজ্ঞাসিতে চাই ।
 জিজ্ঞাসিতে পারি যদি তব আত্মা পাই ॥ পতি অনুমতি বিদ্যা নাহি
 কোন কর্ম । পতিব্রতা নারীর আছরে হেন ধর্ম ॥ মুনি বলে বল যাহা
 বলিবারে হয় । সতীর বচন মনে খেদ কতু নয় ॥ পতি অনুমতি মতে
 সতী কহে বাণী । অতি বিলক্ষণ কথা কহিলা আপনি ॥ ত্রিশৈল দর্শনে
 যদি পুনর্জন্ম নাই । তবে কেন কাশী ইচ্ছা করহ গৌসাই ॥ অগস্ত্য
 বলেন প্রিয়ে কর অবধান । ব্যবস্থা ইহার যেই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ব্রহ্মাণ্ড
 ভাঙেতে তীর্থ নাড়-তিনকোটি । বিশেষিয়া কহি শুন তার পরিপাটি ॥
 প্রথম নৈমিষ কুরুক্ষেত্র যে সমুদ্র । অবস্থিত অযোধ্যা ত্রিশৈল আর

ধরা ॥ দ্বারা গঙ্গা সাগরসঙ্গম গোদাবরী । কাশি মায়ী কাশী সিন্ধু প্রয়াগ
কাবেরী ॥ ত্রাষক শ্রীক্ষেত্র বদরিকা কালঞ্জর । সরস্বতী যমুনা অমরা
ভীর্থবর ॥ সেতুবন্ধ একাসর শ্রীচন্দ্রপেখর । ভৃগুকর্ণ ভৃগুভৃগু গোবর্ন
পুঙ্কর ॥ গয়া গঙ্গা আদি কত করিব গণন । সঙ্ক্ষেপে কহিল বহু ভীর্থ
বিবরণ ॥ মানস ভীর্ণের শুন কহি বিবরণ । বেদ পুরাণেতে বাহ্য করেছে
গণন ॥ ক্ষমা সত্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ভূত দয়া । শম দম সন্তোষ আজব
বাণী প্রিয়া ॥ তপস্যা বিজ্ঞান আদি পরীক্ষা নাই । ভীর্থ যাত্রা বিধি
শুন কহি তোমা ঠাই ॥ পূর্ব দিন উপবাস করিবে নিয়ম । পর দিন
শ্রাদ্ধ করিবেক যথাক্রম ॥ ত্রাঙ্কণ ভোজন করাইয়া তার পর । পারণ
করিয়া যাত্রা করিবে সত্তর ॥ জ্ঞান দান শ্রাদ্ধ আদি ভীর্থের বিহিত ।
করিবেক কর্ম যত হৈয়া সাবহিত । এই সব ভীর্থ সেবা বিমুক্তির কারণ ।
তবে হবে কালীলাভ নির্বাণ নিস্তার ॥ জৈমিনি স্মৃতিতে দেন আছে
নিকপণ । বরণা পিঙ্গলা আনি ইড়ানাভী যেম ॥ তদন্তরে অবিস্মৃত্য সু-
বুধ্যা যে নাভী । তিন নাভী কাশীপুরী ভ্রূপত্রয়হারী ॥ কাশীপুরে জীত অস্ত
যেই সব মরে । শ্রীনাথ তারক ব্রহ্ম উপদেশ করে ॥ তবে জীব হইবেক
মুক্তির ভাজন । স্মৃতি স্মৃতি পুরাণেতে এই নিকপণ ॥ প্রসঙ্গত ভীর্থ যদি
পাণেতে মিলয় । তথাপি ভীর্থের অর্জ কলভাগী হয় ॥ সপ্তম অধ্যায় মুনি
কহে ইতিহাস । শিবশর্মা মথুরাতে যেমতে প্রকাশ । ভীর্থ যাত্রা আদি
তার যত বিবরণ । লোপামুদ্র স্থানেতে কহেন তপোবন ॥ মুখাভাঙ কাশী-
খণ্ড ব্যাসের বচন । ভাব্য করি বলিবারে পারে কোনজন ॥ অম্বিকা নিবাসী
সীতানাম বহু দাস । ব্রহ্মা অমুদিতা হয় হইয়া উজ্জাস ॥ কাশীখণ্ড তথা
অবধারণ করিয়া । ভাষাতে ভাষিন তাহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ নাথু জনে
অবগে হইবে অভিজাষ । হরি হর পূজন করিবে মন আশ ॥ একথা
অবগ করে কিবা করে গান । কাশী লাভ হবে তার পাইবে নির্বাণ ॥

ইতি কাশীখণ্ড ভাষা অগস্ত্য মুনির কাশী ভ্রমণ বিজ্ঞা

পার্বত ধর্ম শ্রীশৈল পার্বত দর্শন প্রথম সর্গঃ ।

অথ শিব শর্ম্মার বিবরণ ।

পায়ার । মথুরা নিবাসী শিবশর্ম্মা দ্বিজবর । শাস্ত্র অধ্যয়ন তেঁহ
করেন বিস্তর ॥ বেদ বিদ্যি জ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণেতে । ধর্ম্ম কর্ম্ম মিমংসা-
কারক প্রমাণেতে ॥ তর্ক শাস্ত্র ধর্ম্মকৌম আর আর্ম্মকৌম । তন্তু শাস্ত্র অন্য
শাস্ত্র যত নাট্য বেদ ॥ এই কপে সর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণ । তার পর হই-
লেক পুত্র উপাচ্ছন্ন ॥ তদন্তরে চিন্তে দ্বিজ কি করি উপায় । না বলিল
শিব বিষ্ণু গণ মহাশয় ॥ সূর্য্য দেব তুলস্যাদি ব্রাহ্মণ ভোজন । দেবালয়
লিঙ্গস্থিত তীর্থ দরশন ॥ গোধেনু গোবৎস আর ভূম্যাদি কাঞ্চন । পথে
কৃষ্ণ আরাপণ তড়াগ খনন ॥ গোত্রান পতিত পক্ষে গাভীর উদ্ধার ।
জলছত্র অন্নবস্ত্র গয়া-শ্রদ্ধ আর ॥ অতিথি সেবন আর ব্রত চান্দ্রায়ণ ।
পূজা উৎসব অন্য তীর্থ দরশন ॥ এই সব কিছু মোর না হইল ক্রিয়া ।
কিসে ভব পারাবারে যাইব তরিয়া ॥ অবশেষ চিন্তি দ্বিজ করিল বিচার ।
সঙ্গপুরী তীর্থ দরশন মোর সার ॥ যাহা হৈতে ভবসিদ্ধি হইব নিস্তার ।
যথাযোগ্য নিয়ম করিল ধর্ম্মাচার ॥ প্রথমে মথুরা হৈতে অযোধ্যা গমন ।
সেই যে অযোধ্যা পুরি মহা-মোক্ষধাম ॥ সেই স্থানে বিরাজিত আছেন
ঈশ্বরাম । নিম্নমে সরযুতীরে শর্ম্মার বিশ্রাম ॥ সাক্ষ স্নান শ্রাদ্ধ করি পঞ্চ-
রাত্র বাস । প্রাণে চলিল পুণাইতে অভিলাষ ॥ যথা ব্রহ্মা রজোগুণে
যমুনা মহেশ নিজ রূপা । তমোগুণে যমুনা মহেশ নিজ রূপা । ভাগিরথী
স্বল্প কপে বিষ্ণু যে আসিলা । ত্রিগুণেতে তিনবেণী প্রসাগ হইলা ॥ সূতজ
অক্ষয়বট তথায় আছর । যার মূলে প্রাণের মার্কণ্ড মূনি রয় ॥ শলটক সব
বেণী মাধব আছায় । সূক্ষ্মরূপা সরযুতী তথাতে মিলয় ॥ মাঘ মাসে প্রাতঃ
স্নান কিম্বা বাস করে । তার স্নানায়ানে মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে ॥ এই
স্থানেতে শিবশর্ম্মা মাঘ মাস ছিল । এক মাসে যথাযোগ্য সর্ম্ম কর্ম্ম কৈল
তার পর কাশীতে চলিল গুণধাম । পঞ্চকোশ প্রথমেতে গণেশে প্রণাম ॥
পরে মণিকর্ণিকায় চলিলেন মূনি । যথা গঙ্গাদেবী আছেন উত্তরবাহিনী ॥
মণিকর্ণি ঘেরিয়া বসেছে দেবগণ । স্নানগণ যেমন অপূর্ব দরশন ॥ মণি-
কর্ণি খাত যেই কারণেতে হয় । শিবের কর্ণের মণি তথাতে পড়য় ॥ এইত
নিমিত্তে মণিকর্ণি অর্থ হয় । আর এই স্থানে আছে অনেক নির্ণয় ॥ সাক্ষ
স্নান শ্রাদ্ধ আদি করি সেই স্থানে । চলিলেন পরে পঞ্চ তীর্থ দরশনে ॥
পরে দ্বিজবর সখৎসর বাস করি । ক্রমাগত নিত্য নৈমিত্তিক করে করি ॥

বীরেশ্বর আর যত আছে লিঙ্গময় । সর্বত্রোতে দিনে দর্শন করয় ॥ চিত্ত-
 ক্ষোভ কোন মতে নিবৃত্তি না হয় । তার পরে ভাবে তবে উপায় নির্ণয় ॥
 প্রথমে বাসনা গুপ্তপুরী দরশনে । তথা হৈতে চলিলেন অবস্থিভুবনে ॥
 যেই স্থানে মহাকাল আছে অবস্থিতি । মহাপ্রলয়েতে অগৎ সংহার শক্তি
 কোটি গিবলিঙ্গ যথা আছে নিরন্তর । হাটিকেশ তারকেশ মহাকালেশ্বর
 ক্রমাগত স্বর্গমর্ত্য পাতাল উদয় । অরাধিত অঙ্গ প্রভৃতি যত হয় ॥ অগ্নিজাত
 সর্প পক্ষি আদি জীব যত । আছেন তথায় সেই সব বিরাজিত ॥
 উদ্ভিজাত তরু সুখে তৃণ আদি যত । শ্বেদজাত দংশ মশকাদি নানামত
 ইহার। সকলে তথা হয় লিঙ্গময় । পঞ্চরাত্র শিবশর্মা নিয়মেতে রয় ॥
 পরে কাঞ্চিপু্রে প্রবেশিল দ্বিজবর । কি কহিব সেস্থানের মহিমা অপার ॥
 শিব লক্ষ্মীকান্ত আর হরি হর গিয়া । গোদাবরি নদী তথা আছেন বা-
 গিয়া ॥ যথাযোগ্য সর্ব কর্ম করিয়া ভ্রাজণ । গুপ্তরাজ রহিলেন ধর্ম আচরণ
 গেলেন সত্বরে যথা পুরী দ্বারাবতী । সেই স্থানে নারায়ণ সদা অবস্থিতি ॥
 সেই স্থানে গেলে মুক্তি অবশ্যই হয় । সংক্ষেপে কহিল পরে বিস্তারের ভয়
 যথাবিধি দ্বিজবর অন্বেষণ করি । ক্রিয়া আদি করিলেক শাস্ত্র অনুসারি ॥
 পঞ্চদশ দিন দ্বিজ রহিয়া তথায় । ক্রীহরি স্মরণ করি দ্বিজবর ব্যায় ॥
 স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যথা পৃথী আগমনে । হরিদ্বার বলি স্থান ভ্রমতে বাঞ্ছনে
 অপার মহিমা তাঁর জীবের নিস্তার । ধর্ম অর্থ কামমোক্শ চারি পথনার
 পূর্বদিন ঐস্থানে অনশন করি । ক্রিয়া আদি যথাবিধি পূর্বক আচরি ॥
 তদন্তরে পারণ করিবে হেনকালে । মহাশ্বর উপস্থিত কম্পিত হিল্লোলে
 কি হইল বলি খেদ করেন বিস্তর । বাটীঘর স্ত্রী পুত্র ভাবে নিরন্তর ॥ তার
 পর চিত্তস্থির কৈল মনোনিভ । এ সময়ে অন্য চিন্তা না হয় উচিত ॥ হরি
 হর স্মরণেতে যাহাতে নিস্তার । ঐ নাম বিবিমত করিল সত্বর ॥ মৌনী
 হৈয়া রহে দ্বিজশর্মা মহাশয় । জ্ঞানদৃষ্টি চক্ষু আর ভাবের উদর ॥ ক্ষণেক
 কালেতে যে কোটি বিহাদংশে । সকল বিশ্বস্তি হৈল সব জ্ঞান অংশে
 স্থানের মাহাত্ম্য সর্বভীর্ণ দৃষ্টি কলে । বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আইসে পুণ্যবলে
 রথধ্বজোপরেতে গরুড় আরোহণ । দেবকন্যা করে রথে চামর ব্যাজন ॥
 পুণ্যাশীল সুশীল যে চতুর্ভুজ ধারী । শিবশর্মা লৈয়া চলে বৈকুণ্ঠনগরী
 দ্বিজবর চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া । রথমধ্যে বসিলেন বিষ্ণুরূপ টৈয়া ॥
 ঐ সব বিদ্যাধরী চামর ঢুলায় । গগনস্রো কথোপকথনে কাল যায় ॥

কুকর্মান্বিত এবং কুকর্মান্বিত গনুযাদিগের
যমপুরেতে ভোগের বিবরণ ।

পয়ার । অষ্টম অধ্যায় লোপায়ুজা জিজ্ঞাসন । অগস্ত্য কহেন পরে
সব বিবরণ ॥ লোপায়ুজা কহিলেন শুন তপোধন । শিবশর্মা সন্তপুর্নী
করি দরশন ॥ হরিদ্বারে প্রাণভাগ কৈল তার পরে । মোক্ষ না হইল কেন
শুনিব বিস্তারে ॥ অগস্ত্য কহেন প্রিয়ে শুন বিবরণ । শুনিলে যাহাতে হয়
জন্মত সেচন ॥ গণ সঙ্গে সঙ্গরে চলিল দ্বিজবর । কত দূরে দেখে
পিচাশ কলেবর ॥ ইহার বৃত্তান্ত শর্মা জিজ্ঞাসেন গণে । গণ কহে শুন
সখা ইহার কারণে ॥ খন উপার্জন করি সঞ্চয় যে করে । জীপুজ কুটুম্ব আশ্র
পোষণের ভরে ॥ অন্য দর্ম্ম কর্ম্ম তারা কিছু না করয় । ইহলোকে সে সব রা-
ক্ষস ঘোন হয় ॥ তার পরে কত দূরে রথ চলি যায় । স্বলাকার কান্তি সব
দেখিবারে পায় ॥ লম্বোদর কুম্ভার যে দেখি সর্ব্বকায় । ইহাদিগে দেখি গণে
জিজ্ঞাসে শর্ম্মায় ॥ এ হেন গঠন মূর্ত্তি কোন লোক হয় । পুণ্যশীল বলেন
সগণ লোকময় ॥ এই সব মর্ত্যালোকে সঞ্চয় না করে । উপার্জন করি
খন সর্ব্বদা বিস্তরে ॥ সংক্রান্তি পুর্ণিমা আদি পর্বেতে এ জনে । গুরু পুরো-
হিত বাক্য দৃঢ় করি মানেন ॥ পরেতে গন্ধর্ব্ব লোক দরশন হয় । ইহার
বৃত্তান্ত কহ গণ মহাশয় ॥ নৃপতি ঐশ্বর্য্যামন্ত্রদিগের দ্বারায় । গন্ধর্ব্বগণের
এই ব্যবহার হয় ॥ শ্রদ্ধি পাঠ মন্ত্রলাদি আচরণ যত । ইহাতে জীবিকা
হৈয়া থাকে অবিরত ॥ এই মত অর্থ আহার্য করি সব । দানাদি ব্রাহ্মণ
সদা করে অসম্ভব ॥ এই সব লোক আশি এই স্থানে রয় । এই জনো এথা-
নেতে দেবলোক কয় ॥ তদন্তরে দেখি বিদ্যাধরপুর্নী স্থান । শিবশর্মা
জিজ্ঞাসেন ইহার বিধান ॥ পুণ্যশীল সুশীল কহেন বিবরণ । বিদ্যার্থী-
দিগকে ভ্রম দেয় সর্ব্বক্ষণ ॥ নববস্ত্র কমলাদি দেয় বিদ্যার্থীয়ে । পীড়া
হলে ঔষধ কারায় সেবা করে ॥ বিদ্যা গর্ষ হাড়িয়া যে নানা শিক্ষা দেয় ।
শিষ্যকে ভোষণ আহারাদির দ্বারায় ॥ পুজ প্রায় শিষ্যগণে স্নেহ অভি-
শয় । কন্যা সালঙ্কারে পাশ্রে দান যে করয় ॥ যন অভিলাষে ইষ্টদেব
পূজা করে । এই রূপে অবশেষে বাস বিদ্যাধরে ॥ তদন্তরে উপস্থিত
যমের পুরীতে । অগ্রে উপস্থিত যম দূতের সঙ্কেতে ॥ শিবশর্মা বিস্ময়গণ
প্রণাম করিল । গলে রাসে মৃদু হাস স্থির চক্ষুদল ॥ কত প্রমোদয় আগমন
যম ঘরে । কই কাল স্তব কৈল যম দ্বিজবরে ॥ আপনার পুণ্যবলে হৈলা

বুদ্ধ কপ । এই স্থানে কহিবেন আমার স্বকপ ॥ ধর্মরাজে কপা রাখি-
বেন দয়াময় । এই বাক্য কহি ধর্ম বিদায় করয় ॥ শিবশর্মা মন্ত্রাঘিয়া
ধম যান ঘর । পরে বিষ্ণু গণে জিজ্ঞাসিল ছিজবর ॥ শিবশর্মা বলে সখা
করি নিবেদন । ধর্মরাজ সঙ্কেতে হইল দরশন ॥ অতি সাম্য ভূতাকারী
সামুখ লক্ষণ । ধর্ম বাক্য তার শুনিতে হয়ে মন ॥ যমের নগর সেই অতি
সুশোভনে । যার নাম শুনি পাণী ভয় পায় মনে ॥ যমের স্বকপ লোক
কোন কেমনতে । অন্য এক জন দেখি তাহার সাক্ষাতে ॥ কোন কোন
কথা এই পুরী নাহি দেখে । এ স্থানে বসতি করে কোন কোন লোকে ॥
যমের স্বকপ এই আর কেবা আছে । বিস্তার করিয়া ইহা কহ মোর কাছে ॥
গণে বলে শুন শিবশর্মা মহামতি । স্বভাবত ধর্মমূর্তি সাম্যভরাকৃতি ॥
দুয়ারাশি তোমাদের হয় দরশন । ভয়ঙ্কর অন্য কপ দেখে পাণী জন ॥
কোণে রক্ত সবে যেন পিঙ্গল কোচন । বিকট দশন ভেঁহ করাল বদন ॥
ললিত বিদ্যুত যেন দোখি লাগে ভর । উর্ধ্ব কেশ কুব্জবর্ণ মহাঘোরময় ॥
এলয় মেঘের মত করয়ে নিদাদ । কাল দণ্ড হাতে উর্ধ্ব আছয়ে বিষাদ ॥
ক্রকুটি করাল মুখে করয়ে শাসন । আনহ ইহাকে ধরি করহ বন্দন ॥
এহার করহ মাথে লোহার সূচর । পায়ে ধরি পাথরে আছাড় এই নর ॥
পদ দিয়া গলে ক্ষু কর উৎপাটন । ফুলা গাল ক্ষুরে তার করহ ছেদন ॥
গলে দাড়ি দিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া রে । কাট যেন কড়াতে বিনার তার
নিবে ॥ পদাঘাতে ইহার বদন চূর্ণ কর । ছুই হাত কাটি তার পরদার
হর ॥ পরদার গৃহধামী কাটহ চরণ । পরনারী সদাকাল করয়ে গ্রহণ ॥
বোমকুপে স্থিতি বিদ্ধ করিয়া বন্ধন । অতএব এই পাণী করহ শাসন ॥
পরদার ইচ্ছা করি করয়ে গমন । ইহার বদন দন্তে করহ দংশন ॥ যেই
স্থখে বলিয়াছে পর অপবাদ । সেই মুখে হান খোঁটা বান্ধ ছুই হাত ॥
এই পাণী করিয়াছে পর সন্তাপন । ভণ্ড বালি মধ্যে ভাজ চনক যেমন ॥
নির্দোষ পুরুষে দোষ করে আরোপণ । রক্ত পুঁজ কর্মমেতে ভুয়াও বদন ॥
অদণ্ড পরের দ্রব্য করয়ে গ্রহণ । ওগু তৈলে জুবাইরা করহ দাহন ॥ গুর
অপবাদ করি দেব নিন্দা করে । ওগু লৌহশলা তার বদনেতে ভরে ॥
পর অশ্রুভেদ পরছিন্ন প্রকাশয় । সূতগু লোহার সূচ শরীরে বিদ্ধয় ॥
একে দান করে অন্যে করয়ে নিবেদ । রসনা রসনা কাটি পর বৃত্তি ছেদ ॥
দেব প্রাক্ষণের দ্রব্য করয়ে ভোজন । উদর বিদারি নির্জী কুমিতে পূরণ ॥
দেবতার তরে কিম্বা প্রাক্ষণের তরে । অতিথির তরে কষ্ট থাক নাহি

করে ॥ আপনি খাইতে পাক বিশেষিয়া করে । কুস্তিপাক নরকেতে পাক
কর তারে ॥ শিশু হত্যা করি করে বিশ্বাস ঘটন । কুতস্ন পাতকী মহা-
বীরবে পতন ॥ নরক অন্ধতামিশ্রে ব্রহ্মঘাতী স্থান । পূজ শোণিতেতে
গজি করে সুবাপান ॥ কাল শূত্র নরকে সুখ চুরি কণি । মরিচি নরকে
পাতে গুরুপত্নী হরি ॥ পুনঃ সমংসর যদি সংসার করয় । অসিপাত্র নরকেতে
তার বাস হয় ॥ এই পঞ্চ মহাপাপী বড় ছাচার । তণ্ডু তৈল কড়ায়েতে
ফেল বারে বার ॥ লোহার মুদারে দৃঢ় করিয়া প্রহার । এক কম্প রাখ
নরকের সরাগার ॥ স্ত্রীহত্যা গোহত্যা আর নিদ্রহত্যাচারী । শিশু-
গাছে বাধি উর্দ্ধ পদ করি ॥ অধোমুখ করি তারে রাখ চিরকাল । দংশিয়া
শরীর চর্ম ছিড়িহ বিশাল ॥ মিত্রপত্নী এই পাপী করে আলিঙ্গন । ছুই
বাঁচ উপাধিয়া করহ তাহা ॥ পর পুত্র পর ক্ষেত্র পুবে অধি দিয়া । জালা
দিল নরকেতে রাখ ফেলাটেয়া ॥ বিষ খাওয়াইয়া মারে মিথ্যা সাক্ষী দেয় ।
এক তৌলিক কালে হলনা করয় ॥ গলে বস্ত্র দিয়া লৈয়া কালকুটে
ফেল ॥ তীর্থ ফলে করে অমাচার যে সকলে ॥ লালাপিব নাম নরকেতে
লয় তারে । কুস্তীপাকে কেল গর্ভাঘাত বেধা করে ॥ অন্যতাপি পাপিকে
বাসন্ত পলপাকে । ইক্ষু যন্ত্রে পিসে রসবিক্রয়ী বিপ্রকে ॥ প্রজা পীড়া করে
ভূষ কেল অন্ধ কূপে । গো তিল সুবস্ত্র সোণা বেচে কোন কূপে ॥ হেন
সৈন্য ঔষধিতে ফেলি নিরস্তর । ঘুষলে কুটিয়া চূর্ণ করহ সস্তর ॥ শূত্র হৈয়া
দ্বিজবর্গে ক্ষয়জ্ঞা করয় । দ্বিজ অগ্রে উচ্চাসনে যে জন বসয় ॥ অধোমুখ
নরকেতে ফেলহ তাহারে । মস্তক ভাঙ্গহ তার মুদার প্রহারে ॥ ব্রাহ্মণ
বিলম্বী পুত্র বৈশ্য বিপ্রমানি । ক্ষত্রিয় যাজক বেদ বেচে দ্বিজমণি ॥ লোহা-
মহন মাংস রস তৈল আর দূত । অস্ত্রশূল আদি দ্বিজ করয়ে বিক্রীত ॥
এই সব পাপী যত দৃঢ় বাঙ্ধি পামে । চাবুক মারিয়া রাখ কদমে কেলানে ॥
এই নারী কুলটা পাপিনী অতিশয় । সেই উপপতি তার তণ্ডু লৌহময় ॥
ছুই জনে আলিঙ্গন করাহ এখন । এই মত চিরকাল করহ তাড়ন ॥
আপনি নিয়ম করি লোভে ভাগ করে । ভ্রমর সংশক নরকেতে কলে
তারে ॥ অতি ভয়ঙ্কর যম এ সব জ্ঞান । পাপীলোক দূরে হৈতে করয়ে
দর্শন ॥ গুরুর ভনয় যেন প্রজাকে পালয় । ধর্ম্মত বিচার করি প্রজাকে
দণ্ডয় ॥ হেন সব রাজা ধর্ম্মরাজ সভাসদ । যমপুরে নিরাপদে ভুঞ্জয়ে
সম্পদ ॥ যে রাজার রাজ্যতে যে বর্ণের আশ্রম । আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম করে
উপক্রম ॥ কালক্রমে মৃত্যু হৈয়া যার যমপুরে । শোক নাহি পায় সভ-

সদ হয় পরে ॥ যে রাজার রাজ্যে প্রজা দারিত্র না হয় । ছুর্তি আপা-
শোক ছুঃখ নাহি পায় ॥ সেই সব নরপতি ধর্মের সভার । সভাসদ হইয়
পরম সুখ পায় ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জনা আর যত । যমপুরে নাম করে
স্বধর্ম নিরত ॥ উদিনর সুধন্বা নামেতে নরপতি । বৃষপর্বা জয়দ্রথ রাজ
মহামতি ॥ মহাস্রাজিতকুকী দৃঢ় ধর্মারিপুঞ্জয় । যবমাস্ত দন্তবক্র নাকাগ
মহাশয় ॥ রিপুমর্দিন করদ্ধ অধর্মসেন আর । পরমন্দি পরাশ্রক মহিমা
অপার ॥ এই সব আর যত রাজার প্রধান । ধর্মধর্ম বিচার সুনীতি বর্দ্ধ-
মান ॥ ধর্মরাজ সভাতে এ সব নরপতি । তুঞ্জরে পরম সুখ করয়ে রীতি ॥
গণ কহে শিবশর্মা কর অবধান । অন্য আর কিছু কহি পুণ্য উপাধান ॥
যে কপে না হয় লোকে যম দরশন । দড়ি লাটি হাতে দূত না দেখে
কখন ॥ দূতগণে শমনে শিখায় সদাকাল । হরিহর নামাবলি মুখে বলে
ভাল ॥ সেই সব জনে নাহি মোর অধিকার । ত্যজিয়া সে সব জন করি
নমস্কার ॥ গোবিন্দ মাধব হরি যুকুল মুরারী । শিবশঙ্ক ঈশ শিশিধর
শূলধারী ॥ দামোদরচ্যুত বাসুদেব জনানন্দন । ত্যজিয়া এ সব নাম যে
করে মনন ॥ গঙ্গাধর অন্তকারী হর নীলকণ্ঠ । কৈটভারি অজপাণি কন্ঠে
বৈকুণ্ঠ ॥ চণ্ডি কেশ মৃদু খণ্ড পরশু ভূতশ । যে জন এ সব নাম স্মরণে
বিশেষ ॥ বিষ্ণু মধুসূদন নৃসিংহ চক্রধর । গৌরীপতি চন্দ্রভক্ত গিরীশ
শঙ্কর ॥ নারায়ণ শঙ্খপাণি দৈত্য নিবহন । যে জন এ সব নাম করয়ে
স্মরণ ॥ উগ্র বিষমাখ্য মৃদ্যঞ্জয় কামবৈরি । পীতবাস ক্রীকান্ত জলদ নীল
সৌরী ॥ ত্রিদশৈকনাথ কৃষ্ণবসন ঈশান । যে জন এ সব নাম করয়ে যে
গান ॥ আদ্য লক্ষ্মীপতি মধুরিপু নরোত্তম । ক্রীকান্ত পিনাকপাণি শান্ত
বিষাশন ॥ পদ্মনাভ আনন্দ কন্দ ধরণী ধারণ । যে জন এ সব নাম করয়ে
মমন ॥ দেব দেব সর্বেশ্বর ত্রিপুরসুদন । সাক্ষব্রহ্মণ্যদেব গরুড় বাহন ॥
বাণ চন্দ্রমৌলিত্যাক উরগ ভূষণ । অপূর্ব এ সব নাম যে করে মনন ॥
রামেশ্বর কীরাম রাঘব রাবণারী । ভূতেশ সন্থখরিপু প্রমথাবিকারী ॥
মুরারি ঋষিকপতি চানুর মর্দন । অপূর্ব এ সব নাম যে করে মনন ॥
চন্দ্রকলা গিরীশ করাল শূলধারী । কেশীনাথ সনাতন কংস প্রাণবৈরি ॥
ভূতপতি প্রবীর ত্রিনেত্র ভগবত । অপূর্ব এ সব নাম জপে যেই সব ॥
গোপীপতি যজ্ঞপতি বসুদেব পুঞ্জ । কপূর গৌরাক বৃষধ্বজ ভালেন্দ্র ॥
গোপধর্ম ধুরীণ গোবর্দ্ধন ধারণ । অপূর্ব এ সব নাম যে করে স্মরণ ॥
স্বরারি পিনাকধর স্বাগু ত্রিলোচন । রুক অনিরুদ্ধ পদ্মাক্ষ পাপহীন ॥

কালীখণ্ড ।

সকল পোত ভটি ছুটে বিশেষতঃ । দে জন এসব নাম জপে নিরন্তর ॥
স্বর্গোত্তম শত নাম দ্বিবা ত্রয়ময় । দৃষ্টদেহে গাঁথি মালা মাল্য যে ধরয় ॥
হর নামে হর কছু যম দরশন । চরমে হইবে শিব কিবা নারায়ণ ॥ এই
সকল গম্যাক্ষ দুস্তরে শিখায় । হরি হর চিহ্ন যেনা ধরয়ে ধরায় ॥ তুরত
সকল কল করিবে বর্জ্যন । আবার অধিক জানে সেই সব জন ॥ সন্ন্যাস
কছু হরিহর নাগাবলি । পটিলে লভবে মুক্তি জিনে কালকাল ॥ শিবশর্মা
কেন কথা করিয়া অরণ্য । অপরূপ নগর ভেঁটে হৈল দরশন ॥ সূর্যম অধ্যায়
এই দশ স্ত হইল । অমৃত সমান কথা পাঁচালি রচিল ॥ অম্বিকা নিবাসী
মীলনাত বসুদাস । পাঁচালি এক্ষে কালীখণ্ডের প্রকাশ ॥

—২৩৫—

শিবশর্মার অপরূপার দর্শন ।

পয়ার । শিবশর্মা পুণ্যলীলে করিল প্রস্থান । সকল অপূর্ব হেরি
বাক্য ভাব । কপের নাহিক গীমা কহেন না যায় । গণে কহে দেব
বেশ্য এই সব হয় ॥ ক্ষীরোদমস্থান পরে উঠিল সকল । যক্তিহাজার বেশ্য
অতি তুর্যামল ॥ তার মধ্যে প্রধানা ঘে রম্ভা তিলোত্তমা । মেনকা উর্বসী
বিলম্বিতা সন্দারমা ॥ ইত্যাদি অনেক আছে সুন্দরী প্রধানা । গ্রহ বিস্তা-
রে দেখু না করি বর্ণনা ॥ দেবলোক সর্বত্রোক্তে ভ্রমণ করয় । মনোরম
যোগেশ্বর কটাক্ষেতে হয় ॥ নৃত্যগীত রসোন্মাদ করি অহর্নিশ । দেব-
তার সভাক্ষে থেকয়ে কপসী ॥ মর্ত্যলোক হইতে আইসে যেই নারী ।
তাহার লক্ষ্য এবে শুনহ বিস্তারি ॥ মাস উপবাস ব্রহ্ম চর্যায় ব্রাহ্মণী ।
ঐনিয়ু ভক্তিতে রত কামব্রত গনি ॥ হে সকল ব্রত নারী আরম্ভ করয় ।
দৈবাগীম ব্রত ব্রহ্ম নিয়ম না রয় ॥ কর্মফলে এই স্থলে আসি বাস করে ।
এমত অনেক আছে সংসার ভিররে ॥ বহুবিধ সুখ ভোগ করয়ে অপরে ।
অপরূপা পুণীতে বাস নিরন্তর করে ॥ সমাপ্ত হইল তবে নবম অধ্যায় ।
শুনিলে সকল পাণ নিবারণ হয় ॥

—২৩৬—

অপরূপার দর্শন ।

পয়ার । তারপর সূর্যলোক ভয় দরশন । শিবশর্মা ব্রহ্ম ভাবে
কৈল নিকূপণ ॥ অবশেষে গণ স্থানে জিজ্ঞাসি করয় । কোন স্থান হয় এই

অতি তেজোময় ॥ গণে কহে সৌরদেব হয় অধিপতি । কদম্ব পুষ্পের
প্রায় চতুর্দিকে জ্যোতি ॥ স্বর্ণ মর্ত্য পূর্ণ স্থানে তেজ প্রকাশিত । নয়
হাজার কোশ রথচক্র পরিমিত ॥ অরুণ সারথি যার বিচক্ষণ মতি । দুই
হাজার দুই শত নিমিষার্ধে গতি ॥ পুনরায় গণে কহে শুন মহাশয় । ব্রহ্ম
রূপ সূর্য্যদেব দেবের উদয় ॥ প্রণবের মূর্তি সব সকল গুণেতে । গায়ত্রী
তৃতীয় রূপা হয় ত্রিকালেতে ॥ ব্রাহ্মণ ত্রিকালে সন্ধ্যা করেন আচার ।
আর আর যত আছে নিয়ম তাহার ॥ বিধি পূর্ব ব্রহ্ম অনুষ্ঠান করে যেই ।
অবশেষে সূর্য্যালোকে বাস করে সেই ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদে
অধিকারী । উদয়াস্ত অর্ঘ্য দেয় দরশন করি ॥ সত্যের নামেতে স্তব পাঠ
করে যেবা । প্রত্যেক মন্ত্রেতে অর্ঘ্য করে সূর্য্য দেবা ॥ জবা আদি দুর্লভ
রক্তচন্দন করবী । মস্তক স্মরি দিয়া অর্ঘ্য পুজিবেক রবি ॥ বার মাগে সংক্র-
মেতে যেবা পূজা করে । পৌষে বস্ত্রী সপ্তমীতে আর অর্কবারে ॥ নিয়ম
বরিয়া করে ব্রত চান্দ্রাকাণ । ইহাতে সকল শোক দুঃখ বিমোচন ॥ যাব-
দীয় শরীরেতে শান্তি হয় রোগ । ভক্তিতে পুজিলে প্রাপ্তি সূর্যালোক
ভোগ ॥ রবি সংক্রমেতে সূর্য্য গ্রহণ যে হয় । অন্ন বস্ত্রগোবর্ধন যেকরয় ॥
অতিশয় ফল প্রাপ্ত হয় সেই নর । এই স্থানে বাস তার থাকে নিরন্তর ॥
অন্য নিয়মেতে আছে অনেক সাধন । সে সকল কেবা পারে করিতে
বর্ণন । দশম অধ্যায় তবে সমাপ্ত হইল । কাশীখণ্ড অমৃত সন্ধ্যা
প্রকাশিল ॥

—৩৩—

শিবশর্ম্মার ইন্দ্রপুর দর্শন ।

পয়ার । একাদশ অধ্যায় কথা শুন নিবরণ । তাহার বৃত্তান্ত সব কহি
বেন গণ ॥ সূর্য্য পুরি হইতে শিবশর্ম্মা যে চলিল । তদুর্দ্ধে অপূর্ণ পুরী
দরশন হৈল ॥ ইহার কারণ শিবশর্ম্মা বিজ্ঞাসয় । গণে কহে মহাত্মা
পুরী এই হয় ॥ দেবরাজ বসতি করেন এই স্থানে । পুরীর ঐশ্বর্য্য কত
করিব বর্ণনে ॥ চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত মণি । পারিজাত পুষ্প আর
শচী বার-রাণী ॥ সচাকাল আছে কামরূপ কেশরুক । ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি
দেবে শোভে মহাত্মা ॥ গন্ধর্ব্ব অশ্বর বিদ্যাধরী বে অনেক । নৃত্য গীত
নানা বাদ্য বলিব কতক ॥ অমাকলা দিনে চন্দ্র প্রকাশ ইন্দ্রাগর । চন্দ্রের

কিরণ অবশেষ নাহি হয় ॥ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত হস্তী বিরাজিত । নারদ
প্রভৃতি সব মুমিভে বেষ্টিত ॥ এই ইন্দ্ররাজ পুরী স্বর্গ স্থান নাম । বিশ্ব-
কর্মা নির্মাণ করেন অমুপাম ॥ অশ্বমেধ অগ্নিহোত অগ্নিত্রয় গার । ভুলা
পুত্রণ দান করে অনশন আর ॥ আর আর নিয়ম আচরে বহু মত । ব্রাহ্ম-
ণেরে ভুক্তিভাবে পুজ্ঞে অবিরত ॥ এই পুরী বাগ করে শচীর সহিত । ইহা
সম ত্রিভুবনে আছে কি কিঞ্চিৎ ॥

—৩৩—

শিবশ্রীর অগ্নি স্থান দর্শন ।

পয়ার । অগ্নি স্থান দরশনে জিজ্ঞাসিল দ্বিজ । কি প্রকারে জন্ম হৈল
অগ্নি মহাতেজ ॥ গণে কহে শুন সখা ইহার উৎপত্তি । নর্মালা নদীর তটে
নর্মাপুরে স্থিতি ॥ দ্বিজবংশ জ্ঞান বৈশ্বানর যেনামেতে । বিচার করয়ে তেঁহ
সর্বতো ভাবেতে ॥ ব্রহ্মচর্যাগুরী বাণপ্রস্থবনগত । ইতি মধ্যে সেকোনআ-
শ্রম আচরিত ॥ এতিন আশ্রমহতে ভাল গৃহাশ্রয় ॥ গৃহ আশ্রমেতে সকলের
লাভ হয় ॥ ততএব বৈশ্বানর গৃহস্থ আশ্রয় ॥ এই মত সূচীসতী বিবাহ ক-
রিল । পরে বৈশ্বানরগুনি যোগ আরম্ভিল ॥ মহাদেব পরায়ণ চিন্তিত কদয়
এইরূপে বহুদিন কাল গত হয় ॥ সূচীর সন্তান না হওয়াতে ভাবিত । পতি
স্থানে বহুমাতে হইয়া ধৈর্য ॥ করঘোড়ে কহে বাণী করিয়া বিনয় । তব
পাদপদ্মে প্রভু কিছু নিবেদয় ॥ হেন বাক্য পত্নীর শুনিয়া মহামুনি । অনু-
মতি করিলেন কহ প্রিয়া শুনি ॥ স্বামী যে আজ্ঞা লইয়া সূচীসতী কর ।
পূজসন্তানের লাগি বড় খেদ হয় ॥ বৈশ্বানর কহে প্রিয়া করহ প্রার্থনা ।
অবশ্য হইবে পুজ না কর ভাবনা ॥ প্রার্থনা করেন সতী পতির আজ্ঞাতে ।
শিব সম পুজ হবে আমার গর্ত্তেতে ॥ বৈশ্বানর পত্নী বাক্য অসম্ভব শুনি ।
সমাধি যোগেতে বসি ভাবেন আপনি ॥ উৎকট প্রার্থনা হৈল ভাবিত
অন্তর । কণে মোন থাকি দ্বিজ করিল উত্তর ॥ মুখ গত বাক্য ঈশ্বরের
উক্ত হয় । তব পুজ শিব তুলা হইবে নিশ্চয় ॥ এক বর দ্বিজ দিয়া চলে
কাশীপুরী । প্রথমেতে মণিকর্ণিকায় স্থান করি ॥ জ্ঞান আদি তর্পণ করিয়া
মুনিবর । বিশেষতঃ লিঙ্গ আর দেবিল বিস্তর ॥ সর্বদেহে দর্শন করি হরিষ
হইল । সন্তানের লাগি মুনি চিন্তা যে করিল ॥ কাহার সাধনে শিব সম
পুজ হবে । অনেক বিচার সাধি নিঃস্বপ্ন শিবে ॥ ইহার সাধনে অনেকের
সিদ্ধি হয় । বিশেষতঃ আরাধনা করি নিশ্চয় ॥ মণিকর্ণি পশ্চিমে

পিত শিরলিঙ্গ । যোগ আরজিলা মুনি নাহি যোগ ভঙ্গ ॥ সাধনেতে বৈশ্বা-
নর নিরম করিল । মাসাত্ত ক্রমাগত কঠেতে রহিল ॥ এই মত ব্রহ্মোৎস-
মান গত হয় । চন্দ্রকুণ্ডে স্থান করি তপন্য করয় ॥ মণিকর্ণিকার স্থান করি
আইসে দ্বিজ । দিকেশ্বর মন্দিরেতে শিবের বিরাজ ॥ অষ্টবৎসরের শিষ্ট
শিরে জটাভার । বিনেত্র ত্রিশূল হাতে কণি জুয়া হার ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্য পরি-
ধান ভস্ম মাখা গায় । ওষ্ঠ লাল মুচ্ছ হাস ললিত যে কার ॥ পাদপদ্ম ক্রিবা
কপ বর্ণনে অপার । কপ দেখি মুনিবর হৈল চমৎকার ॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া
বৈশ্বানর মহামুনি । গদ গদ প্রেমভাবে ভাবেন অমনি ॥ জ্ঞতি একা
স্তব তবে করি তার পর । এক ব্রহ্ম অন্য কিছু না হয় বিচার ॥ শ্রুতি এই
মুনি কহে ব্রহ্মরূপময় । নানা বস্তু কিছু নহে অব্যয় সে হয় ॥ জলে যেন
চন্দ্র কপ দ্বিতীয় দেখায় । অসর্প রজুতে সর্প ভ্রমেতে বুঝায় ॥ বিম্বকেতে
মুক্তাজ্ঞান সে যে কিছু নয় । ভ্রমমাত্র দরশন দ্বিতীয় নাহি হয় ॥ ব্রহ্ম এক
কপ বস্তু জানিহ নিশ্চয় । এই কপে মুনি অষ্ট স্তব যে করয় ॥ কৃপা করি
মহাদেব তুষ্ট হৈয়া তবে । সতী গর্ত্রে শিব পুজ নিশ্চয় হইবে ॥ এই বর
বৈশ্বানর পাইয়া সঙ্গর । চলিলেন নিজালয় সতীর গোচর ॥ ছাদশ অ-
খ্যায় ইহা কহিব বিস্তার । যে মতে সতীর গর্ত্রে শিবের সঞ্চার ॥ অগস্ত্য
কহেন শুন লোপামুদ্রা সতী । বৈশ্বানর ঘরেতে শঙ্কর অবস্থিতি ॥ সূচীর
যে গর্ত্ত হৈল অনেক সাধনে । চলকলা প্রায় গর্ত্ত বাড়ে দিনে দিনে ॥ গর্ত্ত
বাস দশ মাস যে যে কর্ম্ম ছিল । নিধিমতে মুনিবর সকলি করিল ॥ গণে
কহে শিবশর্ম্মা শুন আভংগর । অমৃত আখ্যান তবে কহিব বিস্তার ॥ শুভ
দিনে শুভকণে গ্রহ যে উত্তর । বৈশ্বানর মুনির যে পুজের জনম ॥ স্বর্গ
মর্ত্য পাতাল হইতে দেবগণে । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বকীয় বহনে ॥ ই-
ন্দ্রাদি দেবতা আর মুনি ঋষিগণ । সকলের তথায় যে হৈল আগমন ॥
ভগবতী লক্ষ্মী যে মাণ্ডিকী শচী আর । বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব অঙ্গসী যে অপার ॥
মঙ্গল আচারে সবে আশীর্বাদ করে । আনন্দ উৎসব হৈল বৈশ্বানর
ঘরে ॥ গ্রহপতি নাম তার করিল আখ্যানে । আতকর্ম্ম আকি ব্রহ্মা করিল
আপনে ॥ আশীর্বাদ করিয়া সকল দেবগণ । স্বস্থ স্থানে সকলের পরেতে
গমন ॥ অমাশন কর্ণবেধ চূড়াদি করণ । পঞ্চম বৎসরে দীক্ষা বেদ অধ্য-
য়ন ॥ বৈশ্বানর পুজ লইয়া মহত উল্লাস । লালন পালন করে আর বিদ্যা-
ভাস ॥ অষ্টম বৎসরে হৈল শাস্ত্রেতে পণ্ডিত । পতি পত্নী দুই হৈল
পুজ গুণাধিত ॥ নবম বৎসরেতে নারদ উপোদন । বৈশ্বানর গৃহেতে

করিল। আগমন ॥ গ্রহপতি দেখি মুনি সন্তোষ হইল । আশীর্বাদ করি
 তবে কহিতে লাগিল ॥ যার ঘরে পূজ নাহি কৃথার সংসার । পতি পুজ
 হীন পত্নী দুর্ভাগা অপার ॥ পুজ মুখ পিতা মাতা না দেখে যাবত । নর-
 কেতে বাগ তাঁর থাকে যে তাবত ॥ পুজ মুখ চুই হৈলে নরক না হয় ।
 ঐকি পারত্রিকের যে নিস্তার নির্ণয় ॥ ক্ষেত্রজ উরস জাত আর করে
 ক্ষয় । দম্বা আর পাড়ে পাওয়া দৌহিত্র যে হয় ॥ আপদেতে ত্রাণ করে
 সেই পুজবত । এই মত সগু পুজ শাস্ত্রের সম্মত ॥ পিতা মাতা সময়ে
 পুজের কেহ নাই । পিতা গুরু মাতা তার তীর্থ যে দর্শাই ॥ পালনে ধা-
 রণে গর্ভ মাতা শ্রেষ্ঠ হয় । এই মত অনেক প্রকারে মুনি কয় ॥ গ্রহপতি
 অগ্রে তানি হস্তাদি দেখায় । ওষ্ঠ দন্ত তালুকা দেখিয়া মুনি কয় ॥ শুভ-
 ক্ষণে উদয় যে হয় পুজ তব । ইহার লক্ষণ আমি কতক কহিব ॥ শরী-
 রেতে সূত্র ধরি তিন গুণে দেখে । শতাস্রুলি হইল সূত্র থাকিবেক সুখে ॥
 নেত্র ভুরু নাগা বক্ষ হয় দীর্ঘ বার । চাঁচর চিকুর হস্তাস্রুলি দীর্ঘ আর ॥
 হস্তাদি পাছু হাতালা তালুকা সুন্দর । নেত্র গলা জিহ্বা ওষ্ঠ নথ যে অ-
 ধর ॥ এই সগু স্থান যার বক্তবর্ণ হয় । বক্ষ কুক্ষি হস্ত পুষ্টি কর্ণ নাসিকায় ॥
 এই ছয় উদয় কপাল কোটি আর । গ্রীবা জাহ্নু শরীরেতে প্রেই হয় বার ॥
 এইত বত্রিশ আছে অঙ্গের বর্ণন । ইহাতে সন্তান মুখ নৃপতি লক্ষণ ॥ কিন্তু
 এক দোষ দেখি আদশ বৎসরে । বিভ্রাৎ হইতে বিদ্র আছয়ে শরীরে ॥
 হেন বাক্য কহিয়া নারদ বাম চলি । গণে কহে দ্বিজ মহাশয় শুন বহি
 নারদের হেন বাক্য শুনি পিতা মাতা । শোক দুখে মগ্ন হৈল কি কহিব
 কথা ॥ বৈশ্বানর সূচী সতী খেদিত অপার । নিবারণ নাহি হয় কি কব
 বিস্তার ॥ গ্রহপতি দেখি পিতা মাতা খেদান্বিত । পিতা মাতা প্রবোধ
 করিল যে উচিত ॥ আমাকে কাহার শক্তি আছে মারিবারে । তব আজ্ঞা
 হইলে পিতা জীবন শঙ্করে ॥ তবে যত বিদ্র আছে হইবে বিনাশ । মাতা
 পিতা পুজ বাক্য শুনিয়া উল্লাস ॥ প্রসন্ন হইয়া পরে কহে পুজ তরে ।
 স্থির করিয়া পুজ পূজিবে শঙ্করে ॥ ইহা সম কর্ম নাহি সংসার ভিতরে ।
 বিদ্র নাশ করিবেন দেব বিশেষধরে ॥ পিতা মাতা প্রণাম করিয়া গ্রহ-
 পতি । যোড় হস্তে দণ্ডমান বহুবিধ স্তুতি ॥ আজ্ঞা কর প্রসন্ন যে হয়েন
 মহেশ । এত বলি গ্রহপতি কাশীতে প্রবেশ ॥ বিশেষধর লিঙ্গ পূজা অ-
 গ্রেতে করয় । দেখিলেন লিঙ্গ যে কেবল খ্যাতিময় ॥ এই লিঙ্গ অর্চনা
 করয়ে নিরন্তরে । অবশ্য হইবে সিদ্ধি কামনা যে করে ॥ গ্রহপতি ঘোর-

তর কঠোর করিল । এই রূপে শতেক বৎসর গত হইল ॥ তার পরে ইন্দ্র-
দেব আসিয়া তথায় । বর লহ বলে তব যাহা ইচ্ছা হয় ॥ গ্রহপতি বলে
ইন্দ্র বরে নাহি কায । বরদাতা আমার শঙ্কর মহারাজ ॥ গ্রহপতি দেব-
রাজে বিবাদ হইল । ইন্দ্র বজ্রত্যাগে গ্রহপতি মুচ্ছা গেল ॥ হরগৌরী নিজ
ভৃত্যে কাতর দেখিয়া । রুযত বাহনে দৌহে তথায় আসিয়া ॥ গাজে হস্ত
বুলাইয়া করি অচেতন । শিব দেখি বালক উঠিল ততক্ষণ ॥ শিবলিঙ্গো
পরি শিব গৌরীর সহিত । স্তবকরে গ্রহপতি যথা যে উচিত ॥ তুষ্ট হৈয়া
মহাদেব কহেন সম্বর । স্বর্গে অগ্নিপতি হৈয়া থাক নিরন্তর ॥ পিতা মাতা
সমিভারে তথায় যাইয়া । নানাভোগ কর অগ্নি পতি যে হইয়া ॥ তোমার
স্থাপিত শিব লিঙ্গ অগ্নিশ্বর । মণিকর্ণি পশ্চিমেতে ঘাটের উপর ॥ এই
লিঙ্গ ভক্তিভাবে যেজন পূজিবে । মনোনীত সিদ্ধি যে কামনা পূর্ণ হবে ॥
শিবপদে গ্রহ পতি প্রণাম করিল । প্রভু আজ্ঞামতে পিতা মাতা স্থানে
গেল ॥ পিতা মাতা চরণেতে প্রণাম করিয়া । শিব আজ্ঞা যত কহিলেক
বিস্তারিয়া ॥ পিতা মাতা সহিতে আসিয়া অগ্নিপুরে । অগ্নিপতি হইয়া
ভোগ করে নিরন্তরে ॥ অগ্নিশ্বর শিবের অর্চনা করে যেই । অবশ্য অগ্নির
ধামে বাস করে সেই ॥ অগ্নির সাধনা বিধিপূর্বক করিবে । মন্দাগ্নি হ-
ইতে অগ্নি বৃদ্ধি যে হইবে ॥ আহরে অনেক মতে অগ্নির সাধন । অগ্নি-
লোকে বাস তারা করে অনুক্ষণ ॥ সমাপ্ত হইল একাদশ অধ্যায়ন । ভক্তি
ভাবে শুনে যেই পাপ বিমোচন ॥ নীতানাত বসুদান অম্বিকা নিবাসী ।
তায় প্রকাশিল কাশীখণ্ড সুধারামি ॥

—৩৪—

শিব-শর্ম্মার নৈখাত দেশ গমন ।

পয়ার । তদন্তরে কহে শিবশর্ম্মা দ্বিজবর । ক্রমেতে নৈখাত বাস
কহ অতঃপর ॥ গণে কহে শুম শর্ম্মা প্রথম নৈখাত । বিদ্যা পরীতে ছিল
চণ্ডালপল্লিপতি ॥ অতি ধর্ম্মশীল হয় অধর্ম্ম না করে । সর্বদা লোকে করে
দয়া হস্তে রক্ষাকরে ॥ আর যত লোক পল্লিপতি । সৌরবেতে । সেই পথে
নিঃশঙ্কা হইয়া যায় পথে ॥ এমনি সৌরব পল্লিপতির যে হয় । দয়া-
স্থানে পল্লিপতি নামে নাহি ভয় ॥ চণ্ডাল হইয়া মাত্র ধর্ম্ম আচরণ ।
এইরূপে বহুকাল করেন জাপন ॥ একদিন বহুলোক যায় কাশীপুরী ।
নির্ভয়ে রহিল বিদ্যা পরীত উপরি ॥ রাত্রি যোগে তাহার পিতৃভ্যো এককন্ড
চলিল যাত্রিক জনে করিতে নিবন ॥ দেখিল সকল লোক সংহার নিশ্চয়

পল্লিপতি কোথা তুমি উচ্চৈঃস্বরে কয় ॥ তব যশে বিশ্বাস করিয়া এইস্থানে
দক্ষ্যহস্তে হৃত্য হৈল কাশী অদর্শনে ॥ উচ্চৈঃস্বরে কহে সবে রোদন ক-
রিয়া । পল্লিপতি তথা গেল ক্রন্দন শুনিয়া ॥ ভয় নাহি তর নাহি ডাক-
দিয়া কয় । দক্ষ্য বলবান তথা যাইয়া দেখয় ॥ পরউপকারে দক্ষ্য সঙ্গে যুদ্ধ
করে । উভয়ে বিবাদে ভাল হৈল সব নরে ॥ দক্ষ্য সব একযোগে মারে
পল্লিপতি । কাশী ষাতি প্রাণ রক্ষা হইল সংপ্রতি ॥ এই পুণ্যে পল্লিপতি
ঈশ্বর তৈশ্বর । হীনজাতি যেবা করে পর উপকার ॥ অনার্য্যে এইস্থানে
বাস হয় তার । বরুণ পুরির কথা শুন অতঃপর ॥



অথ বরুণপুরি দর্শন ॥

পয়ার । কুপদীঘি পুষ্করিণী যে করে ধর্ম্মেতে । জলছত্র ধর্ম্ম ঘট ত্রুত
মিয়মেতে ॥ অশ্বখ রোপণ যৈবা করয়ে পথেতে । বিজ্ঞামের ঘর দেয়
পথের মধ্যেতে ॥ ছারানগু তাল পাখা আর দান করে । শীতল সামগ্রী
মিষ্ট দেয় দ্বিজবরে ॥ অতি যত্ন করি বিধি ভোজন করাবে । বৈশাখেতে
দেবার্চনা আর বারা দিবে ॥ তীর্থকের উপকার করে যেই নরে । তীর্থের
তুর্গম পথে সুগম যে করে ॥ ভয়ান্তি অনেকেরে যেন অভয় দেখায় ।
বিনিমূলে পারাপার নৌকাতে করয় ॥ এইসব কর্ম্মকরে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ।
বরুণ পুরির প্রাপ্তি ঋতিতি আসিয়া ॥ তার পর শুন সখা কৃতান্ত অপার ।
বরুণ যেমতে অবিপতির নগ্নার ॥ কর্ম্ম মালির পুজ শুচিসম্মত নাম ।
মুনিপুত্র সঙ্গে ক্রীড়া করে অবিজ্ঞাম ॥ একদিন সকল বালক সঙ্গে জলে
জলক্রীড়া করিয়া আশেষ মতে খেলে ॥ ইতিমধ্যে শুশকে ধরিল শুচিমন্তে
লইয়া বার জল মধ্যে দেখানাহি অশ্বে ॥ তাবত বালক মেলি ক্রন্দন করিল
শুচিনম্র পিতা আগে সংবাদ করিল ॥ জলক্রীড়া অন্য সবে গিয়াছি
জলেতে । তব পুত্রে গ্রহণ করিল শুশকেতে ॥ সমাধি যোগেতে মুনি
ছিলেন তখন । যোগভঙ্গ না করিল মুনি তপোধন ॥ তারপরে সমাধিতে
দেখে মুনিবর । শুশকেতে পুজধরি জলের ভিতর ॥ সমুদ্র নিকটে লইয়া
হের সস্তানেরে । হেনকালে রুদ্ররূপে শূল ধরি করে ॥ সমুদ্রকে কন
রুদ্র শুন সাবধান । এই শুচিসম্মত পুজ বরুণ আখ্যান ॥ সমুদ্র বলেন প্রভু
কিছুই না জানি । শুশকেতে ধরিনা দিরাহে মোরে আনি ॥ শুশকে বা-
হিন্দ্র তবে পুজ কৈল কোলে । স্বর্ণ অলঙ্কার দিল শঙ্করের বোলে ॥ শু-
চিসম্মত দাজাইয়া রুদ্রপদে দিল । পরে রুদ্র কৈলাসে লইয়া তবে গেল ॥

হরগৌরী দেখি পুজ আনন্দ অন্তর । যাহ পুজ হনে তুমি বরুণ ঈশ্বর ॥
তৎপরে শুশক জন্ত বন্ধনে থাকয় । শুচিমন্ত আইল মুনিবরের আলয় ।
সমাপিতে ভঙ্গ হৈয়া মুনি দেখি পুজ । সন্তান কোলেতে করি জলে ভাসে
নেত্র ॥ তারপরে পুজের মন্তক ধরি করে । আশীর্বাদ কৈল মুনি অনেক
প্রকারে ॥ কত দিন পরে শুচিমন্ত তবে বলে । ভজিব ঈশানে পিতা তুমি
আজ্ঞা দিলে ॥ শুচিমন্ত বচন শুনিয়া মুনিবর । আনন্দিত হৈয়া কহে
ভজহ শঙ্কর ॥ শুচিমন্ত পিতা আজ্ঞামতে কাশী গিয়া । বিদ্যেশ্বর নিক-
টেতে একাগ্র হইয়া ॥ কঠোর তপস্যা করে হাজার বৎসর । প্রসন্ন হইয়া
শিব কহেন সম্ভব ॥ বরুণেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়া । দোদাকব বরুণের
পতি যে হইয়া ॥ বরুণেশ্বর লিঙ্গ যে জন গুজিবে । ঐশ্বর্য্যোতে সুখভোগ
তাহার হইবে ॥ বরুণের পুরী এই শুন বিবরণ । দ্বাদশ অধ্যায় তবে হৈল
সমাপন ॥ কাশীখণ্ড সুখাভাণ্ড অমৃত সমান । সীতা নাথ বসু কহে শুনে

—মতন—

অথ বায়ু পুর দর্শন ।

পর্য্যায় । গগণে কহে শুন শিবশর্মা মহাশয় । যে প্রকারে বায়ু পুরী
হইল নির্ময় ॥ পুত্ৰায়া নামেতে হয় কশাপ তনয় । কাশীপুরী বাইরা
পুত্ৰায়া মহাশয় ॥ বহু যে তপস্যা করে করিয়া কঠোর । এই রূপ গত
হৈল অমৃত বৎসর ॥ পরেতে প্রমথনাথ প্রসন্ন হৃদয় । স্বরূপ ধারণে
হইলেন যে উদয় ॥ বর লহ যথা ইচ্ছা কশাপ তনয় । যোগে দেখে অন্ত-
র্বাহু রূপ এক ময় ॥ তদন্তরে স্তব করে পুত্ৰায়া যে মুনি ॥ পরাৎপর
স্বরূপ প্রভু দেবত । আপনি ॥ নিরাকার সাকার আপনি হরি-হর । ইচ্ছা
শক্তি হৈতে সৃষ্টি পালহ সংহার ॥ শিবজ্ঞান শক্তি ইচ্ছা একত্র উভয় ।
জগৎ নিস্তার হেতু এইত নিশ্চয় ॥ বায়ু রূপে হও প্রভু জীব জন্মভেদে ।
সুক্ষ্মরূপে জ্ঞান তুমি হও শরীরেতে ॥ অন্তর্কালে সর্ব্বত্র সমাধি যোগ
তুমি । তব সীমা নাহি হয় বর্ণিব কি আমি ॥ চক্ষু নাহি দেখ তুমি সকল
সংসার । কর্ণ নাহি শুন তুমি মহিমা অপার ॥ পদ নাহি সর্ব্বত্রোক্তে করহ
গমন । শরীর নাহিক মূর্ত্তি ভুবনমোহন ॥ এইরূপে বহুবিধ স্তব করি কর ।
অন্য বর কি আর ঐ পদে ভক্তি রয় ॥ কহিলেন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ।
গন্ধবতী পতি তুমি ভোগ কর গিয়া ॥ বায়ু ঈশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত দোহার

এই শিবলিঙ্গ যেই পূজে একবার ॥ ঐহিকে ঐশ্বর্য্য অস্তে শিবপুরে বাস
এই বাক্য বলি অন্তর্ধান ত্রিনিবাস ॥

—৪৪—

অথ কুবেরের পুরী দর্শন ।

পায়ার । কহিব কুবের পুরী শুন বিবরণ । শর্মা কহে কহ সখা পুরীর
বর্ণন ॥ যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণের গুণনিধি পুত্র । মাতার নিকটে থাকে সর্বদা
একত্র ॥ লালন পালন করে মাতা বহু রূপ । পিতা সম্মিথানে পুত্র হয়ত
শিকণ ॥ সর্বদা যে যজ্ঞদত্ত পত্নীকে জিজ্ঞাসে । গুণনিধি আমার নিকটে
নাহি আসে ॥ কি করে কোথায় থাকে ত্রিকালে না দেখি । পত্নী কহে সদা
বিদ্যা অভ্যাসেতে রাখি ॥ দূতকর্মে কেবল পালন গুণনিধি । খেলায়
সর্বস্ব হারি রহে নিরবধি ॥ সম্মানের এই রূপ হইল চরিত্র । পিতৃ সমি-
ভারে বাস না হয় একত্র ॥ পরে যজ্ঞদত্ত পুত্র বিবাহ যে দিয়া । এই রূপে
কিছু কাগ বাপন করিয়া ॥ কোন রূপে দ্বিজ পুত্র চরিত্র জানিল । ক্রোধ-
ভরে রমণীকে কহিতে লাগিল ॥ তোমা স্থানে নবরত্ন আছেয়ে আমার ।
এখনি আনিয়া দেহ প্রয়োজন ভার ॥ পতির এমন বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণী ।
স্বামীকে প্রবোধ করি বুঝান তখনি ॥ ক্রোধ হৈয়া দ্বিজবর কহেন ভা-
গ্যাকে । বহুমতে প্রতারণা করিয়া আমাকে ॥ পুত্র আর তব মুখ না দেখিব
কভু । দ্বিতীয় বিবাহ করে যজ্ঞদত্ত বিভু ॥ ক্রন্দন করয়ে পত্নী স্বামীর লা-
গিয়া । গুণনিধি পরে আইল সম্মাদ শুনিয়া ॥

ত্রিপদী । মাতার দেখিয়া খেদ, কি কহিব শুনি ভেদ, অরণ্যে চলিল
গুণনিধি । দিবা হৈল অবসান, ক্ষুদ্রায় আকুল প্রাণ, কিনে নিবারিব যে
প্রবোধি । দিবস হইল ক্ষীণ, শিবরাত্র সেই দিন, শিব পূজা হেতু কেহ
যায় । মিষ্টান্ন ভুগঙ্গ পায়, গুণনিধি রুচি ভায়, সঙ্গে সঙ্গে চলিল তথায় ॥
বন মধ্যে শিবলিঙ্গে, পুজিতেছে নানারঙ্গে, নিদ্রাগত হইল সবার । গুণ-
নিধি ধিরে ধিরে, তথায় যাইয়া ফিরে, দেখে দীপ নিকর আকার ॥
পরিধান বস্ত্র চরি, সলিলা দিলেন করি, অজ্জলিত প্রদীপ হইল । যতেক
মিষ্টান্ন ছিল, সকলি কাপড়ে নিল, গমনেতে নিদ্রিত জাগিল ॥ চোর বলি
সোর করি, উঠিয়া সকলে ঘেরি, মার মার বলিয়া চলিল । পথ মধ্যে ধরি
কেশে, কেহ মারে কণ্ঠদেশে, গুণনিধি প্রাণ যে ত্যজিল ॥ যমদূত আসি

ঘেরে, যখন চিত্র দণ্ডকনে, বাঙ্কিয়া মইয়া সাগ শেষে । যেন গানে শিখিত
শব্দ করে আদৃত, ছাঁড় ছাঁড় শব্দভর কেশে ॥ তব দণ্ডনীষ নয়,
সম অধিক ব হয়, কাণে কহিল আশেয়ে । "দুত বনে ওহে, এষে
আমস্ত" ১০২, পাণীজন তব যোগা কিলে ॥ বন যমদুত হ'ল, এই ব্যক্তি
পুণ্য ন, কি কহিব টিহা । বিশেষে । "সংসেব সুসমীপে, প্রস্থানিত কৈল
দীপে, দীপ চারা নিবাবে মহেশে ॥" অর্থাৎ পুণ্য আছে শেষ, কি কব তার
বিশেষ, শিবরাত্রি অনশন বহে । তার পবে বর্গক্রমে, তাকিল কানন
ব্রমে, শিবদত্ত ইহ'কে যে কহে । যমদুত দান্য স্থানি, বন্ধন ছাড়ে অ
মনি, গুণনিধি শিবদত্ত দায় । শিব : স্নিগ্ধমে নিধ, ফেলিল কাননি নিধা
পূর্ণ কব । কহিল নিশ্চয় ॥ তাব বনে গুণনিধি, লোক দেশ বিপতি, যম
রাজ তৈল পাগবে ॥ যম রাজ অহংপন, হৈর্যে নিজ রাজেশ্বর, তব তব
এনি দীপ বনে ॥ শিবানয় আছে । "মুত দীপ নিবে সখা, ইহা
কব নাশি ॥" কহিল । পুণ্য বনে, অবশেষে যমরাজে, এই
কব নিশ্চয় ॥ কহিল এম হৈয়া, যেন কাশীপুণী গিয়া লক্ষ ১০৩ তপ
বনে । "সংসেব অনেক কৈল, ধ্যানযে গো শুভ শেষ, শিব শিব মনে গলা
শবে ॥ কাশীশ্বর অশেষে, রাতে ফিরি বারান্দে, হব গোবী একত্র
হইয়া । কুবেরেব দেখি যোগ, আতি অসম্ভব ভোগ, রূপা কবি হস্ত বু
লাইয়া ॥ কুবের চেলন পাঠিয়া, দেখি হর সঙ্গে প্রিয়া, গোবী বাস ক্ষতে
হৈরিল । দেখি গোবী কোণমন্দি, গর খর কম্পবতি, ধনেশ্বর চক্ষুহস্ত
হৈল ॥ দক্ষ দক্ষ তদন্তন, কবি - গন্তী পর, তবে গোবী শিববে কহেন ।
দেখি এত ছুটাচারে, আমাদেব গৌরু কবে, একে দণ্ডকব পক্ষানন ॥
হাসিয়া কহেন ভব, গুণনিধি, শূন্য ভব, কোপ দুষ্টি ন'হয় উচিত । নত
কাল তপ কৈল, একান্ত যে তুলি হৈল, দয়া বর টিহাকে বিহিত ॥ কুবেরে
করিয়া দয়া, কহিলেন মহামায়া, প্রার্থনা কবহ মনোমীত । কহিলেন
ধনেশ্বর, আর কিবা লব বর, তব পাদ পদ্মে রহে চিত ॥ পরে তবে রূপা
হয়, ককণা প্রকাশ ময়, তুমি ভক্ত রূপে সখা মোব । সখারূপ হৈয়া, তমি
যক্ষপুরে হও স্বামী, ধনেশ্বর তৈয়া বাস কর ॥ কাশীতে তব স্থাপিত, শিব
পিত চমকিত, কুবের ঈশ্বর নাম হৈল । ভক্তিভাবে যে পুজিলে অতি
ধনবন্ত হবে, বহু ভোগ করিব সকল ॥ অন্তে মন পুবে বাস কে করে
খণ্ডস আশ, এই বাক্য আমার নিশ্চয় । তার পবে নিজস্থান, মহাদেব

অতঃপর, নিজপুরে কুবেরের স্থিত ॥ গণে কহে শুন সখা, চতুর্দিকে পুরী
দেখা, ঐ পরী হয় রুদ্রগণ ॥ শিব ভক্তি সতংপর, শিব পূজা নিরন্তর,
শিবব্রত করে সর্ব জন ॥ শিবভক্ত সন্তোষত, কাশীপুরী আসি যত, যথা
তথা মরে কাশীস্থানে ॥ তবে এই স্থানে বাস, করয়ে সুখ বিলাস, শিব
ভক্ত শিব পরায়ণে ॥ শিব পাদ পদ্ম বন্দ, ত্রিপদী করিয়া হৃন্দ, সীতা-
নাথ বনুদাসে ভাবে ॥ কহিলেন বিরচিয়া, মূলগ্রন্থ বিস্তারিয়া, ভাষা করি
পাচালী প্রকাশে ॥

পরায়ণ শিবশর্মা কহে সখা করি নিবেদন ॥ কি কর্ম করেন যত
পুণ্যধারীগণ ॥ গণে কহে শুন দ্বিজ ইহার বর্ণন ॥ জটা যে মকুট মাথে
দেখ যো ববণ ॥ মূল হস্তে একাদশ একত্র গমম ॥ নিজ ভক্ত রক্ষা করি
করয়ে ভ্রমণ ॥ সদাকাল কাশীনাথে অর্চনা যে করে ॥ দেবগণ রক্ষা আর
ভক্তগণ পরে ॥ ইহারা কাশীতে বিশেষত্ব স্তব করি ॥ শিব পদে লিপ্ত হয়
রুদ্র মূর্তি ধরি ॥ কাশীপুরী রুদ্রেশ্বরে পুজে যেই নরে ॥ এই স্থানে অবশেষে
সদা বাস করে ॥ সমাপ্ত হইল ত্রয়োদশ অধ্যায়ন ॥ শুনিলে লভয়ে মুক্তি
কাসের বচন ॥

—সংকট—

অথ চন্দ্রপুরী দর্শন ॥

ভাব কিরে মূঢ় মন আর কি তোর ভাল হবে ॥ দিনে দিনে
মারাজাল তাহে দুঃখ হয়ে রবে ॥ বাণ্যকালে ক্রীড়'হলে
কাটাঁইলে কুতুহলে, যৌবনে মদন জালে, ক্রমে ক্রমে মন্দ
হবে ॥ আইল বার্দ্ধিকা দশা, এখন করিছ আশা, কহে রামচন্দ্র
ভাষ', চল কাশী গেষে রবে ॥ ধ্রু ॥

পরায়ণ ॥ গণ সঙ্গে শিবশর্মা চন্দ্রপুরী যান ॥ ক্রমে ক্রমে উর্ধ্ব, উচি
পাশ চন্দ্রস্থান ॥ সুপ্রকাশ সুশীতল স্নিগ্ধ যে করণ ॥ গণে কহে শুন সখা
কহি বিবরণ ॥ চন্দ্র যে প্রকাষে হৈল কহি ব বিস্তার ॥ ত্রক্ষার মানস পূজ
অত্রি মূনিবর ॥ ঘোরতর তপস্যা করিল মূনিবরে ॥ অনোত্তম নামে মির-
ন্তর তপকরে ॥ নীতি উর্ধ্বে সূর্যাস্থান হয় তেজোরশি ॥ জমর চন্দ্রস্থান
কহে প্রকাশি ॥ চন্দ্রবর হৈতে তার বাহির হইল ॥ সর্বদিক স্নিগ্ধ রস

প্রকাশ করিল ॥ সোমরূপ বহু তেজ হইল বিস্তর । দিক সব গ্রহণ
করিল তার পর ॥ ধারণে অশক্ত হৈয়া ফেলিল ভূতলে । মহৌষধি হৈল
সোম পৃথিবীমণ্ডলে ॥ তার পর ব্রহ্মা সোমে রথে করি লয় । ব্রহ্মলোকে
যথাস্থে গমন করয় ॥ রথ যে অশক্ত হৈল সোম ধারণেতে । সমুদ্রে প-
ড়িয়া তেজ রহিল নিশ্চিতে ॥ সমুদ্র-মন্ডনকালে সোম উপজিল । পরে
সোম রাজা হয়ে বাজপেয় কৈল ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দক্ষিণা দিয়া দান ।
অবশেষে কাশীপুরী করিয়া পয়ান ॥ মণিকর্ণি পশ্চিমেতে লিঙ্গ যোগে-
শ্বরে । যে স্থানেতে সন্তু কোটি প্রাপ্ত লিঙ্গবরে ॥ সাবধানে সাধিল একান্ত
চিহ্ন হৈয়া । সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ তথাতে স্থাপিয়া ॥ তাহার সম্মুখে কুণ্ড
করি সোমরাজ । ঘোরতর তপস্যা সাধি নিজ কায ॥ তদন্তরে হরগৌরী
প্রসন্ন হইয়ে । সোমরাজে কহিলেন সন্তুষ্ট রূপে ॥ তোমার স্তবেতে
ভূমি হইল আমার । যেই বর চাহ মনোনিত যে তোমার ॥ সোমরাজ
তপত্রে দেখে বিশেষত্ব । বহুবিধ স্তব করি কহিল সন্তরে ॥ তব পাদ-
পদ্মে প্রভু করি নিবেদন । অচল ভক্তিতে যেন না হয় খণ্ডন ॥ সোমে
ভুক্ত মহাদেব হৈয়া তার পরে । চন্দ্রলোকে রাজা তুমি হও নিরন্তরে ॥
তুমি মোর বড় ভক্ত তাহার কারণ । ললাটেতে এক কলা করিব ধারণ ॥
তব তপস্যার স্থানের ফল কি কহিব । ঐ কুণ্ডে স্নান তর্পণাদি যে করিব ॥
নিজ পিতৃ দেবত্বগে সে হইয়া মুক্ত । তব পুরে বাস সদা হইবে নিযুক্ত ॥
আর শুন শিবলিঙ্গ তোমার স্থাপিত । পূজিবে যে এই লিঙ্গ হৈয়া আন-
ন্দিত ॥ কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী সংযম করিয়া । চতুদশী দিনে উপবাসেতে
থাকিয়া ॥ অমাকলা দিনে চন্দ্র কুণ্ডে স্নান করি । দান প্রাক্ত তর্পণাদি শিব-
পূজা সারি ॥ এইরূপে বিধিমতে সকল সাধিবে । তারপরে অবশেষে
পারণ করিবে ॥ ঐশ্বর্য্যায়িত হৈয়া নানা ভোগ করে । শরীরান্তে তার
বাস হবে তব পুরে ॥ এতেক বলিয়া শিব হৈল অস্বর্গ্য্যান । তদন্তরে চন্দ্র
দেব নিজপুরে যান ॥ দ্বিজবর ক্রমাগত রথেতে গমন । চতুদশ অখ্যার
হইল সমাপণ ॥

—*—

অথ নক্ষত্র পুরী দর্শন ।

পর্য্যায় । লোপামুদ্রা নিকটে অগস্ত্য স্থানি কন । শুন প্রিয়া নক্ষত্র
পুরীর বিবরণ ॥ তার পুরে শিবশর্মা গণে জিজ্ঞাসয় । জ্ঞতি যে আশ্চর্য্য

কাশীখণ্ড ।

পুরী কোন স্থান হয় ॥ গণে কহে নক্ষত্র এ পুরী চমৎকার । সুস্থির হইয়া
শুন বৃত্তান্ত ইহার ॥ ত্রাক্ষর দক্ষিণ হস্ত অঙ্গুলি হইতে । নক্ষত্র প্রজাপতি
নাম হৈল প্রকাশিতে ॥ তাহার মানস কন্যা যতি জন হয় । নক্ষত্র মধ্যেতে
শ্রেষ্ঠ গণনা করয় ॥ ঐ তারাগণ সব কাশীতে যাইয়া । বরুণা গঙ্গার জলে
স্নান করিয়া ॥ সেই স্থানে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন । পুরুষাইত নামে
তপ কৈল আরাধন । যতী জনে এক ভাব পতিচন্দ্র হয় । বহুদিন এইরূপে
তপন্যা করয় ॥ তার পরে সদাশিব সময় হইয়া । নক্ষত্রাদি কন্যাগণ
নিকটে আসিয়া ॥ বরুণ হইল মানস বাহা হয় । ঘোড়াহাতে দাঁড়াইয়া
সব কন্যা করয় ॥ যদি বর নিবে প্রভু হইয়া সদয় । চন্দ্র পতি হইবেন
অন্যথা না হয় ॥ তথাক্ত বলিয়া শিব কহিলেন পরে ॥ মনোরথ সিদ্ধ হবে
বাহ চলি যবে ॥ নক্ষত্রের শিবলিঙ্গ পূজিবেক যেই । তব পুরে নাম সদা
করিবেক সেই ॥ নারী যদি ঐ শিবলিঙ্গ পূজা করে । পতির শৌভাগ্য
অশেষ বাস তব পুরে ॥ এই বাক্য কহি শত্ৰু হৈল অন্তর্ধান । নক্ষত্রাদি
কন্যা সব গেল নিজ স্থান ॥

অথ বুধলোক দর্শন ।

পর্যায় । শিবশাস্ত্রা বুধলোক দেখি অবশেষে । চন্দ্রপুর তেজ ন্যায়
ভাট্টশ প্রকাশে ॥ পুনর্বার শিবশাস্ত্রা গণে জিজ্ঞাসয় । বর্ণনা করহ সখা
কোন স্থান হয় ॥ গণে কহে শুন দ্বিজবর মহাশয় । আশ্চর্য্য নিৰ্ম্মাণ পুরী
বুধলোক কর ॥ যে প্রকারে বুধ গ্রহ হইল বিজ্ঞার । বিশেষ করিয়া কহি
শুন দ্বিজ তার ॥ গুরুপত্নী হরিতে চন্দ্রের মতি হৈল । দেবতা সকলে
মিলি চন্দ্রে নিষেধিল ॥ গুরুপত্নী তারা সব গুরু মধ্যে হয় । হরণ করিলে
পাপ হবে অতীশয় ॥ দেবতার বাক্য চন্দ্র হেলন করিয়া । অবহেলে
গুরুপত্নী গইল হরিয়া ॥ নিজস্থানে চন্দ্রদেব তারা লইয়া গেল । দেবগুরু
বৃহস্পতি খেদিত হইল ॥ পরে রুদ্রগণ সব খেদিত কারণ । চন্দ্রের সহিত
বুদ্ধ অনেক বর্ণন ॥ নিপজ্ঞর দেখি ত্রেকা মধ্যস্থ হৈয়া । বুদ্ধ নিবারণ পরে
তারাকে লইয়া ॥ রূপতি স্থানে আনি তারাকে যে দিল । তারা দেখি
দেবগুরু স্থিরচিন্ত কৈল ॥ তার পরে তারাকে দেখিয়া গর্ত্তবতী । ঈষিক
ঈহেতে গর্ত্ত ত্যাগে শীঘ্রগতি ॥ দেবতার তেজ কতু ব্যর্থ নাহি হয় ।
বুধগ্রহ জন্ম লইয়া ঐ স্থানে রয় ॥ এবড় আশ্চর্য্য যে সকল দেব কর ॥

চক্রে হরে গুরুপত্নী আশ্চর্য্য না হয় ॥ ইচ্ছাক্রিপে মায়া জিনি সর্বদা ব্যাপ-
ক । সূর্য্য তেজ দীপ জ্যোতি না হয় পাবক ॥ কাম ক্রোধ আদি করি ছয়
রিপু হয় । ইহার সর্বদা জীবে আছয়ে নিশ্চয় ॥ এই ছয় নিবারণ যে
পারে করিতে । সেইজন হয় জ্ঞানি জানিবে বেদেতে ॥ চন্দ্র চিত্তরাজ
হৈল এইসে কারণ । অতএব চন্দ্র হৈতে পাবক ভ্রমম ॥ বিধির নাহিক
দোষ কশ্মেতে ঘটায় । নির্মল চক্রে কুলে সকলক্ষ হয় ॥ তার পরে
তারাকে বলেন দেবগণ । বুধের জনক কেবা করিব অবগ ॥ এই বাক্য
শুনি তারা লজ্জিত হইল । অধোমুখে বসি দেবী নিঃশব্দে রহিল ॥ যৌন
দেখি কার্ত্তিকের কুপিত অন্তর । দেব বাক্য তারা তুমি গ্রাহ নাহি কর ॥
কোপাবিষ্ট কার্ত্তিকের দেখি ভ্রম্মা কয় । ষথার্থ কহিবে তারা পুত্র কার
হয় ॥ চন্দ্রপুত্র বুধ দেবী কন অধোমুখে । শুনি দেবগণ গেল মিজালয়
মুখে ॥ বুধদেব পিতাশ্রমে অনুজ্ঞা লইয়া । তপস্থা করিতে কাশী গেলেন
চলিয়া ॥ বুধেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া । কঠোর তপস্থা যোগ করেন
বসিয়া ॥ ঐ লিঙ্গে মহাদেব হইয়া উদয় । বুধ ভূমি বর লহ নাহা ইচ্ছা
হয় ॥ বুধদেব যোগভঙ্গে দেখিয়া শঙ্করে । মিনয় পূর্ব্বকে স্তব নানাবিধ
করে ॥ তুমি শূন্য স্থল হও রূপার সাগর । আমার দ্বারায় সৃষ্টি পালন
সংহার ॥ তোমার মহিমা দেব কে কহিতে পারে । বলি ইচ্ছ হৈল পুঞ্জি
যে পিণ্ডাক্ষরে ॥ ধূর্জটে নীলকণ্ঠ মহা আশানের পতি । আনন্দ কানন
হইয়া জীবে বর গতি ॥ তব পদে মতি মোর থাকে অনুজ্ঞণ । স্তব শুনি
মহাদেব বলেন তখন ॥ তুমি যে হইবে অধিপতি বুধপুরে । বুধগ্রহ তব
নাম দ্বাদশ চক্রে ॥ সকলের পূজনীয় হইবে সদ্ধব । বুধপুরে সুখভোগ
কর নিরন্তর ॥ আর এই বুধেশ্বর লিঙ্গ যে পুঞ্জিবে । বুদ্ধিনন্দ সুখভোগ
অনাগানে হবে ॥ অস্তে তব পুরে দাস ইথে নাহি আন । এতেক কহিয়া
মহাদেব অন্তর্জান ॥ পঞ্চদশ অধ্যায় হইল সমাপণ । শুনিতে লভয়ে মুক্তি
পাপ বিশোভন ॥



অথ শুক্রপুর দর্শন ।

পরায় । তদন্তরে শুক্রপুরী হৈল দর্শন । গগণে কহে শুভ সখা কহি
বিবরণ ॥ সহস্র বৎসর ভুঙ় তপস্থা করিল । ভক্ষণ গোধূম রেণু নিয়মে
রহিল ॥ অতিশয় যোগিতর তপস্থা করয় । তাহা দেখি ভূতনাথ হইয়া
সদয় ॥ মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র ভুঙ়কে দিলেন । হরগৌরী কার্ত্তিক গণেশনা
জানেন ॥ অন্য কেহ ঐ মন্ত্র না জানে ভুবনে । হেনমন্ত্র মহাদেব দিলেন

ভূগুহানে ॥ ভৃগুদেব অমুর কুলের গুরুজন। সজ্জিবনী মন্ত্র পাইয়া সদা
 হর্ষ মন ॥ অমুর নিঃশঙ্কে সব থাকে গুরু বলে। তার পরে অন্ধক অমুর
 কোন কালে ॥ শিবগণ সঙ্গে যুদ্ধ ঘোরতর কৈল। একদিন অনেক অমুর
 নষ্ট হৈল ॥ অন্ধক যে ভূগুহানে নিবেদন করে। তব রূপা হৈতে আছি
 নির্ভর শরীরে ॥ অদ্যকার যুদ্ধেতে অনেক দৈত্য মরে। তুমি রক্ষা না
 করিলে কেবা রক্ষা করে ॥ এই বাক্য শুনি শুক্রাচার্য্য বিচক্ষণে। তব
 সৈন্য রক্ষাকর দেখে বিচ্যুতমানে ॥ শুক্রাচার্য্য মন্ত্রপুত করিয়া তখন। প্রত্যেক
 কেতে নাম ধরি করিল স্মরণ ॥ তবে যত মৃত্যুর বাঁচিত সত্তরে। শিব-
 গণে মার মার ঘোর শব্দ করে ॥ শিবগণ সঙ্গেতে যে মহাযুদ্ধ কৈল।
 না পারিয়া শিবগণ পরাজয় হৈল ॥ তদন্তরে শিব সৈন্য নন্দিকে লইয়া।
 শিবেরনিকটে সবকহিল আসিয়া ॥ শুক্রাচার্য্য অমুরের হইয়া সহায়। মৃত
 দৈত্যগণে অবহেলেতে বাঁচায় ॥ মহাদেব শুনিয়া নন্দিকে আজ্ঞা হয়।
 শুক্রাচার্য্যে ধরি তুমি আনহ নিষ্কর ॥ আজ্ঞামাত্র যায় নন্দী মহাহর্ষ
 হৈয়া। শিব অগ্রে ভার্গবেরে আনিল ধরিয়া। শুক্রাচার্য্যে দেখি শিব
 উদরে রাখিল। সপ্তম্বর শুক্রদেব উদরে রহিল ॥ বিশ্বরূপ দরশন করে
 সর্বক্ষণ। বাহির হইতে নাহি পায় নিদর্শন ॥ লিঙ্গদ্বার দিয়া শুক্র বাহির
 হইল। স্তব স্তুতি মহাদেবে অনেক করিল ॥ তুষ্ট হৈয়া মহাদেব বরদিল।
 তারে। বাহ তুমি শুক্র গ্রহ হইবে অচিরে ॥ অবশেষে দেবতা অমুরে
 যুদ্ধ হয়। দৈত্যগণ না পারিয়া হৈল পরাজয় ॥ শুক্রাচার্য্য আনন্দ কাননে
 গিয়া পরে। লিঙ্গ ঘেড়াপনা করি পুজয়ে শঙ্করে ॥ পুষ্পাদি বিলুপত্র
 সমিধ বভেক। পঞ্চম্বার বৎসর অর্চনা অনেক ॥ ইহাতে যে রূপা না
 হইল মহেশ্বরে। আশার গোখিল রেণু করে তার পরে ॥ এই মত হাজার
 বৎসর তপ করে। তুষ্ট হৈয়া মহাদেব বলে ভার্গবেরে ॥ বর লহ শুক্রা-
 চার্য্য তব মনোনীত। প্রভু দেখি শুক্রাচার্য্য হৈল আনন্দিত ॥ বহুবিধ
 স্তব করে পরম ভক্তিতে। সূর্য্য সোম আদি করি অষ্টম মূর্তিতে ॥ তার
 পরে শুক্রাচার্য্য কহে মহাদেবে। শুক্রপুর অধিপতি তুমি যে হইবে ॥
 আর কহি তোমার স্থাপিত শুক্রেশ্বরে। শুক্রবার অষ্টমীতে পুজে যেই
 নরে ॥ সুখভোগ করি অস্তে তবপুরে যায়। বর দিয়া অন্তর্জান হইল
 দয়াময় ॥ শোভষ অধ্যায় যে সমুদ্র বিবরণ। কতদূরে মঙ্গলের পুরী দর-
 শন ॥ সীতানাথ বসু মাস অম্বিকা নিবাসী। কাশীখণ্ড সুধাজাণ্ড ভাষাতে
 প্রকাশি ॥

অথ মঙ্গললোক দর্শন ।

পয়ার । গণে কহে শিবশর্মা তুমি ধীরবর । মঙ্গল পুরীর কথা শুনহ
সত্তর ॥ ব্রহ্মার মানস পুত্র সপ্তঋষি খ্যাত । সৃষ্টির প্রথমে হয় অগ্রে ঋষি
সাত ॥ সপ্তমধ্যে অঙ্গীরার পুত্র অঙ্গারক । দ্বিতীয় মঙ্গল নাম জানে
সর্বলোক ॥ অঙ্গারক কাশীপুরী গিয়া তার পরে । সর্ব তীর্থ ক্রমে ক্রমে
দরশনান্তরে ॥ শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া কুণ্ড কৈল । সহস্রবৎসর যোর
তপন্যা করিল ॥ তার পরে প্রমত্ত হৃদয়ে গঙ্গাধর । মুনি অঙ্গারকে শিব
দিলেন যে বর ॥ অঙ্গারকপুত্র বাস তোমার হইবে । তব শিবলিঙ্গ
ভৌমেশ্বর যে ঘূষিবে ॥ ভোগবারে চতুর্থীতে যে পুজে একান্তে । মন
দিয়া শুন কহি কল যেই অস্ত্রে ॥ তব পুরে বাস হয় মুক্তি পদ পায় ।
আর কল কহি শুন দ্বিজ মহাশয় ॥ ঐ স্থানে ঐ দিনে আচ্ছা যেই করে ।
সহস্রবৎসর আচ্ছা কল প্রাপ্তি হয় তারে ॥ পরে শিবপুরের জনহ বিবরণ ।
গণে কহে শিবশর্মা করি নিবেদন ॥ বৃহস্পতি বারাগনীপুরীতে বাইয়া
নিজ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া ॥ সম্মুখেতে কুণ্ড করি তপ আর-
স্তিল । সহস্রবৎসর অনাত্রন্তেতে রহিল ॥ তারপরে চিন্তামণি প্রসন্ন
হইয়া । লিঙ্গহস্তে তেজোময় রূপ প্রকাশিয়া ॥ শিব দেখি বৃহস্পতি স্তব
করি কথ । তুমি হও মুক্তিদাতা জানের বিষয় ॥ অষ্টম শ্লোকেতে স্তব
করি এই মতে । মহাদেব তুষ্ট হয়ে কহিলা সাক্ষ তে ॥ বৃহস্পতিপুরে
তব বাস যে হইবে । তোমার স্থাপিত লিঙ্গ ভক্তিতে পূজিবে ॥ তব পুরে
বাস তার আবশ্য হইবে । অস্ত্রমোক্ষ দুঃখভোগ ঐহিকে করিবে ॥ আর
যদি বৃহস্পতিবারে পুজে হয় । পূজা কৈলে এই দিনে স্থিাবৃদ্ধ হয় ॥
অধিকন্তু মহাদেব ব্রহ্মাকে জানিল । আচ্ছাদিলে দেবগুরু বৃহস্পতি
হৈল ॥ তোমরা সকলে আচরিবে বিধিমতে । তদুপরে ব্রহ্মাদি দেবতা
ভাবতে ॥ যথাবিধি বৃহস্পতি পূজা সবে করে । অবশেষে সকলে গেলেন
দেবপুরে ॥ তদন্তরে মহাদেব হৈল অন্তর্ধ্যান । বৃহস্পতি সত্তরে আইলা
নিজস্থান ॥

—৩৩—

অথ শনিপুরীর বৃত্তান্ত ।

পয়ার । অতঃপর শনিগ্রহ পুরীর বৃত্তান্ত । ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি
সূর্তিমন্তা ॥ তার পুত্র কশ্যপ দক্ষকন্যা বিভা কৈল । তার গর্ভে সূর্য্যদেব
উদয় যে হৈল ॥ প্রতিপত্তি কন্যা ভক্তি সূর্য্যের রমণী । বৈবস্বতাস্তরে হৈল

জনম নন্দিনী ॥ যমুনা হইল কন্যা পুত্র হৈল যম । পরে তর্কী সূর্য্যভেজ
 পারণে অক্ষয় ॥ কি করিব ইহার যে উপায় চিন্তিল । তারপরে স্বরূপাকে
 নিবে প্রকাশিল ॥ স্বরূপাকে কহে তর্কী গোপন বচন । সূর্য্যভেজ আমার
 অসহ্য যে ধারণ ॥ গোপন হইব আমি কিছু কাল তরে । তুমি এই বৃত্তান্ত
 না কহিবে সূর্য্যোরে ॥ স্বরূপা কহেন দেবী অবশ্য রাখিব । যে পর্য্যন্ত
 সূর্য্যদেব শাপ না করিব ॥ ইহা কহি তর্কীদেবী পিতাস্থানে যায় । পিতা
 দেখি কন্যা পুনঃ করিল বিদায় । স্বামীস্থানে যাহ দেবী বিলম্বনা হয় ।
 এইবাংকা পিতাস্থানে গুনিয়া ভায় ॥ চিন্তা করি তদন্তরে অশ্বিনী হইল ।
 গহনকাননে গিয়া তপস্যা বহিল ॥ শুদ্ধ পত্র আহার কেবল করি রয় ।
 সূর্য্যভেজ ধারণ অন্তরে সদা তর ॥ শেষেতে স্বরূপা গব্ধে সন্তান জন্মায় ।
 নাথনাক মুনি শনি কন্যা ভদ্রা ভায় ॥ নিদ্র সন্তানের পক্ষে স্নেহ অতিশয় ।
 মনু বৈবস্বত জানে বৃত্তান্ত নিশ্চয় ॥ আপন আশ্রয় যম নাহিক জানায় ।
 ক্রোধ করি নিজপদ মাতারে দেখায় ॥ সপত্নীর পুত্র বলি স্বরূপা ক-
 হিল । তব পদ ক্ষয় হবে নিশ্চয় বলিল ॥ শাপের বৃত্তান্ত কথা পিতাকে
 জানায় । সূর্য্যের সংশয় জন্মে কিছু স্বরূপায় ॥ শনিকে স্বরূপা কহে শাপ
 নাহি যায় । কিঞ্চিৎ পদের মাংস পড়িয়া অভয় ॥ তার পরে সূর্য্যদেব
 স্বরূপা অনায় । নিরীক্ষণ করি সূর্য্য স্বরূপাকে কর ॥ সত্য কহিবেন দেবী
 বৃত্তান্ত ইহার । নতুবা শাপিন আমি কহিলাম সার ॥ স্বরূপা বৃত্তান্ত ভয়ে
 কহিলেন পরে । তদন্তরে সূর্য্য জাম তর্কী পিতৃঘবে ॥ কোপদৃষ্টে সূর্য্যদেব
 দেখি প্রতি পতি । কন্যার বৃত্তান্ত সব কহিলেন অতি ॥ তদন্তরে সূর্য্যদেব
 অঙ্গরূপ হৈয়া । অশ্বিনীর রূপে, ~~হইল~~ তথায় যাইয়া ॥ অশ্বদেখি তর্কীদেবী
 ক্রতগতি চলে । পাছে পাছে সূর্য্যদেব ভ্রমণ করিলে ॥ সূর্য্যের ভ্রমণে
 ভেজ হইল পতিত । অশ্বিনী কুমার তাতে হইল উদ্ভিত ॥ অতঃপর শনি
 গ্রহ কাশীতে যাইয়া ॥ শিবলিঙ্গ স্থাপনাদি তপ আরম্ভিয়া ॥ আদিনাথ
 সন্তুষ্ট হইয়া শনিপ্রতি । শনিপুরে বাস ভব হইবে সম্প্রতি ॥ শনিবারে
 শনীশ্বরে যে জন পুজিবে । শনিপুরে বাস তার অচিরে হইবে ॥ অষ্টাদশ
 সপ্তম্বি পুরীপরে দেখি । গণে জিজ্ঞাসিল দ্বিজচিন্তে হৈয়া সুখী ॥ গণে
 কহে শিবশর্মা ভব ভক্তি মন । ক্রমে কর সপ্তম্বি পুরী দরশন ॥ ব্রহ্মার
 মামস পুত্র সপ্ত ঋষি হয় ॥ পৌলস্ত্য পৌলহ ক্রোড় অত্রিমরিচয় ॥ অ-
 ত্রিরা বশিষ্ঠ এই সব প্রজাপতি । দৃষ্টির কারণে হয় ব্রহ্মা অবস্থিতি ॥
 কাশীখণ্ড সুখাভাষ অমৃত সমান ॥ সপ্তম্বি অধ্যায় হইল সমাধান ॥

অথ সগুণেশ্বর বৃত্তান্ত কথন ।

পয়ার । অনমুরা ক্ষেমা শ্রুতি সঙ্গত শর্যক্তি । শ্রুতি লজ্জা এই
সগু সতী অবস্থিতি ॥ মরিচি আদির প্রতি ক্রমে সগু সতী । সর্ব শ্রেষ্ঠ
উত্তম যে হয় অরুন্ধতী ॥ নৈকুণ্ঠেতে লক্ষ্মীর সহিত ভগবান । প্রশংসা
সভেক অরুন্ধতীর আখ্যান ॥ তারপরে সগুণেশ্বর বারানসী গিয়া । স্নানা-
মেতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া ॥ শম্বুনাথ প্রসঙ্গেতে মুক্তির্ভা হয় ।
এই সগু পুরী পুণ্যবস্ত অতিশয় ॥ সগু ঋষির সংস্থাপিত লিঙ্গ কাশীপুরে ।
তক্তি তাহে বেজন পূজিবে লিঙ্গবরে ॥ তামু তুল্য তেজঃপুঞ্জ তাহার
হইয়া । এইস্থানে বাসকরে স্বকর্মে থাকিয়া ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় যে হইল
বর্ণন । শুনিলে লভয়ে মুক্তি শিবের বচন ॥ সীতানাথ বসুদাস অম্বিকা
নিবাস । শিব পদে তক্তি থাকে এই অভিলাষ ॥

অথ ক্রবোপাখ্যান ।

পয়ার । শিবশর্ম্মা ক্রবপুরী দেখি চমৎকার ।
প্রসন্ন হইয়া কহ বৃত্তান্ত ইহার ॥

ত্রিপদী । বিজ্ঞ কহে শুন সখা, কি আশ্চর্য্য হৈল দেখা, একপদে
ভ্রমণ করয় । যেন মেরুদণ্ড কায়, পুণ্য প্রজ্জ্বলিত হয়, তেজোতে
ধৈর্য না ধরয় ॥ চন্দ্র তামু একত্তরে, কিবা কাস্তি শোভা করে, কি কহিব
বর্ণনা অপার । একি অপকূপ সখা, কহু নাহি চক্রে দেখা, এই পুরী ইরিত
কাহার ॥ শুন সখা গণে কয়, নাম ক্রব মহাশয়, বিস্তার শুনহ মহামতি ।
স্বয়ম্ভু-মনুর পুত্র, উত্তানচরণ চিত্র, তমা পত্নী সুরূচি সুনীতি ॥ সুরূচি
হয়েন শ্রেষ্ঠ, রাজ পাটেশ্বরী জ্যেষ্ঠ, তার গর্বে উত্তম তনয় । সুনীতির গর্বে
ক্রব, উত্তম লক্ষণ সব, ছুই পুত্র উত্তানের হয় ॥ সুনীতি ছুগিলা অতি,
বিতিন্ন স্থানে বসতি, ক্রব লইয়া রহে নিরন্তর । একদিন ক্রব মাতা, রাজার
সম্মিধি যথা, পুত্রকে পাঠান অতঃপর ॥ কি কব ক্রবের শেখ, বালকের
বাক্তি কেশ, ক্রব বলি নাহি আভরণ । ক্রবের দেখিয়া ভাব, সুনীতির
বাড়ি ছাপ, বিবাতা আমাকে বিড়ম্বন ॥ প্রাতঃসূর্য্য তেজ যেন, মণিময়
দীপ্ত হেন, ইহার যে নাহিক তুলনা । ক্রব মাতৃ আশ্রয় লইয়া, চলিলেন

হর্ষ হৈয়া, পিতৃপদে প্রণাম কামনা ॥ অন্য অন্য শিশুসঙ্গে, চলে ধ্রুব
 অতি রক্ষে, যথা বৈসে পিতা সিংহাসনে । রাজ্য-সিংহাসনে বসি, কোলে
 পুত্র মুখ হাসি, উত্তম লইয়া হর্ষ মনে ॥ শিশুসঙ্গে কুতূহলে, ধ্রুব যান
 হেন কালে, সিংহাসনে উঠিতে উদ্যত । সুরূচি দেখিয়া ধ্রুব, কোথকরি
 বলে তবে, নহ সিংহাসন যোগ্যবত ॥ উত্তম পুত্র আমার, সিংহাসনে বসি
 যার, ছুঃখিপুত্র বসিবে কেমনে । বিমাতার কটুবাণী, শুনি ধ্রুব অভিমানী,
 অপমানে কিরিল তখনে ॥ সুরূচি কোথেকে রহে, রাজা কিছু নাহি কহে,
 ছুঃখমনে ভাবি অতিশয় । দেখিয়া যে মহারাজ, ধ্রুবের মলিন সাজ, ম-
 নোদ্রুঃখ মনোমধ্যে রয় ॥ ধ্রুব বালকের সঙ্গে, ফিরে যান মান-ভঙ্গে,
 সিংহে যেন হস্তী অপমানী । এসতি বালক ধ্রুব, মনে করি অসম্ভব, মাতা
 স্থানে চলিল আপনি ॥ অপমানে যুগ্মছেদ মনে মনে থাকে খেদ, মলিন
 বদন হৈল কেন । পুত্রের দেখিয়া মুখ, সুনীতির কাটে বুক, ধ্রুব কোলে
 করিয়া ভাবেন ॥ মস্তকের ত্রাণ লয়, মুখে ঘর্ষা অতিশয়, অঞ্চলেতে মুখ
 মুছি কর । রাজা হৈয়া বুদ্ধিহত, তোমাকে না হৈল রত, তব সমাদর না
 করয় ॥ ধ্রুব কহে শুন মাতা, একি বিপরীত কথা, এইরূপ কিসের কারণ ।
 সুরূচি যেমত রাণী, তেমতি নহ আপনি, রাজা ভাবে ভিন্ন দেখি কেন ॥
 সুনীতি কহেন ধ্রুব, আপনার কর্ম সব, বিধাতা সকল মূল হয় । মাতৃবাক্য
 শুনি ধ্রুব, মনে ছুঃখ অসম্ভব, মাতাকে বিনয় করি কর ॥ শুন করি নিবেদন
 না করিবে অন্য মন, তপস্যা করিতে যাব বনে । তব পদ করি শিরে,
 ছুঃখ না ভাবি অস্তুরে, তুমি চিন্তা না করিবে মনে ॥ হেনবাক্য শুনি মাতা,
 একি অসম্ভব কথা, তপস্যার কাল তব নয় । কহি পুত্র তব কাছে, সময়
 অপেক্ষা আছে, হেনবাক্য মা কহ আনায় ॥ খেলিবারে যাহ তুমি, পথ
 নিরক্ষিয়া আমি, ঘরে আইলে পরাণ জুড়ায় । বিলম্ব দেখিলে হয়, স্তনে-
 ছুঃখ ধারাবয়, আসিলে যে ছুঃখ নিবারয় ॥ তুমি দরিত্রের ধন, জীবনের
 যে জীবন, যেমতি অন্ধের দৃষ্টি বল । ধ্রুব কহে শুন নাতা, কহিলে মূল
 বিধাতা, তবে কেন গত কর কাল ॥ মাতা জানিল নিশ্চিত, বিধিমোরে
 রিড়ষিত, বাহা ইচ্ছা আচরণ কর । সেই কালে আত্ম পায়, ধ্রুব প্রণমিয়া
 মায়া, চলে শিশু নির্ভয় শরীর ॥ পথে যাইবার কালে, বায়ু পথে দৃষ্টি করিলে,
 অরণ্যেতে করিল প্রবেশ । অতি ঘোরতর বন, চলে ধ্রুব অজ্ঞান, মহিষ
 ব্যাধ দেখে অশেষ ॥ সপ্ত ঋষি হেন কালে, তাহার অদৃষ্ট ভালে, প্র-
 ণাম করিয়া নিবেদয় । বিধি সানুকূল হৈল, তব দরশন পাইল, কহ

উপদেশ মহাশয় ॥ মরিচাদি সপ্তঋষি, বালক দেখিয়া হাঁসি, কি আশ্চর্য্য
বচন ইহার । কে তুমি কাহার পুত্র, কই শুনি সব মূঢ়, সপ্তঋষি কহিয়া
সত্তর ॥ শুন প্রভু ধ্রুব কয়, উত্তান রাজতনয়, সপ্তদ্বীপ অধিকার যার ।
পিতৃ রাজ্য নাহি চাহি, উচ্চপদ দিতে কহি, যেন ঐ পদে হয় অমর ॥
এই উপদেশ দেহ, তত্ত্বজ্ঞান মোরে কহ, অনায়াসে বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় । ধ্রুবে
সপ্তঋষি কয়, মুকুন্দ কেশবসয়, নারায়ণ কুবীকেশ কয় ॥ বিষ্ণু কৃষ্ণ দামো-
দর, মাধব নরসীধর, বাসুদেব শ্রীরাম রাঘব । এইরূপ স্তব করি, সপ্তঋষি
বলে হরি, দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রদিব ॥ যুনি বলে কহি আমি, জ্ঞান করি আ-
ইস তুমি, উপদেশ করাব তোমায় । শুনি ধ্রুব শীঘ্রগতি, জ্ঞান করি শুদ্ধ-
মতি, যুনি পদে প্রণাম করয় ॥ তার পরে জ্বলি সবে, প্রসন্ন হইয়া ধ্রুবে,
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রদেয় । কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব, মুখে জপে বাসুদেব, গুরু পদে
প্রণাম করয় ॥ পরে ধ্রুব মহাশয়, মধুবনে চলি যার, যথায় যমুনা বিরা-
জিত । দরশনে মধুবন, পুনর্জন্ম নাহি হন, কি কহিব বনের বর্ণিত ॥
মধুবন সঙ্গ হয়, মধুসুর বাস তার, পূর্ণের আছয়ে নির্দাশিত । একাক্ষ
করিয়া মন, তপ করে বিচক্ষণ, আশ্রিত্য সকলি বর্জিত ॥ অশেষ তত্ত্বের
পর, তবে ধ্রুব তদন্তর, কদে দেখে কৃষ্ণ দয়াময় । শুভ্রবর্ণ সব ছরি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গৌরী, স্বাবর জঙ্গম বিষ্ণু ময় ॥ অতি ঘোরতর তপ,
দেবতা কল্পিত সব, উপেক্ষাশ্রম আশ্রয় নিবরণ । ধ্রুবে দেখিয়া তপ,
ভাবিত দেবতা সব, স্বস্ত পদে করেন ভাবন ॥

ত্রিগুনী । বাস্ত ইন্দ্র দেবরাজ, নিজপদে কিবা কায, ধ্রুব তপে
নাহিক রক্ষণ । ইন্দ্রদেব সদাভাবে, কোথায় যাইব তবে, ধ্রুব তপ ভঙ্গের
কারণ ॥ ইন্দ্রদেব তার পরে, অনেক বিচার করে, শুপভঙ্গে পাঠায় যে
মূর্ত্ত । মধুবনে ধ্রুব যথা, ভূতগণযায় তপা, বাহাতে তপস্যা হয় হত ॥
পরে তবে ভূতচয়, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হয়, নানাকপে দর্শায় যে ভয় । বাগ্মতে
ধ্রুবে মাতা, সন্নিহিতে কহে কপা, অনেক বিলাপ করি কয় ॥ অতিশয়
খেদ করে, পদাঘাত মারে শিরে, ধ্রুব বলি কান্দে উঠে ক্রোধেরে । ক্ষণেক
ধ্রুবে মন, যোগতত্ত্ব উচ্চাটন, ভূতগণে অশেষ প্রকারে ॥ নিমাতার
কটুবাণ্য, শ্রবণ করিয়া একা, বহুমত বিলাপ দেখয় । মুহূর্ত্তেক ধ্রুব যুনি,
নিঃশ্বাস ছাড়ে অমনি, পুনমন বাসুদেবে হয় ॥ তার পরে ভূতচয়, স্বর্গা-
নেতে চলি যায়, দেবরাজ ভাবেন উপায় । সকল দেবতা সঙ্গে, ব্রহ্মা যথা

নিজ রক্ষে, প্রণাম করিয়া সব কর ॥ কহি ব্রহ্মা দেবরাজে, ধুব সাধে
 নিজ কাষে, তোমাদের নাহি ভয় তার । বরং উপকার হবে, পশ্চাতে
 জানিবে সবে, শুনি দেব স্বস্থানে বিদায় ॥ তদন্তরে বায়ুদেব, যথা তপ
 করে ধুব, সেইস্থানে দিল দরশন । সঙ্কুখেতে গদাধর, তপ ভাজি
 ধুববর, প্রভু দেখি প্রণামে তখন ॥ বহু দিন অস্ত্রে যেন, পিতা করি দরশন,
 বালক বিলাপ করি কান্দে । ভেমেতি যে ধুববর, ক্রন্দনেতে উচ্চৈঃস্বর,
 তুমি পড়ি স্থির নাহি বাক্যে ॥ ধুবের, ক্রন্দনে হরি, চক্ষুদ্বয়ে ধারাধরি,
 কোলে করে বালক বলিয়া । গাত্রে ধূলী ত্যাগ করি, চৈতন্য করিয়া হরি,
 কল্পনাতে বচন কহিয়া ॥ দেখি ধুব দয়াময়, অর্চ্যাক্ষে প্রণাম হয়, বিবিধ
 প্রকারে স্তব করে । তুমি ব্রহ্মা হর হরি, চন্দ্র সূর্য আদি করি, পুরুষোত্তম
 শ্রীকান্ত শ্রীহরে ॥ পর্কত সমুদ্র হয়, অগ্নি বায়ু তেজোময়, বরুণাদি পতি
 ধনেশ্বর । জীব জন্তু আদি যত, স্থাবরাদি আর কত, এক অংশে সর্বত্র
 বিস্তার ॥ তুমি গুণ গুণভীত, স্কুল সুক্ষ্ম হও চিত, বেদান্তেতে তুমি সারাৎ
 সার । সর্ব স্থানে অধিজাতা, অকারেতে বিকুণ্ঠতা, তুমি সর্বময় চরাচর ॥
 আর ঋষি মুনি যত, এক অংশে বিরাজিত, নারায়ণ বাসুদেব সার । আমি
 অস্পাশিত মতি, নাস্তানি ভকতি স্তুতি, প্রভু তব মহিমা অপার ॥ করে
 এইরূপে স্তব, বিভূতি যোগেতে সব, সর্বত্র সমান দয়াময় । ভক্ত প্রেমে
 হৈয়া বশ, কহিছেন শ্রীমিবান, দ্রুত মৌর পরম ভক্ত হয় ॥ সকলের উচ্চ-
 স্থান, তোমার পুরী নিৰ্ম্মাণ, হইরাছে অতি মনোহর । সুনীতিরে সঙ্গে
 লবে, ঐ পুরী বাস হবে, এই বাক্য কহিলাম সার ॥ অতি মনোহর স্থান,
 ধুবপুরী সু আখ্যান, বিশ্বকর্মা নিৰ্ম্মাণ করয় । ধুব কহি নারায়ণ,
 বারাগনী বিচক্ষণ, শিব যথা সদা বিরাজয় ॥ চন্দ্র সূর্য আদি যত, বায়ু
 বরুণ সতত, যাহাকে যে তপস্যা করয় । অপদে নিবৃত্ত হব, আরাধনা
 করি তার, তাহার মহিমা কত কব ॥ যাহার রূপাতে আমি, হয়েছি
 বৈকুণ্ঠ স্বামী, শুন ধুব তার বিবরণে । কাশী পুরীর মাহাত্ম্য, বর্ণনে না
 হয় সত্য, তুমি যে চলহ সেই স্থানে ॥ কার্তিক মাসেতে যেবা, কাশীনাথে
 করে সেবা, দান আদি সতত করয় । সেই নয় মহাধন্য, কহেন মা ঋষ
 পুণ্ড, শিব তারে হইয়েন সদয় ॥ শিবলিঙ্গ সংস্থাপন, বাস করে করে দান,
 পুঙ্করিণী কুপাদি যতেক । কার্তিকেতে করে দান, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান,
 সীমা তার কলের নাহিক ॥ গঙ্গা বহে উত্তরেতে, প্রবাহ শত গুণেতে,
 মলিনার্ণব বসি হয় স্থান । কার্তিকেতে চতুর্দশী, স্নান করে যেবা আমি,

তার পুণ্য কে করে বাখান ॥ আর কহি শুন ধুব, কালীপুরে তনুত্যাগ
যে জীবের হয় ভাগ্যবশে । শিব গুরু জানী হন, তার কল্পক্ষম দেন,
নির্বাণ সে হয় অনায়াসে ॥ ধুব শুন কহিলাম, তুলসী আর শালগ্রাম,
শঙ্খ চক্র গোপী মাটি আর । এই পঞ্চ যার ঘরে, লক্ষ্মী স্থির হয় তারে,
ঈশ্বর যে তার শাক্ত্যংকার ॥ যে গলে তুলসী মালা, তার দেহে সাহি মলা,
হরিহর প্রসন্ন তাহার । তার পরে নারায়ণ, গুরুভেতে আরোহণ, লইয়া
কালীপুরে চলি যায় ॥ মণিকর্ণিকাতে স্নান, পঞ্চকোশেতে ভ্রমণ, বিশ্বেশ্বরে
করয়ে প্রণাম । ধুব রহে কালীপুরে, নারায়ণ তদন্তরে, স্বস্থানেতে করয়ে
গমন ॥ পরে ধুব মহাশয়, কালীপুরে বাস হয়, শিবলিঙ্গ করিয়া স্থা-
পন । ঐ স্থানে কুণ্ড করে, তপকরে নিরন্তরে, কি কহিব তপের বাখান ॥
পরে ধুবে কুপাহয়, ধুব পুরী চলি যায়, সেই স্থানে বাস নিরন্তর । পুছে
যেবা ধুবের, ধুবলোক নামকরে, অন্যথা যে নাহিক ইহার ॥ ধুব
চরিত্র আলাপ, শুনিলে যে খণ্ডে পাপ, পদে পদে অমৃত সগান । ভক্তি
করি যেবা শুনে, অনায়াসে জানাওগে, সকলপাপ হয়ত দাহন ॥ শিবশর্মা
গণ সবে, মহল্লোক চলে রঙ্গে, সমাপন একুইশ অধ্যায় । কালীখণ্ডে
ধুবকথা, হে নরে শুনে সর্কদা, তার পুণ্য কহেন শা যার ॥ অবশেষে
ধুবপুরে, বাস তার নিরন্তরে, স্থির বাক্য জানিবে নিশ্চয় । ব্রহ্মানন্দ পদ
আশে, সীতানাথ বসুভাব, ভাষায় ভাষিল সমুদয় ॥



মহল্লোক কথন ।

পয়ার । ধুবলোক পর্য্যন্ত যে সব লোক হয় । তার পরে মহল্লোক
শিবশর্মা যায় ॥ গণে কহে শুন পুণ্যবান দ্বিজবর । এই লোক দেখ যত
নিম্পাপেব পর ॥ কুরুতির সীমা নাই তপস্বী অনেক ॥ এক কপ্পেসুখ
ভোগ হয় আবশ্যক ॥ সদা কাল বিষ্ণু প্রতি মনের ভাবন । দেবতা স্বরূপ
মহাভোগ পুণ্যবান ॥ তদন্তরে জনলোক উপস্থিত হৈল । ব্রহ্মাব মানস
সুখ সবকাদি ছিল ॥ তাবন্তের রেত বহু উর্দ্ধগামী হয় । যোগেন্দ্র সকল
ইন্দ্র বহু করি রয় ॥ তপলোক রথবেগে গমন করয় । যাহার দিগের
পাপেব জড়িত সদয় ॥ বাহুদেবে মন আর বাহুদেব ধ্যাম । কেবল গো-
বিন্দ চিত্ত অভিলাষ হন ॥ যাহারা এসক করে যোগ আচরণ । ঐ স্থানে
সদাবাস হয় অনন্তর ॥ শীর্ণ পর্ণ ভক্ষ আর পঞ্চ অমিতপ । হেমন্ত শিশিরে

থাকে বর্ষা জলে জপ ॥ কুশাগ্রেতে জলশান মান অনশন । ঋতু অস্তে
কতু হয় মাসেতে ভক্ষণ ॥ সমুৎসর যায় নিশি করে জাগরণ । শরীরেতে
ওন্মূলতা অস্তি চর্ম্মহীন ॥ মাধার জটাতে পক্ষবাস নিরন্তরে । বৃক্ষজানে
গায়ে মৃগ ধ্বিষণ করে ॥ এক পদে উর্দ্ধ বাহু নিরন্তর থাকে । উদয়াস্ত
অর্দ্ধ চক্ষু সূর্য্যদেবে দেখে ॥ এইরূপে বহুকাল তপস্যা যেকরে । অবশেষে
শরীরান্তে আইনে এই পুরে ॥ তার পরে শীত্ৰ রথ সত্যপুরে গেল । দূরে
রথ রাখি সবে ব্রহ্মা প্রণমিল ॥ গণে সব বৃত্তান্ত কহেন বিধাতাকে ।
ব্রহ্মা কহে শিবশর্ম্মা তুমি খন্যলোকে ॥ বেদ অঙ্ক আর শাস্ত্র করিয়া
অভ্যাস । ধর্ম্ম আচরণ আর সন্তপূরী বাস ॥ যথাবিধি সর্ব্বস্থানে আচরণ
করি । তনুভাগ কৈলে তুমি হরি দ্বারাপুরী ॥ তদন্তরে গবসন্ধে চড়ি
দিব্যরথে । সর্ব্বস্থানে দরশন করি জনাগতে ॥ প্রমাণতঃ তুমি দেখি বড়
পুণ্যবান । অবশেষে অনাগ্রাসে পাইবে নির্বাণ । ওহে পুত্র দেখ তুমি
ব্রহ্মাণ্ড যন্তক । ক্রিয়া দ্বারা গত্যাত করে অতিরেক ॥ চারি প্রকারেতে
জীব যত হয় যায় । নিজ নিজ কর্ম্মফলে ভ্রমণ করায় ॥ বিশেষত শুন শি-
বশর্ম্মা দ্বিজবর । পৃথিবীর মধ্যে কর্ম্ম তুমি শ্রেষ্ঠতর ॥ স্বর্গপুরী হৈতে উক্ত
কহেন মুনিগণ । ক্রিয়ানিষ্কটেয়া পদের স্বর্গে আগমন ॥ বিষ্ণাগরি উত্তরে
দক্ষিণে হিমালয় । আর্য্যাবর্ত্ত সমদেশ আর নাহি হয় ॥ পুরী মধ্যে কা-
শীপুরী সিন্ধুতে মহেশ । আর যত কহি শুন বৃত্তান্ত অশেষ ॥ নারদ স্মা-
নেতে শুনিয়াছি একদিন । জম্বদ্বীপ হৈতে শ্রেষ্ঠ রসাতল হন ॥ চন্দ্র
সূর্য্য তেজ যথা নাহিক প্রকাশ । কণি মণি সর্ব্বদা প্রঅলিত আভাষ ॥
মানব নাগেতে যথা আছে বিপরীত । পর উপকারে সদা হয় আত্মা-
দিত ॥ সুখ রূপে সকলের প্রদর হৃদয় । হাটকেশ শিবলিঙ্গ উদয়
তথায় ॥ এইমতে অশেষ বিশেষ রম্যস্থান । সত্যলোক তুল্য স্থান হয়ত
বর্ণন ॥ সমাপ্ত হইল বাইশ অধ্যায় কাশীখণ্ড । শুনিলে বাহাতে সর্ব্ব পাপ
হয় দণ্ড ॥

পর্য্যায় ! কার্ত্তিক বলেন শুন মুনি তপোধন । তদন্তরে কহি কর্ম্ম
ভূমির আখ্যান ॥ ইহার বিশেষ আছে ভুগলে কথন । সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে
সমুদ্রদ্বীপ হন ॥ অন্য অন্য দ্বীপেতে যে দেবতা গমন । জম্বদ্বীপ কর্ম্ম ভ্রমে
করে আচরণ ॥ সুমেরুর চতুর্দিকে ইলাবৃত্ত হয় । ইহার উত্তরে মেরু শাক
হিরণ্ময় ॥ উত্তর কুম্ভ সমুদ্রে লয় যে আছয় । দক্ষিণেতে দ্বারিবর্ষ কিম

পুরুষ হয় ॥ ভারতবর্ষ পূর্ব ভ্রাজ্জ তার পরে । কেতুমাল বিকিরনব খণ্ড
বিচারে ॥ জন্মদীপ এইমত হয় নিরুমেতে । ভূগলেতে সর্ব বর্ষ মেরু
উত্তরেতে ॥ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যোতে মেরু এক বস্তু হয় । শরীরের মধ্যে মেরু
এইমত কর ॥ এক চন্দ্র সূর্য্য জিনি সর্বত্র প্রকাশ । ভারতবর্ষের মধ্যে শু-
নহ বিশেষ ॥ গঙ্গা যমুনার মধ্যে অন্তরে দিশার । ইহার অধিক নৈমিষারণ্য
তীর্থ আর ॥ তার পর প্রয়াগ যে সর্ব তীর্থরাজ । যথা গেলে পাপধ্বংস
নাহি কালবাজ ॥ আর শুন তীর্থরাজে মহিমা অপার । ভারতবর্ষের
মধ্যে সর্ব তীর্থ সার ॥ অন্য তীর্থ কাম্য করি প্রাণত্যাগ করে । তাহার
উদ্ধার নাই শাস্ত্রের বিচারে ॥ তীর্থরাজে মৃত্যু কিম্বা সাগর সঙ্গমে । কাম্য
করি যেই নর মরয়ে সঙ্গমে ॥ অনারাসে তার মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে ।
আর শুন তীর্থরাজে মহিমা সঙ্করে ॥ জীবের পাতক থাকে মস্তকের
কেশে । প্রয়াগে হুগুন কৈলে সর্বপাপ নাশে ॥ এই তীর্থে স্নান দান
শ্রাদ্ধ যেরা করে । কি কর জাহার কল বাস সোমপুরে ॥ তাহার অধিক
কাশী সর্ব তীর্থ সার । পৃথিবীতে কাশী নহে মহিমা অপার ॥ জিহ্না অ-
শ্রুতে বারানসী স্থিতি হয় । প্রলয় কালেতে কাশী নাশ নাহি পায় ॥
জলমগ্ন ভূমি হবে যে কালেতে হয় । কাশীপুরী ধ্বংস নাহি শুনহ নিশ্চয় ॥
তৎকালেতে কাশী বাসি জ্ঞানানন্দে ভাসি । আনন্দ কানন হয় অবিস্মৃত
কাশী ॥ তরুণ্য জীব জন্তু সব জ্ঞান রাশি । পক্ষ কোশ মধ্যে আর হয়
চিরবাসি ॥ কৈলাস স্বরূপে স্থিত সদানন্দ বসি । জীবের নির্বাণ দেন শিব
আন্তে আসি ॥ আর কহি শিবশর্মা কাশীর মহাজ্ঞান । তথা যেরা পাপ
করে না হয় নিরুত্তর ॥ তার দণ্ড করে কাল ভৈরব অপার । পরদার পর
পীড়া দানলয় আর ॥ পরের অনিষ্ট চিন্তা পরধন হয়ে । এইমত বহুবিধ
পাপের বিস্তারে ॥ কর্ম দোষে পাপ ভোগ হয়ত নির্বাস । নরক অধিক
দণ্ড করে যে পিশাচ ॥ রুদ্র পিশাচ হইয়া বহু জন্ম বাস । বিধিসেতে যোগ
তপ যে করে অভ্যাস ॥ বহু কালক্রমে জ্ঞান হয় যে উদয় । কাশী প্রাণ-
ত্যাগ কর্মফলে মুক্ত হয় ॥ ব্রহ্মা কহে শিবশর্মা শুনহ বচন । কাশীর
মহাত্ম্য সব না হুই বর্ণন ॥ শিবশর্মা বলে বিধি করি নিবেদন । সকলের
পিঙ্গামহ টিহ আপন ॥ জিজ্ঞাসা করিতে কিছু মোর মনে লয় । না পারি
বলিতে মোর মনে লাগে ভয় ॥ ব্রহ্মা বলে যে কথা বলিতে মনে কর ।
সে সকল কাম্য আমি জানি অনুত্তর ॥ তোমার নির্বাণ বার্তা জিজ্ঞাসিতে
মন । বলিতে ক বিস্তারিয়া সব বিস্ময় ॥ বিধু তত্ত্বজনে কিছু নাহি অ-

গৌচর। ব্রহ্মাণ্ড গোলক মত দেখে নিরন্তর ॥ একবলি ব্রহ্মা সত্ত্বাবলি
বিভুগণে । গণনা প্রণয় করে ব্রহ্মার চরণে ॥

—অষ্টম—

অথ বৈকুণ্ঠ বর্ণন ।

পরার । বিমানে চড়িয়া গণ বৈকুণ্ঠেতে যার । শিবশর্মা গণ উত্তর
বলে পুনরায় ॥ দ্বিধা বলে কত দূর আইলু আমরা । যাইতে হইবে আর
কতদূর তারি ॥ এ সকল আর যাহা জিজ্ঞাসা করিব । বিস্তারিয়া বল গণ
রহস্য সে সব ॥ কাঞ্চি অবলিকা ছারা অমোঘ্য নগরী । কাশী মায়া মধুরা
মুক্তিহা সন্তপুরী ॥ হর পুরী ছাড়িয়া কাশীতে মাত্র মুক্তি । প্রতিষ্ঠিত
বিশেষর শাস্ত্রে হেন উক্তি ॥ তবে কি সম্প্রতি মন নাহি মুক্তি বাক্তি ।
বিস্তারিয়া কহ মোরে জগতের কর্ত্তা ॥ এত শুনি সাদরে অহিহে বিভুগণ ।
সবার্থ কহিব তাহা শুনেহে ভোক্তা ॥ বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যতি কালত্রয় ।
বিভুব রূপাতে জানি সনেহি নিশ্চয় ॥ চক্রে ঘূর্য্য কিরণে একাংশে যত স্থান
জ্ঞানমে ভারত স্থান দেবের প্রমাণ ॥ ভূমণ্ডল সম উর্দ্ধে গগন মণ্ডল ।
ভূমি হৈতে লক্ষ যোজনেতে ভানুশল ॥ ভানু হৈতে লক্ষ যোজনেতে
নিশাকর । কা হৈতে লক্ষ লক্ষ যোজন উপর ॥ লক্ষ হইতে বুধ ছিলক্ষ
উপরে । বুধ হৈতে দুই লক্ষে শুক্র বাস করে ॥ শুক্র হৈতে দুই লক্ষে
মঙ্গলের বাস । ছিলক্ষ মঙ্গল হৈতে গুরুর প্রকাশ ॥ গুরু হৈতে দুই লক্ষ
উপরেতে শনি । সন্তর্ধি মণ্ডল শনি হৈতে লক্ষ গণি ॥ সন্তর্ধি মণ্ডল হৈতে
লক্ষ ধ্রুবস্থান । ভূর্ব্ববস্থ তিন লোক হইল প্রমাণ ॥ পাদগন্য বস্তু মত
ধরণী মণ্ডলে । ভূ লোক বলিয়া তাকে সর্ব্বলোক বলে ॥ ভুলোক হইতে
ভানু মণ্ডল যাবত । ভুলোক হেন ঋগ্ত জনিহ তাবত ॥ মহলোক ক্ষিতি
হৈতে কোটি যোজনেতে । জনলোক দ্বিকোটি যোজন ভূমি হৈতে ॥
চতুষ্কোটি ভূমে হৈতে তপলোক জানি । ক্ষিতি হৈতে অষ্ট কোটি সত্য-
লোক স্থান ॥ সত্যলোক হৈতে উর্দ্ধ বৈকুণ্ঠনগর । ভুলোক হইতে কোটি
যোজন প্রচর ॥ যেখানে বসতি করে শ্রীমতী সাক্ষাত ॥ সত্য অতর
দাদে আছে উর্দ্ধ হাত ॥ বত্রিশ কোটি যোজনেতে কৈলাস পুরি হয় ।
যথা বিশ্বনাথ নামে গৌরী বিবাজয় ॥ গুহ গণপতি লোকে বাসে নন্দী-
পরে । অটোভারে গঙ্গা কস কলধনি করে ॥ অর্দ্ধচন্দ্র শোণ সকারে ত্রি-
নেত্র বিশাল । ওষ্ঠ সাল মূত্ৰহাস প্রকাশ জনল ॥ গলে মাল্যম্পর্শ

কণি ভূষা আর । হস্তেতে উল্লুর আর উন্মমলা সার ॥ ব্যাজচর্ম
পরিধান রূষত বাহন । লম্বোদর অতি কুললিত দরশন ॥ পাদপঞ্জে
কিবা শোভা বর্ণনা অপার । ব্রহ্মা আদি দেবে অন্ত না পার বাহার ॥
সকলের সার বেদে চকিতে না পায় । লীলার কারণ মাত্র শরীর ধরয় ॥
জগতের এক বস্তু সাধনে না পায় । হৃদয়ে থাকিয়া সব প্রকাশিত হয় ॥
সকল দমন কর্তা সর্ব গুণাতীত । সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণে বিরাজিত ॥
গুণক্রমে সৃষ্টিপালে সংহার করয় । সর্ব কর্তা সেছা বিনে সব প্রকাশয় ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাত্র কিছুতেই নয় । অমূর্তি পৰম ব্রহ্ম সদা স্মৃতিকর ॥
ব্যাণ্ড ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ সর্ব বিপর্যয় । সকল কারণ কর্তা পরাংপর হয় ॥
আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হয় নিরাময় । সমাধি যোগেতে যাতে নিবৃত্তি আশয় ॥
ঈশ্বর পরম জ্যোতি রূদয়ন্ত রহে । যোগগম্য এক বস্তু নানা মূর্তি কহে ॥
সর্ব গোপনীয় চিত্ত আনন্দ অপার । বেদ বিধি সর্ব শাস্ত্রে হয় সারাংশার
মহা প্রলয়েতে তিনি অঙ্গকার ময় । ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তেজ উদ্ভিত করয় ॥
কৈলাসেতে পঞ্চবক্র ত্রিনেত্র ধরয় । শক্তিকে ত্যজিয়া শক্তি ভাবাতীত
হয় । তারপর মহাদেব বৈকুণ্ঠ আসিয়া । ব্রহ্মা আদি তাবত দেবতা আ-
নাইয়া ॥ আপন ঐশ্বর্য্য সব নারায়ণে দিল । সর্ব কর্তা করি রাজ্য অতি-
বিস্তৃত কৈল ॥ দেবলোক গন্ধর্ব্ব অঙ্গরা আদি যত । মঙ্গলাচরণ করে
বিধি বিধানত ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালের এক কর্তা স্থল । জগত কারণ সেই
সকলের মূল ॥ সর্বৈশ্বর্য্য মহাদেব হরিতে অর্পিয়া । আনন্দে অপার প্রেমা-
নন্দেতে ভাষিয়া ॥ যথা বিধ নমস্কার শিবকে করিল । তার পরে ব্রহ্মা আদি
হরিকে প্রণমিল ॥ শঙ্কর সারঙ্গ ধনু দিল গদাধরে । একাত্মক এক অঙ্গ
হৈল হরি হরে ॥ নারায়ণ প্রতি বর দিলেন শঙ্কর । আমাকে যুদ্ধেতে
জয়ী হইবে সত্ত্বর ॥ ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি মবে । বিকুর মা-
য়াতে যুদ্ধ জগত হইবে ॥ তব ভক্তজনে আমি মুক্তিপদ দিব । নারায়ণ
প্রতি এই বর দিল শিব ॥ তার পর বাসুদেব করি আলিঙ্গন । কৈলাসেতে
সদাশিব গরিল গমন ॥ নিত্যানন্দ সুখময় আনন্দে ভাসিল । হর্ষমুক্ত সর্ব
দেব স্ব স্ব স্থানে গেল ॥ বৈকুণ্ঠনাথের রাজ্য অতিবেক কথা । যেবা শুনে
যেবা পাঠ রয়ে সর্বথা ॥ ইহকালে সুখভোগ অস্তে স্বর্গবাস । শিব বাক্য
এই স্থির ॥ নিহ নির্বাস ॥ এই অধ্যায় করি গৃহেতে রাখয় । তার গৃহে
লক্ষীপতি ৩ ৥ বিরাজয় ॥ সকল আপদ শান্তি ঐশ্বর্য্য যে বাড়ে । ধর্ম

অথ অগস্ত্য কার্তিকের সংবাদ ।

পর্যায় । ব্যাস বলে শুন সূত অগস্ত্যের কথা । যে কথা শুনিলে পাপ নাশয়ে সর্বথা ॥ প্রদক্ষিণ করিলেক শ্রীশৈল শিখর । কার্তিকের রম্য স্থান দেখে মুনিবর । সুকল সুপুষ্প তরু লতাতে শোভিত । নানা পশু পক্ষী তথা অতি সুচরিত । কুপ বাপি তড়াগের নাহিক গগন । লোহিত নামেতে গিরি অপূর্ণ দর্শন ॥ কৈলাসের সম স্থানি অতি চমৎকার । সেখানে দেখিল মুনি বসেছে কুমার ॥ পত্নীর সহিত দণ্ডবতে প্রণমিল । যোড় করে নানাবিধ স্তবন করিল ॥ স্তুতিতে হইয়া তুষ্ট দেব মড়ানন । মুনিকে বসিতে দিল উত্তম আসন ॥ কুশল জিজ্ঞাসা করি কহে মুনিবরে । অবিমুক্ত কেন্দ্রের কুশল কহ মোরে ॥ ত্রিজগত মধ্যে কাশী সম পুরী নাই । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ভুজ চাই ॥ পার্বতীর নিকটে কহিল পঞ্চানন । এ তিন উপায় হয় নির্বাণ কারণ ॥ পশুপত যোগ আর তীর্থ সিতাসিত । বারাণসী নগরি মুক্তির অধিষ্ঠিত ॥ জীপর্কত হিমালয় আদি যত গিরি । যত যত আশ্রয় জন আছে দিব্য পুরী ॥ ত্রিদণ্ড ধারণ সর্ব কর্মের সম্মান । তপস্তা নিয়ম যত ব্রত উপবাস ॥ নিকুর সঙ্গম আর অরণ্য নিস্তুর । মানস পার্থিব ধারা তীর্থ মমোহর ॥ উসরাছবিধ পীঠ আশ্রয় পঠন । মন্ত্ৰের যপন আর অগ্নিতে হবন ॥ নানা দান যজ্ঞ দেবতার আরাধন । ত্রিরাত্রাদি সাত্ত্ব যোগ বিষ্ণু উপাসন ॥ মুক্তির উপায় এই সব নিরূপণ । শ্রুতি শ্রুতি পুরাণেতে আহরে গগন ॥ আর সন্ত মুক্তি পুরী সর্বত প্রধান । মুক্তির সাধন এই সব মুক্তি স্থান ॥ কিন্তু এই যত তীর্থ কাশী প্রাপ্তিকর । কাশী পাইয়া মুক্ত হয় অক্ষয় স্বাবর ॥ অতএব কাশীক্ষেত্রে বিদ্বৎপ্রিয় । কাশীক্ষেত্র কুশল প্রেমের হেতু হয় ॥ কাশী হৈতে আসিয়াছে দেহ আলিঙ্গন । কাশীবাসি স্পর্শে পাপ সক্ষয় নাশন ॥ উত্তরের বায়ু যদি করে আগমন ॥ কাশীর সম্পর্কে তাকে করি আলিঙ্গন ॥ তুমি কাশীবাসি মহাশয়ি পুণ্যবান । পাকিছে মাথার কেশ করি গঙ্গান্নান ॥ অগস্ত্যের সমীপে অগস্তি গুণতব । স্নান দান দেব পিতৃ কর্ম করি সব ॥ কৃতবৃত্তা হয়ে জীব কাশী ল পায় । কার্তিকের হস্ত দিল অগস্ত্যের গায় ॥ অতি সুখী হৈল গুহ পদ যথা শয়ি । নয়ন মুদ্রিত হৈয়া ধ্যান করে বসি ॥ ধ্যানের বিরামে দেখি ব ক্য অবসর । কার্তিকে যে ভবে জিজ্ঞাসিল মুনিবর ॥ পূর্বে ভগবতী তে র দেব ভগবান । যে রূপে কাশীর গুণ করিছে বাখান ॥ বসিয়া মায়ে কোলে করেছ

শ্রবণ । সেই রূপে কহ মোরে কাশীর বিবরণ ॥ কার্তিক বলেন শুন
অগস্ত্য তাপস । বলেছি কাশীর কথা অমৃত সরস ॥ অবিমুক্ত ক্ষেত্র অতি
গুণ্ড ত্রিজগতে । যথা নিত্য সিদ্ধি সঙ্গে বসে সিদ্ধিনাথে ॥ আদেহ পতন
যেবা করে কাশীবাস । তাহাতে বিরাজ লক্ষ্মী করয়ে নিবাস ॥ অনায়াসে
ভক্তি মুক্তি কাশী বাসে পায় । জানিয়া কাশীর গুণ না ছাড়িবে তার ॥
অবিমুক্ত গুণ হয় মুখে কব কত । সহস্র বদনে তাতে হয় পরাজুত ॥ সীতানাথ
নাথ বনু দাস মনোহুখে গায় । কাশীখণ্ড ভাবে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় ॥

—३৪—

অর্থ অবিমুক্ত কথন ।

আরে মন আমার । তবু তোরে করি সাধবান । বেধিয়া
দেখনা আয়ু হৈল অবসান ॥ করিছ কি সুখ ভোগ, শরীরে
অগ্নিল রোগ, না করিতে পাবে যোগ, চল মন কুতুহলে,
সীতানাথ বনু বলে, পাইবে নির্দোষ ॥ ১ ॥

পয়ার । অগস্ত্য বলেন স্বল্প করি নিবেদন । এসব্ব হইয়া কহ কাশী
বিবরণ ॥ কি রূপে হইল কাশী অবিমুক্ত নাম । কোন রূপে হইলেক ম-
হালক্ষ্মী ধাম ॥ ত্রিলোক পুজিতা মণিকর্ণি কেন হয় । যখনে না ছিল গঙ্গা
তথাতে উদয় ॥ কি ছিল তখনে তথা কহ ভগবান । বারাগসী কাশী রুদ্র
বাস কেন নাম ॥ কেনবা হইল মহাপ্রাণান আখ্যাত । এসকল কথা মোরে
কহ অগস্ত্য ॥ কার্তিক বলেন পূর্বে এই প্রসঙ্গ তার । জিজ্ঞাসিল শিবা
শিবা অতি চমৎকার ॥ অগত জননী তবে শিবের উত্তর । শুনেছি যেকপ
সব শুন মুনিবর ॥ না ছিল প্রলয় কালে স্থাবর জঙ্গম । চন্দ্রসূর্য্য এই তারা
সকলি বিগম ॥ না ছিল অনল জল সলিল ধরণী । না ছিল গগণ কিবা দি-
বস 'জনী ॥ প্রধান রহিত মহা অন্ধকার ময় । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কোহ
নাহি ॥ ১ ॥ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ বিবর্জিত । দিগ্দিগপ নাহি ছিল অতি
চমকিত ॥ কেবল তৎ সৎ ব্রহ্ম শ্রুতির বিদিত । বচন মনের অগোচর শু-
দ্ধচিত ॥ রূপ নাম বর্ণ হীন নহে সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম । ক্রম দীর্ঘ লঘু গুরু হন সর্ব
মূল ॥ ৩ ॥ নাহি তার নাহি অপচর । সচকিতে শ্রুতি যারে আছে বলি
কয় ॥ সহ জ্ঞান অনন্ত আনন্দ ভোজ্যময় । প্রমাণের বাহ্য যার নাহিক

সংসার ॥ বিকল্প রহিত মায়ী নাহিক বাহার । বেদশাস্ত্রে সীমা নাই ম-
হিমা তাহার ॥ দ্বিতীয় রহিত তেঁহ সদা বিহারয় । দ্বিতীয় ইচ্ছায় ভাতে
হইল উদয় ॥ অমূর্তি হইয়া মূর্তি করিল কণ্ঠনা । সকল ঐশ্বর্য গুণ রূপ
সম্ভাবনা ॥ সর্ব জ্ঞানময়ী সর্ব গতা সর্বরূপা । সকল কারিণী সর্ব সৃষ্টি সর্ব
ভূপা ॥ সকলের এক সঙ্কা । সকলের আদি । সকল দায়িনী সর্ব সাকল সং-
হতি ॥ অমনি ঈশ্বর মূর্তি করিয়া কণ্ঠন । অন্তর্ধান হইলেন ব্রহ্ম সনাতন
পরার্থ্য অমূর্তি জিনি তার মূর্তি আমি । সর্বোচ্চ প্রাচীন ঈশ্বর নামে নামি
একক পুরুষ আমি সকা বিহারি । নিজ দেহ হৈতে দেবী তোমা সৃষ্টি-
কারী ॥ প্রধান প্রকৃতি তুমি মায়ী গুণবতী । বুদ্ধি ভব জননী পরম নির্ব-
কৃতি ॥ আমি আদ্য পুরুষ মানসে করি ধ্যান । ক্ষেত্রের সহিত করি তো-
মার নির্মাণ ॥ কার্তিক বলেন শুন লোপামুদ্রা সতী । যে পুরুষ ঈশ্বর সে
শক্তি সে প্রকৃতি ॥ পরম আনন্দ রূপ সেই ছই জন । সে আনন্দ ধাম সদা
করয়ে রমণ ॥ প্রসন্ন কালীন সেই ক্ষেত্র কদাচন । শিব শিবা দৌহে নাহি
ছাড়য়ে সঙ্গন ॥ যেখানে না ছিল জল জলধি উদয় । শিব শিবা প্রেরক্বে-
ত্র সেই কালে হয় ॥ ক্ষেত্রের রহস্য এই কেহ নাহি জানে । অবস্তব্য অজ্ঞা-
ন নাস্তিক ভক্তি হীনে । শিবভক্ত সান্ত মূর্তি ইচ্ছা আছে বার । ক্ষেত্রের
রহস্য তারে করিবে প্রচার ॥ সে অবধি অবিমুক্ত ক্ষেত্র একে কয় । শিব
শিবা শয়ন পর্যন্ত সুখময় ॥ শিব শিবা সম্ভাবেতে ক্ষেত্রের সম্ভাব । শিব
শিবা অসম্ভাবে ক্ষেত্রে অসম্ভাব ॥ না পূজে মহেশ কাশী নাহি যদি পায় ।
জানিবে নির্মাণ যাত্রা নাহি আছে তার ॥ আনন্দ ধামের নাম আনন্দ কা-
নন । রাখিল আনন্দ বন নাম ত্রিলোচন ॥ আনন্দ কাননে লিঙ্গ আনন্দে-
র মূল । আনন্দের জীব সেই আনন্দ অতুল ॥ এই মতে ক্ষেত্র অবিমুক্ত
খ্যাত হয় । শুনহ ব্রাহ্মণ মণিকর্ণি উদয় ॥ আনন্দ কাননে শিব শিবা ছই
জন । শরত সতত আছে হইয়া মিলন ॥ ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি করিতে অ-
পর । তাতে সর্বভার রাখি হবে শৈবচর ॥ তবে দৌহে বামভাগে সুধা-দ্রুষ্টি
করে । অপূর্ব পুরুষ এক জন্মিল সম্বরে ॥

—৩৫—

অথ মহাবিশ্ব আরাধনা মণিকর্ণি কথন ।

পরায় । সর্ব গুণধাম নিলমণি ছাতিধর । পরিধাম পীত ব্র পুরুষ প্র-
বর ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাগ্র ধারী । বিরাট পুরুষ দেখি । ল জিপুরারী

মহাবিকু নাম তম পুরুষ প্রধান । তোমার নিঃশ্বাসে বেদ হইবে আশ্রয়ান ॥
বেদ হৈতে সকল জানিবে মহাশয় । বেদ দৃষ্টি পথে সৃষ্টি করহ উদয় ॥
যুক্তি তত্ত্ব স্বরূপ বিকুকে হেন বলি । শিব শিবা জান-ম কাননে সে মিলিল
মহাবিকু সেই আশা ধরিয়া মন্তকে । তপস্যা করিব হেন ভাবিল কো-
তুকে ॥ পুঙ্করিণী খনন করিয়া চক্রধরে । নিজদেহ স্বর্ণ বারি দিয়া তাহা
ভরে ॥ পঞ্চাশ হাজার বর্ষ উগ্রতপ করে । চক্র পুঙ্করিণী তীরে স্নান কর
শরীরে ॥ মৃদানীর সঙ্গে মৃত্যু করয়ে বিহার । দেখিল তপস্যা বিকু করে
চমৎকার । মৌলি আনন্দোনিয়া শিব প্রসংশা বচনে । কহিলেন বর লহ
সেই নরায়ণে ॥ ছুই তিন বার হেন কহিল শঙ্কর । চক্ষু মেলি উঠিয়া বলি-
ছে গদাধর ॥ প্রসন্ন হইয়া থাক দেহ এই বর । ভবানী সহিত তোমা দেখি
সিরস্তর ॥ তোমার চরণ পদ্মে চিত্ত মধুকর । মধুপানে মত্ত হইয়া রহে যে
তৎপর ॥ এবমস্ত বলি শিব বরদান করি । শুন বিকু এই সব বরের বিস্তারি
বিকুর তপস্যা দেখি হেলাইল মাথা । জীবন জুবন অহি মণি পড়ে তথা ॥
এই হেতু চক্র পুঙ্করিণী মনোহরে । মণিকর্ণি নামে খ্যাত হইবে সংসারে ॥
বিকু বলে প্রভু তব কুণ্ডল তপনে । মুক্তিকোত্র শুভ তীর্থ হউক এখানে ॥
চক্র পুঙ্করিণী তীর্থ মহাজ্যোতির্ময় । প্রকাশ এখানে কাশী নাম এতে
হয় ॥

অথ কাশীর মহাত্ম্য কথন ।

পয়ার । আর এক বর দেখ না কর বিচার । পর উপকার তরে প্রা-
র্থনা আমার ॥ আত্রাজ স্তম্ভ পর্যন্ত ভাস্ত্র সংজ্ঞা যার । চারি ভূত গ্রামকেজে
মুক্তি হয় তার ॥ স্নান সঙ্ক্কা জপ হোম বেদ অধ্যায়ন । সন্তর্পা পিণ্ড দান
দেবতা পূজন ॥ গো ভূতল স্বর্ণ অশ্ব আর বিভূষণ । দীপ অন্ন বস্ত্র কন্যা
আদি দান ধন ॥ স্বর্গোৎ স্বর্গ ত্রতোৎ স্বর্গ লিঙ্গাদি স্থাপন । এই ক্ষেত্রে যে
করেছে নরকান ভাজন ॥ আর আরীশ্রুত কর্ম আদি করি যত । সেলি যে
মুক্তি ৫৫ শাস্ত্রেতে বিনিত ॥ শাস্ত্রযোগ জ্ঞান দৃষ্টি ত্রুত তপ দান ।
বিনা কাশীপুরে হউক জন্ম নির্ঝাণ ॥ শশক মসক কীট সরপ
উরগ । পঞ্চ কাশীতে মৃত সংসারি পরাগ ॥ কাশী নাম মাত্রে
সদা হবে উপকার । কাশীপুরে সদা সত্য যুগের উদয় ॥ সদা উত্তা-

কর্ম পবিত্র সকল । কাশীপুরে করিলে হইবে মহাকল ॥ বিষ্ণু বাক্য হেন
 শুনি দেব ত্রিলোচন । বিহিত বিবিধ সৃষ্টি কর নারায়ণ ॥ সর্ব পিতৃ সম
 ভূত করহ পালন । চুর্ক নির্ভা চেষ্টা সদা করিবে আপন ॥ বলে মর্তে যেরা
 ভোমায় অবিজ্ঞা করয় । তাহার সংহার আমি করিব নিশ্চয় ॥ পঞ্চকোশী
 কাশীক্ষেত্র মম রাজধানী । এখানে আমার আজ্ঞা সকলেতে মানি ॥ কাশী
 বাসি শাসিতে আমার অধিকার । কাশীতে কখন আজ্ঞা নাহিক কাহার ॥
 কাশী দরশন করি মরে অন্য দেশে । পরজন্মে কাশী মরি মুক্ত হবে শেষে ॥
 বিষ্ণু বলে প্রভু কেন্দ্র মহিমা না জানে । ভক্তি হীন কাশী মরে কি গতি
 পে জনে ॥ মহাদেব বলে বিষ্ণু কর অবধান । অন্যত্র করিয়া পাপ অভক্ত
 অজ্ঞান ॥ কাশীতে মরিলে কাশী মহিমার গুণে । যা গতি হইবে তাহা ক-
 রহ অবগে ॥ কাশীতে প্রবেশ করিবার কালে পাপ । কাশীর বাহিরে থাকে
 ভাবিয়া সস্তাপ ॥ মণিকর্ণিকার স্নান দেখে বিশ্বেশ্বর । অনার্যাসে হয় সেই
 ক্রুদ্ধতনু ধর ॥ অন্যত্র করিয়া পাপ কাশী যদি মরে । কাশীর প্রসাদে সেই
 ভবদিকু তরে ॥ মিথ্যাবাদী ভক্তিহীন অবিমুক্তে মরে । প্রসন্ন হইয়া কাশী
 মুক্তি দেন তারে ॥ সূর্য্য বিনা দিনকর্ত্তা নহে অন্য জন । কাশী বিনে কেবা
 করে মুক্তি বিতরণ ॥ প্রাকৃত পাশেতে বদ্ধ ব্রজা আদি যত । ত্রিগুণ চবিশ
 পাশ ত্রিগুণে জড়িত ॥ হেন দৃঢ় পাশে বদ্ধ এ তিন সংসার । কাশী বিনা
 পাশ কাটে কেবা আছে আর ॥ বহু ক্লেশ সাধ্য যোগ বহুল ব্যাঘাত ।
 যোগ হৈতে ভ্রষ্ট হৈয়া গর্ত্তবাস তাত ॥ কাশীতে করিয়া পাপ কাশী যদি
 মরে । যে ক্রুদ্ধ পিশাচ হৈয়া মুক্তি হয় পরে ॥ কাশীতে মরিলে পাপী ন-
 রকু না হয় । তৈরব যাতনা তার শাস্তি মাত্র যায় ॥ সতত না পায় কার গর্ত্ত
 ছাঃখ অরি । ত্যজিয়া পরম রাজ্য শেষে কাশীপুরী ॥ কখন যমের দুতে
 লয় বনপুরী । কখন বিষ্ণুর দুতে লয় স্বর্গপুরী ॥ এই ভয়ে কাশী সেবা
 করিবে সম্বরে । পাপ যম গর্ত্তবাস এই তিন ভরে ॥ কাশীতে নাহিক কাশী
 করিলে আশ্রয় । অদ্য কল্য পরম্ব বা মরণ নিশ্চয় ॥ তানত বিলম্ব কাশী
 করিবে আশ্রয় । সাবধানে করবাস পাপনাহি হয় ॥ মরিলে জনম ত হ জ-
 ন্মিলে মরণ । কাশীতে মরিলে জন্ম হয় নিবারণ ॥ পুঞ্জ কেন্দ্র ক' হ বৈষ্ণ-
 বী মায়া ধত । ত্যজিয়া জীবতে হবে কাশীবাসে রত ॥ মরণ দু তে আই
 অরা নহি আমি । কদয়ে এমতি জ্ঞান না করিবে তুমি ॥ যমের মহিষগণে
 ঘণ্টার ঠন ঠনি । সচকিতে থাকিবেক জগণে যেন শুনি ॥ ত জিয়া যতেক
 ইতি কাশীতে আশ্রয় । যেই জনে করিবেক সেই সাধু হয় ॥ বাস কহে

শুন মুত অগস্ত্যের তরে । কহিয়া এসব কথা আর কহি পরে ॥ মল্লিক
আখ্যান মীতানার্থ দীন হীনে । হরিহর রূপা কাশীখণ্ড ভাষা ভনে ॥
ব্রহ্মানন্দ সঙ্গাশ্রে ভাবে সমুদয় । ভাষিল সুবন ভাষা হারিদ্রিণ ভণ্যায় ॥

—৩৪—

কাশী নির্মাণ কথন ও গঙ্গার মহাত্মা ।

পরার । আনন্দকানন যেই প্রকারে হইল । বিস্তারিয়া অগস্ত্যকে
কার্তিক কহিল ॥ বিষ্ণু জিজ্ঞাসিল মহাদেবের সাংসারে । অবিরক্ত বারী-
ণসী আখ্যান কি মতে ॥ শিব কহে শুনহে ত্রিজগত ঈশ্বর । নারায়ণ বিষ্ণু-
রূপে নরক পরাংপর ॥ সূর্য বংশে সগর রাজার পুত্র নর । অশ্বমেধ যজ্ঞ
আরম্ভিল অসম্ভব ॥ দৈবযোগে অশ্বমেধ পূর্ণ নাহি হয় । কপিল মুনির
আগে বংশ ধ্বংস পায় ॥ নিজ গীতামহ কুল উদ্ধার লাগিয়া । যোর তপ
আরম্ভিল হেমন্তেজগিয়া ॥ গঙ্গাদেবী অভিযোগে নিজরূপে হয় । স্বর্ণ মর্ত্য
পাতাল ত্রিলোকেতে আলয় ॥ ব্রহ্মাণ্ডেতে ধারাকপে প্রকৃতির পর ।
আনন্দ স্বরূপা হন নরক সারাংসার ॥ ত্রিলোক জননী নরক কারণের সার ।
জ্ঞান শক্তি ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি আর ॥ শুদ্ধবিদ্যা শুদ্ধ বর্ষা রূপাখিকা
কায় । ব্রহ্মা মহর্ষি সমুচিত শক্তিযয় ॥ বিশ্বের নিস্তার লাগি জাগমন
হয় । যত করি জামি তারে মস্তকে ধরয় ॥ ত্রৈলোক্যেতে অন্য যে সকল
তীর্থ শত । পুণ্যক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র যজ্ঞ আছে যত ॥ তুমি আমি ব্রহ্মা দেবগণ
আদি সব । তপ আর চারিবেদে পুরুষস্ব ভাব ॥ ব্রহ্মাণ্ডেতে নত শক্তি
আছেন বিস্তার । গঙ্গাদেবী মুদ্রাকপে সম্ভব অক্ষর ॥ দূরস্থ থাকিয়া গঙ্গা
বলি ডাকে সেবা । স্নান যে মনন আর ভক্তি ভাবে সেবা ॥ তাহার ফলের
কথা শুন গদাধরে । শরীরান্তে স্বর্গভোগ বহুকাল তরে ॥ অনেক তপস্যা
পূর্বে করে যেই জীব । তার পরে নরকতীর্থ ভ্রমণ করিবে ॥ অচিরান্তে
গঙ্গাতীরে সদা বাস করি । দেহান্তে বৈকুণ্ঠ পুরী অবশ্য তাহারি ॥ স্বান
দান ও যথেষ্ট আদান আর । যেই নরে সদা করে অক্ষয় স্বর্গ তার ॥
তবব্রত বি তীর্থ যজ্ঞ সমুদয় । যেই নরে গঙ্গা দেবে প্রাপ্ত যোগ্য হয় ॥
বহুকাল বা পাপ আচরণ করে । গঙ্গা দরশন মাত্র মুক্ত কলেবরে ॥
সজ্জায়গে স বি তীর্থ পুঙ্কর জেতায় । কুরুক্ষেত্র ছাপরে কলিতে গঙ্গা হয় ॥
স্বক্তি হেতু তাতোখান ত্রেতা তপ কম । কলিতে কেবল গঙ্গা মুক্তিহেতু

হয় ॥ যজ্ঞদান ধ্যান যোগ তপস্কাদি যত । সহস্রাংশে তুল্য নহে গঙ্গা
 সেবার মত ॥ গঙ্গাবাসে ব্রহ্মজ্ঞান হয় যেই নরে । অষ্টাদশ যোগ আদি
 কি করিতে পারে ॥ প্রজ্ঞাবৃত্ত প্রজ্ঞাজ্ঞান প্রজ্ঞা স্বর্গ হয় । গঙ্গাতে যে
 প্রজ্ঞা করে সর্বকল পায় ॥ গঙ্গায়ান বিনে মিথ্যা শরীর কেবল । অন্য
 অন্য যত ক্রিয়া বুঝা সে সকল ॥ গঙ্গাতীরে শিব লিঙ্গ যেবা পূজা করে ।
 অনন্তরে কোটি অংশে তার গুণ ধরে ॥ যেবা গঙ্গাতীরে পিতৃ প্রজ্ঞা আদি
 করে । তার তুল্য পুণ্যবান নাহিক সংসারে ॥ অন্যায়ান হৈতে যেবা গঙ্গা-
 স্নানে যায় । চিন্তাকুল পাপ সব রোদন করয় ॥ কিসে বিশ্ব করিবেক
 পদে পদে করে । প্রজ্ঞা করি গঙ্গা দরশন যেবা করে । সকল পাপেতে
 মুক্ত সেই নর হয় । অন্যায়সে কৃতার্থ সে জানিবে নিশ্চয় ॥ কোন প্রস-
 ত্তে কিসা বাণিজ্যেতে যায় । ইহাতেও গঙ্গাস্নাত স্বর্গগতি পায় ॥
 অগ্নির যেমন শক্তি দাহন করয় । অনিচ্ছাতে গঙ্গাস্নাত হয় পাপক্ষয় ॥
 গঙ্গাস্নানে যেই নরে গমন করয় । পথমধ্যে মৃত্যু হৈলে মুক্তিপদ পায় ॥
 জন্মান্তরে বহু পুণ্য করে যেই নরে । ইহজন্মে গঙ্গাপ্রাপ্তি অন্যায়সে ভরে
 দর্শন বশে পাপেতে মোহিত পূর্বাগরে । যেই নর গঙ্গাপ্রতি নদীজ্ঞান
 করে ॥ শিব কন শুন হরি গঙ্গার মাহাত্ম্য । ভক্তি ভাবে যেবা সেবে সেই
 নরে মুক্ত ॥ নিম্পাপী হইয়া জীব স্বর্গভোগ করে । ইন্দ্রলোক সিদ্ধলোক
 নিম্নলোক পরে ॥ কোটি স্বর্গ সমতেজ গঙ্গাকে যে দেখি । সেই জীব স্বর্গ
 ভোগি অচিরেতে সুখি ॥ হরিহর একাত্মক তিন বস্তু নয় । গৌরীতে গঙ্গাতে
 মতি অভেদ নিশ্চয় ॥ এই চারি এক বস্তু অদ্বৈত যে ময় । ইহাতে যে
 ভেদজ্ঞান অযোগ্য হয় ॥ গঙ্গাতীরে সবৎসা গো যেবা করে দান ।
 শিবলোকে গোলোকেতে তার অধিষ্ঠান ॥ জন্মাবধি যেই নরে গঙ্গাস্নান
 করে । জীবমুক্ত সেই নরে মুক্তি দেহান্তরে ॥ গঙ্গাস্নানে পুণ্য তিথি বি-
 চার না করে । স্মরণেতে যেই নামে সর্ব পাপ করে ॥ গঙ্গাতীরে বাস করে
 সেইত পণ্ডিত । সালোক্য হইবে মুক্ত শুনহ নিশ্চিত ॥ গঙ্গার মহিমা যেই
 শুনে নিরন্তর । গঙ্গাস্নান কল ভাগি হয় সেই নর ॥ জল দুগ্ধ মধু ত দধি
 কুশা আর । করবী রক্ত চন্দন এই অষ্ট সার ॥ সূর্য্যদেবে অর্ঘ্য দয় যতন
 করিয়া । সূর্যালোকে বাপ করে হর্ষচিত্ত হৈয়া ॥ গঙ্গাতীরে গোলয় যেই
 নর করে । সুস্মরিণী সৌমী দানে সেই কল ধরে ॥ গঙ্গা দরশনে সেই
 পুণ্য হয় নরে । ভাহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে ॥ সাত্ত্ব নিয়মিত
 মত আছে উক্ত দানে । গঙ্গাতীরে কোটি অংশে না হয় দানে ॥ জন্ম

নক্ষত্রেতে যেবা গঙ্গাস্নান করে । অরহেলে যত পাপ সকলি সংহারে ॥
 বৈশাখ কার্তিক মাসে স্নানে যত গুণ । সংক্রান্তিতে সহস্র গ্রহণে লক্ষ
 পুণ্য ॥ বাছীপাতে জনস্তর বিবুধে অমৃত । অরনেতে স্নান দানে কলেতে
 নিযুত ॥ দুগ্ধবতী খেন্নদান করে যেই নরে । গোলোক সংখ্যাতে বুগ স্বর্গ-
 বাস করে । গঙ্গাতীরে ভূমি দান যে জন করয় । তাহার কলের কথা
 শুনহ নিশ্চয় ॥ দুই শত দশহাত দীর্ঘে প্রস্তুত রীত । পাঁচ বিঘা পাঁচ কাঠা
 হয় পরিমিত ॥ সেই ভূমি ক্ষুদ্ররেণু বুগ পরিমাণ । ইন্দ্র চন্দ্র সেই লোকে
 হয় ভোগবান ॥ পরে নগ্নদ্বীপে রাজা ধর্মজ্ঞানী হয় । নরকস্থ পিড়লো-
 কের উদ্ধার করয় ॥ তদন্তরে পিড়লোক স্বর্গবাসী হৈয়া । অবশেষে মুক্তি
 আর প্রাপ্তি করাইয়া ॥ পরে জাম অল্পে অজ্ঞানেরে বিনাশিয়া । পরম
 আরোগ্য যোগে প্রাপ্তি যে হইয়া ॥ কিছা নর ভক্তি করি বারানসী বাস ।
 অনায়াসে নিকর্য্য মুক্তি সেই নরে পায় ॥ আর মতে মুক্তি উক্ত আছে
 লিখন । তাহার কারণ এই শুনহ বর্ণন ॥ অজ্ঞাযুক্ত হৈয়া যেবা ভূমিদান
 করে । এই জন্মে তার মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে ॥ চিত্র শুদ্ধি না হইয়া
 করে ভূমি দান । স্বর্গভোগ করে কাশী প্রাপ্তিতে নিকর্য্য ॥ নিরন্তর মাসা
 বধি গঙ্গাস্নান করে । ইন্দ্রপুরী বাস হয় শত তেজ ধরে ॥ পুঙ্করিণী কু-
 পাদি দানে যে যে ফল হয় । গঙ্গা দরশনে সেই ফল নরে পায় ॥ অশ্ব-
 খাদি বৃক্ষ সব করিয়া রোপণ । পুষ্পের কানন আদি করে যেই জন ॥
 ইহার অধিক ফল গঙ্গাস্নান হৈয়া । গঙ্গার মাহাত্ম্য কত কহেন না বাস
 গাতী অমর কল্যাণে যেই ফল জান । গঙ্গাজল পান মাত্র ফল শত গুণ ॥
 সহস্রেক তান্দ্রায়ণ করে যেই নর । গঙ্গাজল পান মাত্র নিম্পাপ অন্তর ॥
 ভক্তি করি গঙ্গাস্নান করে যেই নরে । অক্ষয় যে স্বর্গ তার শুনহ বুরারে ॥
 গঙ্গাস্নানে রতজন্মে দেখি যম দ্রুত । সিংহ দেখি যুগ বের হয় আনন্দুত ॥
 আশী রতি স্বর্ণ দান করে গঙ্গা তটে । মহাভূখী হৈয়া স্বর্গভোগ তার
 ঘটে ॥ তার পরে অম্বুদ্বীপে রাজা যে হইয়া । শেষে প্রাপ্তি অবিরুদ্ধ
 নিকর্য্য হইয়া ॥ চন্দ্র গ্রহণ সোমবারে যদি স্যাৎ ঘটে । রবিবারে সূর্যগ্রহণ
 হৈলে প. বটে ॥ চূড়ামণি যোগ এই শাস্ত্রমতে হয় । গঙ্গাস্নান করে যেবা
 বড় ফলে য ॥ ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ না রহে গঙ্গাস্নানে । গঙ্গার মহিমা সব
 না হয় ব. নে ॥ কুমি কীট বৃক্ষাদি পড়িলে গঙ্গাজলে । গঙ্গার প্রভাবে
 তারা স্বর্গ য়ী চলে ॥ জৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দশমী যে তিথি । তাহাতে

নক্ষত্র হস্তা হয় উপস্থিতি ॥ তাতে নিশি জাগরণ করে যেই নরে । গঙ্গা
পূজা দশবিধ দ্রব্য উপহারে ॥ দশ নৈবেদ্য আর শাস্ত্রমত মন্ত্র । শিব
বিষ্ণু ব্রহ্মা ভগীরথ হেমবন্ত ॥ তিলমিষ্ট্র দশ লাড়ু দ্বিজবরে দিবে । আর
দশ যুত দীপ তথাতে জালিবে ॥ অনেক প্রকার দ্রব্য আছে বিধিমত ।
গঙ্গাপূজা দিয়া স্নান করে নর যত ॥ তদন্তরে দশবিধ স্তবে করি স্তুতি ।
তাঁহা পাঠ করিবেক করিয়া ভক্তি ॥ সেই নর দশজন্ম পাপক্ষয় করে ।
পাপের বিশেষ কহি শুন গদাধরে ॥ বিনা দানে দ্রব্য যেবা উপদান করে ।
বিধি বিনা হিংসা যেই সেবে নিরন্তরে ॥ পরত্নী ব্যবহার কাণ্ডিক এই তিন
কটু বাক্য আর মিথ্যা কথা সর্বক্ষণ ॥ পরের উত্তমে দ্বেষ কার্য্য বিনে
কথা । বাক্যময় এই চারি আচরিত যথা ॥ পরদ্রব্য মন আর অনিষ্ট চিন্তন
মিথ্যা কৰ্ম্মে মনে অভিলাষ সর্বক্ষণ ॥ এ তিন হয়ত পাপ মনের মানস ।
এইমত দশজন্মার্জিত পাপ দশ ॥ ক্ষয় করি অচিরে বৈকুণ্ঠ নর যায় ।
পরে বারাণসে আসি মুক্ত পদ পায় ॥ সপ্তবংশতি অধ্যায় সমাপ্ত হইল ।
শিব সঙ্কীর্ণা শিবা পূনজিজ্ঞাসিল ॥

পরার । গঙ্গার প্রসঙ্গ কথা শুনিয়া পার্বতী । সানন্দ হইয়া জিজ্ঞা-
সেন শিব প্রতি ॥ চক্ৰ কুণ্ডে বিষ্ণু তপ করিলা যখন । ভগীরথ ভাগিরথী
না ছিল তখন ॥ তবে কি প্রকারে দেব কহ হেন কথা । চক্ৰ কুণ্ড সহ সে
গঙ্গার মিলনতা ॥ শঙ্কর কহেন শুন স্থির করি মন । শ্রুতি স্মৃতি সর্বশাস্ত্র
আছে নিকূপন ॥ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যাহা হয় । ঐ সব সিন্ধা বস্তু আ-
ছয়ে উদয় ॥ আমি যাহা কহি তাহা শুন বরাননে । ইহা শুনে যে অবিশ্বাস
না হবে কখনে ॥ অগন্ত্য জিজ্ঞাসে পুনঃ পার্বতী নন্দনে । গঙ্গার সাহস
আর শুনিব অবশ্যে ॥ গঙ্গার সাহস্য দেব কি আশ্চর্য্য কথা । কৃপা করি
কহ দেব শুনিব সর্বথা ॥ বড়ানন বলেন শুন কুন্তক নন্দন । শঙ্কর কহেন
শ্রুনে শ্রীমদুসুদন । গঙ্গাতীরে আন্ধ আর যে করে তর্পণ । সতিল করিয়া
কৰ্ম্ম করে সমর্পণ । তিলসঙ্খ্যা পিড়লোক হয় স্বর্গবাস । অবা যে যুক্ত
হয় শুনহ নির্ভয় ॥ আর কহি শুন কিছু মহিমা গঙ্গার । ইতি । সপ্তপু-
রাণেতে আছয়ে বিস্তার ॥ বায়ীক নামেতে দ্বিজ হইল উদয় । সঙ্কীর্ণা
লবণাদি করয়ে বিক্রয় ॥ জন্মাবধি কোন সংস্কার না হইল । পাপাচারে
দিনে দিনে পাপ বৃদ্ধি পাইল ॥ পরদার লইয়া সর্বদা বাহার । এক

মাতা নকার কপিণী তরঙ্গিণী ॥ প্রকার বিপ্রহা ছুর্গা ধর্ম শহিরিণী । নানা
 কলা পাতক নাশিনী কুৎকারিণী ॥ শিবেনি গোড়শী সিদ্ধ তরঙ্গ বর্জিনী ।
 হরশির বিহারিণী ক্ষিতীশ জয়নী ॥ ইহার বিংশতি গুণ নামেতে গণিত ।
 গঙ্গার সহস্র নাম স্তব সুসনিত ॥ উনবিংশতি অধ্যায় গঙ্গার মাহাত্ম্য ।
 সমাপ্ত হইল কাশীখণ্ড বস্ত্র নিত্য ॥ অমৃত আব্বাদ কথা শুনে যেই নরো
 চতুর্বার্গ কল তার লভয়ে সম্বরে ॥

পরার । ক্ষুদ্র বলে শুন দিজ্ঞা বরুণ নন্দন । ভগীরথ রাজা করি শিব
 করি আরাধন ॥ ব্রহ্ম শাপে দগ্ধ পিতৃলোক উদ্ধারিতে । তপস্যা করিয়া
 গঙ্গা আনি পৃথিবীতে ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক হিত তরে । জানিয়া
 মিলার গঙ্গা মণিকর্ণী নীরে ॥ চক্র যে পুঙ্খর্গী আর আনন্দকামন । পরম
 ব্রহ্মের ধাম পরম পাবন ॥ অগ্রগামী ভগীরথ গঙ্গা পৃষ্ঠ চারি । জানিয়া
 মিলিল বিশেষত্বের নগরী ॥ নির্ঝাণ প্রকাশ কাশী হইলেক নাম । শিবে
 মুক্তিমহেকভু অভিমুক্ত ধাম ॥ কাশীতে অনাদিসিদ্ধি মুক্তির বিলাস । গঙ্গা
 ধাগমনে হৈল অধিক প্রকাশ ॥ কাশীধাম সুবর্ণ গঙ্গার নীর হীরা । দৌ-
 হের আভাষে ভাসে আতি মনোহরা ॥ আনন্দকামন মণিকর্ণী ভাগিরথী ।
 দেবের ভুল্লভ ধাম তিনের সংহতি ॥ পুণ্যপাপ পরিহারি কাশীবাসি জন ।
 নির্ঝাণ লভয়ে বুঢ়ে ভবের বন্ধন ॥ অহরে প্রহরে কিবা কাশীপুরে মরে ।
 তারকের উপদেশ ভবসিদ্ধি তরে ॥ মহাদান তপ হোম কাশীতে মরণ ।
 কাশীতে মরিলে লাভ মোক্ষ ভক্তকণ ॥ মাহেন্দ্র প্রভৃতি যত দেবতার গণ ।
 নিমুক্ত আছিল পুরী করিতে রক্ষণ ॥ কাশীর দক্ষিণে আসি নদী সৃষ্টিকরে
 ছুর্জলোক পার হৈয়া আসিতে না পারে ॥ বরুণা নামেতে নদী সৃজিল
 উত্তরে । পানীর প্রবেশ হৈতে পুরী রক্ষা করে ॥ দুই দিগে দুই নদী ক-
 রিয়া সংস্থিতি । কন্দ হৈতে দেবতারা পাইল নিষ্কৃতি ॥ পশ্চিমে দেহলি
 নামে আপনি গণেশ । রহিল রক্ষার তরে মহেশ আদেশ ॥ পূর্বে দিগে
 ভাগীরথী উত্তরে বরুণা । পশ্চিমে দেহলি নামে গণেশ স্থাপনা । দক্ষি-
 ণাংশে আসি সীমা চারিদিকে চারি । মধ্যে বিশেষর রাজধানী । কাশীপুরী
 সীমাচার ভূত যত পুরী রক্ষা করে । শিব আজ্ঞা বিনা কেহ বেশিতে
 নাহে ॥ তাগো বিশেষর আজ্ঞা হয় যার তরে । সেই সে যা হৈতে পারে
 অন্য নাহি পারে ॥ এ বিষয়ে কহি শুন কথা ইতিহাস । য হৈতে হইলেক
 কাশী তন্ত্রির প্রকাশ ॥

অথ ধনঞ্জয় বণিকের উপখ্যান ।

পন্ন্যার । অগস্ত্যের তরে গৃহ কহে বিবরণ । দক্ষিণ সমুদ্র তটে যে
 রূপে বটন ॥ সেতুবন্ধ নিকটে বণিক ধনঞ্জয় ॥ মাতৃ ভক্ত ভাগ্যবন্ধ ব-
 সতি করয় ॥ বিকি কিনি করিয়া ধর্ম্মেতে সৃজে ধন । সতত ভিক্ষুকে ভিক্ষা
 করে সমর্পণ ॥ ভক্তিভাবে সেবে সদা যশোদা কুমার । হইয়া সম্পূর্ণ তেঁহ
 বিনতা কঙ্কর ॥ ধনঞ্জয় গুণগ্রাম বর্ণন না যায় । ধর্ম্ম মূর্তি নাকাতো সৃজিল
 বিধাতায় ॥ চিরকাল গৃহ ধর্ম্ম করে আচরণ । কালেতে হইল তার মায়ের
 মরণ ॥ অতি পাপিয়সী তার মাতা দুর্ভট মন । যৌবনে করিয়াছিল পতিরে
 বঞ্চনা ॥ যৌবন সঞ্চার জাল দিন দুই চারি । যৌবনের গর্বে পতি বঞ্চে
 খেই নারী ॥ অঘোর নরকে বাস ঘটয়ে তাহার । শীল ভঙ্গ নরকেতে প-
 তন ভর্তার ॥ শীলভঙ্গ নরকেতে নারী কল্যাণ রয় । তার পরে গ্রাম্য শূক-
 রেতে জন্ম হয় ॥ বাছুরী হইয়া নিজ পুরীষ ভক্ষয় ॥ পেচা হৈয়া অন্ধ রূপ
 কোঠরেতে রয় ॥ পর পুরুষের করম্পর্গ মুখ হৈতে ॥ বাঁচাইয়া তুলিয়া
 সুবতী যতনেতে ॥ পতি করে করিয়া শরীর সমর্পণ । সতীর আজ্ঞার চর
 সুর্য্যোর সন্তান ॥ অত্রি পত্নী অকুমার পতি সেবা রলে ॥ ত্রিগুণ ত্রিমূর্তি
 গচ্ছত্ব ধরে কৃত্যহলে ॥ সোমদত্তা ত্রেয়দুর্কা সাতিল ভয় ॥ ত্র্যম্বাবিকু শিব
 তিন অংশে জন্ম হয় ॥ ইহলোকে কীর্তি পরকালে স্বর্গবাস ॥ পঙ্কিত
 কলে ঘটে জন্মী সঙ্গ বাস ॥ ভাগ্যে শিব যোগী সঙ্গ পার ধনঞ্জয় ॥ ধর্ম্ম
 প্রাণাপন হৈল ভক্তের উদয় ॥ করিব যে মাতৃ অস্থি গজাতে অর্পণ । ক-
 রিল সঙ্কল্প হেন বণিক নন্দন ॥ মাতৃ অস্থি আনি পক্ষ গব্যো যৌত করে
 পঞ্চামৃতে যৌত করি শুধিল সম্বরে ॥ ধূপ দীপ আহিকরি নানা উপহারে
 চন্দনে লেপন করি পুষ্পে পূজা করে ॥ খেত বস্ত্রে মোই অস্থি করিয়া
 ঠন ॥ যতনেতে পট্ট বস্ত্রে করে আবরণ ॥ উপরে মৃত্তিকা দিয়া করিল
 লেপন ॥ তাত্র সম্পূর্ণ করোথে করিয়া যতন ॥ গজা বাজা করিয়া চলিল
 ধনঞ্জয় পথে চলে হীন আতি স্পর্শ না করয় ॥ সতত পবিত্র অতি শ-
 গুণে শ্রবণ ॥ সদা সাবধানে চলে বণিক নন্দন ॥ পথ মধ্যে অর তার হ-
 ইল উদয় ॥ ভাবি অতি ধীরে ধীরে চলে ধনঞ্জয় ॥ ক্রমে ক্রমে আনিলেক
 কাশীর সীতার ॥ তার রাখি তারি সঙ্গে বসিল অখ্যার ॥ পরে তারি রাখিয়া
 তারের ঘেরফণ ॥ খাদ্য দ্রব্য অন্য বৈদ্য বাজারেতে জান ॥ অন্ধরা পাইয়া
 তারি তার সাইল ॥

বন এতে ভাবিলেক মনে । তাহা সৈয়া পলাইয়া গেল নিজ স্থানে ॥
 বনজয় আসি তথা ভারি না দেখিয়া । তার খুলি বস্তু যত দেখে বিস্তারিয়া
 দেখিল সকল আছে সম্পূটক নাই । বনজয়ে উড়িলেক বনজয় নাই ॥
 হাহাকার করে মাথে করি করাঘাত । চারিদিকে বিচারয়ে হইয়া অনাথ ॥
 গঙ্গান্নান না করে না দেখে নিশ্চিন্ত । চলিল তারির ঘরে ভাবিয়া প্রমাদ
 বকদুরে গিয়া তারি বসাইয়া তার । সম্পূটকে অস্থি মাত্র দেখিবারে
 পায় ॥ বিষয় হইয়া ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস । বনে অস্থি কেলাইয়া আটসে
 নিজবাস ॥ পাছে পাছে বনজয় আইসে তার ঘরে । শুক কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখে
 বাক্য নাহি করে ॥ দেখিল বস্ত্রের কানি তারি নাহি ঘরে । আশ্বাসিয়া
 কহে তার গৃহিণীর তরে ॥ সত্য করি কহ মোরে না ভাবিহ ভয় । যথার্থ
 কহিবে বন দিব অভিশয় ॥ কোথা গেল পতি তোর আনহ ডাকিয়া ।
 মোর জননীর অস্থি দেউক আনিয়া । না জানিয়া লোভে প্রতি সম্পূটক
 আনে । এতে তার দোষ নাহি লয় মোর মনে ॥ মোর মন্দভাগ্য হেন
 ঘটিল বিপাকে । না করহ ভয় ডাকি আনহ তাহাকে ॥ এত শুনি ভিল্লি
 নিজ পতিকে ডাকিল । লাজে হেটমাথা করি নদরে আসিল ॥ পথে
 ফেলিয়াছি অস্থি তাহাকে কহিল বনজয়ে সন্দেশ করি বনমধ্যে গেল ॥
 যেখানে ফেলায় অস্থি হৈল বিস্মরণ । দিগভ্রম হইয়া ভ্রমে সকল কানন
 কোনখানে অস্থির না হৈল নিরূপণ । কি করিহ উপায় যে ভাবে মনে
 মন ॥ ভ্রমিয়া সকল দিন হইল ভ্রতাশ । পথহেতে পলাইল চোর মতি-
 নাস ॥ ভ্রতাশ হইয়া ভাবে দুই তিন দিন । ক্ষুধা নিদ্রা শোকে ভুসু হই-
 লেক কীণ ॥ নিরাশা হইয়া মনে ভাবি অতি দুঃখ । পুনঃ কাশী আনি-
 লেক করি মান মুখ ॥ গয়া কাশী প্রয়াগ করিয়া বনজয় । আপনার নিজ
 স্থানে গেল মহাশয় ॥ বনজয় মাতৃ অস্থি কাশীতে প্রবেশ । পাইয়া যে
 না পাইল দেখহ বিশেষ ॥ বিশ্বেশ্বর আজ্ঞা বিনে কাহার শক্তি । কাশী-
 পুরী প্রবেশিতে পারে মুচমতি ॥ আনি বক্রগার মধ্যে পুরী বারাগসী ।
 সন্মম পাইয়া পরে নাম হৈল কাশী ॥

ত্রিপদী । বারাগসী দিব্য মূর্তি, কৃপাময়ী পরাশক্তি, যথা ছাড়িয়া
 তত্ত্ব জীব । বিশ্বের নয়নানলে, পাপ পুণ্য সব জলে, আপনি হইয়া যার
 শিব ॥ তবে জীব শুন মৰ্ম্ম, নানা তীথে মৃত্যু জন্ম, পাইয়া সে না পাইল
 শাস্তি । বলে হেন বারাগসী, আনাতে মরহ আসি, একেব লে মূর্তিবেক

ভাষ্টি ॥ অন্য তীর্থে দ্বিজবর, মরণ হইলে পর; দেবস্থ পাইয়া স্বর্গে যায় । কাশীতে আশ্চর্য্য বড়, মরিয়া চণ্ডাল নর, পরম কৈবল্য ধাম পায় ॥ কাশী জতি চমৎকার, সংসার সাগর পার, করিবারে যথা ত্রিপুরারি । আপনি বসতি করে, মহাসিদ্ধি দেন তারে, যাহাতে সংসার ভার তরি ॥ তীর্থান্তরে করি স্নান, অথবা ছাড়িয়া প্রাণ, দেবপুরে দেবতা সে হয় । বারাণসী পরি-সর্গে, প্রাণ ত্যাগে যেই নরে, দেহ দশা পাইতে সংশয় ॥ কাশীপুরে তত্নু শেষে, তারকের উপদেশে, পুনর্জন্ম করয়ে খণ্ডন । ইষ্টপদে অভিলାষে, কাশীবাস করি শেষে, শরীর ছাড়য়ে যত জন ॥ দূরে থাকে লাভ তার, মূলে হয় হারখার, যাহা লাভ মূলে শূন্য করে । জাহা কাশীবাসি জন, হারাইয়া দেহ ধন, হইলা মিথন একবারে ॥ বারাণসী পুরী নাম, অশেষ গুণের ধাম, শিব মহিমাতে যত জন । অশেষ পাপের পাপী, পাপেতে হইয়া ভাগী, কাশী বাসে পাপ বিমোচন ॥ চরম সময়ে তেঁহ, ভালে অক্ষি ধরে দেখ, যামার্কে বনিতা ফণি গণে । অতনু হইয়া শেষে, আপনে আপনি ভাসে, শরীর না হয় কোন কালে ॥ আনন্দ কানন কাশী, চক্র তীর্থ পুণ্য রাশি, তাহে ভাগিরথীর সঞ্চার । বিশেষর প্রিয় স্থান, তাহাতে ছাড়িয়া প্রাণ, ভব বন্ধ নাহি ঘুচে কার ॥ একে পুরী বারাণসী, তাহাতে বক্রগা আসি, ভাগিরথী উত্তর বাহিনী । মুক্তির প্রধান স্থান, তাহা ছাড়ি হেন ধাম, মূঢ় জন্তু পাইতেছে গুণনি ॥ গরু বাসে ছুঃখ যত, যমের প্র-হার মত, সে সব হইল বিস্মরণ । বিশেষর কৃপা বল্ল, পায়ে বারাণসী স্থলে, কেন ত্যাগ কর মুঢ় জন ॥ তীর্থান্তরে পাপ নাশ, ধর্ম্মলাভ স্বর্গদাস, স্নান পান প্রাণত্যাগ ঘটে । বারাণসী পুর বাসে, এক কালে মূল নাপশে, বেদ শাস্ত্রে হেন কথা রটে ॥ কাশীপুরী পরিদরে, মণিকর্ণিকার ভীকে, তনু ছাড়ি তনু যদি পায় । নীলকণ্ঠ গণি গলে, বামে বধু জাঁখি ভালে, কণ্ঠে হয় ক্ষণেকতে যায় ॥ মণিকর্ণিকার এই, মহিমা জানিয়া যেই, অ-শুচি পার্থিব দেহ ছাড়ি । নিজ আত্মা বোধময়, তখনি একত্র হয়, পৃথক না হয় . প্পান্তরে ॥ অপার মহিমা কাশী, মুক্তিপুরী বারাণসী, মলিন রুদর যেহ জন । কল্পে অন্য তীর্থ গম, মহাপাপী যেই জন, তার সঙ্গে না কর ভা গ ॥ মুঢ় মন শুন বাণী, কাশী শিব রাজধানী, কেন ছাড়ি যাহ অন্য পুর । তাজিয়া মনের ছদ্ম, ভজ শিব পাদপদ্ম, মন অন্ধকার হবে দূর ॥ ব্রহ্মদি ছুঃখ ভ যাই, শ্বর মোক্ষ লক্ষ্মী পাই, কমলা চঞ্চলা অচিন্তন ।

বিদ্যাধন গৃহ দার, ভৃত্য অশ্ব গজ আর, গন্ধ মালা ঐশ্বর্যাদি হেন ॥ স্ব-
 র্গেতে যাইতে পারে, যে জন উদ্যম করে, কাশী যাত্র উদ্যানে না পার ॥
 ভুলনা কবিতা তারে, বিধাতা তুলেতে ধরে, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কাশী কার ॥
 বৈকুণ্ঠাদি লবু তার, সকলি উপরে ধার, তুলি উল্লি তলে কাশী পুরী ॥
 পুরুষার্থ চতুর্থয়, তারে কাশী নীচে হয়, স্বর্গ সব উঠিল উপরি ॥ শ্বাবর
 জন্ম যত, কাশীপুরে অবস্থিত, রুদ্র কপি সকলি জানিবে ॥ নানা উপসর্গ
 যত, পাপ পুণ্য আদি শত, ছাড়ি সব পরম মিলিবে ॥ অবশ্য অপার
 কার, জন্ম মৃত্যু ক্লেশ তার, বারাগমী পুরে পরিহরি ॥ দেহ নিত্য জ্যোতি-
 শ্ময়, পরিগ্রহ না করয়, কিবা মূঢ় লোক আহা মরি ॥ ক্ষিতিতে থাকিতে
 কাশী, কেন লোক শোক বাসী, সহিতেছে বিপদের ভার ॥ যেখানে নিধনে
 মরে, উপদেশ মুক্তি করে, হেন কাশী না করে সঞ্চার ॥ তুই তিনবার
 যায়, যথেষ্ট আচার তার, বারাগমী বাসি এক জন ॥ আর এক বর্ণাঙ্গামি,
 জিতেন্দ্রিয় নহে ভূমি, করে যাত্র শুনির ভোজন ॥ ইতি মধ্যে কাশীবাসি,
 পুণ্যবন্ত বলে ভাবি, শ্রেষ্ঠ হয় মূনির ভোজন ॥ হেন কাশীপুরী বাসে, নাহি
 কর মন আশে, বৃথা জন্ম-হইল গণন ॥ দুচ্ছৃতি মুকুতি কিবা, যে করে
 কাশীর সেবা, গতি অন্তে লভয়ে সমান ॥ হরের নয়নানল, দহে কণ্ঠ নিজ
 কল, অক্ষুর না হয় কাশী স্থান ॥ শশক মশক শূক, বক কল বিষ্ণু বৃক,
 ভুরগ উরগ বনচর ॥ শৃগাল কুকুর আদি, অবিমুক্ত মরে যদি, তাহার
 না লভে কলেবর ॥ ভূষণ ব্রহ্মাঙ্ক সর্প, করেছে ত্রিশূল ধর্ম, ভালো অর্জু
 চন্দ্র কোঁটা ধরে ॥ কাশী বাস করে যেই, মোর পারিষদ সেই, শিব কহে
 পার্বতীর তরে ॥ কাশীবাসে টৈহরে রত, জল স্থল চর যত, মৎস্য আদি
 জমুক অবদি ॥ মহাদেব অমুগ্রহ, সে সকল রুদ্র দেহ, অবসানে লভে
 মুক্তি বিধি ॥ অহিকাতে নিজ ধাম, সীতানাথ বসু নাম, ব্রহ্মানন্দে আন-
 ন্দিত মন ॥ পরম অমৃত ভাণ্ড, ভাষা করি কাশীখণ্ড, ত্রিপদী করি
 বিরচন ॥

পয়ার। বর্ষের সকল রুদ্র আছে কাশীপুরে। অন্তরীক্ষে রুদ্র যত
 দেহ নহে দূরে ॥ পৃথিবীতে অন্য সব আছে রুদ্রগণ ॥ উৎ অধে দশ
 দশ রুদ্রের গণন ॥ উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে গণিত ॥ দশ দশ রুদ্র
 হেন বেদের বিহিত ॥ ভূতলে অসংখ্য রুদ্র হাজারে হাজার ॥ তাহার
 অধিক রুদ্র জন্ত কাশীকার ॥ অতএব হৈল কাশী রুদ্র বাস নাম ॥ স্বর্গ

ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳେ ନାହିକ ହେନ ଧାମ ॥ କାଶୀରେ ନାହିକ ଜାତି ଅଜ୍ଞାତି ବିଚାର ।
 କାଶୀ ବାସି ପୁଣେ ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା କଲ କାର ॥ ଅଶକ୍ତେର ଅର୍ଥ ନବ ସାନେ ଧ୍ୟାନ
 ଶରଣ୍ୟା ଅଶାନ ଅକ୍ତେର ଅର୍ଥ ହନ ॥ ମହାତୁତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତିନ ଜନ ।
 ଶ୍ରମରେ ହୈରେ ନବ ଉଦ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ॥ ନାମ ମହାଶୟାନ ହୈଲ ଏହି ତରେ । ଅବି-
 ଯୁକ୍ତ ସମ ଧାମ ନାହିକ ସଂସାରେ ॥ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟେ ନର ଉଲ ମଧ୍ୟେ ହର । ଅ-
 ଘିତେ ଜଳେର ଲଗ ଆହରେ ନିଶ୍ଚୟ ॥ ବାୟୁ ମଧ୍ୟେ ଲଗ ହର ତେଜ ହିତି ଯତ ।
 ଆକାଶେ ବାୟୁର ଲଗ ଆହରେ ନିୟତ ॥ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟେ ଆକାଶେତେ ହର ଲଗ ।
 ଅହଙ୍କାର ଯୋଡ଼ିବ ବିକାର ଯୁକ୍ତ ହର । ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହତୁତେ ଅହଙ୍କାର ଲଗ ॥
 ଶ୍ରୀକୃତି ମଧ୍ୟେତେ ମହତୁତେର ନୟନ ॥ ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗା ଶ୍ରୀକୃତି ଲଗ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷେ ।
 ସେ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତମ ଗନ୍ଧ ଉପଶେଷେ ॥ ଦେହ ଗେଲ ପତି ଜୀବ ସେହି ପରତର ।
 ଶ୍ରୀକୃତି ଶ୍ରୀମତ ଏହି କହେ ଧୀରବର ॥ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କେହ ନା ରହେ ତଥନ ।
 କାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ କରରେ ଉଦ୍ଧବ ॥ ତାହାକେହି ମହାବିଷ୍ଣୁ ବଳେ ବୁଧ ଜନ ।
 ମହାଦେବ ବଳି ତାହେ କରକୃଷ୍ଣବନ ॥ ଆଦି ଅକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁନୀ ଶିବ ମହାମତି ।
 ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସେହି ସେହି ପାର୍ବତୀର ପତି ॥ ଦୈତ୍ୟ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମତେ ଆପନି ତ୍ରିଶୃ-
 ରାରି । ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗ ଅକ୍ତେତେ କରି ରାଧି କାଶୀପୁରୀ ॥ ଉତ୍ତର କଳିକାଳେ ଶ୍ରୀକୃତି
 ରହିତ । ବାରାଣସୀ ପୁରୀ ବେନ ଶାନ୍ତେ ନିକୃପିତ ॥ କ୍ରମେ ବଳେ ଶ୍ରୀବର ଏହି ସେ
 କାରଣ । ବାରାଣସୀ କାଶୀ ନାମ ଆନନ୍ଦ କାନନ ॥ ନାମ ମହାଶୟାନ ସେ ଆର
 ବ୍ରହ୍ମବାସ । ପାର୍ବତୀ ଶାନ୍ତାତେ ଶିବ କରଲ ଶ୍ରୀକାଶ ॥ ବିଷ୍ଣୁର ଶାନ୍ତାତେ ପୁରୁଷ
 ସେ କ୍ରମେ କଥନ । ଶିବ ମୁଖେ ହେନ ଆସି କରିରେ ଶ୍ରୀବର ॥ କାଶୀର ମହାଶୟ
 ଏହି କହିବୁ ତୋମାତେ । ସେ ପଠେ ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ପରମ ଭକ୍ତିତେ ॥ ଶାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ-
 ନାମ ସେହି ଏହିତ ଅଧ୍ୟାୟ । ପରମ ପୂଜିତ ହୈରା ଶିବ ଲୋକ ପାର ॥ କହ ଶ୍ରୀ-
 ବର ହିତ ଶ୍ରୀବେ କି ଆର । ବଡ଼ ଭକ୍ତି କାଶୀ କଥା କହିତେ ଆମାର ॥
 ଗଜାତୀରେ ବର୍ଜମାନେ ଅସିକା ନଗର । ତଥାତେ ବସତି ଶ୍ରୀନାଥ ବନବର ॥
 ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରତ ନତ ନିନ୍ତାର ଉପାୟ । କାଶୀଖଣ୍ଡ ସମାପନ ତ୍ରିଶ ଅଧ୍ୟାୟ ॥

—३४—

ଅଥ କାଳତେରର ଉପାଧ୍ୟାନ ।

ପରମ । ତାରପର ଶ୍ରୀବର ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ମର୍ଦ୍ଦନର । ଶ୍ରୀକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କାଶୀ
 ମହିମା ଅପାର ॥ ଅଗତ୍ୟାକେ ବ୍ରହ୍ମାନନ କହେନ ନନ୍ଦର । କାଶୀର ଶ୍ରୀବର ଶିବ
 ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ତର ॥ ସାହାକେ ଧ୍ୟାନେତେ ଆର ମନେ ନାହି ପାର । ଅବ୍ୟକ୍ତ
 ନତାବନୀର ନୀରାମୟ ହର ॥ ଯୋଗୀଗଣ ସମାଧିତେ ବସ୍ତ୍ର ନାହି ପାର । ଶ୍ରୀକୃତି

কালক্রমে প্রকাশ অব্যয় ॥ সচ্চিদ্র আনন্দময় কেবল অদ্বয় । গুণাতীত
 শুদ্ধ সত্ত্ব কদম্বস্থ রয় ॥ এই রূপ অনেক কহিল বিপ্রবরে । পরে মূনি
 জিজ্ঞাসিল পার্বতী কুমারে ॥ অব্যয় অচিন্ত্য সদা শিব যদি হয় । ইহার
 বিশেষ কহ হইয়া সদয় ॥ ষড়ানন কহেন শুনহ মুনিবর । এক দিন
 আবিগণ সভায় ব্রাহ্মর ॥ জিজ্ঞাসিল বিধি স্থানে শ্রেষ্ঠ কেবা হয় । শ্রাবি
 মুখে এই বাক্য শুনি ব্রহ্মা কয় ॥ সকলের শ্রেষ্ঠ আমি সৃষ্টিকর্তা হই ।
 শিব বিষ্ণু আমার অধীন সকলেই ॥ হেন বাক্য শুনিয়া কুপিল নারায়ণ ।
 শ্রাবিগণে কহে শুন আমার বচন ॥ বিষ্ণু তিনি সর্বকর্তা কহে সর্বমতে
 এই ব্রহ্মা নাভিপদ্যে হইলা উদ্ভিতে ॥ অগতের কর্তা যে হয়েন নারায়ণ ।
 বাহার প্রসাদে শিব আদি রক্ষা হন ॥ তদন্তরে চারি বেদ কহে পরম্পর ।
 সকলের শ্রেষ্ঠ শিব কহিল সত্ত্বর ॥ প্রণব কহেন শিব পরম ব্রহ্মনম্ব ।
 তাঁর পর বস্তু কিছু নাহি বেদে কর ॥ হেনকালে আচম্বিতে মহাতেজ
 রাশি । উদয় হইল তথা প্রলয়ের অগ্নি ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তেজ প্রকাশ
 হইল । দেবতা তপস্বী যত কাঁপিতে লাগিল ॥ তার মধ্য রুদ্ধরূপ হয় ম-
 হাকাল । তেজ রাশি ঘোর মূর্তি অতি সুনির্মল ॥ শিব মূর্তি দেখি ব্রহ্মা
 কহেন সত্ত্বর । আমার কপাল হৈতে উদ্ভিত তোমার ॥ তবে রক্ষা করি
 ভূমি হও অন্তর্যত । এত শুনি মহাদেব হইলা কোপবত ॥ নিজ অঙ্গ
 হৈতে হয় এ কালটৈরব । শিব নিশ্চয় করে ব্রহ্মা শুনি অসম্মত ॥ বিবির
 পঞ্চম মুখ নখেতে ছিড়িল । ব্রহ্মার মস্তক কাল হস্তেতে রহিল ॥ তারপর
 নারায়ণ অতি ভীত হইয়া । শূলপাণি গুণ করে লঙ্ঘিত হইয়া ॥ বর দিলা
 সদাশিব দেব নারায়ণে । অগতের কর্তা হও বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ ব্রহ্মা আদি
 দেব যত তোমার অধীন । তব রূপা বিনা শুভ চলে কোন দিন ॥ অবশেষে
 শত্ৰু নাথে ব্রহ্মা গুণ কৈল । আশুতোষ মহেশ ব্রহ্মাকে বর দিল ॥ ভূমি
 সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দেবতার পর । তোমা বিনে সৃষ্টিকর্তা নাহি স্বতন্তর ॥
 তদন্তরে মহাদেব অন্তরে ভাবিয়া । অঙ্গ হৈতে এক কন্যা উৎপত্তি ক-
 রিয়া ॥ ব্রহ্মহত্যা নামে কন্যা মূর্তি ভয়ঙ্কর । দরশন মাত্র অঙ্গ কম্পে থর
 থর ॥ কন্যা প্রতি মহাদেব ডাক দিয়া কর । ব্রহ্মহত্যা পাপ কালভৈরবের
 হয় ॥ যাহ ভূমি অতিশীঘ্র ভৈরবের অঙ্গে । যথা তথা যায় কাল থাক তার
 সঙ্গে ॥ যদবধি ভৈরব না যায় কাশীপুরী । তদবধি ভ্রনিবেক হইয়া
 জমরী । এতবলি সদাশিব হইল অন্তর্দান । ব্রহ্মহৈতে যায় কাল-
 ভৈরবের স্থান ॥ সে কালভৈরব ব্রহ্মা মুণ্ড হস্তে করি । স্বর্গ মর্ত্য পাতাল

ভ্রমণ করে কিরি ॥ সত্বরেতে নারায়ণ পুরেতে আসিয়া । বহুবিধ বিষ্ণু
সঙ্গে আলাপ করিয়া ॥ বহু কালান্তে কালভৈরব কাশী যায় । ব্রহ্মহৈতে
কন্যা ভাগ ভৈরবের পায় ॥ তদন্তরে মহাদেব মনেতে বিচারি । বার-
গমে রাজা কালভৈরবেরে করি ॥ কালভৈরবের প্রতি কহেন বচন । তব
রূপা বিনে নহে কাশী দরশন ॥ যেবা অগ্রে তব পূজা নাহি আচরিবে ।
কাশীবাসে তার পাপ কছু নাহি যাবে ॥ মাঘ মাসে সীতপক্ষ অষ্টমী
রবিবার । চতুর্দশী কুজবার শুন সারোদ্ধার ॥ কালভৈরবের পূজা ভক্তি-
ভাবে করে । যথা সাধ্য বিধিমতে দ্রব্য উপহারে ॥ যে জীবের হয় কাশী
মৃত্যু অবশেষে । অবহেলে নির্বাণ জানিবে শিব শেষে ॥ একত্রিশ
অধ্যায় হইল সমাপন । অগস্ত্যের নিকটে কহেন যতানন ॥

—২৩৫—

অথ দণ্ডপাণি উপাখ্যান ।

পয়ার । কার্তিক কহেন শুন অগস্ত্য মুনিবর । যে প্রকারে দণ্ডপাণি
হইলা সত্ত্বর ॥ গন্ধমাদনেতে পুণ্য ভদ্রনামে যক্ষ । পূজ না হওনে তার
মনে বড় দুঃখ ॥ এক দিন পত্নী সঙ্গে পুণ্য ভদ্র কর । সৎসার বিফল যার
পূজ নাহি হয় ॥ অনেক বিলাপ করে পত্নীর সহিতে । তার পরে চিন্তে
পূজ হইবে কি মতে ॥ শিব আরাধনা করা এইত নিশ্চয় । অনাগাসে
পূজ হবে নান্নিক সংশয় ॥ পুণ্য ভদ্র পূজ কামে শিব পূজা করে । সন্তুষ্ট
হইয়া মৃদু বর দিল তারে ॥ তব পূজ মম প্রিয় হবে অতিশয় । বর দিয়া
সদাশিব অন্তর্দ্বান হয় ॥ তদন্তরে যক্ষরাজ সন্তান হইল । হরিকেশ নাম
তার আখ্যান করিল ॥ দিনে দিনে বাড়ি পূজ যেন চন্দ্রকলা । অতিশয়
ভেজোনয় শরীর নির্মলা ॥ পুণ্যভদ্রা পত্নী সানন্দ অন্তরে । পূজকে
সুনীত দেন অশেষ প্রকারে ॥ একদিন হরিকেশ চিন্তিলা অন্তরে । মনন
করিয়া শিব আরাধনা করে ॥ কাশীপুরে হরিকেশ যাইয়া সত্ত্বর । ঘোর-
তর তপস্যা করিল যক্ষবর ॥ তার পরে প্রসন্না হইয়া গোঁরী হয় । বৃষভে
আইলা হরিকেশের গোচর ॥ বর দিলা দণ্ডপাণি কাশীতে হইবে ।
দণ্ডপাণি নাম তব আখ্যান করিবে ॥ বারাগসী রক্ষা কর ধর্ম্মশীল জনে ।
পাপাচারে দণ্ড তুমি কর দণ্ডপাণে ॥ মম সম ভূষা তুমি করিবে ধারণে ।
কণিভূষা দিবে তুমি কাশী মৃত জনে ॥ তব পূজা বিনে কাশী বাসেতে
বিফল । তব নিশা-জনের কাশীতে নাহি স্থল ॥ যতানন কহেন অগস্ত্য

সম্মিধান । শিব আত্মা শাসনের কি কব বিধান ॥ দণ্ডপাণি ভূতা বলি
মোর ছেন হৈল । তে কারণে কাশী ছাড়ি বাস যে ত্রিংশল ॥ বত্রিশ অধ্যায়
দণ্ডপাণির বর্ণন । সমাপ্ত হইল অধ্যায় অতি সুশোভন ॥

—১৪—

অথ জ্ঞানবাণীর মাহাত্ম্য ।

পর্যায় । অগস্ত্য কহেন দেব শুন যত্নানন । জ্ঞানবাণীর মাহাত্ম্য যে
করিব প্রবণ ॥ কন্দ কহে শুনহ কুন্তক মুনিবর । জ্ঞানবাণীর বৃত্তান্তেতে
পাপের অন্তর ॥ যে কালেতে জলের সঞ্চার নাহি রয় । ফল রসে জীবের
পারণ শক্তি হয় ॥ অবিস্মৃত মহাদেব আইল হেন কালে । মহাকুন্ড কণ
ধরি হস্তেতে ত্রিশূলে ॥ যথা ত্রক্ষা বিকু লিক আছে প্রকাশিত । তথা
আসি মহাকুন্ড হৈয়া উপনীত ॥ মনেতে তাবিলা দেব জল কোথা পাব ।
সুশীতল জলে লিকে স্নান করাইব ॥ এক চিন্তি সেই স্থানে ত্রিশূল ঘা-
তয় । ত্রিশূল ঘাতনে হৈল জলের উদয় ॥ সুশীতল জল দেখি শিব ভূষ্ট
হৈল । ত্রক্ষা বিকু ছই লিকে অভিষেক কৈল ॥ সেই বুণ্ড জ্ঞানবাণী
অপ্যান করিল । অবধি জ্ঞানবাণী উদয় হইল ॥ জ্ঞানবাণীতে যেবা
স্নানাদি করয় । তাহার কলের কথা কহনে না হয় ॥ সর্ব পাপ মুক্ত হৈয়া
সেই সব নর । জনাসনে মুক্তিপদ লভয়ে সম্বর ॥ আর কহি শুন স্নান
মাহাত্ম্য অপার । শুক্লপাক অষ্টমীতে বৃহস্পতি বার ॥ পূব্যা নক্ষত্রেতে
বাভীপাত যোগ হয় । যেই নর জ্ঞানবাণী জলে আঙ্ক করয় ॥ কোটি
পর্যায় আঙ্ক করি অবশ্য তাহার । পিতৃলোক স্বর্গে যার হয়ত নিস্তার ॥
অষ্টমী কি চতুর্দশী তিথিরভ্যন্তরে । উপবাস করি যেবা প্রতি স্নান করে ॥
তার পরে জ্ঞানবাণী জল পান করে । শিব লিঙ্গময় হয় কে ধণ্ডিতে
পারে ॥ উপবাস একাদশী তিথিতে করিয়া । ত্রিগুণ জল ঐ তীর্থে
খাইয়া ॥ তার কুন্ডে ত্রিগুণজল লিঙ্গের প্রকাশ । অহিকেতে সদা সুখ
অন্তে স্বর্গবাস ॥ জ্ঞানবাণী আর হয় শিব তীর্থ নাম । জ্ঞান তীর্থ তারক
তীর্থ নির্কাণের ধাম ॥ দরশনে কত ফল না যায় বাখান । বাহার করি
কাম্পর্শে অবশ্য নির্কাণ ॥

অথ সুলোচনার উপাখ্যান ।

পয়ার । আর এক ইতিহাস শুন সুনিবর । হরিশর্গ নামে এক কাশী-
পুরে ঘর ॥ তার এক কন্যা হৈল পরমা সুন্দরী । কপের বর্ণনা তার করি-
তে না পারি ॥ আশ্চর্য্য যে রূপ কি কহিব তব স্থানে । তাহার তুলনা
দিতে নাহি ত্রিভুবনে ॥ স্বরেতে কোকিল ঘুরে করে পলায়ন । দেবকন্যা
আসি সব নিম্নরে আপন ॥ সূর্য্য ভয়ে অন্ধকার কেশেতে লুকায় । রাহু
ভয়ে চন্দ্রদেব বদনে গিশায় ॥ উর্দ্ধে অধো জেণী যেন ক্রমেতে থাকয় ।
তেনতম ভুরুর ভঙ্গিমা সবে কয় ॥ পরদে খঞ্জন যেন চঞ্চল ভ্রমর । চক্ষু-
দ্বয় অহর্নিশি ভেদতি করয় ॥ জবা পুষ্পে মুক্তাজেণী যেন আচ্ছাদয় ।
দন্ত পংক্তি ওষ্ঠাধর ভেদতি শোভয় ॥ কণ্ঠদেশে তিল রেখা দিয়া কাম কর
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমন নাহি হয় ॥ অমূল্য রতন যেন বসনে ঢাকয় ।
কুচদ্বয় সেই কপে বসনে উদয় ॥ নাভি উর্দ্ধে লোম জেণী অতি সুশোভয় ।
অধো উর্দ্ধে রোম সুক্ষ্ম যেন যষ্টি ন্যায় ॥ গুরু স্তম্ভ পাদদ্বয় উপমা না-
হয় । গমনেতে হংসন্যায় ক্রমে পাদ রয় ॥ সুলোচনা দেখে যেন নরনের
কোণে । নির্মমে রহিত হৈয়া থাকে স্তম্ভ মনে ॥ শুভক্ষণে সুলোচনা অশ্রু
ছিজ ঘরে । অন্য লোক মুখানাহি নয়নেতে হেরে ॥ নিত্য নিত্য জ্ঞান
ব্যাপী প্রাতঃস্নান করি । জ্ঞানবাপী শিবলিঙ্গ মন্দিরেতে ফিরি ॥ ভক্তি
করি পানামৃত পান করি পরে । মন্দির মার্জনা করি শেষে যার ঘরে ॥
এইরূপে বহুকাল করিয়া আপনা । রাত্রিযোগে নিদ্রাতে আছেন সুলো-
চনা ॥ হেনকালে গন্ধর্ব্ব আসিয়া কাশীপুরী । কন্যাকে হরিয়া লয়া যার
দ্বরাকরি ॥ পথ মধ্যে বিলম্বালী রাক্ষস আছিল । গন্ধর্ব্ব সহিত বুদ্ধ অনেক
করিল ॥ পরস্পর মূর্ত্যাঘাতে হইয়া কাতরে । গন্ধর্ব্ব রাক্ষস ছই প্রাণ
ত্যাগ করে ॥ গন্ধর্ব্বের মৃত্যু হৈল দেখি সুলোচনা । অত্যন্ত কাতর হৈয়া
করয়ে করুণা ।

ত্রিপদী । শিব ভক্ত সুলোচনা সদাচিত্রে শিবার্চনা, গন্ধর্ব্বকে স্বামী
জ্ঞান করি । অশেষ করুণা করে, শিব শিব বলি স্মরে, প্রাণত্যাগ করিল
সুন্দরী ॥ গন্ধর্ব্ব রণেতে মৈল, আর শিব ভক্ত ছিল, সেই পুণ্যবলে হৈল
রাজা । মলয়া কেতুর পুত্র, মালকেতু নাম সূত্র, রাজ্যভাগ করে মহা-
ভেজা ॥ সুলোচনা তার পরে, কর্ণাট রাজ্যে ঘরে, রাজকন্যা হইল সুন্দরী ।

কন্যা দেখি রাজা সুখী, কলাবতী নাম রাখি, পালন করেন পাঁচেশ্বরী ॥
 দিনে দিনে বাড়ে কন্যা, রূপে গুণে হৈল ধন্য, বিবাহের কাল উপস্থিত
 পূর্বকল্প সংস্কারে, মালাকেতু বিতা করে, উভয়ে পরম আনন্দিত ॥
 দৌড়ে দৌড়া অনুগত, নানানুখ ভোগ রত রাজা রাণী পরম সন্তোষে।
 রাজ্যের শান্তি অতি, পুজ্যসম প্রজাপতি; রাজ্যে লোক থাকয়ে
 হরিষে ॥ রাজা রাণী দুই জন, সদা আনন্দিত মন, ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র
 হৈল। পুত্রের দেখিয়া মুখ, হইল পরম সুখ, নানা সুখে বহুকাল গেল ॥
 সুলোচনা শিব ভক্ত, আভরণে হৈয়া ত্যাগ, রুদ্রাক্ষ যে করয়ে
 ধারণ। ভস্ম অঙ্গে সদা মাখে, শিব শিব সদা মুখে, অন্তরেতে সদা-
 শিব ধ্যান ॥ তেত্রিশ অধ্যায় সাঙ্গ তার পর শুন রজ, অতি চমৎকার
 হয় আর। রাজা সদা থাকে রঙ্গে, নিত্য নিত্য ভুলভঞ্জে, দিন গত করে
 নিরন্তর ॥

ত্রিপদী। মালাকেতু এক দিনে, বসি রাজ সিংহাসনে, চিত্রকরে
 চিত্র পট আনে। নরপতি দেখি তুষ্ট, কলাবতী হবে কুষ্ট, পাঠাইল
 রাণী সন্নিধান ॥ চিত্রপট দেখি রাণী, শিরে করাঘাত হানি, মুচ্ছিত
 হইল। কলাবতী। তার পরে জ্ঞান হয়, চিত্রপটে দৃষ্টি হয়, তর্জনীতে
 নেহারয়ে সতী ॥ বারানসী অনুরোধ, পুণ্ডলে করিল লক্ষ্য, ত্রীকেশব
 বরণা সম্বর। স্বর্গোদ্ধার মণিকর্ণি, গঙ্গা যথা উত্তরিণী, যম যিনি তৃণ
 তুল্য হর ॥ তিন রূপে তিনধার, বহিতেছে নিরন্তর, মোক্ষ বিধানিনী
 সর্বসার। জ্ঞানরূপ শিব যথা, শিবা নিজরূপ তথা, মহিমা বর্ণিতে শক্তি
 কার ॥ হরিশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত, প্রবলক তথাস্থিত, কপালে মোচন তীর্থ
 সার ॥ মৎস্যোদরী ত্রিলোচন, কাশীতে পাপ মোচন, ক্ষেত্রেশ্বর যজ্ঞেশ্বর
 আর ॥ দেখে বিনায়কেশ্বর, তথা গুহ্যেশ্বর হর, ভূকীর্ণ পার্বতীশ্বরাদি।
 দেখে চতুর্ভুজেশ্বর, পুরাণে ঈশ্বর বর, ধর্মেশ্বর বিবিধ সমাধি। সারস্বত
 শিবলিঙ্গ তীর্থেশ্বর নন্দী ভূজ, মনোরঞ্জে হেরে শৈলেশ্বর। হেরে রাণী
 মল্লেশ্বর, সন্ত সাগরেশ্বর, ত্রিপুৱেশ লিঙ্গ গঙ্গাধর ॥ তারাগ্রে খলিত
 শঙ্ক, বাণেশ্বর ভবশঙ্ক, বিরোচনেশ্বর সর্বসার। সকল দেখয়ে রাণী,
 কণে মুচ্ছা কণে জ্ঞানী, দেখে পঞ্চ পাণ্ডুর আর ॥ দেখিয়া প্রহ্লাদেশ্বর
 নারদ স্থাপিত হর, অনাদি কেশবেশ্বর শিব। দেখিল বলি কেশব, আর
 কত শয়ন্তুব, গঙ্গাধর উদ্ধারেন জীব ॥ দেখয়ে আদি কেশব, তদন্তে

নিজ্যামাধব, বামন কেশব রাণী দেখি । বরাহ কেশব বৃদ্ধ, হেরে
তথা হয় যুক্ত, শঙ্খ মাধব দেখে আঁখি ॥ লক্ষ্মী নৃসিংহ মাধব, আর
ভৃগু শ্রীকেশব, নৃসিংহের হেরিল প্রসাদ । হেরে গোপ গোপীশ্বর, বর্ষ
বিনায়ক কর, শেষ মাধব দেখিলা আফ্লাদ ॥ সারস্বত গঙ্গা-বার, সরস্বতী
সর্বসার, পঞ্চানন তীর্থ মন্দাকিনী । ময়ূখা আনিত্য গঙ্গ, আর দেখে রুদ্র
লিঙ্গ, অতঃপর ভাবে রাণীনা কালেশ্বর কর্পদীশ, শিব চরণে অধীশ,
বিশ্বের যে নিত্য উদ্ভিত । নাতি হরে মধ্য অংশ, শ্রুতীশ্বর শিব ত্রংশ,
চন্দ্রাস্ত্র রুদ্রে অবস্থিত ॥ বীরেশ্বরে আত্মায়, লিঙ্গ কেদারের হয়, শুক
কেশেশ্বর অবস্থিত । নথ লোম অলঙ্কার, অন্য সর্ব লিঙ্গ তার, দক্ষিণ
হস্তেতে হয় মুক্তি ॥ চিত্রপটে শিবরূপ, বিনায়ক ধর্ম কূপ, বিশ্বভুজা দশা-
শ্বমেধক । ক্রমে ক্রমে যত দেখে, আনন্দ অপার সুখে, কি তাহার বর্ণিব
অধিক ॥ জ্ঞানবাণী দেখি রামা, ক্রন্দন করয়ে বামা, পরে অচেতন কলা-
বতী । যতেক সখীতে মেলি, একি একি একি বলি, কেন হেন হইলা গো
সতী ॥ কেহ কহে দেখ সখী, আচম্বিতে হৈল এনি, নুহিতে না পারি সে
কারণ । কেহ বলে অন্য ভাব, মনেহুত জন্মিল লাভ, তে কারণে হইল এ-
মন । আর সখী কহে ওগো, তুমি যে কাহার মাগো, সত্য বটে সের
মনে নয় । অন্য রামা কহে শুন, মনে আছে আর কোন, নুহিতে না পারি
গো নিশ্চয় ॥ কোম সখী বলে হেন, মিথ্যা চিন্তা কর কেন, চল খাই রা-
জার নিকটে । কেহ কেহ শীঘ্র চলো, ভূমিত কহিলা ভালো, রাণী মুচ্ছা
দেখি চিত্র পটে ॥ চিত্ররেখা তার পরে, সদলে সান্ত্বনা করে, কলাবতী
মিকটেতে যায় । শুনিয়া সে সব কথা, মনে বিচারিল তথা, অনুমান ক-
রিয়া বুঝায় ॥ পূর্বকালে কোন ভাব, চিত্রপটে হৈল লাভ, বহুদিনে তা-
হারে দেখিল । ভাবে অঙ্গ পুলকিত, ইহাতে হলো স্তম্ভিত, কলাবতী
চেতন নহিল ॥ চিত্ররেখা এই মনে, জিজ্ঞাসি অনুমানে, চিত্রপটে ছোঁয়ায়
শরীরে । পটম্পর্শে কলাবতী, সুস্থির হইল মতি, মনে হৈল কথা অদ্ভা-
স্তরে ॥ সব সখী সম্মিলনে, পূর্বে বত বিবরণে, সুলোচনা আছিল যে
কালে । মূপতির আগমন, রাজা দেখি ব্যস্ত মন, ভীত হৈয়া জিজ্ঞাসে স-
কলে ॥ রাণী সক্রোধে কর, নিবেদন মহাশয়, যদি কুপা করহ অধীনে ।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে, বাব আমি কালীপুরে, কলহীম স্বামী আজ্ঞা
বিদে ॥ মালাকেতু শুনি বাক্য, চিন্তিতে করিয়া ঐক্য, কহিয়াহ বড় উপ-

দেশ। চৌহে মেলি কাশী যাব, অনায়াসে মুক্তি পাব, এই কথা কহিল
বিশেষ ॥ রাজা বাজ না করিয়া, পুত্রকে রাজত্ব দিয়া, কিছু ধন তিচ্ছা
করি লয়। শুভক্ৰমে দিন পাইয়া, কলাবতী সঙ্গে লইয়া, মালাকেতু কাশী
চলি যায়। যথা অবিমুক্তপুরী, তথা যাইয়া উত্তরি, অগ্রে মণিকর্ণি স্থান
কৈল। অপরেতে বিশেষর, দরশন করি পর, ক্রমে ক্রমে সব দেখাইল ॥
কলাবতী পূর্ব কথা, তাহে নাহি অন্যথা, মনে পড়ে সব বিবরণ। তীর্থ
সব সাহে তথা, স্থানী লইয়া যথা তথা, অগ্রে পথ করি নিরীক্ষণ ॥ জ্ঞান-
বাপী অগ্রে চলে, কলাবতী কুতূহলে, স্বামীকে সকল নিবেদিল। পতি
পত্নী দুই জনে, অতি আনন্দিত মনে, সেই স্থানে ঘোর তপ কৈল ॥ তবে
বহু দিনান্তরে, হর গৌরী আসি পরে, দুই জনে প্রসন্ন হইল। রাজা রাণী
দুই জনে, করে তপ ঐক্য মনে, হর গৌরী সম্মুখে দাঁড়াইল ॥ কলাবতী
মালাকেতু, শিব কহে তুষ্ট হেতু, বর লহ যাহা ইচ্ছা হয়। পত্নী পতি
আনন্দিত, শিব শিবা উপস্থিত, বহু বিধ স্তব করি কয় ॥ অন্য বর নাহি
চাই, সদা ঐ গদ পাই, অঠোর যজ্ঞনা নাহি হয়। পতি পত্নী ভক্তি দেখি,
মহাদেব হৈলা মুখি, নিজ দেহে করিলেন লয় ॥ সীতানাথ বসু দীনা,
লক্ষ্মানন্দ রূপা বিনা, কাতর হইয়া নিবেদয়। আমি অতি হীন জানে,
দ্বিবানিশি এই মনে, অন্তে যেন গুরু রূপা হয় ॥

ইতি ত্রিকার্ত্তিক অগস্ত্য সংবাদে চৌত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—১৪৪—

ধনঞ্জয় বণিকের বিবরণ ও কাশীতে গঙ্গার মাহাত্ম্য

জ্ঞানবাপী তীর্থস্থান ও কলাবতী মালাকেতু

নির্বাক নামো তৃতীয় অর্গঃ।

—১৪৫—

অথ সদাচার কথন ।

পন্ন্যাস । অগস্ত্য কহেন শুন প্রভু ষড়ানন । অবিস্মৃত মহাক্ষত্র নির্মাণ
 কারণ । অবিস্মৃত কথা যত অমৃত শিখর । শুনিয়া না হয় তৃপ্ত আমার অ-
 ন্তর ॥ জ্ঞানবাপী কথা শুনি মোর মনে হয় । ত্রিভুবনে তীর্থ যত কাশী
 সম নয় ॥ কাশী বিশেষ্বর গঙ্গা তিন দীপ্তমান । যেখানে সেখানে আছে
 অবশ্য নির্মাণ ॥ কলিকালে চঞ্চল ইন্দ্রিয় যত নর । কিরূপে পাইবে কাশী
 গঙ্গা বিশেষ্বর ॥ কলিতে তপস্যা দান ব্রত অতি ক্ষীণ । কিরূপে হইবে
 মুক্তি কারণে বিহীন ॥ ব্রত দান দিনে কাশীপুরে মুক্তি হয় । হেন কথা
 আপনি কহিলে মহাশয় ॥ কি কি আচরণে কাশী পাইবারে পারে । মোর
 মনে লয় কাশী পন্ন্যাসদ্বারে ॥ আচার পরম ধর্ম্য তপস্যা আচার । আচা-
 রেতে আশু বুদ্ধি পাপের সংহার ॥ প্রথমতঃ সদাচার কহ মোর স্থানে ।
 তোমাকে যে কণে বলিয়াছে ত্রিলোচনে ॥ কার্তিক বলেন মুনি শুন সদা-
 চার । আচারিয়া যে আচারে লভয়ে নিস্তার ॥ স্তাবর অঙ্গম কুমি আদি
 জলচর । পশু পক্ষী নরকমে ধর্ম্য কলেবর ॥ এসকল হৈতে দেব বহু জন্ম
 ধর । সঙ্কল্প ভাগেতে পূর্বহইতে উত্তর ॥ উদ্ভিজ্জস্বেদজজরাবুজ অণুজাত
 সকলে উত্তম প্রাণী জানিবে নিরন্ত ॥ প্রাণীতে উত্তম বুদ্ধিমন্ত যত জীব ।
 বুদ্ধিমন্ত মধ্যে ঐষ্ঠ জানিবে ভূদেব ॥ ব্রাহ্মণেতে ঐষ্ঠ দেখে যে হয় বি-
 দ্বান । বিদ্বান হইতে কৃত বুদ্ধি যে প্রধান ॥ কৃতবুদ্ধি হৈতে কর্তা ঐষ্ঠ
 নিরন্তর । কর্তা হৈতে ঐষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মতে তৎপর ॥ সুজিল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা
 প্রাণীর ঐশ্বর । সকল জগত বহু যজ্ঞ বিপ্রবর ॥ সদাচারে থাকিলে সকলে
 অধিকার । অধিকার হীন হয় হৈলে ছুরাচার ॥ অতএব ব্রাহ্মণে করিবে
 সদাচার । তথাপি শতক বর্ষ জীবন তাহার ॥ পরাধীন কর্ম যত করিবেক
 ভাগ । দুর্গতি পরাধীন তোর সেও সুখভোগ ॥ যে কর্ম করিলে অন্তরাশ্রা
 ভুক্ত হয় । করিবেক সেই কর্ম বিপরীত নয় ॥ প্রথমতঃ ধর্ম্য মূল নিয়ম
 সংযম । করিবে তাহাতে যত্ন এই জ্ঞান ক্রম ॥ সত্য ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রসাদ
 অহিংসন । অপিশুন ধ্যান দম করিবে গণন ॥ মাধুর্য্যতা মৃদু এই যম-
 নাম দশ । করিবে যতন এতে হইয়া সরস ॥ শৌচদান তপঃ স্নান ব্রত
 অধ্যয়ন । মোন হয়ে উপোসন উপস্থ দণ্ডন ॥ এই দশ নিয়ম বলিয়া শাস্ত্রে
 কয় । যতন করিবে এতে অবশ্য নিশ্চয় ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ
 মাৎসর্য্যতা । এইছয় বৈরীবর্গ জানিবে সর্বথা ॥ ক্রমে ক্রমে করিবেক ধ-

ধর্মের সঞ্চয় । বস্ত্রীকের শৃঙ্গ যেন ক্রমশঃ বাড়য় ॥ পরকাল ধর্ম মাত্র হ-
 ইবে সহায় । আনিয়া ধর্মেতে সদা করিবে উপায় ॥ পিতা মাতা দ্বারা
 সূত ভ্রাতৃ বন্ধুজন । পরকালে কেহ সঙ্গে না করে গমন ॥ জন্মিয়ে একক
 প্রাণী একক মরয় । সুরুতি ছুছুতি কর্ম একক ভোগয় ॥ পঞ্চম পাইলে
 দেহ তেরাগিয়া দূরে । বাক্যবেরা বিমুখ হইয়া যায় পুরে ॥ কর্ম মাত্র পাছে
 পাছে করয়ে গমন । অতএব করিবেক ধর্মের যতন ॥ উত্তম উত্তম কুলে
 সম্বন্ধ করিবে । অধম তাজিয়া কুল উৎকৃষ্ট হইবে ॥ দ্বিজ অধ্যয়ন হীন
 সমাচার হীন । অলস চরয় ভোজি যমের অধীন ॥ রাত্রিশেষে চারি দণ্ড
 ব্রহ্মকাল নাম । উঠিয়া সে কালে স্মরিবেক হীত নাম ॥ গজানন ঈশান
 ঈশানী লক্ষী হরি । ব্রহ্মাণী সহিতে ব্রহ্মা প্রথমেতে স্মরি ॥ ইন্দ্র আদি
 দেব যত বশিষ্ঠাদি হুনি । গঙ্গা আদি নদী গিরি শ্রীশৈলাদি গুণি ॥ সমুদ্র
 ক্ষীরোদ আদি মানসাদি সব । নন্দনাদি বন যত স্মরিবে অন্তর ॥ কাম
 ক্রোধ আদি খেদ করিবে স্মরণ । কণ্ঠ বৃক্ষ আদি বৃক্ষ করিবে মনন ॥ কা-
 ঞ্চন প্রভৃতি ধাতু উর্বরশীলগণ । গরুড় প্রভৃতি পক্ষ করিবে স্মরণ ॥ অন-
 স্তাদি নাগ গজ ঐরাবত আদি । উদৈঃশ্রবা আদি অশ্ব সগি কোম্বুভাদি ॥
 অরুন্ধতী আদি পতিব্রতা যত নারী । নৈমিষাদি অরণ্য বারাণসী আদি
 গুরী ॥ লিঙ্গ বিশেষের আদি থাক্ আদি শ্রুতি । মনকাদি যোগী বীজ প্রণব
 প্রভৃতি ॥ বৈষ্ণব নারদ আদিশৈববাণ আদি । শ্রুতাদি প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত দধি-
 চাদি ॥ বদানা স্মরিবে হরিশ্চন্দ্র আদি রাজা । জমনীর চরণ স্মরিবে মহা-
 তেজা ॥ পিতাকে স্মরিয়া গুরু করিবেক ধ্যান । করিবে তৎপরে আবশ্যক
 অনুষ্ঠান ॥ গ্রামের নৈঋত কোণে কিছু দূরে যাবে । তুণে ভূমি আচ্ছাদিয়া
 মলাদি তাজিবে ॥ বস্ত্রে আচ্ছাদিবে শিরকর্নে উপবীত । সঙ্ক্যান্বরে দিনে
 তেঁহ বসিবে নিশ্চিত ॥ উদয়স্থ রাত্রেতে দক্ষিণ মুখ হবে । মৌম হৈয়া
 মল মূত্র সত্তত তাজিবে ॥ দাঁড়াইলা জলে কিম্বা গবাদি সম্মুখে । লাজলে
 আকৃষ্ট ভূমে হইবে বিমুখে ॥ মৃত্তিকা লইবে জল ককর বর্জিত । করিবে
 মৃত্তিকা শৌচ যেমত বিহিত ॥ একবার লিঙ্গে দিবে গুহে পঞ্চবার । দশ
 বার বাম হস্তে নিয়ম তাহার ॥ দুই হাতে সপ্তবার এক এক পদে । দুই
 হস্তে তিন বার শুধিবেক মূদে ॥ এইরূপে গৃহীশৌচ করিবে প্রচুর । তা-
 বত শুধিবে যাবত গন্ধ যায় দূর ॥ ক্রমশঃ দ্বিগুণ ব্রহ্মচারি আদি তিনে ।
 দিবা হৈতে রাত্রে অন্ধ শৌচের বিধান ॥ তদর্দ্ধ পথিকে শৌচ আত্মরে
 বিধান । চৌরাদি সাধিতে শৌচ তদর্দ্ধ প্রমাণ ॥ ক্রীলোকেতে তদর্দ্ধ বিধি

শাস্ত্রের বিহিত । সুস্থকালে স্থান না করিবে কদাচিত ॥ সকল মনীর জ্ঞানে
মৃত্তিকা পর্ত্তে । গোময়ের পুঞ্জে কিবা শৌচ করি সত্তে ॥ নানামতে শৌচ
বিধি করি আচরণ । কখন না হয় শুদ্ধ ভাব হুই জন ॥ শৌচে আর্জ্য ধাত্রি
কলবান মৃত্তিকার । এই মনে আহতি ত্রতের প্রাসে আর ॥ শৌচ করি গারে
করিবেক আচমন । তার পরে করিবেক দস্তেয় ধাবন ॥ অমাবস্তা প্রতি-
পদ বজী নবমীতে । আর রবিবারে কার্ত্ত না দিবে দস্তেতে ॥ নিষিদ্ধ দিবস
কিমা কার্ত্তের অভাবে । দ্বাদশ গাণ্ডূষে মুখ শোধন করিবে ॥ দ্বাদশ অ-
ঙ্গুল দস্ত কার্ত্তের প্রমাণ । হীনবর্ণে এক এক হীনের বিধান ॥ আত্ম
আজ্ঞাতক আদি কার্ত্তের নিয়ম । বেদমন্ত্রে দস্তধাবনের উপক্রম ॥ দস্ত
কার্ত্ত গঙ্গা বস্ত্র পুষ্প অলঙ্কার । উপবাস দিনে না করিবে ব্যবহার ॥ তবে
প্রাতঃস্থান করি সজ্জার বন্দন । করিয়া রাত্রে পাপ হইবে মোচন ॥ সন্ধ্যা
হীনে নাহি কোন কার্য্যে অধিকার । করিলেহ কর্ম্মজাত ফল নাহি তার ॥
অঘ মর্শনের পর রবি উপাসন । তার পরে বিধিমতে করিবে তর্পন ॥ অগ্নি
কার্য্য করি করে বেদ অধ্যয়ন । পরে উদরের তরে ভিক্ষা পর্যাটন ॥ এই
মতে প্রাতঃকার্য্য করি সমাপন । মধ্যাহ্ন সময়ে স্থান করি আচরণ ॥ মধ্যা-
হ্নেতে সন্ধ্যা করি বর্থা বিধি মতে । বলিবন্ত আদি কর্ম্ম করি সাবহিতে ॥
অতিথির গাবকাশ দেখি কিছুকাল । ভোজন গৃহেতে যাবে শুদ্ধ হৈয়া
কাল ॥ যথা বিধি ভোজন করিয়া শিশু সন্ধে । দিবসে কাটাবে কাল পুরা-
ণাদি রঙ্গে ॥ স্বায়ং কালৈ স্বায়ং সন্ধ্যা করিয়া বন্দন । প্রতীক্ষা করিবে
অতিথির আগমন ॥ আসিলে অতিথি তাকে দিবেক ভোজন । আগনার
শক্তিমত করিবে ভোষণ ॥ ভোজন করিয়া পরে করিবে শয়ন । নিত্যকর্ম্ম
এইমতে আছে নিরূপণ ॥ এইমতে নিত্যকর্ম্ম যে করে আচার । অবসাদ
কখন না ঘটয়ে তাহার ॥ ত্র্যক্ষানন্দে ভাবিয়া ভাবিল সুভাষার । কাশীখণ্ড
পূর্ণ পঞ্চত্রিংশত অধ্যায়ঃ ॥

পারায় । কৈবলে শুন মুনি বিশেষ বিধান । সদাচার তবে কিছু
করিব বাধাম ॥ যে কথা শুনিলে পাপ বিনাশে অশেষ । অজ্ঞান ভিন্নির
ঘোরে না হয় প্রবেশ ॥ ত্র্যক্ষণ কজির বৈশ্য দ্বিজ ভিন বর্ণ । মাতৃগর্ভে
জন্ম উপনয়নে দ্বিজন্ম ॥ এনবার নিশেকাদি শয়নান্ত কর্ম্ম । বেদের বিধা-
ন মতে আচরণ কর্ম্ম ॥ সত্যকালে গর্ভাধান মম্বা মুগা ছাড়ি । স্পন্দনের
পূর্ব পুংবন কর্ম্মকরি ॥ সীমন্তোন্নয়ন বর্ষে অর্কর্ষে বা মাসে । জন্মিলে

করিবে কর্ম জাত সবিশেষে ॥ একাদশ দিনে নাম কর্ম আচরণ ॥ গৃহ
 হৈতে চতুর্থ মাসেতে নিষ্কৃমণ ॥ ষষ্ঠ মাসে করিবেক অন্ন যে প্রাশন ॥
 যথা কুল কালে চুড়া কর্ম আচরণ ॥ এ সকল কর্মে গর্ত্ত পাতক সংকল্প ॥
 ক্রমশঃ এ সব কর্মে অধিকার হয় ॥ সপ্তম অষ্টম বর্ষে সাবিত্রী
 গ্রহণ ॥ উপনয়নের যজ্ঞ হইবে ব্রাহ্মণ ॥ একাদশ বৎসরের
 ক্ষত্রিয় উপনয় ॥ দ্বাদশ বৎসরের বৈশ্য কাল উক্ত হয় ॥ কামনা
 বিশেষ আছে কালের বিশেষ ॥ পঞ্চম বৎসরে ষষ্ঠে অষ্টমে আদেশ ॥
 বিধির বিধানে করি সাবিত্রী গ্রহণ ॥ ব্রহ্মচারি আশ্রমী হইবে যেই জন ॥
 সনাতার পরে গুরু আরাধনে রত ॥ যথাবিধি বেদ শাস্ত্র পাঠিবে নিয়ত ॥
 ধরিবে মেথলা দণ্ড পৈতা কৃষ্ণাজিন ॥ যথাবিধি ভিক্ষা আচরিবে প্রতিদিন
 ব্রহ্মচারী আশ্রমের যেই সব ধর্ম ॥ সাবধানে করিবেক সেই সব কর্ম ॥
 করিয়া স্নাতক ব্রত ব্রহ্মচার্য্য শেষে ॥ ছাড়িয়া গৃহস্থ ধর্ম লইবে বিশেষে ॥
 আশ্রমের হিত ক্ষণকাল না রহিবে ॥ অপ হোম করিলে সকলি মিথ্যা
 হবে ॥ মেথলা অজিন দণ্ড ব্রহ্মচারী চিহ্ন ॥ গৃহস্থের বেদ যজ্ঞ আদি কর্ম
 ভিন্ন ॥ বনচারী চিহ্ন নথ মোমাদি ধারণ ॥ দণ্ড কমণ্ডলু আদি যতীর
 লক্ষণ ॥ এসব লক্ষণ হীন হইলে আশ্রমী ॥ দিনে দিনে হইবেক প্রায়শ্চিত্ত
 গামী ॥ কিন কমণ্ডলু আদি জলেতে ক্ষেপিয়া ॥ গ্রহণ করিবে অন্ন বিহিত
 করিয়া ॥ সনাকাল করিবেক বেদ অধ্যয়ন ॥ সাবিত্রী অপিলে আর সূর্য্য
 আরাধন ॥ ব্রাহ্মণের বেদান্তাগ ভগ্ন্যা পরম ॥ বেদ পাঠ করি দ্বিজ
 হইবে উত্তম ॥ উপনয় দিয়া মাত্র বেদ অধ্যয়ন ॥ যেজনে করয়ে সেই
 আচার্য্য আপন ॥ বেদাষ্টম পাক বজ্র অগ্নির আধান ॥ রুতি হৈয়া যে
 করে সে ঋষিগ আধান ॥ উপবাস দশ সম আচার্য্য জানিবে ॥ আ-
 চার্য্যের শত সম পিতাকে মানিবে ॥ পিতার সহস্র মাতা গৌরবেতে
 হয় ॥ বেদ পূবাণেতে হেন আহরে নিশ্চয় ॥ ব্রাহ্মণেতে জানী জ্যেষ্ঠ ক্ষত্রি
 বসবান ॥ ধনে ধান্যে বৈশ্য জ্যেষ্ঠ শূদ্র অন্মমান ॥ কার্ত্তময় হস্তী যেন
 মৃগচর্ম্ম নয় ॥ অধ্যয়নে হীন দ্বিজ তেমতি গণন ॥ গুরুর নিকটে না
 করিবে ছুটি মন ॥ না করিবে মুখে গুরু নাম উচ্চারণ ॥ গুরু নিম্না করে
 কিম্বা অপবাদ কর ॥ কাণে হস্ত দিয়া কিম্বা স্থানান্তর হয় ॥ গুরুপত্নী বু-
 বতী স্পর্শিয়া নমস্কার ॥ না করিবে কদাচন নিয়ম-ইহার ॥ মাতা পিতা
 গুরু তিন করিয়া সেবন ॥ তিনলোক জয়ী হয় শাস্ত্রে নিকণন ॥ ব্রহ্মচার্য্য
 এইমতে করি আচরণ ॥ হইবেক বিশেষত্ব রূপার ভাজন ॥ বিশেষত্ব অ-

সুগ্রহে কাশীলাভ হয় । কাশী পাইয়া জ্ঞানাজ্ঞানে নির্বাণ লভয় ॥ নির্বাণের তরে আচরিবে সদাচার । অনারালে গৃহস্থের হইবে নিস্তার ॥ পড়িয়া সকল বিদ্যা করি উপক্রম । আশ্রম করিবে পরে গৃহস্থ আশ্রম ॥ গৃহস্থ আশ্রম হৈতে শ্রেষ্ঠ আর নাই । পত্নী প্রিয়বদা যদি ঘটায় গোসাঞি ॥ গৃহিণী গৃহস্থ দৌহে থাকে অনুকূল । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ মূল ॥ নরকে বিফল যদি হয় প্রতিকূল । গৃহস্থ আশ্রমে সর্ব সুখের ভাষা মূল ॥ ছরাচার নারী হৈলে ত্রিবর্গ নাশয় ॥ গুণে গুণবতী চতুর্বর্গের উদয় ॥ ব্রহ্মচর্য্য শেষে গুরু অনুমতি কন । স্নান করি ব্রত বেদ করি সমাপন ॥



অথ নারীর লক্ষণ ।

পরায় । বিবাহ করিবে কন্যা সুবর্ণ সুন্দরী । পিতার সপিণ্ড গোত্র কন্যা পরিহরি ॥ মাতামহ সপিণ্ড গোত্রের পরিত্যাগ । বিবাহের যোগ্য কন্যা কহে মহাত্মগ ॥ অপস্মারি ক্ষয়ী শেত্রী কুল ভেদাগিবে । বয়েসে কনিষ্ঠ হৈলে বিবাহ করিবে ॥ পর্বত নক্ষত্র বৃক্ষ নদী সর্পনামা । পক্ষী পুষ্প নামা কিম্বা জ্যাকিবেক রামা ॥ অধিকাসী হীনাদি দীর্ঘাসী ভায়াগিবে । অতি ক্লবাসীয়ে কছু বিভা না করিবে ॥ অতি লোম যার অঙ্গে কিম্বা লোম নাই । তুল রূক্ষ কেশ যার প্রশস্ত না পাই ॥ মোহে কুলহীন কন্যা যদি বিভা করে । নিকৃষ্ট সন্তান জন্ম হয় তার ঘরে ॥ প্রথমতঃ কন্যার লক্ষণ পরীক্ষণ । করিয়া করিবে পরে কথা নির্কল্লন ॥ সুলক্ষণ সদাচার বাহার দেখয় । বিবাহ করিতে তাকে ছেন শাস্ত্রে কর ॥ ক্ষম বলে শুন মুনি কহিলাম এই । ব্রহ্মচারী সদাচার শাস্ত্র উক্ত যেই ॥ প্রসঙ্গত কহি শুন কন্যার লক্ষণ । ভাল মন্দ যাহাতে হইবে নিকপণ ॥ ব্রহ্মামন্দ আশা ব্রহ্মানন্দুর আশয় । কাশীখণ্ড ভাষা ভাষে হত্রিশ অধ্যায় ॥

পরায় । ক্ষম বলে শুন মিত্রা বরুণ তনয় । ত্রীলক্ষণাবতী হৈছে সুখী সুখী হয় ॥ অতএব সুখ প্রয়োজন যেই জন । পরীক্ষা করিবে পূর্বে নারীর লক্ষণ ॥ শরীর আবর্ত গন্ধ ছায়া নহু হয় । পতিবর্ণ এই অষ্ট লক্ষণে সুন্দর ॥ পদতল অবধি বাবত শিরে কেশন । শুভাশুভ বলিব লক্ষণের বিশেষ ॥ প্রথমতঃ পাদলক্ষণের কথা তার পরে । অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি নখ পাদের উপরে ॥ গুল্ফ পাকি অংবা লোম জামু উরুদয় । জঘন মিত্র কোটি

মধ্য বলিজয় ॥ মধ্য স্থানপরে নাভী আর কুক্ষীভয় । পার্শ্ব ভক্ষুক্ষ আর
উদয় রুদয় ॥ আর যে বক্ষজ বক্ষ শঙ্ক কক্ষভয় । অংশ কক্ষ বাহু মণি
বক্ষ করভয় । পানিপৃষ্ঠ পানিতল পানি তলরেখা । অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি মধ্য
পৃষ্ঠক কাটিকা ॥ চিবুক কপোল কণ্ঠ হনু বক্তৃ জিহ্বা । দশন অধরওষ্ঠ
জিহ্বা অদভুবা ॥ তালু হাস্য নাগা ক্র অক্ষি পক্ষ ক্ষত । কর্ণ ভাল সীমন্ত
মৌলিক মৌলি জাত ॥ নারী অঙ্গ সঙ্কণের ছয়ষাট স্থান । বেদ পুরাণেতে
হেন আহিরে বাখান ॥ মূতুল মাংসল স্নিগ্ধ সম পাদতল । অরুণ অশ্বেদ
ওষ্ঠ বহু ভোগ কল ॥ ব্রহ্মভা বিবর্ণ খণ্ড রেখা পদতল । নর্পাকার হইলে
ঘটরে অমঙ্গল ॥ শঙ্খ চক্র ধ্বজ আদি রেখা পাদ তলে । ক্ষিতি পতি
পত্নী হয় ঘটরে মঙ্গলে ॥ মুখিক পন্নগ আদি পদতলে রেখা । চূর্ভাণা
বৈধবা কুংখ দারিद्र সূচিকা ॥ অঙ্গুষ্ঠ বর্তুল ভাল অঙ্গুলি ঘনাবৃত । তা-
ত্রবর্ণ নথ ভাল জানিনে নিয়ত ॥ পাদপৃষ্ঠ সমুন্নত প্রশংসিত হয় । বর্তুল
হইলে গুল্ফ সুখ অতিশয় ॥ সমপাখি শুভ অজ্ঞা বর্তুল সুন্দর । জাম্বু
ভাল সুবৃত্ত দেখিতে মনোহর ॥ হস্তী শুণ্ডাকার উরু ঘন প্রশংসিত
প্রশস্ত বিশাল কটিহস্ত পরিমিত ॥ নিতম্ব উন্নত স্কুল অতি ভোগকর ।
ক্ষিকের নির্মাণ মূচ্ মাংসল সুন্দর ॥ বস্তি প্রশস্ত মূচ্ উন্নত কিঞ্চিৎ ।
গভীর দক্ষিণাবর্ত নাভী প্রশংসিত ॥ স্কুল কৃক্ষি মূচ্ পাশ সুখভোগ করে
অতি সুখভোগ করে কল্পিত উদরে ॥ মধ্য ক্ষীণ হইলে ভোগেতে আঢ্য
হয় । অতি ভাগ্য বস্তী যার মধ্যে বলিজয় ॥ ঋজু স্বক্ষ রোমাবলি মঙ্গল
কুচয় । ঐশ্বর্য্য লভরে যার সম্মান রুদয় ॥ ঘনবৃত্ত চূট পীন শীত পন্নোদর ।
স্ত্রীমবর্ণ সুবর্তুল রুদয় সুন্দর ॥ পিবর কঙ্কের সন্ধি ধন ধান্য করে । স্কুল
দীর্ঘ কঙ্কের ভোগ ভোগে বিস্তরে ॥ অংশ সুসংযুক্ত শুভ কক্ষ সুক্ষ রোমা
গুচ্ছ অস্থি ঐস্থি বাহু নাহিক উপমা ॥ কদম্ব কলিকাকার হস্তের নির্মাণ ।
অতিশয় সুখ ভোগ সম্পদের স্থান ॥ পানিতল মূচ্ ব্রহ্মবর্ণ প্রশংসিত ।
প্রশংসিত পানি পৃষ্ঠে উন্নত কিঞ্চিৎ ॥ ব্রহ্মব্যক্ত নভীর প্রশস্ত করে রেখা
মৎস্বস্তিক আদি প্রশস্ত সূচিকা ॥ সরল অঙ্গুষ্ঠ বৃত্ত অতি শোভা স্থান ।
অঙ্গুলি সুপার্ব দীর্ঘ অতি সুনির্মাণ ॥ অরুণ নখের অঙ্গ প্রশংসিত অতি ।
নিমজ্জিত মেহদণ্ড পৃষ্ঠে ভাগ্যবতী ॥ সমুন্নত ঋজু কৃকাটিকা সুলক্ষণ ।
জিরেখা অঙ্কিত গ্রীবা প্রশংস গণন ॥ রুদয় দ্ব্যঙ্গুল বৃত্ত হনু ঘনতর । ক-
পোল প্রশস্ত সমুন্নত জুপিবর ॥ সমান সমস্ত সমবর্তুল সুবদন । পিতা
মাতা মুখ প্রায় অতি সুলক্ষণ ॥ সুবৃত্ত বর্তুল ভিন্ন প্রশস্ত অধর । পদ

বিষকল যেন ওষ্ঠ মনোহর ॥ দুর্ধবর্ণ বত্রিশ দশন প্রশংসিত । মূত্র রক্ত শুভ
জিহ্বা শোভাতে গণিত ॥ ম্লিঞ্চ কোকনদাভাষ প্রশস্ত তালুকা । ক্রমে
তীক্ষ্ণ রক্তলম্ব প্রশস্ত ঘণ্টিকা ॥ অক্ষক্ষিত দশন হসন সুস্থ অতি । সমবৃত্ত
পট্ট নাগা বহু ভাগ্যবতী ॥ দুই তিন খুত দীর্ঘ শুভ এককালে । নয়ন প্র-
শস্ত রক্ত কোন সুবিশালে ॥ সুঘন আক্ষির পর ম্লিঞ্চ মূক্ষ লাল । কার্ম্ম ক
আকৃতি ক্র প্রশস্ত কপাল ॥ প্রশস্ত লম্বিত শুভাবর্ত কণ জ্ঞান । অর্ধ
চন্দ্রাকৃতি ত্রয়াঙ্গুল ভাল স্থান ॥ নীমস্ত সরল সুস্থ নৌলি সমুন্নত । অলি
কুল ছায়া প্রায় কেশ প্রশংসিত ॥ ক্রমেনো ভালে কিবা থাকয়ে মূনক ।
বাম কপালেতে কিবা হৃদয়ে তিলক । প্রশস্ত লক্ষণ এই করে নিকপণ ।
হৃদয়ে লাঞ্জন যেন অতি সুলক্ষণ ॥ দক্ষিণ বক্ষ যে রক্ত তিলক লাঞ্জন ।
চারি কন্যা তিন পুত্র করে প্রসবন ॥ তিলক লাঞ্জন রক্ত আর কুণ্ডে হয় ।
এক পুত্র প্রসবিয়া বৈধব্য লাভয় ॥ কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকয় ।
রাজপত্নী হয় কিবা রাজ্য প্রনবয় ॥ নানাগ্রে মশক রক্তবর্ণ যার রয় । রা-
জার মহিষী প্রিয় আবক্ষক হয় ॥ কৃষ্ণবর্ণ হৈলে পতি স্থানে দুর্ঘটা হয় ।
নাভী অধে তিলক লক্ষণ শুভময় ॥ মশক তিলক চিত্র হুহুে বারিজতা ।
নাভী অধে লাঞ্জন করয়ে পতিব্রতা ॥ করে কর্ণে কপালে কণ্ঠেতে কিবা
হয় । মশক তিলক কিবা লাঞ্জন উদয় ॥ প্রথম গর্ভেতে পুত্র অবশ্য প্রসব ।
কপোল ত্রিখূল অস্ত্রে ঠাকুরাণী হয় ॥ শয়নে দর্শনে কিটিমিটি কুলক্ষণ ।
কিঞ্চিৎ করয়ে কিবা প্রেলাপ বচন ॥ প্রতি নাভী কর পূর্থে বংশের দক্ষিণে
দক্ষিণ আবর্ত অতি প্রশস্ত লক্ষণে ॥ পূষ্ঠ মধ্যে আবর্তন নাভীর আকার ।
বহু ধন বহু স্তব জন্ময়ে তাহার ॥ উদর বেধিনে পূর্বাভর্ত কুলক্ষণ । একে
পতি নখেছয়ে কুলের পতন ॥ কণ্ঠগ দক্ষিণাবর্তে সৌমন্তে ললাটে । বৈধব্য
বিবিধ দুঃখ সেই জনে ঘটে ॥ ঘাড়োতে আবর্ত আর লোনের থাকয় ।
অবশ্য বর্ষের মধ্যে পতি নষ্ট হয় ॥ মস্তকে আবর্ত প্রদক্ষিণ কিবা মাথ ।
দশ দিন মধ্যে পতি যার যম ধাম ॥ কটিদেশ আবর্তনে কুলটা করণ ।
নাভীতে আবর্ত পতিব্রতা পরিচয় ॥ পূর্থাভর্তে পতি বধে কুলটা বে ঘন ।
কন্যার লক্ষণ এই কহিল নিশ্চয় ॥ কার্ত্তিক বহেন শুভ কলস নন্দন । জু-
শীলা হইলে কুলক্ষণে সুলক্ষণ ॥ সুশীলা হইলে কুলক্ষণে সুলক্ষণ । নিরন্ত
এমতি আছে শাস্ত্রের লিখন ॥ সুলক্ষণা সুশীলা সাবিত্রী পতিব্রতা । বিধে-
শ্বর অনুগ্রহে লভয়েবনিতা ॥ পূর্নজন্মে শূলপাণি পূজিয়াছেবারা । কুকপী

সুন্দরী পতিব্রতা হয় তারা ॥ তীর্থোন্মান করে কিম্বা শরীর ছাড়য় । লাব-
ণ্যের তরঙ্গিণী সুলক্ষণা হয় ॥ জগতের জননী ভবানী পূজা করি । সুচরিত্র
স্বাধীনা ভর্তৃকা হয়নারী ॥ সুশীলা সাধিকা সুপাটিকা যদি হয় । ইহকালে
স্বর্গ অপবর্গের আলয় ॥ সুলক্ষণা সুচরিত্রা নারীর সাধনে । অম্প আয়ু
পতি দীর্ঘ আয়ু পায় আগে ॥ প্রথমে লক্ষণ পরক্ষিয়া কুলক্ষণা । পরে
সুলক্ষণা বিভা করি বিচক্ষণা ॥ কহিল লক্ষণ এই গুণত্রয় তরে । বলিব
বিবাহ ভেদ শুন হে সাদরে ॥ সমাপ্ত হইল তবে সপ্তত্রিশ অধ্যায় । কাশী-
খণ্ড স্তোত্রাণ্ড রচিল ভাষায় ॥



অথ বিবাহ নির্ণয় ।

পয়ার । কন্দ বলে শুম মুনি বিবাহ প্রভেদ । ব্রাহ্মা দৈব আর্ষ প্রাজ্ঞা-
পত্য পনিজেদ ॥ আত্মুরি গাক্কর্ষ আর রাক্ষস পিশাচে । এই অর্ঘ্য প্রকার
বিবাহ শাস্ত্রে আছে ॥ আস্থান করিয়া বরে কন্যা করে দান । যথা শক্তি
অলঙ্কারে ব্রাহ্মা তার নাম ॥ যজুঃ ঋত্বিশে কন্যা দান দৈব হয় । আর্ষ
কন্যা দিয়া বরে ছুটি গল্প লয় ॥ কন্যা দিয়া বলে ধর্ম্মাচার ছুই জন । অর্থী
জনে প্রাজ্ঞাপত্য ইহার গণন ॥ এই চারি বিবাহ ধর্ম্মত শুদ্ধ হয় । পিতৃ-
লোকে নিস্তারয়ে ইহার তনয় ॥ ধনে ক্রয় করি কন্যা বিবাহ করয় । আ-
ত্মুর তাহার নাম অধমে গণয় ॥ কন্যা বব পরম্পর প্রতিজ্ঞা করয় । গাক্কর্ষ
বিবাহ নাম তাহার নিম্চ্চয় ॥ বলাৎকারে কন্যা হরিনিবাহ রাক্ষস । ক্ষত্রিয়
বৈশ্যের উক্ত অন্যোর অযশ ॥ অর্ঘ্য পৈশাচ পাপীষ্ঠের সম্ভাবনা । বিবাহ
সন্তোদ এই করিল গণনা ॥ সর্বগার বিবাহের গ্রহণ করে কর । উত্তম বি-
বাহে ক্ষত্রি কন্যা লভে শর । বৈশ্য কন্যা দণ্ড লভে শূদ্রে বস্ত্রদশা । অস-
বর্ণা বিবাহের জ্ঞান এই দিশা ॥ যদ্যপি কক্ষিৎ কন্যা দিয়া লয়গণ । কন্যার
বিক্রয় পাপ পায় সেই জন । অপত্য বিক্রয়ী কণ্ঠ নরকেতে বাস । অত-
এব না করিবে কন্যা ধনে আশ ॥



অথ গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম ।

পয়ার । বাণিজ্যানুপতি যেবা বেদ পট্ট হীন । কুবিবাহে ক্রিয়া-
কলের পতন ॥ বিবাহের বহ্নিতে করিবে গৃহ কর্ম্ম । পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়া

নিত্য পাবকাদি ধর্ম ॥ ব্রহ্ম যজ্ঞ বেদ পাঠ তর্পণ পিতৃযজ্ঞ । দেব যজ্ঞ
হোম বলিদান ভূত যজ্ঞ ॥ নৃযজ্ঞ অতিথি সেবা এই পঞ্চ যজ্ঞ । প্রত্যহ ক-
রহ শ্রাদ্ধ গৃহাশ্রমে বিজ্ঞ ॥ ভিক্ষুক আইলে ভিক্ষা করিবে প্রদান । গৃহস্থ
এ সব কর্ম করি পাবে মান ॥ সত্তত অতিথি সেবা করিবে যতনে । অ-
তিথি ষৈমুখ হৈলে নরকে পতনে ॥ মল্যানিক বৈশ্য দেব আপনি করি-
বে । সাংসকালে বলিদান পত্নী আচরিবে ॥ বলি বৈশ্য কর্ম নাহি করে যে
ব্রাহ্মণ । দারিদ্র হইবে কাক ঘোনিতে গমন ॥ বেদোদিত কর্ম চিরকাল
আচরিবে । এই রূপে গৃহে থাকি শুভগতি লভে ॥ ষষ্ঠী অষ্টমীতে তৈল
মাংসের বর্জ্ঞন । পঞ্চদশী চতুর্দশী করিবে পালন ॥ এই সব দিনে না
করিবে ক্ষৌর কর্ম । স্ত্রী আর করিবে ত্যাগ এই বেদ ধর্ম ॥ উদয়াস্তময়ে
সূর্য্যো কভু না দেখিবে । জলমধ্যে নিজরূপ কভু না হেরিবে ॥ বস্ত্র শুদ্ধ
উল্লঙ্ঘন না হয় উচিত । নখ হৈয়ে জলে কভু না হবে মাজ্জিত ॥ দেবতা
ব্রাহ্মণ খেদু আদি পূজাগণ । প্রদক্ষিণ রাখি সদা করিবে গমন ॥ রজস্বলা
সেবা না করিবে কদাচিত । গর্হিত আসনে বসি ভোজন নিষিদ্ধ ॥ নবান্ন
পক্কান্ন মাংস ভোজন করয় । দেব পিতৃ না পূজিয়া পাপ অতিশয় ॥ গো-
স্থান বল্লীক ভাঙ্গে মূত্র না ছাড়িবে । গোবিপ্র সম্মুখে কভু শূচনা করিবে
অগ্নি না জ্বালিবে মুখে পাপ কর্ম অতি । প্রাণী হিংসা পাপ না করিবে
শুভমতি ॥ মান না করিবে গাজের মাচ্ছন । আসন না করিবেক পদে
আকর্ষণ ॥ নখ লোম দন্তেনা করিবে উৎপটন । অশুভ যেসব কর্ম করিবে
বর্জ্ঞন ॥ নিরস্তর শ্রুতি রূপ শৌচাচার করে । অদ্রহ হইলে বুদ্ধি পূর্ব্বজন্ম
অরে ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ মিন্দা না হয় উচিত । মনুষ্যের স্তুতি না করিবে
কদাচিত ॥ যথা বিধি ধর্ম কর্ম করি আচরণ । দেব ঋষি পিতৃ ঋণ করিবা
মোচন ॥ শ্রুতির যতেক কর্ম করি পরিত্যাগ । মধ্যাহ্ন ভাঞ্জে জান শিষ্কা
মহাতাগ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি লাভ কিম্বা কাশীপুরে । তত্ত্বজ্ঞান এক জন্মে
হইতে না পারে ॥ কাশীতে মরিলে মুক্তি আছয়ে নিশ্চিত । অতএব কা-
শীতে আশ্রয় সে উচিত ॥ সেই কাশী সদাচার বিনে নাহি পায় । সদাচারে
না লজ্জিবে কখন তাহার ॥ এসকল কথা শুনি যুনি কহে পুনঃ । কহ যজ্ঞা-
নন কাশীকথা আর শুন ॥ কাশীস্থানে কোন কোন লিঙ্গ জান দাতা । বি-
স্তারিয়া কহ শুনি সেই সব কথা ॥ কাশী বিনে প্রিয় ভূমি নাহিক আমার
কাশী দ্বৈতাকর নাম অমৃত ভাণ্ডার ॥ অগস্ত্যের হেন নাক্য শুনি যজ্ঞানন ।
যুনিকে কহেন গুহ কাশীর বর্ণন ॥ সোতানাত মল্লিক অধিকা ধামেবাস :

কাশীখণ্ড সুধাত্মাষে করিল প্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দ ধ্যানে ব্রহ্মানন্দের আ-
শায় । সমাপ্ত হইল তাতে অষ্টত্রিশ অধ্যায় ॥



অথ মহাদেবের মন্দির পৰ্বতে গমন ।

পরায় । অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করে পার্বতী নন্দনে । আর কাশীমাহাত্ম্য
শুনিলে ইচ্ছা মনে ॥ কক্ষ বলে শুন মুনি অপূৰ্ণ আখ্যান । শিব হয়
অবায় অচিন্ত্য ভগবান ॥ স্থল সুক্ষ্ম নহে তেঁহবস্ত্র এক হয় । ষ্ঠান মননতে
যার না পারি নির্ণয় ॥ নিষ্পু বক্ষ নিরাশ্রয় আর নিরাকার । এমতি পরম
ব্রহ্মশুনহ বিস্তার ॥ অবিমুক্ত ব্রহ্মক্ষেত্র শুন বিবরণে । সকল জীবের মুক্ত
হয় যেই স্থানে ॥ অবিমুক্তে অনাগ্রাসে মুক্তি দেন শিব । অন্য স্থানে
মহাযোগে মহাদানে সব ॥ তপসাদি ক্রিয়াতে অন্যত্রো পরিভাগ । বিনা
দানে বিনা যোগে কাশীতে নির্বাণ ॥ পত্র পুষ্প ফল জল নিয়মে যে দেয়
মহাদান অন্যত্রের সেই ফল পায় ॥ মহাতীর্থ গঙ্গা তথা স্নান যেনা করে ।
অন্যত্রের মহাতপ সম নাহি পারে ॥ অক্ষাক্ষমে যেনা জিকা দেয় সেই
স্থানে । অন্যত্রো তুল্য পুঙ্গব না হয় সমানে ॥ দেবের নক্ষিণ দিগে যেনা
তপ করে । তাহাদের মহাযোগ শুনহ সম্মানে ॥ ইন্দিয় সকল যেনা দমন
করিয়া । অবিমুক্তে সদা থাকে নির্বাণ ভাবিয়া ॥ মহা উগ্রযোগ এই শুনহ
নিশ্চয় । অবিমুক্তে নাশরত যে জন করয় ॥ অন্যস্থানে চাক্ষায়ন মাসে
মান করে । ইহার সমান ফল জানিবে সম্মানে ॥ অনন্ত মহিমা কাশী
বর্ণিতে কে পারে । জীব মুক্তকালে শিব কর্ণে জপ করে ॥ মুক্ত হৈয়া
সেই জীব মুক্তি গতি পায় । অগস্ত্য কহেন দেব শুনহ নিশ্চয় ॥ গঙ্গাধর
সর্বপক্ষে সম মহাময় । কি কারণে মোরে কাশী ভ্যাগ যে করয় ॥ কার্তিক
কহেন শুন মুনি মহাশয় । না করিবে খেদ কিছু দয়াদ্রুদয় ॥ পরউপকার
অন্য তব কাশীভ্যাগ । অতএব উপকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ ॥ অগস্ত্য কহেন
প্রভু করি নিবেদন । কাশীনাথ কাশীভ্যাগ আশ্চর্য্য কথন ॥ ইহার বৃ-
ত্তান্ত প্রভু কহ মন্ডানন । কিরূপে হইল ভ্যাগ আনন্দ কানন ॥ বিশেষত্ব
কাশী ভ্যাগ কৈল যে কারণে । কার্তিক কহেন সব মুনি সন্নিধানে ॥ পদ্ম-
কল্পে স্বামিন্ত, সমুদ্র আধিকারে । অনাবৃষ্টি হৈল যক্ষিসহস্র বৎসরে ॥ জীব
অন্ত আদি যত ব্যাকুল অনয় । সমস্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক গৃহ উভাপয় ॥ শস্য

আদি তৃণ পত্র কিছু নাহি রর । মহান্নাশ পুরস্কার ভক্ষণ করর ॥ এই মন্ত্র
অনারুক্ষি হৈয়া সৃষ্টি যার । ব্রহ্মার নিকটে সব ঋষিতে জানার ॥ সৃষ্টিকর্তা
ধ্যানস্থ হইয়া অবশেষে । সৃষ্টিরক্ষা কিসে হবে চিন্তেন বিশেষে ॥ কণেক
ভাবিয়া বিধি দেখেন উপায় । মনুবংশে রাজাখ্য হইয় রিপুঞ্জয় ॥ ঘোর
তর তপ করে বসিয়া কাশীতে । সবে ভুক্ত হইবে তার রাজ শাসনেতে ॥
অনারুক্ষি পরিত্যাগ হইবে সত্ত্বর । সকলের আপদ যাইবে নিরস্তর ॥
তার পর সৃষ্টিকর্তা কাশীপুরে আসি । যথা দিবদাস রাজা তপস্যাতে বসি ॥
ঘোরতর তপস্যা দেখিয়া ব্রহ্মা কর । দিবদাস নরপতি শুনহ নিশ্চয় ॥
এক তিক্ষা দেহ রাজা দেবতার প্রতি । তব রক্ষা বিনা সৃষ্টি যায় অধোগতি
অনারুক্ষি কারণেতে যায় ভুমণ্ডল । তুমি রাজা হৈয়া রক্ষা করহ সকল ॥
দিবদাস বলে প্রভু করি নিবেদন । বিপরীত কথা মোরে কহ কি কারণ ॥
তপস্যা করিব আমি মুক্তির কারণ । তপস্বী হইতে সৃষ্টি রক্ষা পাবে কেন
ব্রহ্মা বলে শুন সত্য রিপুঞ্জয় রাজা । তব রাজ্য শাসনেতে রক্ষা পাবে
প্রজা ॥ তার পরে দিবদাস ব্রহ্মাকে কহিল । তবে রাজ্যশাসি আমি এই
বাক্য বল ॥ দেবলোক স্বর্গে যান ভুজঙ্গ পাতালে । কাশীতে বসিয়া রাজ্য
শাসিব কুশলে ॥ যে কথা কহিলাম প্রভু তোমার চরণে ॥ ইহা হৈলে
করি আমি রাজ্যের শাসনে ॥ ব্রহ্মা বলে শুন দিবদাস নৃপবরে । দেব
নাগ স্বস্থস্থানে যাইবে সত্তরে ॥ তুমি রাজ্য রক্ষা কর কাশীর ভিতরে ।
দিবদাস প্রতি ব্রহ্মা দিল এই বরে ॥ বর দিয়া ব্রহ্মা তবে ভাবিতে লাগিল
কাশীনাথ কাশী ত্যাগ অসম্ভব হৈল ॥ এসব ভাবিয়া একা চলিল কৈলাস ।
ধ্যানস্থ হইয়া আছেন যথা কৃষ্ণিবাস ॥ ব্রহ্মা তথা যাইয়া প্রণমে গঙ্গাধরে
দিবদাস বৃত্তান্ত কহিলেন সত্তরে ॥ শিব কহে জানি আগমনের কারণ ।
চল যাই মন্দর পর্বত নিকেতন ॥ আমার কারণে বহুকাল তপ করে ।
পর্বতে দিব আমি ননোনীত বরে ॥ শিব দুর্গা ব্রহ্মা সঙ্গে নন্দি ভূষি-
গণ ॥ একত্র হইয়া সবে করিলা গমন ॥ স্বস্থ যানে চড়ি যান মন্দর প-
র্বতে । যথা ঘোর তপ করে সমাধি যোগেতে ॥ শিব দেখি যোগভঙ্গ
করিল পর্বত । অর্চন প্রণাম করি স্তব বহুমত ॥ সন্তুষ্ট প্রমথনাথ হ-
ইলা মন্দরে । ননোনীত বর লহ দিবহে তোমারে ॥ মন্দর কঠেন প্রভু
বর যদি দিবে । কাশী ত্যাগ করি প্রভু মন্দরে আসিবে ॥ প্রার্থনা শুনিয়া
শিব চিন্তাকুল মন । এত দিনে ত্যাগ হৈল আনন্দ কানন ॥ ব্রহ্মাকে জি-
জ্ঞাসে শিব কি করি উপায় । কাশী ত্যাগ করিতে মন্দর বর চায় ॥ বিধি

কহে দেব দেব হও কৃপাময় । ভক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিবারে হয় ॥ ব্রহ্মার
 মনের কথা বুঝিয়া শঙ্কর । মন্দরপর্বতে বর দিলেন সঙ্কর ॥ তব পুরে
 বাস মোর হবে নিরন্তর । মন্দরের প্রতি শিব দিলা এই বর ॥ বর দিয়া
 চিন্তাকুল হইলা শঙ্কর । বারাগমী কি হইবে ভাবেন অন্তর ॥ ব্রহ্মাদি
 দেবতা অগোচরে ত্রিলোচন । অবিমুক্ত শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন ॥ ব্রহ্মার
 মানসপূর্ণ সৃষ্টি রক্ষা আর । ভক্ত মন রক্ষা হয় পর উপকার ॥ কাশী
 ত্যাগি মন্দরেতে বাস করি শিব । দেবতারা কাশী ছাড়ি চলিলেন দিব ॥
 দিবদাস রাজ্য শাসে অনাবৃষ্টি গেল । পৃথিবীর সব জীব অকণ্টক হৈল ॥
 মন্দরপর্বত হয় কাশীক্ষেত্র তুল্য । চুইস্থানে প্রাপ্তি হৈলে সমাপনকৈবল্য
 বিশেষতঃ অবিমুক্ত কল গুণ আর । মাঘে কুব্জ চতুর্দশী পূজা করে তার
 অবিমুক্ত হৈতে যদি সেই নর যায় । তথাপিহ অন্যত্র মরিলে মোক্ষ হয় ॥
 উনচাল্লিস অধ্যায় সব সমাপ্ত হইল । শুনিলেই মুক্তিবাস দেব যে কহিল ॥

ইতি সদাচার স্ত্রী লক্ষণ ও মহাদেবের কাশী ত্যাগ

মন্দরপর্বতে গমননামো চতুর্থঃ সর্গঃ।



অবিমুক্ত কথন । ভকাতকণ বিধি ।

পর্যায় । ক্ষম বলে শুন নিদ্রাবরণ নন্দন । কাশীর মাহাত্ম্য এই
করিবে বর্ণন ॥ আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় মহাশয় । বিস্তারিয়া তোমাকে
কহিব সে নিশ্চয় ॥ অগস্ত্য বলেন শুন পার্শ্বভী নন্দন । কাশীর মাহাত্ম্য
শুনি কান্ত নহে মন ॥ অবিমুক্ত ক্ষেত্র লিঙ্গ অবিমুক্তেশ্বর । এ দৌহাকে
কি রূপে পাইতে পারে নর ॥ কার্ত্তিক বলেন শুন লোপামুদ্রা পতি । অ-
বিমুক্ত যেই রূপে পার মহাগতি ॥ পুণ্যভারে সমীহিত অর্থের সাধন ।
শ্রুতি স্মৃত বর্ত্ত সেবি পুণ্যের ঘটন ॥ বিহিত না করি করে নিষিদ্ধ সেবন
দূরাচার পতিত জানিবে সেই জন ॥ অতএব বলি শুন নিষিদ্ধ বিধান ।
এসব বর্জ্যবে সবে হৈয়া সাবধান ॥ পলাশু বরাহ গ্রাম্য লগুন গৃহন ।
রাত্রে দধি দিবা নিদ্রা করিবে বর্জ্জন ॥ টিটি চটক হংস চক্রবাক বক ।
শায়স কুঙ্কট শুক পলন ভক্ষক ॥ বর্জ্যবে সকল মাংস বর্জ্যবেক মীম ।
খাবে হব্য গোব্য দত্ত রোহিত পাঠিন ॥ মাংসাশী হইলে খাবে পঞ্চ পঞ্চ
নখ । কচ্ছপ গণ্ডক গোধা শশক সন্নক ॥ জাত যুগ পক্ষী খাবে করিয়া
বিচার । বৃদ্ধ পরম্পর যার আছে ব্যবহার ॥ আয় কাম স্বর্গকাম মাংস না
খাইবে । বিনা যজ্ঞে বৃথা পশু হিংসা না করিবে ॥ সিদ্ধ পকু পর্গায়িত
করিবে বর্জ্জন । বেদ শাস্ত্রে এই রূপ আছে নিকপণ ॥ শ্রাদ্ধ বজ্র ঔষধে
ব্রাহ্মণ কামনাতে । বিনা লোভ নহে দোষ মাংস তক্ষণেতে ॥ পশু বৃদ্ধ
ঔষধি সৃজিল বিধাতায় । যজ্ঞের কারণে এতে না দোষে হিংসার ॥ মধু-
পর্ক পিতৃদেব যজ্ঞে হিংসা উক্তি । হিংসা ও অহিংসা তাতে বেদে
আছে বুদ্ধি ॥ উদরের তরে হিংসা করে দূরাচার । ইহকালে পরকালে
গতি নাহি তার ॥ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যেই জন । তাইহতে বিশেষ
মাংস করয়ে বর্জ্জন ॥ আপনার সুখ দুঃখ আপনি যেমন । পর সুখ দুঃখ
পরে জানিবে তেমন ॥ নাহি ধর্ম সম বন্ধু এতিন সংসারে । অতএব
ধর্ম কর্ম করিবে সঙ্গরে ॥ ন্যায়াগত ধন দেশ কাল পাত্রে দান । করি-
বেক বিধিতে হৈয়া সাবধান ॥ অপাত্রে করিলে দান নরকে গমন ।
করিবেক দান ধর্ম বুঝিয়া সজ্জন ॥ অনাথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞোপবীত বিবাহ ।
দাহাদি সংস্কার করে করি অমুগ্রহ ॥ সেই জন সম পুণ্যবন্ত কেহ নয় ।
ইহকালে সুখ ভোগ পরে স্বর্গ হয় ॥ পিতৃগৃহে কন্যা যদি ঋতুবতী হয় ।
বিবাহ না হৈলে তাকে বৃষলী বলয় ॥ সংঘাতী পিতা তাকে বিবাহ যে

করে । সে জন বৃষলীপতি বেদশাস্ত্রে ধরে ॥ তাঁর সঙ্গে না করিবে সংসর্গ
সম্ভাব । ছুজ্জন পতির সেই লভে উপহাস ॥ বর কন্যা দৌহার দোষের
পরীক্ষণ । করিবে প্রথমে পরে সম্বন্ধ রচন ॥ সতত পবিত্র মারী ছুয়া
নাহি হয় । প্রতি মাসে রজযোগে ছুক্ত হরয় ॥ ঋতু পূর্বকালে কন্যা
ভোগে হুতাশন । প্রকাশ উদরে শশী ভোগে অনুক্ষণ ॥ স্তনের উদ্ভিদে
গন্ধর্বে অধিকার । করিবেক কন্যা দান পূর্বেতে ইহার ॥ শয়ন অশন
জানু নারীর বদন । কুশবুজ্জ পাত্র ছুয়া নহে কদাচন ॥ অমুযোগে তাম্র
শুদ্ধি কাংশু তাম্রযোগে িরজোযোগে নারী শুদ্ধ নদী শুদ্ধ বেগে ॥ যে
নারী কদাচ অন্য পুরুষ চিন্তন । না করে সে উমাগোকে করয়ে গমন ॥
জন্মাবধি শিশু অর্ঘ্য বৎসর যায়ৎ । ভক্ষ্যাতক্ষ্য দোষ নাহি জানিবে তাবৎ
গৃহস্থের ধর্ম পুষ্যবর্গের পোষণ । পিতা মাতা গুরু পত্নী আশ্রিত যে জন ॥
অভ্যাগত অতিথি অগত্য হুতাশন । এই নব পৌষ্যবর্গ করিয়া গণন ॥
জ্ঞান সঙ্ক্যা জপ হোম সাধ্যায় তর্পণ । বৈশ্য দেব আতিথ্য নবমে দেবার্চন
গৃহস্থের এই নব আবশ্যক কর্ম । আর আর আছে বত গৃহস্থের ধর্ম ॥
শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম যে করে পালন । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভে সেই
জন ॥ কমাশীল জনে মোক্ষ করতলে রয় । কমা গুণ সম কোন গুণ
নাহি হয় ॥ এক দোষ কমা শীলে দ্বিতীয় না হয় । অশক্ত বলিয়া লোকে
কেবল বলয় ॥ শত্রু শাস্ত্রে অবিরত নাহি মোক্ষ ঘটে । সুরমা বসতি প্রিয়
মোক্ষ নাহি রটে ॥ ভোজন বসনে কিবা ইহা তৎপর । কখন না হয়
মুক্তি অতি দূরতর ॥ সতত একান্ত শীল হয় যেই জন । ইন্দ্রিয়ের প্রতি
যেবা করে নিবারণ ॥ যোগপথে যার চিন্তা হৈয়াছে প্রবেশ । অহিংসক
জনে মোক্ষ ঘটিয়ে বিশেষ ॥ একান্ত শীলতা পুরুষের কোথা হয় । ইন্দ্রিয়
নিবৃত্তি যোগে মুক্তি না ঘটয় ॥ দেবতা পূজন আদি কহি অতিশয় । সহজে
কাশীতে মুক্তি সরণেতে হয় ॥ জানিবে ষড়ঙ্গযোগ বিশেষ্বর সেবা ।
কাশী পুরী বাস মাত্র তপস্যা জানিবা ॥ ব্রত আদি নিয়ম যম ব্রত আদি
ধ্যান । জানিবা উত্তর বাহিনীতে মাত্র জ্ঞান ॥ ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভা ন্যায়গত
ধন্যজ্ঞান । যে জন সতত করে অতিথি তর্পণ ॥ প্রাক্কর্তা সত্যবাদী শুদ্ধ
চিত্ত হয় । গৃহেতে শু হেন জনে মুক্তির উদয় ॥ দীন অন্ধ কুটুম্বতে করি জ-
ন্নদান । যথোক্ত গৃহস্থ ধর্ম্ম থাকে সাবধান ॥ সেই জনে কাশীপতি করুণা
করয় । কাশীনাথ কঙ্কণেতে কাশী প্রাপ্তি হয় ॥ কাশীপ্রাপ্তি হইলে
অবশ্য মুক্তি পায় । অনাগাসে কাশী মাত্র মুক্তির উপায় ॥ সর্ব তীর্থ জ্ঞান

সর্ব যজ্ঞেতে দীক্ষিত । দত্ত সর্ব দান কাশী যে করে আশ্রিত ॥ অধিকা
নিবাসী বসু সীতানাথ নাম । কাশীখণ্ড ভাষাতে বচিল অনুপাম ॥ ব্রহ্মানন্দ
যোগেতে ব্রহ্মানন্দের আশ্রয় । সমাপ্ত হইল তাতে চণ্ডিশ অধ্যায় ॥

—*—

অথ বাণপ্রস্থ আশ্রম কথন ।

ধূয়া । চলহে নিরুত্তিদেশে প্রবৃত্তিরে করে দূর । লহ ধ্যান
ধারণাদি আনন্দ হবে প্রচুর ॥ মায়া নাহি ছাড় যদি, কহি
শুন আরো বিধি, বাস কর নিরবধি, কাশীনাথের কাশীপুর ।
সীতানাথ বসু কয়, অনায়াসে মোক্ষ হয়, হেন পথ করাজয়
পাপ ভাণ বাবে দূর ॥

পর্যায় । ক্ষন্দ বলে শুন মুনি নহু বনন্দন । হেনমতে গৃহে বাস করি
গৃহিজন ॥ বসিতে পলিতে হৈয়া দ্বিতীয় আশ্রমে । তৃতীয় আশ্রম আশ্রা-
ইবেক সমুদ্রে ॥ পুঙ্খ পোঙ্খ দেখি গ্রাম্য আহার ত্যজিয়া । পুঙ্খ পত্নী
রাখি কিম্বা পত্নী সঙ্গে লৈয়া ॥ চর্ম্মক কিবা বন্ধন করিয়া পরিধান ।
মাণিক হইয়া বনে করিবে পর্যান ॥ শাক মূল ফলে পঞ্চ বজ্র আচরিবে
সারস্প্রাতঃস্নান তবে নিয়মে করিবে ॥ শ্মশ্রুলোম নখ জটা করিবে
ধারণ । জল ফুল মূলে ভিক্ষু অতিথী পূজন ॥ অগ্রহিতা দাতা দাস্ত সঙ্কীর্ত্ত
তৎপর । বৈকালিক অগ্নিহোত্র বিধান সম্বর ॥ আপনে করিবে মুনি অন্ন
আহারণ । করিবেক পুরোডাস অংশ নিক্ষাপণ ॥ স্বয়ংকৃত জবণ খাইবে
অনুদিন । ফটোষ স্নেহ পান করিবে প্রবীণ ॥ সৈবুর্শ গ্র করক পলম মধু
ভাগ । মূল্যান্ন আশ্বিনমাসে ত জ মহাভাগ ॥ পূর্বের সঞ্চিত অন্ন করিবে
বর্জন । গ্রাম কল মূল ফলে অন্ন নিবারণ ॥ দন্তোদ্বখলিক অশ্ব কূটর্ক
হইবে । সপ্ত প্রকালক মাস সঞ্চয় করিবে ॥ তিন মাস কিম্বা ছয়মাস
উপযুক্ত । দ্বাদশ মাসের কিবা অন্ন পরিমিত । কল মূল জাদি বস্তু সংগ্রহ
করিবে । নক্তভোজি কিবা একান্ত রাশি হইবে ॥ বর্ষকাল ভোজন নিয়ম
কিবা করে । চান্দ্রায়ণত্রয় কিবা নিয়ম আচরে ॥ পক্ষভোজি মাংসভোজি
বৈখালক গতি । ফল মূল ভোজন করয়ে নিত্য নতি ॥ তপস্তা নিয়মে
দেহ করয়ে পোষণ । নিত্য পিতৃ আর দেব করিবে তর্পণ ॥ অগ্নির সাধন

আপনাতে ময়োজন । গৃহবাস ছাড়ি সদা করি বিরচন ॥ বনবাসী ভপ-
 স্বীর স্থানে ভিক্ষা করে । মহীতলে বিহরিয়া প্রাণমাত্র ধরে ॥ আমি হৈতে
 আনাইয়া খাইবে অকিগ্রাস । দিবা রাত্রি নিয়মে করিবে বনবাস ॥ এই
 মতে বনাশ্রমী হইলে ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মলোকে পূজিত হইবে সর্বক্ষণ ॥ আ-
 বুর তৃতীয় ভাগ থাকিবা কালনে । চরমে ছাড়িয়া সঙ্গ করিবে ভ্রমণে ॥
 ঋণজর না শোধিয়া পুত্র না জন্মাইয়া । মোক্ষ ইচ্ছা বুথা যায় যক্ষ না ক-
 রিয়া ॥ প্রাণীমাত্র দাড়া হৈতে নাছি হয় ভয় । সর্বপ্রাণী তাহাকে অভয়
 দাতা হয় ॥ একাকী চরিতে অগ্নি গৃহ ত্যাগ করি । মোক্ষ কাম প্রাণে অন্ন
 খাবে ভিক্ষা করি ॥ জীবনে মরণে কিয়া বাঞ্ছা না করিবে । ভূতকে নিষেক
 খেন কাল প্রতিক্ষীবে ॥ সর্বজ্ঞে সমতা পূন্য সমতা আশ্রয় । ব্রহ্মমূল্যবাসী
 মুক্তি ইচ্ছা প্রবংশয় ॥ দান শৌচ ভিক্ষা নিত্য একান্ত শীলতা । এই চারি
 ধর্ম কৰ্ম করিবে নর্থনা ॥ বার্নিক চতুর মাস নাহি বিহারিবে । বীজাকুর
 তন্তু হিংসা তাহাতে হইবে ॥ গমন করিলে জন্তু করি পরিহার । বারি
 পান করিবেক বস্ত্র পরিষ্কার ॥ অনুজ্ঞা কর বাকা কহিবে নদায় । অজ্ঞে
 ন নিরক্ষিপ হবে নিরাজয় ॥ অধ্যাত্মনি নীরবত কেশ নথ বসি । কুণ্ডল
 দশম দণ্ডধারী ভিক্ষা আসি ॥ অজাবু মুক্তিকা কাষ্ঠ বংশ পাত্রধারী । ন-
 জিবে তৈজস পাত্র ভিক্ষুক সাদরি ॥ কপদিক গ্রহণে গোনহস্ত হত্যায় ।
 জীমজ করিলে কুণ্ঠিপাকেতে সে যায় ॥ এককালে ভিক্ষা করিবেক অম্প
 তর । নিয়মিত সতত করিবে অতি তর ॥ অম্পাচার বহিঃস্থায়ী ইন্দ্রিয় নি-
 গহ । রাগ দ্বেষ হীন ভিক্ষু মোক্ষ পরিগ্রহ । যাহার আশ্রমে যত শূন্য
 থাকিয়া ॥ কৃত কৃত্য সেই জন জন মহাশয় ॥ আজন্ম সঞ্চিত যত গৃহস্থের
 ভাণ । একরাত্র স্থির যদি দহে সর্ব আপ ॥ অনিত্য শরীর জরারোন অতি
 ভূত । ভক্ষ্য মৃত্যু ক্লেশ সদা আছে যে নিরন্তর । নানায়োনি জন্ম বিধোণ
 প্রিয়জনে । অপ্রিয় সহিতেনজ ঘটে অনুক্ষণে ॥ অধর্ম হইতে চূর্ণ সমুদ্ভব
 হয় ॥ নরকে নিবাস নানা যাতনা ঘটয় ॥ নিজ কর্ম দোষ হৈতে নানামণ্ড
 গতি । মনুষ্যের হইছে সदा কাল অতি ॥ শরীর অনিত্য আনি আহার
 নিত্যতা । সতত মুক্তির যত্ন করিবে সর্দথা ॥



অথ আগ্নেয়োগ কথন ।

পরায় । ভিক্ষাপাত্রে পরিভাণ কর পাণ্ডীখাতি । শতজ্ঞ পুণ্য

প্রাপ্তি হয়ে মহামতি ॥ চতুর্থ আশ্রমে ক্রমে সেবিয়া পণ্ডিত । নির্বন্দ হইয়া ব্রহ্ম হইবে নিশ্চিত ॥ বন্ধু হেতু কুহুঙ্কির আত্মা অসংযত । ক্রীমন্ত দহিতে সক্ষ করিবে নিয়ত ॥ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ উপনিষদাদি । শ্লোক বৃহৎ ভাষা আর যত শাস্ত্র বিধি ॥ বেদার্থ বচন জানি ব্রহ্মচর্যা ক্রম । তপোদম শ্রদ্ধা উপবাস পরিশ্রম ॥ আত্মজ্ঞান হেতু স্বতন্ত্রেতে গৃহী যত । আশ্রমে থাকিয়া আত্মজ্ঞানে ইচ্ছা রত ॥ শ্রোতব্য মন্তব্য দৃষ্টব্য আত্ম বিশেষ । আত্মজ্ঞান তৈতে মুক্তি আহুয়ে নির্দেশ ॥ যোগাভ্যাস বিনে আত্মজ্ঞান নাহি হয় । চিরকাল সাধিলে সে যোগসিদ্ধি পায় ॥ অরণ্য আশ্রম কিংবা গৃহস্থ আলোকন । ব্রত দান তপ যজ্ঞ কিংবা পদ্মাসন ॥ যুগান্ত দর্শন শৌচ মোদ মন্ত্র রূপ । এ সকল তৈতে যোগ না হয় সম্ভব ॥ অভিযোগ সদাভ্যাস তাহাতে নিশ্চয় । পুনঃ ধ্যানযোগ যোগ সিদ্ধি হয় ॥ আত্মাতে মিথুন সদা প্রজ্ঞাতে ক্রীড়ন । আত্মাতে সুহৃৎ জনে যোগ বিকল্পণ ॥ আত্মা বিনে ত্রিতীয় না দেখে যেই জনে । আত্মারাম সে যোগীন্দ্র ব্রহ্ম পরায়ণে ॥ যোগ নামে আত্মা মন দৌহার মিলন । প্রাণা প্রাণযোগে যোগ বলে কোন জন বিদয় ইন্দ্রিয়যোগ যোগ কেহ বলে । বিষয়ীর যোগসিদ্ধি নাহি কোনকালে জুনিবারে মনোবৃত্তি যাবৎ না কাটে । যোগের সংবাদ বার্তা তানু না ঘটে । বৃত্তি হীন করি মন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার । একতা হইলে তৈল যোগসিদ্ধি তার ॥ বহির্লুপ্ত ইন্দ্রিয় অন্তর মুখ করি । মনেতে নিযুক্ত সদা করিবে সাধরি ॥ হেন মন আত্মাতে করিয়া নিয়োজন । তাব হীন ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়ত্বে স্থাপন ॥ এই ধ্যান এই জ্ঞান অন্য শেষ আর । সে কেবল জানিবেক গৃহস্থের বিস্তার । যে বস্তু নাহিক তাকে আছে লোক বলে । হেন বাক্য প্রত্যয় কাহার নাহি কলে ॥ আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম হয় ॥ কুমারী নারীর যেন স্ত্রীমুখ প্রত্যয় ॥ অযোগী কখন তাহা জানিতে না পারে । জন্ম অঙ্কে যেন দীপবার্ত্তি না মেহারে ॥ অনিশ অত্যাশে সে আপনি বেদা হয় । মুক্তহেতু নির্দেশ করিতে না পারয় ॥ বাতাসাতে যেন ক্ষণ স্থির নহে নীর । পবনের যোগ তৈহ চিন্ত নহে স্থির ॥ চিন্ত তৈর্গ্য হেতু বায়ু করিবে বন্ধন । সেই হেতু যতক্ষণ যোগের আদরণ ॥ আসন ধারণা প্রত্যাহার প্রাণায়াম । ধ্যান সমাধি এই ছয় যোগাঙ্গপ্রমাণ ॥ আসনে তেদ চতুরাশি লক্ষ হয় । ইহার বিশেষ জ্ঞাত শিব মহাশয় ॥ চৌরাশি আসন তাতে শিব সংগ্রহিত । তাহাতে আসনদ্বয় আছে উদাহৃত সিংহাসন এক আর কোমল আসন । অতিশীঘ্র এই দুই সিদ্ধির সাধন ॥

বামপদ পার্শ্বভাগে গুহ্যতলে দিয়া । দক্ষিণ চরণ বাম উরুতে রাখিয়া ।
 এই সিদ্ধাসন শীঘ্র যোগসিদ্ধ কর । ইহার অভ্যাস দেহ দৃঢ় অতিতর ॥
 দক্ষিণ চরণ বাম উরুতে রাখিবে । বামপদ দক্ষিণ উরুতে ঠঠাইবে ॥
 পূৰ্ণগত দুই করে অঙ্গুষ্ঠ ধারণ । দৃঢ় দেহ হৈয়া অভ্যাসিবে পদ্মাসন ॥
 অথবা যে আসনেতে দুখ হয় বার । স্তম্ভিক প্রভৃতি আসনের অঙ্গীকার ॥
 যোগের সাধনে স্থান এ সব বর্জ্যিবে । জল বহি নিকটেতে যোগ না
 সাধিবে ॥ অগ্নিগোষ্ঠ অরণ্যবর্জ্যিবে সাবধানে । মশকদংশকাদি আছে ঘেই
 স্থানে ॥ চৈতন্য বৃদ্ধতলে কিবা আর যে চক্রে । কেশব্রহ্ম ভূষাঙ্গার কি-
 কনাহি ধরে ॥ ভূগঙ্গ স্থানেতে যোগ না হয় সাধন । জলেতে ব্যাপিত স্থান
 করিবে বর্জ্যন ॥ উদ্বেগ রহিত স্থলে ইচ্ছিয় সুখদে । মন সে প্রসন্ন যথা
 ধপের আমদে ॥ অতি তৃপ্ত না হইবে না হবে ক্ষুধিত । মল মূত্রে বাধিত না
 হবে সাবধিত ॥ পথপ্রাস্ত না হইবে না হবে চিন্তিত । সুস্থ হৈয়া যোগ
 বৃত্ত হবে যোগবিত ॥ উবশ্ব উত্তান পদ সব্যো ন্যস্ত কর । ক্রিষ্ণ উন্নত
 বস্ত্র কদম্ব উপর ॥ মুদিত নয়ন দস্তে নহেদন্তযোগ । তালুস্ত অচল জিহ্ব
 মুদ্রিবেক মুখ ॥ ইচ্ছিয় সকল করিবে নিয়মন । নাভী উচ্চ নাভী নীচ ভ-
 জিবে আসন ॥ হেন মত সত্যশীল করিবে নিয়ম । উত্তম মধ্যম প্রাণায়াম
 উপক্রম ॥ অনিল অচল হৈলে সকলি সচল । অনিল নিশ্চল হৈলে সকলি
 নিশ্চল ॥ অনিল করিয়া বন্ধ যোগী স্থান হয় । যাবত দেহেতে প্রাণ তাবত
 জীবয় ॥ পবন বিগমে মৃত্যু আছে সে নিয়ম । প্রাণ নিরোধনে তাতে করি-
 বেক ক্রম ॥ যাবত শরীরে বদ্ধ থাকে পবন । ক্রমধোদৃষ্টি নিরাশ্রয় থাকে মন
 তাবত শমন ভয় না থাকে তাহারে । কাল ভয়ে ব্রহ্মা সদা প্রাণায়াম করে
 যোগী যোগসিদ্ধ হয়ে প্রাণ নিযন্ত্রণে । প্রাণায়াম করিবার এইত সন্ধানে
 লঘু অঙ্গুরের মাত্রা জানিহ আখ্যান । অধম তাদশ মাত্রা প্রাণায়াম মান ॥
 চতুর্বিংশ মাত্রা হৈল মধ্যমে গণন । উত্তম ছত্রিশ মাত্রা প্রাণ নিরোধন ॥
 খেদ কণ্ঠ বিষাদ জন্মায় প্রাণায়ামে । অধমে জন্মায় ঘর্ষ কল্পন মধ্যমে ॥
 উত্তমে বিষাদ জন্মে যোগী সিদ্ধি প্রাণ । যথা ইচ্ছা লয় তথা ক্রমে সেবা-
 মান ॥ হটাৎকারে প্রাণ যদি করয়ে রোধন । রোমকূপ পথে প্রাণ করে
 নিগমন । শরীর বিদরে কুষ্ঠ রোগাদি জন্মায় । বনহস্তী পর প্রাণ স্ববশে
 করয় ॥ বন্য গজ সিংহ কিবা ক্রমে মুদ্র হয় । করিবে শাস্ত্রের নিয়মেতে
 অঙ্গ্য নয় ॥ কদম্ব সংশ্লিষ্ট প্রাণ যোগী ক্রমে ক্রমে । গ্রহণ করিবে সেবা
 করিবে নিয়মে ॥ ছত্রিশ অঙ্গুল বাজে হইবে গমন । প্রাণ দক্ষিণ বামে

করে অনুক্ষণ ॥ অতএব প্রাণ নাম হইল ইহার । নাড়ীচক্র শুদ্ধ যবে হইবে
 তাহার ॥ প্রাণ নিবন্ধন মোক্ষ তবে যোগী হয় । প্রাণারাম ক্রম এই কহিল
 নিশ্চয় ॥ দৃঢ়াশন যথা শক্তি প্রাণের রেচন । করিবেক বাম দ্বাণে দক্ষিণ
 পুরণ ॥ পীষ্ম বর্ষণ চন্দ্র মনে করে ধ্যান । হেন প্রাণারামে যোগী কুখ
 ক্ষণে পান ॥ সূর্য্যপথে করিবেক প্রাণ আকর্ষণ । উদয় গন্তে রতাতে করিবে
 পুরণ ॥ কুন্তক করিয়া ক্রমে চন্দ্রেতে রেচন । কদরে সহস্র রশ্মি করিবে
 শীলন ॥ এই বায়্যাসনে যোগী কুশলে থাকয় । হেন রূপে তিন মাস
 অভ্যাস করয় । উত্তম নিয়মে সেবা করিয়া নিশ্চয় । শুদ্ধ নাড়ীগণ যোগী
 সিদ্ধ প্রাণ হয় ॥ নাড়ীগণ শুদ্ধ হৈলে হেম শক্তি হয় । যথেষ্ট ধারণ বায়ু
 কথিতে পারয় ॥ নাদ অভিব্যক্তি অনলের প্রদীপণ । আরোগিতা উদ্ভিত
 হইবে গুণগণ ॥ প্রাণারাম দেহ মধ্যগত সে পবন । আয়ান নামেতে জান
 তার নির্বন্ধন ॥ একস্থান নয়মাত্রা প্রাণারাম কর । অধমতে ঘর্ম্ম মধ্যমেতে
 কম্প হয় ॥ উত্তম সহিতে পদ্মান উর্দ্ধে উঠে । তিন প্রাণারাম হৈতে
 তিন রূপে ঘটে ॥ প্রাণারামে দোষ নাশে শাস্ত্রের লিখিত । প্রত্যাহার
 যোগ হয় পাপ বিনাশিত ॥ ধারণেতে নন স্থির ধ্যানে দরশন । সমাধিতে
 মোক্ষ শুভাশুভ বিনাশন ॥ আসনেতে দৃঢ় বেহু অকিশয় হয় । বড়লোক
 হয় কল কহিল নিশ্চয় ॥ প্রাণারাম ছাদশেতে প্রত্যাহার হয় । প্রত্যাহার
 ছাদশধারণা তাকে কর ॥ ছাদশ ধারণা ধ্যান ঈশ্বর দর্শন । ছাদশ ব্যামেতে
 সমাধির নিকপণ ॥ সমাধির পরে জ্যোতি অনন্ত প্রকাশ । তাহার দর্শনে
 যাতায়াতের নিরাশ ॥ বায়ু বোম প্রাপ্ত হৈলে ঘটা দির ধানি । উদয়
 হইবে সিদ্ধি আদুরেতে শুনি ॥ যুক্ত প্রাণারাম হয় ব্যাধির সংশয় । অব্যক্ত
 অভ্যাস যোগে ব্যাধির উদয় ॥ হিকাশ শ্বাস শির চক্ষু কর্ণ বাখা । পবনের
 ব্যতিক্রমে ষট্টমে সর্কথা ॥ তাজে যুক্ত যুক্ত বায়ু যুক্ত পুরে । যুক্ত২ বদ্ধ
 করিবেক যোগীবরে ॥ বিবল হইতে ইন্দ্রিয়ের আহরণ । প্রত্যাহার ইহার
 আখ্যান নিকপণ ॥ কর্ম্ম যেন অস সব করে আকিঞ্চন । তেন ইন্দ্রিয়ের
 যেরা করে আহরণ ॥ নিষ্পাপ হইয়া সেই সিদ্ধ যোগ হয় । প্রত্যাহার বি
 ধানের এইত নিশ্চয় ॥ নাতি দেশে তামু তালু দেশে শশধর । অধোমুখ
 বজ্জে চন্দ্র গ্রাসে দিবাকর ॥ যেমতে লভয়ে সুখ করিলে সে কায় । তবে
 যোগী সিদ্ধ হবে হইয়া নির্ব্যাজ ॥ উর্দ্ধে নাতি অধে তালু উর্দ্ধে তামু
 হয় । অধে শশী বিপরীত করণ নির্ণয় ॥ কাক চক্ষু মুখে সুখ করিবেক
 পান । নির্জর হইবে যোগী সিদ্ধ হবে প্রাণ ॥ তালুরুদ্ধে রমনা রাখিয়া

সুখা পিবে। হয় মাস অভ্যাসেতে নিষ্ঠুর হইবে ॥ উর্দ্ধ জিহ্বা স্থির সম
 পান করে যেই। পঞ্চদশ দিনে মৃত্যুঞ্জয় হবে সেই ॥ রাজদন্ত বিবরে
 রসনা অগ্রভাগ। হয় মাসে করি হয় সাধি মহাভাগ ॥ অমৃত পূর্ণিত দেহ
 যোগী মহাশয়। দুই তিন বর্ষ পরে উর্দ্ধ রেতা হয় ॥ বোলকলা পূর্ণ দেহ
 নিত্য বার হয়। তক্ষকে দংশিলে তাকে বিষ না লাগয় ॥ সিদ্ধাসন প্রাণ-
 যাম প্রতাহার যোগী। ধারণা অভ্যাসে তবে হবে অনুরাগী ॥ ত্রিঃ
 পঞ্চভূত হৃদয়ে ধারণ। ধারণা ইহাকে বলি সুনিশ্চয় মন ॥ হরিতাল বর্ণ
 ভূমি নানা অলঙ্কৃত। চতুষ্কোণ ধ্যান করে বিধির সহিত ॥ বলে ক্ষিত
 ধারণা ইহার অনুষ্ঠান। কণ্ঠে অল তত্ত্ব অর্জুনের ভাসমান ॥ কুন্দা ভাবা-
 কার বীজ বিষ্ণু সহিত। ধ্যান করিলে অল ধারণা সঙ্গীত ॥ তালুতলে
 ইন্দ্র গোপ মণি জ্যোতির্ময়। ত্রিকোণ রেফেতে যুক্ত রুদ্রের আলয় ॥
 মহাতেজ ধ্যানে এই দহন ধারণ। বায়ু তত্ত্ব ভ্রমণে আছে নিকপণ ॥
 অঞ্জন সন্নিভ তেঁহ মণ্ডল আকার। যবীজ ঈশের ধ্যান বায়ু ধারণার ॥
 ব্রহ্মরক্ষ শ্মিত বোম মরীচ প্রকাশ। নাথ সমাশিব যাতে বসয়ে নির্বাস ॥
 পপর হকারাকর বীজ যাতে হয়। চিত্তের সহিত প্রাণ তাহাতে ধারণ ॥
 মোক্ষদার কপাট পাটন পটু ইনি। গগণ ধারণা নাম ইহাকে বাখানি ॥
 তন্তু নিপুবনী আর মহনি ভ্রামণি। ভূতের ধারণ পঞ্চ পঞ্চম সমনী ॥
 বৈবাতুর অর্থ চিত্তা শাস্ত্র বিনির্গয়। নিশ্চল তত্ত্বের চিত্তা ধ্যান নাম হয় ॥
 সগুণনিগুণ দুই ধ্যানের প্রভেদ। বর্ণভেদে সগুণ নিগুণ নাতিভেদ ॥ সমস্ত
 সগুণ ধ্যান অমস্ত নিগুণ। ধ্যানের সত্ত্ব এই কহিলেন পুনঃ ॥ সুখাসনে
 বলি বাহু দৃষ্টি অন্তর্মন। শরীর সমতা ধ্যান হুস্তার কখন ॥ অর্থমেধে
 রাজসুরে যেই পুণ্যালয়। স্থিরাসনে ধ্যান যোগে সেই পুণ্য হয় ॥ শব্দ আদি
 পঞ্চমাত্রা অতিক্রমাবৎ। ধ্যানেতে অসখি এই জানিবেতাবৎ ॥ তার পরে
 সমাধি জানিবে বিনির্গয়। সমাধিযোগেতে যোগী হয় ব্রহ্মময় ॥ পঞ্চ নাড়ী
 ধারণা ষষ্ঠিক নাড়ী ধ্যান। দ্বাদশ ধ্যানেতে সমাধির পরিমাণ ॥ অল
 লবণের যোগে সাম্য যেন হয়। আত্মা মনে ঐক্য সেই সমাধি নির্ণয় ॥
 প্রাণের সংকর হবে মানসের লয়। সেই সম রস তবে সমাধি স্বে হয় ॥
 জীবাত্মা পরমাত্মা দ্বৈতার সমতা। নির্বিকল্প সমাধির কহিলেন যথা ॥
 আত্মপর শীত উষ্ণ কিছু না জানায়। সমাধি সময়ে দুঃখ দুঃখ অনুদয় ॥
 কম্পান্ত কালেতে নহে কর্ণেতে লেপন। যুক্ত সমাধিতে অস্ত্রে না হয় ভে-
 দন ॥ যুক্ত আহার বিহার যোগী করো। কর্ণে তেঁহ যুক্ত চেষ্টা যে যোগী

আদরে ॥ বুদ্ধ্যন্ত নিদ্রা অবরোধ ঘেই জনে । তত্ব সমদর্শনে তার হয় বিজ্ঞ-
 মানে ॥ বিজ্ঞান আনন্দ তত্ব দুকোষে রহিত । বাক্যময় অগোচর কারণ ব-
 জিত ॥ ব্রহ্মবস্ত্র হেন ব্রহ্মবাদী নিকপণ । বড়জ্ঞ মোগোতে যোগী ব্রহ্মভে-
 মিলন ॥ যুতে যুত ফেলিলে সে যুত মাত্র হয় । ক্ষীরে ক্ষীর মিলে ঘেন হয়
 ক্ষীরময় ॥ যোগী ব্রহ্মে লীন হৈয়া ব্রহ্মময় হয় । লয় বিধি নিকপণ কছিল
 নির্ণয় ॥ মর্গ জলে করিবেক অকের মাজ্জান । কটু অম্ল ভাবণ বা করিবে
 ভক্ষণ ॥ ক্ষীর ভোজি ব্রহ্মচারী জিতক্রোধ হবে । মোহ আদি সকল শত্রুরে
 ভেদাগিবে ॥ সমৎসর হেনমত করিয়া অভ্যাস । চইবে পরম যোগী সতত
 প্রকাশ ॥ মহামুদ্রানভয়দ্রুমদ্রা উদ্ভিদিয়ান । জলজ্বর মুদ্র মূলবন্ধ মুদ্রা জ্ঞান
 যোগীর হবে সেই যোগসিদ্ধি ভঞ্জে । নাড়ীজাল শোধন ঘটন চন্দ্র সূর্য্যো ॥
 নর্সদা রসের শেষে মহামুদ্রা নান । মহামুদ্রা সাধি লভে পরম ব্রহ্ম ধাম ॥
 গৃহে বাস পক্ষ দিয়া হন বন্ধহস্তে ॥ অশস্ত দৌহাতে দক্ষ পদে দৃঢ় পরে ॥
 কাকি পুরীনেক প্রাণে রেচিবেক ক্রমে । এই মহামুদ্রা মহাপাপ বিধ্বংসনে
 বামে অভ্যাশিয়া পুনঃ সূর্য্যে অভ্যাশিবে । জুলা সংখ্যা হইবে সে মুদ্রা বিস-
 ত্তিবে ॥ নাহি রহে পথ্যাপথ্য সরস নিরস । বিষধান করিবেই অমৃতের
 রস ॥ ক্ষর কুষ্ঠ গুহ্যবর্ত্ত গুল্ম যোগ আদি । মহামুদ্রা অভ্যাশে করয়ে নাশ
 বিধি ॥ কপাল কুহরে জিহ্বাপ্রবেশকরিবে । ভ্রমণে দুর্জিবদ্ধ করিয়া রাখি-
 বে ॥ খেচরী নামক মুদ্রা অভ্যাস করিলে । রাগ নষ্ট হয় ভয় নাহি কোন
 কালে ॥ খেচর মানস জিহ্বা খেচর থাকয় । অভাব খেচরী মুদ্রার নাম হয় ॥
 শরীর যাবত বিন্দু স্থিরতর হয় । তাবত না থাকে যমরাজ হৈতে ভয় ॥
 নভমুদ্রার যাবত বন্ধন ঘেহে থাকে । বিন্দুর নিগম হৈতে নাহি পারে
 তাকে ॥ দিবা রাত্রি হংস পক্ষী উদ্ভিদিন করয় । অতএব উদ্ভিদিয়মান তার
 নাম হয় ॥ বন্ধ উক্ত আছে এই শাস্ত্র নিকপণ । বামজানু জইরেতে করিবে
 ধারণ ॥ উদ্ভিদিয়ান বন্ধ এই মুদ্রা অভ্যাশিবে । মুদ্রাভয় সেই যোগী কহু
 না লভিবে ॥ কণ্ঠে নাড়ীজাল অধোগতি নভজল । মহাত্মাধনান বন্ধন
 জালজ্বর ॥ জালজ্বর বন্ধে কষ্ট সঙ্কুচিত হয় । বারু স্থির অগ্নিতে পীযুষ না
 পড়য় ॥ গুহ্য ভাগে পাদপাখি গুহ্য আকুঞ্চিত । উর্দ্ধ হু আপনি মূল বন্ধন
 বিহিত ॥ আকুঞ্চিত কষ্ট সময়েই হন রাখে । ইহা জালজ্বর বন্ধে অক্ষয়
 কারণক ॥ অধোগতি আপন বলেতে উর্দ্ধ করে । বার বার উর্দ্ধাঙ্গন গগন
 সমীরে ॥ প্রাণাপান সাদ বিশুদ্ধন বন্ধ আর । একথা হইয়া মুক্তি লাভ হয়
 তার ॥ আপন প্রাণের ঐক্য মলমুদ্র ক্ষয় । মূল বন্ধ অভ্যাশন বন্ধ দুই হয়

প্রাণপণ সবে জীব উর্দ্ধে অধে ধায় ॥ সবাসবো সমা চলে স্থিতি নাহি পায় ॥
 গুণবদ্ধ পক্ষী যেন পত্ন নাহি হয় । গুণবদ্ধ জীব প্রাণা প্রাণে আকর্ষয় ॥
 অপানে করয় প্রাণা প্রাণ আপনাবে । উর্দ্ধ অধোস্থিত দুই যোগী মুক্ত
 করে ॥ হকারে বাহিরে যায় সকারে প্রবেশি । হংস হংস মন্ত্র জীব অপে
 দিবানিশি ॥ একবংশ সহস্র আর যেনা হয় শত । অজপা গায়ত্রী জীব
 অপরে সতত ॥ অজপা শব্দে গরুপাণ মুক্ত হয় । যোগের বিহিত বিধি
 কহিল নির্ণয় ॥ নামা অন্তরায় এতে উপস্থিত হয় । যোগ হানি করে যোগী
 অনেক নিশ্চয় । দূর কথা শুনে দূর বস্ত্র দৃষ্টি হয় । যোজন শতেক গতি
 ক্ষণেকের করয় ॥ অচিন্তিত শাস্ত্র কণ্ঠ পাঠ হয় তার । বড়ই ধারণ শক্তি লয়
 বড় তার ॥ ক্ষণেক ক্ষণে ক্ষুল ক্ষণে অঙ্গ হয় । ক্ষণে বড় পরকার প্রবে-
 শ করয় ॥ পশু পক্ষী ভবা বোধ অনায়াসে হয় । দিব্য গন্ধ দিব্য বাণী
 সহজে উদয় ॥ দিব্য কন্যা প্রার্থনা করয়ে অতিশয় । দিব্য দেহ ধরে দিব্য
 পদ লাভ হয় ॥ যোগ সিদ্ধি সূচক এসব অন্তরায় । হইবে উদয় তার ক্ষতির
 উপায় ॥ এ সকলে যদি স্নেহ চিতে নাহি ক্ষিপে । তবে প্রাপ্ত হয় পরে
 ত্রাজার স্বরূপে ॥ থাকে প্রাপ্ত হৈলে পুনর্বার রাগ নাই । বড়ই যোগেতে
 থাকে লভে যোগী ভাই ॥ এক জন্ম হৈন যোগ কিসে সিদ্ধি হয় । যোগ-
 সিদ্ধি না হইলে কতু মুক্তি নয় ॥ নির্বাণের দুই পথ আছে নিশ্চিত ।
 কাশী মৃত্যু কিবা যোগ সিদ্ধি সমুদিত ॥ কলিতে কলুস বুদ্ধি ইন্দ্রিয় চঞ্চল
 অঙ্গ আর যোগ সিদ্ধি নহে যোগ কল ॥ অতএব কাশীপুরে বিশেষ
 স্থিতি । কৃপা করি লোকে দান করিলে মুক্তি ॥ কাশীপুরে সুখে যেন
 নির্বাণতা হয় । যোগ আরাধনে মুক্তি তেজতি লভয় ॥ কাশীতে শরীর
 যোগ মহাযোগ কর । কাশীযোগে অবশ্যই শুভ মুক্তি হয় ॥ বিশেষ
 বিশালক্ষ্মী তুষ্টি দণ্ডপাণি । কালরাজ গঙ্গা এই বড়ই বাধানি ॥ কাশীতে
 বড়ই যোগ নিত্য অভ্যাসয় । দীঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হৈয়া অমৃত তুঙ্গয় ॥ প্রণব
 কেন্দার কুণ্ডিবার বীরেশ্বর । ত্রিপিঠক বিশেষের বড়ই অপর । বরুণ
 সঙ্গম আর অঙ্গার সঙ্গম । জ্ঞানবাণি মণিকর্ণী জতি অনুপম ॥ ত্রক্ষুদ
 ধর্ম কূপ বড়ই অপর । অভ্যাগিয়া কাশীতে নির্বাণ লভে নয় ॥ গঙ্গাস্নান
 মহামুদ্রা পাতক নাশিনী । সেবিবা কাশীজনের মুক্তি প্রদায়িনী ॥ কাশীতে
 সঞ্চার মুদ্রা হস্ত ধেরী । খেচর হইবে জন্ত তার সেবা করি ॥ দূরদেশ
 হইতে উড়ি কাশী আগমন । উড় ডীমান মহাবল এই নিকর ॥ বিশে-
 শর মান রারী শিরস্ত্রয় ধারণ । জালঙ্কার বদ্ধ এই মুক্তির কারণ ॥ শত বিদ্র

নাতে কাশীপুরী না ছাড়য় । এই মূল বন্ধ মহাছুঃখ বিনাশয় ॥ নানা
মতে যোগ বিধি উক্ত এই হয় । যত্ন সহস্র যোগ কহিল নির্ণয় ॥ উভয়
যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাশীযোগ । কাশীযোগ অভ্যাসিয়া নাশে ভবরোগ ॥
যাবত ইন্দ্রিয় নাহি হইবে তৎপর । ব্যাধিতে ব্যাধিত না হইবে কলেবর ॥
যাবত থাকরকালবিলম্ব তাবত । যোগ যুত হইবেকছাড়ি নানামত ॥ আধি
ব্যাধি সন্ধি স্বরা মৃত্যুর লক্ষণ । নিকটে জানিয়া কাল কাশী আশ্রয়ণ ॥
কাশীনাথ আশ্রয়িলে নাহি কালভয় । ক্রুদ্ধ হৈলে কালে প্রাণ হরণকরয় ॥
কাশীপুরে মরণ মঙ্গল অতিশয় । অতএব কাশীপুরে নাহি কাল ভয় ॥
গৃহি যেন কালে অতিথিকে প্রতিক্ষয় । ভাগ্যবন্ত কাশীপুরে কাল নিরীক্ষয় ॥
কলিকাল ক্লত কর্ম ত্রিকটক কহে । আনন্দ কাননে ত্রিকটক ভরনহে ॥
অকস্মাৎকাল আসি করিলেক গ্রাস । কাল ভয় ভীত আশ্রয়িবে কাশীবাস ।
অশ্বিকানিবাসী সীতানাথ বসুদাস । কাশীখণ্ড ভাবারতি করিল প্রকাশ ॥
ব্রহ্মানন্দ সমাগমে ব্রহ্মানন্দ পায় । সমাপ্ত হইল একচল্লিশ অধ্যায় ॥

—৩৩—

অথ মৃত্যু লক্ষণ ।

পয়ার । অগস্ত্য বলেন শুনপার্বতী নন্দন । কিকপে নিকটে কাল
হয় নিকপণ ॥ মরণের চিহ্ন কিছু কহ মোর স্থানে । এত শুনি কুমার কহেন
হৃদ মনে ॥ শুন কহি কাল চিহ্ন মরণ লক্ষণ । বাহাকে জানিলে মৃত্যু হয়
নিকপণ ॥ দক্ষিণ নাগাতে বায়ু বহে অখণ্ডিত । এক দিবা রাজ্য তিনবৎ-
সর জীৱিত ॥ দুই তিন দিন যদি বহে সেই মত । অষ্টাদশ মাসে মৃত্যু
তাহার নিয়ত ॥ নাশা পটু যোগে বায়ু বহে দশদিন । ছয়মাসে সেই হয়
মৃত্যুর অধীন ॥ নাশাষোণে ছাড়ি বায়ু মুখে বহে যার । দ্বিতীয় দিবসে
মৃত্যু জানিহ তাহার ॥ সপ্তম রাশিতে গত হয় দিবাকর । জন্ম নক্ষত্রেতে
আর থাকে শশধর ॥ দক্ষিণ নাগাতে বায়ু বহে সে সময় । অকস্মাৎ সেই
কালে মৃত্যু তার হয় ॥ পুরুষ পিকলকৃষ্ণ সে কালেদেখয় । দ্বিতীয় বৎসরে
মৃত্যু তাহার নিশ্চয় ॥ বীৰ্য্য মল মুত্র কিবা ক্ষুত মুত্র মল । এক কালে হয়
তারবর্ষ আরু বল ॥ ইন্দ্রনীল নিতনাগ বৃন্দ আকাশেতে । দেখিয়া জানিবে
মৃত্যু হয়মাস গণ্ডে ॥ দোষ হীন দিনে মুখে লইবেক বারি । দিবাকর পূর্তে
রাখি কেলিবে ফুৎকারী ॥ তাকে যদি ইন্দ্রচাপ হয় দরশন । অবশ্যই
ছয়মাসে তাহার মরণ ॥ অরুদ্রতি ধ্রুব বিকুপদত্তর আর । না দেখে যে

ক্ষমে মাতৃ মণ্ডল সঞ্চার ॥ অতি নিকটেতে মৃত্যু তাহার নিশ্চয় । হইবেক
 সাবধান দেখি সে সময় ॥ অকল্পিত জিহ্বা দ্রব নাগা অগ্র স্থল । বিস্ময়
 ক্রমণে মেরু মাতৃমণ্ডল ॥ এককপে আর কপ এক সঙ্গে আর । হইলে উদরে
 মৃত্যু নিকটে তাহার ॥ কণ্ঠ ওষ্ঠ রসনা দশন তালু শোষণে । সতত জানিহ
 তার মৃত্যু ছন্নমাসে ॥ নথ শুক্ৰ নিত্যন্ত মলিন বার হয় । ছন্নমাসে মৃত্যু
 তার অবস্থা করয় ॥ বাবায় সময় মধ্যে অস্তে খুঁত হয় । মরণ পঞ্চম মাসে
 জানিবে নিশ্চয় ॥ কুকলাস শিরে বার করে আরোহণ । ছন্নমাসে মৃত্যু
 তার আছে নিরূপণ ॥ কুম্ভাত রুদয় কর চরণ শোষণ । হইলে জানিবে
 তিন মাসেতে মরণ ॥ ধুলেতে কদমে কিয়া খণ্ড পদ রেখা । পঞ্চম
 মাসেতে মৃত্যু সঙ্কে হবে দেখা ॥ শির দেহ আছে ছায়া করয়ে কম্পন ।
 চতুর্থমাসেভেতার অবশ্যমরণ ॥ দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মন্তকবিহীন । দেখিলে
 হইবে মাসে মৃত্যুর অধীন ॥ অতিক্রম হয় তারবাক্যের স্থান । আকাশে
 ইন্দ্রের ধনু হয় দরশন ॥ রাত্রেছুই চন্দ্র দিবাছুই দিবাকর । দিবাতে তারকা
 চক্র দেখে যেই নর ॥ রাত্রেতে আকাশ দেখে নক্ষত্র রহিত । চারিদিকে
 চক্র ধনু দেখে আচম্বিত ॥ বৃষ্কের উপরে কিবা পর্কিত শিখরে । গন্ধর্ব
 নগালয় দেখে যেই নর ॥ দিবাতে পিশাচ মৃত্যু দেখে যেই জন । অবস্থা
 নিকটে তার ঘটয়ে মরণ ॥ এসকল চিহ্ন যদি এক চিহ্ন দেখে । প্রতিফা
 করিবে এতমাস মৃত্যু পক্ষে ॥ করে কর্ণ বন্ধ করি না শুনে যে ধনি । কৃণ
 শূল হয় শূল কুশ হয় পুনি ॥ অবশ্যই মাসমধ্যে তাহার মরণ । কাটাইবে
 সেই কাল করিয়া বতম ॥ আপন দেহের ছায়া দক্ষিণে দেখয় । পঞ্চম
 দিনে তার মরণ ঘটয় ॥ ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস গৃধর । কুকুর
 শূকর আর শৃগাল বানর ॥ সরস মলভ সেন আর অশ্বতর । স্বপ্নেতে ইহার
 পৃষ্ঠে বহে যেই নর ॥ অথবা পরীর মাংস করয়ে ভক্ষণ । বৎসরান্তে অব-
 শ্যই ঘটয়ে মরণ ॥ রক্তপঙ্কে পুষ্প বস্ত্রে স্বতনু ভূষিত । দেখি স্বপ্নে অর্ধ
 মাসে মরণ নিশ্চিত ॥ গজদন্ত বল্লীক অথবা ধূলারানি । স্বপ্নে আহরণে
 মৃত্যু ঘটে ষষ্ঠ মাসি ॥ মণ্ডিত মস্তক তৈল করি অভ্যঞ্জন । আরোহণ
 গন্ধর্বে যে করয়ে গমন ॥ দেখয়ে স্বপনে আপনাকে যেই জন । ছন্নমাস
 মধ্যে তার অবশ্য মরণ ॥ আপন মস্তকে কিয়া শরীরে দেখয় ॥ স্বপ্নে ভূণ
 কাষ্ঠ ছন্নমাসে মৃত্যু হয় ॥ কুকবর্ণ দেহ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান । লৌহমণ্ড হাতে
 যুগ্মি দেখে বিদ্যালীন ॥ তিন মাসপার তার হইতে না পারে । অবশ্যই
 তিনমাস মধ্যে সেই মরে ॥ স্বপ্নে কাল কুমারী বাহুরে বাহু পাশে । অব

শ্রীমদ্ভ্যুতর ঘটে সেই মাসে ॥ বানরে চড়িয়া স্বপ্নে পুৰুষদিশে যায় ।
পঞ্চম দিবসে যম দরশন পায় ॥ কৃপণের দান শক্তি অতিশয় হয় । দাতার
কার্ণাণ্য শুণ হইলে উদয় ॥ প্রকৃতি বিকৃতি হৈলে নিকটে মরণ । আহারে
অনেক আর মরণ লক্ষণ ॥ জানিয়া লক্ষণ যোগে নিবৃত্ত হইবে । অমর
শিবের কাশী আশ্রয় করিবে ॥ কাল বঞ্চনের হেতু আর মৃত্যু হয় । জানিয়া
বিশেষ কাশী করিবে আশ্রয় ॥ ক্রোধ করি যমতারে কি করিতে পারে ।
মৃত্যু হয় আপনি তাহাকে রক্ষা করে ॥ শিশুতা বিগত যেন রহিল কুমার ।
যৌবন বিগত দেখ বার্দ্ধক্য সঞ্চার ॥ এক দেহে চারি ভাব দেখি মহাশয় ।
সকল ত্যাগিয়া কাশী করিকে আশ্রয় ॥ অন্য অন্য মরণের চিহ্ন থাকে দুই ।
মৃত্যু পূৰ্ব চিহ্ন অরা না দেখে বর্ষরে ॥ অরা পরাভবে পরাভব সব হৈতে ।
ধনহীন জন যেন তারুণ্য রহিতে ॥ পুজে বাক্য নাহি শুনে পত্নী প্রেম
ছাড়ে । না মানে বান্ধব লোকে অবজ্ঞান করে ॥ অরাতুর দেখিয়া পলায়
পর নারী । পরাঙ্মুখী হয় নিত্য আপন সুন্দরী ॥ অরা সে বিবম ব্যাধি
হুঃখের নিদান । মরণ হইতে অরা করে অপমান । যোগ তপস্বিতে কাল
জিনিতে না পারে । কাশীবাসে অবহেলে কাল অয় করে ॥ যজ্ঞ দান ব্রত
আদি পুণ্যের সঞ্চার । না থাকিলে কাশীবাস ঘটিলে কাহার ॥ যোগ তপ
ব্রত দান সব কাশীবাস । কলিকাল পাপ অরা সব হয় নাশ ॥ আশ্রয়
করিয়া কাশী পুজে বিদ্যেশ্বর । পাইয়া তারক জ্ঞান মুক্ত হয় নর ॥
ঘটিলে যে সুখ কাশী হইলে মরণ । সেই সুখ কখন না ঘটে ধনীজন ॥ স্নেহ
কাশীবাস স্বর্গবাস তুল্য হয় । হুঃখান্ত লভয়ে পূর্বে পরে সুখ হয় ॥ মন্দর
কন্দরে থাকি দেব বিদ্যেশ্বর । কাশী বিনে কুর্ঘ না হইল দিগম্বর ॥ আরা
দিরদাস নরপতি পুণ্যবান । কাশীবাস সুখভোগে আছে অনুভবান ॥
ব্রহ্মানন্দ মতি ব্রহ্মানন্দের আশায় । সমাপ্ত হইল তাতে বিচলিত অশায় ॥

দিবদাসের রাজ্য শাসন ।

পয়ার । অগস্ত্য কহেন শুন দেব বড়ানন । দিবদাস রাজ্য শাসনের
বিবরণ ॥ মহাদেব মন্দরেতে গেলেন কি কপোতে । বিবরিয়া কহ দেব
শুনিব নিশ্চিতে ॥ কার্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন । যে কপোতে মন্দ
দেব মন্দরে গমন ॥ সবে করি ভুতনাথ আপনার গণ । কাশীহৈতে গতি
শীঘ্র মন্দরে গমন ॥ অতি রম্য স্থান মন্দরের এহা হয় । গৌরী

সদানন্দ তথা বিরাজয় ॥ পৃথিবীতে বিষ্ণু অংশে যেখানে যে ছিল । আর
আর দেব সব একত্র মিলিল ॥ ক্রমে ক্রমে সর্বদেব মন্ডরে আইল । পরম
হরিষে সব একত্র হইল ॥ সকল দেবতাগণ পৃথিবী ছাড়িল । অগ্নি চন্দ্র
সূর্য বায়ু বরুণ রহিল ॥ তার পরে পৃথিবীর রাজা দিবদাস । কাশীগুরে
রাজধানী করিল প্রকাশ ॥ প্রজার পালন করে অতি চমৎকার । ছুইগণ
প্রতি রাজা অতি ভয়ঙ্কর ॥ পৃথিবী সুকলা হৈল তাহা কিবা কব । ধন
ধানা মহা সুখে থাকে প্রজা সব ॥ সকলের গৃহে গৃহে ধর্ম আচরণ । শিব
পূজা রত সদা আছে সর্বজন ॥ দেবলোকে চন্দ্রকলা ক্রমে হয় ক্ষয় ।
দিবদাস রাজ্যে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় ॥ সূর্য্যদেব তেজ হীন সদা শাম্য রয় ।
মলয়া পর্ব্বতে বায়ু নিত্য নিত্য বয় ।

ত্রিপদী । স্বর্গে রাজা সুরপতি, নানা সুখ ভোগ অতি, দিবদাস তুলা
নাহি হয় । আর আর সুখ যত, তাহা বা কহিব কত, বর্ণনেতে কে করে
নিশ্চয় ॥ দিবদাস এ প্রকার, বৎসর আশি হাজার, রাজত্ব করেন মহাসুখে
পরে সব দেবগণ, চিন্তাকুল মহা মন, দিবদাস করিতে বৈমুখে ॥ দেব গুরু
বৃহস্পতি, সদাই সুস্থির মতি, দেবগণ তারে জিজ্ঞাসয় । দিবদাস কাশী
রাজা, হইল যে মহাতেজা, কি রূপেতে রাজ্য অর্ক হয় ॥ কাশী ছাড়ি দে-
বগণ, সর্বদা দুঃখিত মন, কহ গুরো ইহার উপায় । গুরু কহে শুন যুক্তি,
অন্তর বাহির শক্তি, অগ্নি দেব আনিলে হেথায় ॥ অগ্নি কাশী ছাড়ে যদি,
রাজ্য প্রজা নিরবধি, সদা হবে কাতর অন্তর । অন্তর বাহির হৈতে, অগ্নি
হৈলে বহির্ভূতে, তবে রাজা হইবে কাতর ॥ বৃহস্পতি বাক্য শুনি, সকল
দেবতা গুণি, বিচার করেন তদন্তর । অগ্নি সর্বব্যাপি হয়, বাহ্য অভ্যন্তরে
রয়, যে রূপে না রহে পৃথী পর ॥ পরে সব দেবগণ, অগ্নিকে ডাকিয়া কন,
স্বর্গে আইস পৃথিবী ত্যজিয়া । দিবদাস রাজ্য হৈতে, অগ্নি গেল বহি-
র্গতে, গেল অগ্নি স্বর্গেতে চলিয়া ॥

পয়ার । দিবদাস রাজ্য ত্যজি অগ্নি যে চলিল । অগ্নি বিনে রক্তনাড়ি
কিছু না হইল ॥ নান পূজা করি রাজা পাক স্থানে যায় । রাজা দেখি
পাককর্ত্তা সঙ্গুখে দাণ্ডায় ॥ থর থর কম্পবান বচন না কর । ইহা দেখি
দিবদাস জিজ্ঞাসা করয় ॥ তার পরে পাককর্ত্তা করে নিবেদন । অগ্নি বিনা
তব রাজ্যে না হয় রক্ষন ॥ তব ভয়ে সব দ্রব্য সূর্য্য পাক করি । রাখিরাছি

কাশীখণ্ড ।

আজ্ঞা হৈলৈ আনি দিতে পারি ॥ শুনিয়া এতক বাক্য ত্রিপুরার রাজা ।
 ধ্যান করি যোগামনে দেখে মহাতেজা ॥ দেবতার চক্র এই রাজানকে
 করি । তে কারণে সৰ্ব্ব অগ্নি লৈয়া গেছে হরি ॥ কণেক পরেতে দেখে
 রাজ্য প্রজা যত । কাতর হইয়া সব হৈল উপস্থিত ॥ রাজার অগ্রেতে সবে
 করে নিবেদন । অগ্নি বিনে প্রাণ যায় করহ রক্ষণ ॥ অকারণ দেখি রাজা
 প্রজা আশ্বাসিল । চিন্তা না করহ সব প্রজাকে বলিল ॥ অগ্নি গেল বায়ু
 বরুণ কিছু নাহি চাই । নিজ তেজে করি অগ্নি রাখিব সদাই ॥ বায়ু বরুণ
 চন্দ্রদেব না রাখিব রাজ্যে । অপমান করে সব ভাগিবি অব্যাজে ॥ যোগ-
 বলে ইহা আমি উদ্ধব করিব । নিজ রাজ্যে সূর্য্যদেবে অবশ্য রাখিব ॥
 সূর্য্য কুলোদ্ভব আমি সেই সে কারণ । সূর্য্যদেব আদি পুরুষ আমার বে
 হন ॥ তদপরে দিবদাম যোগেতে বলিল । চন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ স্বতন্ত্র ক-
 রিল ॥ দিবদাম রাজা সব প্রজা আশ্বাসিয়া । যোগবলে রাজ্য রক্ষা সন্তত
 করিয়া ॥ অগ্নি চন্দ্র বায়ু বরুণ স্বর্গে শীঘ্র গেল । অপমান তত্ত্ব সব নিবে-
 দন কৈল ॥ না করে অপেক্ষা কিছু দিবদাম রাজা । আপন শক্তিতে সব
 রক্ষা করে প্রজা ॥ তেতাল্লিশ অধ্যায় হইল সমাপন । অগস্ত্য নিকটে
 কহিলেন ষড়ানন ॥

পয়ার । মন্দেরের গুহা হয় অতি রম্যস্থল । মরকত মনি আনি করে
 ঝলমল ॥ রজত গিরির আভা দেব মৃত্যুঞ্জয় । বামে গৌরী সদানন্দে তথা
 বিরাজয় ॥ চতুর্দিকে দেবগণ অতি সুশোভন । মন্দের বেষ্টিত যেন পট্টেতে
 ঘেরণ ॥ কাশী ত্যাগে ষড়ানন তাপিত কদয় । সদানন্দে মনে দুঃখ কেহ
 না জানয় ॥ অতি ক্ষীণ বল হৈল কাশীর লাগিয়া । আপনার মনোমধ্যে
 তাপিত হইয়া ॥ কপালেতে চন্দ্র আছে অতি সুশীতল । অঙ্গ সস্তাপেতে
 চন্দ্র হৈল ক্ষীণ বল ॥ ম্লিষ্ট গঙ্গা বিরাজিত গঙ্গাধর শিরে । উত্তাপের
 আসে গঙ্গা থাকে তটোপরে ॥ সমুদ্র নহুনে বিষ উদ্ভিত হইল । কণ্ঠে ধরি
 সদানন্দে নীলকণ্ঠ হৈল ॥ লজ্জিত হইয়া বিষ শোষণে কলেবরে । সঙ্কণ্ঠ
 বলি পদ্মনাল হস্তে ধরে ॥ পদ্মনাল বলয়া হইল ফনি বরে । হস্ত পাশে
 সর্পাক্রান্তে আভরণ করে ॥ শিব ভাব নাহি বুকে সব দেবগণ । পার্শ্বভী
 কহেন প্রভো কহত কারণ ॥ কি কারণে কাশীনাথ দুঃখিত অন্তরে ।
 রূপা করি আধিনাথ কহত আমারে ॥ হেন বাক্য শুনি শিব গৌরীকে
 কহিল । কাশীপুরী অর্কমূর্তি উদয় হইল ॥ ভোলানাথ বাক্য ভাবে বুঝিয়া

কন্যার। কাশী বিচ্ছেদের আলা না সহ্য পরাগী ॥ হা হা কাশী কোথা
ভূমি দেখা দেহ আসি। ভব স্থান ভ্যাগি হুঃখ পাই অহর্নিশি ॥ মণিকর্ণি
কোথা ভূমি যথা সন্ধ্যাকিনী। কত দিনে দৃষ্টিতর হইবে আপনি ॥ হা হা
কাশীবাসি সব কোথা যে তোমরা। কি মতে আহসে সবে কাশী হৈয়া
হারি ॥ এ রূপ অনেক খেদ করিয়া তারিণী। ভব নিন্দে ভবানী কহেন
কিছু বাণী ॥ কাশীর বিচ্ছেদ আলা সহিতে না পারি। ইহার উপায়
প্রভো কর ত্রিপুরারী ॥ অনিন্দ কানন শীঘ্র দেখহ শঙ্কর। নজুবা পিতার
গৃহে পাঠাই শঙ্কর ॥ বরাগমী ভ্যাগি আসি প্রাণ নাহি রয়। হেম খেদ
শুনি ভব উমাকে বলয় ॥ ছুরিতে যাইব কাশীপুরেতে নিশ্চয়। এত কহি
ভুতনাথ ভাবিত রুদয় ॥ কিসে অবিসৃক্ত পুরী করিব গমন। চৌবাটু যো-
গিনী ডাকিল ত্রিলোচন ॥ ধর্মশীল দিবদাস রাজ্যভোগ করে। তার
রায়্য্য পাপ জন্ম করহ সম্বরে ॥ এই আজ্ঞা পাইয়া চৌবাটু যে যোগিনী
চৌরাঙ্গিশ অখ্যা সাধ হইল কাহিনী ॥



চতুঃষষ্টি যোগিনীর কাশী গমন।

পর্যায়। কলস উদ্ভব কহে কার্তিকের প্রতি। যোগিনীরে কি কহিল
কহ মহামতি ॥ যড়ানন কহিছে অগস্ত্য মুনিবরে। যোগিনী পাইয়া আজ্ঞা
চলিল সম্বরে ॥ সকল যোগিনী মনে করেন ভাবনা। বহুদিন অন্তে হবে
কাশী সন্দর্শনা ॥ স্নানোত্তা মানিয়া কাশী করিল গমন। দূরে হৈতে হৈল
কাশীপুরী দর্শন ॥ পরম্পর কহে প্রভু কর্মের সাধন। তাহা হৈতে প্রার্থ
হয় কাশীর দর্শন ॥ কহিতে কহিতে গেল কাশী নিকটেতে। প্রবেশ
করিল কাশী রূপট বেগেতে ॥ কেহ হয় নৃত্যকী কাহার ভাব দাসী। কেহ
কামরূপী কেহ বাজাইছে বাঁশী ॥ বেদিনীর ভাব কেহ কেহ গান করে।
কেহ তন্ময় মাখিয়া যোগিনী বেশ ধরে ॥ এ রূপ অনেক বেশ সকলে ধরিল
প্রথমেতে পঞ্চকোশী ভ্রমণ করিল ॥ তদন্তরে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিল।
দিবদাসে কোন পাপ নাহিক দেখয় ॥ হেন মতে এক বর্ষ অতীত হইল।
যোগিনী হইতে কার্য্য সিদ্ধ না পাইল ॥ সকল যোগিনীগণ চিন্তাকুল মনে
শিবের নিকটে সবে যাইব কেমনে ॥ সকলে মিলিয়া এক বুক্তি যে করিল
কাশীপুরে বাস ইহা নিশ্চয় হইল ॥ কৃতকার্য্য অপারক যেই জন হয়।
যরণ উচিত হয় কহিল নিশ্চয় ॥ এই ছেড়ু কাশীবাস প্রের কল্প হয়।

দেবতার কোথ বর তুল্য শাস্ত্রে কর ॥ শেষেতে যোগিনী সব কাশীতে
রহিল । আনন্দ কানন মধ্যে শিব তুল্য হৈল ॥ দেবী পক্ষে শুক্ল প্রতিপদ
তিথি আর । নবমী পর্য্যন্ত পূজা করিবেক সার ॥ আর প্রতি চতুর্দশী
উভয় পক্ষেতে । যোগিনীর পূজা যেরা করে বিধিমতে । উপসর্গ দেবতা
হইতে হবে মুক্ত । ইহাতে অন্যথা নাহি ব্যাসদেব উক্ত ॥ অধিকন্তু সর্ব
বিশ্ব নাশ তার হয় । নানাতোণ ঐশ্বর্য যে অনারাসে পায় ॥ পরতালিশ
অধ্যায়ের কহিল আখ্যান । বহুদিন যোগিনী উদ্দেশ নাহি পান ॥

ইতি কালীখণ্ডে শিবগীতা ও মনুষ্যের

মরণচিহ্ন ও মহাদেবের বিরহালা

নামো পঞ্চম সর্গঃ ।

অথ সূর্য্যার কাশী গমন ।

পরার । তদপরে খুলপাণি ভাবিত রুদয় । কি করিব কি হইবে না দেখি উপায় ॥ সূর্য্যদেবে ডাকাইয়া শঙ্কর কহিল । যাহ তুমি কাশীপুরী মিশ্রয় বলিল ॥ দিবদাস রাজা সুধার্ম্মিক মহামতি । তার ছিড চেষ্টা কর তথা কর গতি ॥ অধর্ম্ম না হৈলে নরপতি দিবদাস । কাশী ভাগ কদাচিত নাহিক নৈরাশ ॥ যাতে পাপ আচরণ করে নরপতি । তাহার অশেষ চেষ্টা কর শান্ত্রগতি ॥ দিবদাস নিজ ইচ্ছায় কাশী না ছাড়িবে । অধর্ম্ম হইলে কাশী অবশ্য ত্যজিবে । পাপহৃত হৈলে কাশী না ছাড়ে যখন । তাহার উচিত দণ্ড করিব তখন ॥ ধর্ম্মে মতি থাকিতে নাহিক পরাজয় । ইহাতে অন্যথা নাহি কহিল মিশ্রয় ॥ এই বাকা অর্ক দেব শুনিয়া তখন । শিরোধার্য্য মানি তথা করিল গমন ॥ কাশীপুরী সূর্য্যদেব দেখিয়া নরনে । কৃতার্থ হইল বলি ভাবে মনে মনে ॥ নিজ রূপ ভাগ করি হইল ব্রাহ্মণ । প্রবেশ করিলা নিত্য আনন্দকানন ॥ ভ্রমণ করেন সদা লোনা বেশ ধরি । কোন দোষ নাহি পান দিবদাস পুরী ॥ একপে বৎসর এক ঠাইলোক গন্ত । বহুপ তনয় বড় হইল চিন্তিত ॥ কি বলিয়া যাব পশুপতি নগিহিতে । অক্ষম বলিয়া সবে ঘুবিবে জগতে ॥ প্রভু আজ্ঞা কর্ম্ম যেবা করিতে না পারে । জীবন খানিতে মৃত্যু সমান তাহারে ॥ এত ভাবি অর্কদেব রুদয়ে করিল । লোলাখ্য ক্রমেতে মূর্ত্তি পরে প্রকাশিল ॥ অসির নিকটে তীর্থ লোলাখ্য হইল । বরুণার কাছে তত্র অর্কমূর্ত্তি কৈল ॥ তাদশ আদিত্য রূপ স্থানে২ হয় । কাশীক্ষেত্র শিবস্থান লোলাখ্য উদয় ॥ কাশী ছাড়ি সূর্য্যদেব না গেল মন্দরে । স্থানে২ সূর্য্য রূপে শিব ধ্যান করে ॥ পৌষে বঙ্গী সপ্তমী অর্কনী অর্কবারে । যে পূজে লোলাখ্য সূর্য্যে ভক্তিভাব করে ॥ সর্ব্ব ব্যাধি মুক্ত হয় সেই সব নর । অবশ্য যে কাশী মৃত্যু হইবে গোচর ॥ সাক্ষ হয় চলিল অধ্যায় কাশীখণ্ড । শুনিলে লভয়ে মুক্তি যায় তবদণ্ড ॥

অথ সুলক্ষণার উপাখ্যান ।

লঘু-উপাখ্যান । কার্ত্তিক কহেন, অগস্ত্য শুনেন, উক্ত অক রিবরণ । তিজ দত্তা ত্রয়, পত্নী সঙ্গে লয়, কাশী করেন গমন ॥ কাশী করি বাস, অন্য তীর্থ পাশ, আশ্রম করিল তথা । দ্বিজ শাস্ত্র অতি, পত্নী তার সতী শুদ্ধচিত্ত যে সর্ব্বথা ॥ কিছুকাল পর, এক কন্যা তার, হৈল বড়ই সুন্দরী ।

কালীমালা

মুলা অগ্রভাগে, বৃহৎপতি কেন্দ্রে, জন্ম হইল তাহারি ॥ সুখি সিন্ধা মাক
পালন সর্বথা, বর্ণনা হয় অপার ॥ বাড়ে দিনেদিনে, ধন্য রূপে গুণে
কি কব তার বিস্তার ॥ সুলক্ষণা নাম, বড় গুণধাম, উপমা নাহিক তার ॥
পিতা ভাবে মনে, বিবাহ কারণে, বরের নাহি উপায় ॥ কুল শীল ধনে,
সুন্দর গঠনে, কোথা পাব হেন বর ॥ দ্বিজত আকুল, পত্নীত বা কুল
মৌহেতে বড় কাতর ॥ জীবনাতে অর, দ্বিজের অন্তর, দিনে দিনে হয়
তাপ ॥ দ্বিজ তার পর, বড়ই কাতর, মনে মনে ইষ্ট রূপ ॥ পঞ্চম সম্বর,
দ্বিজ মহাশয়, মুখে শিব শিব বলে ॥ ব্রাহ্মা মরিল, সতী তা দেখিল,
পতি সঙ্গে সতী চলে ॥ কন্যা খেদ করে, মম ভাগ্য পরে, পিতা মাতা
হৈল হীন ॥ ক্রন্দন করয়, কি উপায় হয়, সুলক্ষণা ভানে দীন ॥ পরেতে
সুন্দরী, অগ্নিকায়া করি, যথুবিধি দশা করে ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন, কুরি
সমাপন, একেলা চিন্তিত পরে ॥

পর্যায় ॥ সুলক্ষণা বিলাপে যে আমি ভাগ্য হীন ॥ পিতা মাতা তাজি
গেলা একই কালীন ॥ কি করিব কোথা যাব উপায় না দেখি ॥ কুমারী
বয়সে হৈল অতিশয় চুঃখী ॥ বিবাহ কি রূপে হবে চারি জাতি শীল ॥
কারে বা করিব আমি ভাবিতে লাগিল ॥ পিতা মাতা আশ্রয়ণে বিবাহ
যে দেয় ॥ সেই সে উত্তম তাহে নাহি বিপর্যায় ॥ হইল যৌবনকাল দেখি
কাল নম ॥ কখন কি হয় ইথে নাহি নিরুপণ ॥ বহু লোক আইসে যায়
বিবাহ করিতে ॥ সুলক্ষণা কোন বসে নাহি ধরে চিতে ॥ তদন্তরে সুলক্ষণা
ভাবিয়া অন্তর ॥ চিন্তে স্থির কৈল রামা পুজিব শঙ্কর ॥ তার পর সুলক্ষণা
কন্যা মহামতি ॥ মহাযোগ আরম্ভিল সুস্থির সুমতি ॥ এইরূপে বহুকাল
তপস্যা করয় ॥ অগ্নি চর্চা অবিশিষ্ট দেহ মাত্র রয় ॥ উক্ত অর্ককুণ্ড তটে
তপস্যা করয় ॥ কন্যার তপস্যা যোগে যোগী প্রশংসয় ॥ তথা এক অপূর্ব
শুনহ চমৎকার ॥ শুভ্রহাগী প্রতাহ আইসে অনিবার ॥ কুণ্ডে বল পান
করি নিত্য নিত্য যায় ॥ সুলক্ষণা সম্মুখেতে দাণ্ডাইয়া রয় ॥ সুলক্ষণা
যোগ ভঙ্গে দেখেন তাহারে ॥ একি চমৎকার বলি ভাবেন অন্তরে ॥ এক
দিন হরগৌরী এসয় কদয় ॥ সুলক্ষণা তপস্থানে উদয় যে হয় ॥ কঠোর
তপস্যা গৌরী কুমারীর দেখি ॥ চক্ষুনাথে কহিলেন চিন্তে হৈয়া সুখি ॥
কৃষ্ণাকর দম্ভাময় বালিকার প্রতি ॥ হেনবাক্য পান্য তীর শুনি পশুপতি ॥

প্রসন্ন হইয়া শিব কহেন সখ্যকর বর লব সুলক্ষণ। যাঁহা ইচ্ছা করি
যোগতর্জে সুলক্ষণ দেখি কর্তৃমতি । হরগৌরী প্রণাম করিয়া করে স্তুতি ।
সুলক্ষণ চিত্তে জ্ঞাবে কি নইব বরে । হেনকালে হাণী আসি জল পান
করে ॥ তার পর কুমারী বলেন জুতনাথে । হাণী অগ্রে মুক্ত কর শুন
কালী পতে ॥ এই বাক্য শুনি হর গৌরীকে কহিল । সুলক্ষণ সম আঁখি
কছু না দেখিল ॥ পর উপকার অগ্রে চিন্তিত কর । অতএব হাণীকে কি
দিব বরচর ॥ ইহার উত্তর কিছু না করি শঙ্করী । কহিলেন শুন দেব
নিবেদন করি ॥ সুলক্ষণ সম দর্শী হইবে সখ্যর । সম অগ্রে থাকি সদা
চুলাবে চামর ॥ তদন্তরে সুলক্ষণ প্রতি বলে শিব । তব বাক্যে হাণীমুক্ত
অবশ্য করিব ॥ বিশেষে তৌহারে কহি শুনহ বচন । অর্ককুণ্ডে ছাগী করে
প্রত্যহ গমন ॥ অনারানে অর্ককুণ্ডে জলপান কৈল । এই কর্ম বশে হাণী
স্বর্গবাসী হৈল ॥ তদন্তরে শিব কহে শুন সুলক্ষণ । তব তপযোগে আমি
হিলাম উন্নত ॥ তুমি গৌরী প্রিয়া হৈয়া নিকটে থাকিবে । অহর্নিশ
দুর্গা অঙ্গ চামর চুলাবে ॥ তদন্তরে শিব শিবা একট হইল । সুলক্ষণ
পার্বতীর নিকটেতে গেল ॥ অর্ককুণ্ডে মাহাত্ম্যে কি কব বর্ণন । পৌষমাসে
অর্কবারে যে করে অর্চন ॥ কালীবাসী লাভ তার কে করে বশুন । অপূর্ব
প্রসন্ন অর্ককুণ্ডে বিবরণ ॥ সীতানাথ বহু ভাবি ত্রিপুরারণ । সন্তোষ
অখ্যায় হৈল সমাপন ॥



অথ শািবের অর্ক আরাধনা ।

পর্যায় । পার্বতীনন্দন পরে বলে অগস্ত্যেরে । বিরাজিত নারায়ণ
ঈদ্রিকানগরে ॥ বিস্তারিয়া বহুবংশ কৈল নারায়ণ । মুক্ত পোজ আঁখি
হৈল সব অগণন । ক্রীড়া করে শিশু সব গদানন্দ মনে । উপনীত তথ্যে
নারায়ণ তপোখনে ॥ নারায়ণ দেখিয়া বহুবংশ শিশুগণ । অস্ত্রে বাস্ত্রে প্রণাম
করিল ভক্তজন ॥ তার সম্মুখে শািব হই অতি কপবান । মঙ্গলকৈ নারায়ণের
না করে প্রণাম ॥ তপস্যাতে নারায়ণ শুদ্ধ অক্ষ হয় । বিশেষকঃ শরীরেতে
ভস্মতে মাধব ॥ তাঁহা দেখি শািব হৈল সচ্ছন্দ বচন । হেন সম্মুখে বহুবংশ
দেখি তপোখনে ॥ পরেতে নারায়ণ ধর্ম করিল গমন । উত্তরিল কথা বিরা-
জিত নারায়ণ ॥ তুমি দেখি হর্ষ চিত্ত হৈল নারায়ণ । পার্শ্ব অর্ঘ দিয়া
বসাইল সিংহাসন ॥ নারায়ণ বলে তুমি কহত কারণ । বহু দিন অস্ত্রে তুমি

করিলে গমন ॥ নানা কথা আলাপন মুনিবর মনে । তদন্তরে নারদ করেন
নিবেদনে ॥ শাশ্বর বৃত্তাও মুনি করিলেন সব । নারীগণ শুনি কথা কোম
অসম্ভব ॥ শ শ্বে ডাক্তাইয়া প্রভু ভৎসনা করিল । তদন্তরে তপোধন স্বয়ং
নেতে গেল । কৃতদিন পরেতে নারদ তপোধন । হরিগুণ গানে আইল
হারকা ভুবন ॥ নারায়ণ ক্রীড়া স্থলে আছেন নিজ্ঞনে । মুনিবরে দেখি
শাশ্ব ভীত হৈল মনে ॥ অস্তেবাস্তে অগ্রে আসি প্রণাম করিল । তার পরে
শাশ্ব প্রতি নারদ বলিল ॥ তুমি গিয়া প্রভু অগ্রে কর নিবেদন । দর্শন
করিয়া শীঘ্র করিব গমন ॥ এত শুনি শাশ্ব তবে ভাবে মনে মনে । যাইব
কি কপে পিতা আছেন নিজ্ঞনে ॥ যদি নাহি যাই মুনি হইবে কুপিত ।
উভয় সম্বন্ধে মোর হৈল বিপরীত ॥ যে হউক সে হউক পিতা নিকটে
ধাইব । পিতা ক্রোধ হৈলে মাত্রে আমাকে পীড়িব ॥ মুনিবর ক্রোধ কৈলে
নাহিক উপায় । ব্রহ্ম শাপে সবংশেতে পীড়িবে সদায় ॥ এত চিন্তি শাশ্ব
তথা করিল গমন । যথা ক্রীড়া স্থলেতে আছেন নারায়ণ ॥ শাশ্বর পশ্চাতে
মুনি তখন চলিল । নারায়ণ ব্যস্ত হৈল । মুনি সম্ভাষিল ॥ নারীগণ সকলেতে
হইল লজ্জিত ॥ বসন সম্বরি তবে হৈল এক ভিত ॥ সিংহাসনে
মুনি বসাইয়া নারায়ণ । নানা কথা আলাপেতে কথোপকথন ॥ পূর্ণ রাগ
শাশ্ব-প্রতি মুনির আছিল । নারায়ণ প্রতি মুনি ইক্রিতে কহিল ॥ শাশ্ব
তব পুত্র প্রভু করি নিবেদন । নারীগণ শাশ্ব দেখি বিচলিত মন ॥ হেন
বাক্য যত্নপতি শুনিয়া সন্তরে । বিনা অপরাধ পুত্র আনিলা অন্তরে ॥ শাশ্ব
প্রতি মুনিবর ক্রোধবুক্ত মন । ইহা জানি শাশ্বকে শাপেন নারায়ণ ॥
কুর্ভোগ তোমার যে হইবে সন্তর । এত শুনি শাশ্বের কম্পিত কলেকর ॥
নারদের মনোনিত হইল তখন । প্রভু সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন ॥ তদ-
ন্তরে শাশ্ব হৈলা বড়ই কাতর । ক্রন্দন করিলা খেদ করিল বিস্তর ॥ খোড়
হাতে অগম্য সন্মুখে দাড়রে । বিনা অপরাধে প্রভু শাপিলে আমার ॥
কিসে মুক্ত হব আমি কহ অগম্য । এত বলি অকীর্ন্তে করয়ে শ্রমিপাত ॥
গোবিন্দ বলেন পুত্র শুনহ উপায় । কাশীপুরে গেলে তব পাপ হবে ক্ষয় ॥
কাশী যায়ে সূর্য্যদেবে কর আরাধন । অনারামে ব্যাধিযুক্ত হইবে তখন ॥
পিতার আজ্ঞায় শাশ্ব বারাগনী গেল । কুণ্ড করি অর্কদেবে বহু তপ ইকল ।
এসম হইয়া রবি বর দেন তারে । ব্যাধি মুক্ত হবে তুমি কহিল জ্যোত্রে
হেন কথা শুনি শাশ্ব সূর্য্য প্রণমিল । গিয়া আজ পাইয়া শাশ্ব সন্তর
চলিল ॥ শাশ্বাদিত্যে সন্নিবাসে প্রান্তঃস্থান করে । সকল ব্যাধিতে মুক্ত হই

গব নরে ॥ চিহ্নেতে সস্তাঙ্গ কছু না হইবে তার । অনায়াসে কাশী প্রাপ্ত
অন্তেতে তাহার ॥ মাঘমাসে শুক্লপক্ষমী অর্কবারে । কাশীক্ষেত্রে শাখাদিত্য
স্থান করে নরে ॥ কুরুক্ষেত্রে কোটি সূর্য্য গ্রহণের কল ॥ সেই কল প্রাপ্তি
হর জানিবে সবার ॥ আর কহি শুন চৈত্রমাস রবিবারে ॥ শাখাদিত্য স্থান
দান যেই নরে করে ॥ তাহার কলের কথা বর্ণনা অপার ॥ শোক দুঃখ
গ্রহ দোষ না থাকে তাহার ॥ অষ্টচল্লিশ অধ্যায় শাখাদিত্য বিবরণ ॥ সর্ব
ব্যাধি মুক্ত সেই যে করে অবগ ॥ মূলেতে আহরেন বড় অতি চমৎকার ॥
শুনিলে খণ্ডরে যত পাতক সঞ্চার ॥



১৪ দ্রৌপদ্যক কথন ।

পয়ার । কার্ত্তিক কহেন পারে অগস্ত্যের প্রতি । দ্রৌপদ্যক বিবরণ
শুন মহামতি ॥ সুধিতির ভীম আদি পঞ্চ সহোদর ॥ শিব অংশে জন্ম
তাছাদিগের সবার ॥ ভগবতী অংশেতে দ্রৌপদী আবির্ভাব ॥ দ্রুপদ রা-
জার যজ্ঞে হইল উদ্ভব ॥ কৰ্ম্মক্রমে পাণ্ডুগণ বনেতে ॥ দ্রৌপদীকে
দ্রুমধরে অর্জুন পাইল ॥ পঞ্চজন দ্রৌপদীর স্বামী হইল ॥ এক সতী পঞ্চ
স্বামী কিনতে বঞ্চিল ॥ কাশীখণ্ড মতে হেন ভাবার্থ আনিল ॥ পঞ্চমূর্ত্তি
এক শিব ভাবকে ভাবিল ॥ তে কারণে এক শক্তি শিব এক হয় ॥ পঞ্চজন
মাত্র কেবল বস্তু ভিন্ন নয় ॥ তৎপরে দ্রুপদ কন্যা কাশীতে চলিল ॥ দুঃখ
নিবারণ জন্য সূর্য্য আরাধিল ॥ অগস্ত্য হইয়া সূর্য্য দ্রৌপদীকে কন ॥ পাক-
স্থলি লহ এই শুনহ কারণ ॥ তুমি এই পাকপাত্রে করিবে রন্ধন ॥ যতেক
আসিবে সবে করিবে ভোজন ॥ কেবল দ্রুমমাত্র জানিবে ইহার ॥ তব
ভোজনান্তে ফল না দর্শিবে আর ॥ আর কহি দ্রৌপদ্যক মূর্ত্তির মাহাত্ম্য ॥
রবিবারে পূজিবেক যেই সব ভক্ত ॥ শোক দুঃখ গুণ ব্যাধি তারে না পী-
ড়িবে ॥ অবশেষে কাশী প্রাপ্ত অবশ্য হইবে ॥ দ্রৌপদ্যক আখ্যান যে ভ-
ক্তিতে শুনিবে ॥ সর্ব ব্যাধি হৈতে গেই নিস্তার পাইবে ॥

ত্রিপদী । সূর্য্যদেব তারপবে, তপ করে ঘোরতরে, পঞ্চতীর্থ মঙ্গলা
সমীপে ॥ একান্তেতে ধ্যান করি, চিহ্নে তাহি হরগৌরী, লক্ষবর্ষ গত হৈল
কালে ॥ অচল স্থলের মত, দণ্ডমান অবিরত, চতুর্দিকে ভেজ প্রকাশয় ॥
একে রুচি দীপ্তমন্ত, তাতে ঘোর তপ শাস্ত, অগ্নি যেন প্রলয় সময় ॥ স্বর্গ-

মার্গে জীব যত, আর দেবতা সতত, চলিচল রুদ্ধ যে প্রভাবে । কার্যশক্তি
নাহি হয়, সৰ্বক তেজ সহ্য হয়, স্বৰ্গ মর্ত্য পাতালেতে নবে ॥ সমস্তে বিপা-
দে পুঙ্কে, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ি, সূর্য্যভোজ সহিতে না পারে । তদপরে কাশী
পতি, চলিলেন শীঘ্রগতি, অভিমুখে যথা দিবাকরে ॥ সূর্য্যদেব দণ্ড ন্যায়,
সমাধি যোগেতে রহ, মহাদেব বলেন সম্ভব । শুন দিবাকর তুমি, প্রসন্ন হই-
লাম আমি, যাহা ইচ্ছা চাহি লহ ধর ॥ তাকব নাহিক শুনে, সদা আছে
তপো মনে, শিব শিবা ভাবিয়া অশ্রুত । অবশেষে রূপাময়, গাত্রে হস্ত
দিয়া কর, সমস্ত হইল দিবাকর ॥ উন্মীলন করি আঁখি, সূর্য্য শিব শিবা
দেখি, প্রণাম করিয়া স্তব করে । তোমার মহিমা প্রভু, বণন না যায় কভু,
বিধি বিধু কহিতে না পারে ॥ দেব দেব জগৎপতে, অবচক্ষুত্বষণাতে,
বিতো ভগ্ন ভীম ভূতনাথ । ভব ভয় ভ্রাণ কর, মুঢ় চক্ষুচূড় হব, ধূজ টাখা
আর বিশ্বনাথ ॥ দক্ষ স্বতন্ত্রশাক্তন, শিব বিকল্প লোচন, শাস্ত শিবাপতে
বিশ্ব আর । সৰ্ব সৰ্বক ঈশ্বর, দেব বেদা হয় পর, সৰ্বত্রী সহিত বিশ্ববর ॥
ভব বামদেব আর, সুচক্ষু ভুষণ যার, বোমকেশ কণীক ভুষণ । শীতিকণ্ঠ
শূলভূত, বিধি শিষ্ট সংস্কৃত, ত্রাণক আর ত্রিপুর মৃদন ॥ পশুপাশ বিনাশক
ভ্রাণ কৃত জিনয়ন, ঈশ্বর অন্তক রূপাময় । ত্রিগোচন শাস্ত্রত, নিমিত্তাশ্রিত
ইন্দ্রীত, কালকূটদগাধক হয় ॥ স্বৰ্গ মার্গ সুখপ্রদ, উপাধ্য অপবৰ্গদ, কাল
মহেশ্বর পশুপতে । অঙ্কক অনুব রিপো, কম্পজন্ম ভূত প্রভো, বাহন
বিষয় হয়পতে ॥ চন্দ্রশেখর কামপ্রতি, চুরগ গিরিজা পতি, বিশ্বনাথ অজ
নাশ রহিত । অধিলেয় ভয় কর্তা, স্বপ নাহি সৰ্বতর্ভা, এই নামে সূর্য্য
কৈলা স্তুতি ॥ ভগবতী স্তমপরে, করে রবি সন্মানরে, নানা মত নাচিতে
বর্ণন । দেব দিবাকর প্রতি, তুষ্ট গৌরী পশুপতি, সূর্য্যদেবে, কৈল রবকান
হর গৌরী স্তব যোগ, নিতা পাঠ করে সেবা, তার কল বর্ণনা কলহর । কাশী
ক্ষেত্রে গঙ্গা তটে, কিবা স্নানান্তর সঠে, অনান্যশে মুক্ত সেই নর ॥ আরত
মঙ্গলা গৌরী, পূজা করে নর মারী, অনান্যশে পীপক্ষর হয় । তৃতীয়া শুভ্রা
দৈত্রে, অনশন করি রাত্রে, দিব্য অলঙ্কারেতে শূজয় ॥ পরদিন স্নান করি,
আর আদিশ কুমারী, পূজা যেরা করে বিধিমতে । ত্রাক্ষ ভোজন করি,
তাতে সুখী হয় গৌরী, সেই নর মুক্ত অচিরাতে ॥ কাশীখণ্ড কথাশ্রুতে,
মবুধ আহিতা যাতে, বর্ণনা হইল মুনিবর । শুনিলে পরম জ্ঞান, হইবেক
তবে ভ্রাণ, বিশেষ করিয়া শুন আর ॥ ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়, সমাপ্ত হইল

অমর, অতি চমৎকার কথা হয় । শুনি ন পাপের কর, অনায়াসে ছুঃখ যায়,
এই বাক্য জানিহ নিশ্চয় ॥

অথ গরুড়েশ্বর উপাখ্যান ।

পয়ার । কার্তিক কহেন যে অগস্ত্য ঋন প্রাপ্তি । কহিব অপূর্ণ দখা
শুন মহানতি ॥ কশ্যাপের পত্নী কঙ্ক আরত ঝিনড়া । কঙ্ক গরুড় সর্প সব
তেজস্বী সুরক্ষা ॥ দিনতার গুহা তিন পেচক অঙ্কণ । গরুড় হইল শেষে
অসংখ্যক গুণ ॥ একদিন ছুই ভগ্নী খেলে গৃহ মাঝে । কঙ্ক বলে শুন ভগ্নী
কহি তব কাহ্নে ॥ রবির রথের অশ্ব ক'লো কিবা শ্বেত । পণ বাধি কহ
ভগ্নী শুনহ নিশ্চিত ॥ বিনতা বলেন ভগ্নী পাণে কার্য্য কিবা । অবশ্য বিবাদ
ঘটে পণ করে ধেবা ॥ বিনতা বলিল শ্রী কর বিনা পাণে । কঙ্ক কহে
ছন্দ, না চইবে ছুই জনে ॥ পূর্বাঙ্গ এই রীতি আছে ব্যবহাৰ । বিনতা
বলিল ভগ্নী ইচ্ছা যে তোমার ॥ তদপরে কঙ্ক দেবী কাহ্নল নটন । যার
বাক্য শ্রবণ হবে যিনি সেই জন ॥ যে হারিবে দাম্যজ্ঞ এইত নিশ্চয় ।
কঙ্ক বলে কৃষ্ণ বর্ণ সূর্য্য অশ্ব হয় ॥ বিনতা বলিল শুন অশ্ব শ্বেতময় । পর-
স্পন্ন কহি তবে গেলা নিজালয় ॥ গৃহে গিয়া কঙ্ক দেবী ছাকি পুঞ্জগণ ।
বিনতার সঙ্গে পণ কহে বিবরণ ॥ যাছ পুঞ্জ যথা সূর্য্য বিরাজিত হয় । রথ
অশ্ব দংশনে করহ ক্রুদ্ধময় । কণী সব বলে মাতা কহ বিপরীত । কেননে
হইবে হেম শুন চমকিত ॥ খেলা স্থানে থাকি মাতা জীজ্ঞা পাঠি তব ।
শিষ্টায় পাইব হেম হৈল অশ্রুতব ॥ দূরে থাকুক ভোজন বাক্য বল অসম্ভব
পুত্র দিগে হেন কথা কঙ্ক শুনিল সব ॥ ক্রোধ করি পুঞ্জ গণে শাপ যে করি-
ল । গরুড়ের দাল হবে আর হীরবল ॥ জননার কেন বাণী শুনি করিগণে ।
পাতালে অনেক গেল তর পাইয়া মনে ॥ আর সব সর্পগণ স্বর্গেতে উঠিল
সূর্য্য অশ্ব শ্বেতরীত দংশন করিল ॥ ছিল অশ্ব শ্বেতবর্ণ হৈল কৃষ্ণ বর্ণ ।
মাতা স্থানে ক্রুদ্ধকার্য্য কহিল সম্পূর্ণ ॥ তার পরে কঙ্ক দেবী বিনতাকে
বলে । চল ভগ্নী অশ্ব দেখি সাদিত্য মণ্ডলে ॥ পাখা বল আছে বিনতার
হেমমতে । কঙ্ক বলে শুন দিদি কহি যে তোমাতে ॥ অশ্ব শক্তি বিনে নাহি
অশ্বের দর্শন । বিনতা বলিল পৃষ্ঠে কর আরোহণ ॥ বিনতা পৃষ্ঠেতে শরে
কঙ্ক যে বলিল । কঙ্ককে বিনতা গইয়া বেগেতে চলিল ॥ ক্রমে ক্রমে সূর্য্য
ভেদ হয় অভিশর । বিনতাকে কঙ্ক বলে তব ঐত হয় ॥ অসহ সূর্য্যের

তেজ সহিতে না পারি । আমার খেছারি হৈল চল যাই কিরি । বিনতা
চলিল আরো বেগে অতিশয় । কক্ষ ভিত্তে চেষ্টে মম হইল প্রলয় ॥ তার
পরে কক্ষ মেঘী সূর্য্যো স্তব করে । সূর্য্যদেবী রূপা কর সঙ্গম অন্তরে ॥ পরে
তেজ সহ হৈয়া উঠিল গগণে । সূর্য্য কক্ষ দেবি দৌহে অগ্নিত বরণে ॥ কক্ষ
বলে বিনতা হইল মম জিত । প্রতিজ্ঞা আহরে বাহ্য করহ নিশ্চিত ॥ বিন-
তা বলিল দেবী করি নিবেদন । তব দাস্যকর্ম আমি করিব সাধন ॥ গৃহে
আসি বিনতা যে দাস্যকর্ম করি ॥ প্রতিদিন কক্ষ গৃহে যাইয়া সঙ্করে
দাস্যকর্ম করি আইসে আপন আলয় । সতত বিনতা মনোমুগ্ধ অতিশয় ॥
পক্ষীরাজ মাতাকে দেখিল একদিন । অতিশয় হৃৎকোষিতা মুখ যে মলিন
জিজ্ঞাসিল মাতা স্থানে করিয়া বিনয় । কি কারণে হৃৎকোষ মাতা কহিব নি-
শ্চয় ॥ বিনতা বলিল পুঞ্জ শুনহ বচন । দাস্য কর্ম করি আমি পবের তব
বিশেষ করিয়া কহিলেন তারপরে । শুনি শেষে পক্ষীরাজ ক্রোধিত
অন্তরে ॥ বিনতা বলেন পুঞ্জ ক্রোধ না করিবে । প্রতিজ্ঞা অন্যথা হৈলে
অধর্ম্য হইবে ॥ গুরুত্ব বলেন মাতা করি নিবেদন । কি প্রকার হবে তব
দাসীত্ব মোচন ॥ বাহ্যতে দাসীত্ব মুক্ত তোমার হইব । আজ্ঞা কর মাতা
আমি অবশ্য করিব ॥ শীঘ্র যাহ ভূমি মাতা কক্ষর আলয় । কক্ষ মাতা
বাহ্য কহে করিব নিশ্চয় ॥ পরদিন বিনতা যাইয়া কক্ষ স্থানে । দাস্যকর্ম
হৈতে মুক্ত হইব কেমনে ॥ কোন জ্ঞান দিলে ভয়ী করহ মোচন । দাস্য
কর্ম শরীরেতে না হয় সহন ॥ পরে কণিগণে কক্ষ ডাকিয়া সঙ্গর । বিনতা
রক্তান্ত সব বলিল তৎপর ॥ সর্পগণ বিবেচনা করিয়া বলয় । তব শাপে
গুরুভরে আটাই মহা ভয় ॥ অন্তর্য্য অমৃত ভোজন যদি হয় । মুক্তভর
নাহি থাকে তবে কারে ভয় ॥ এই স্থির করি সব কহে কণিগণ । অমৃত
পাইলে দাস্যকর্মেতে মোচন ॥ পুঞ্জগণ বাক্য কল্প বিনতাকে কয় । অ-
মৃত পাইল তব দাসীত্ব মোচন ॥ বিনতা গৃহেতে আসি পক্ষীরাজে কহে
শুনিয়া গুরুত্ব পক্ষী মৌনভাবে রহে ॥ কণে স্থিরচিত্ত করি কহে মাতা
স্থানে ॥ জানিব অমৃত মাতা না ভাবিহ মনে ॥ মাতা স্থানে গুরুত্ব করেন
নিবেদন । ক্ষুধাতে হৈয়াছে মাতা শরীর দহন ॥ আমার পাইলে যাই
অমৃত আমিতে । বিনতা বলিল পুঞ্জ কহি যে তোনাতে ॥ সমুদ্রের তীরে
আটাই কঙ্কালের গণ । অহর্নিশি মৎস্য ধরি কররে তক্ষণ ॥ সেই লাপিরগণ
দিগে শুকন করিবে ॥ তার মধ্যে জ্ঞান যে বাহিয়া রাখিবে ॥ পক্ষীরাজ
বলে মাতা করি নিবেদন । কেমনে জানিব মাতা জ্ঞান সে জন ॥ বিনতা

বটলম পূজা জানো এই সন্তে । ভিলক ভালেতে যজ্ঞধুর যে গলেতে ॥ এই-
 ক জ্ঞান । হর বিশেষ লক্ষণ । একপ দেখিলে ভাবে না কর ভক্ষণ ॥ তদ-
 শরে খগেশ্বর মাতা স্থানে বলে । কি বাপে আনিব আমি ভক্ষণের কালে ॥
 বিনতা কহেন শুন অন্য যে লক্ষণ । ভ্রাক্ষণ খাইতে গলা হইবে দহন ॥ হেন
 কথা শুনিয়া গরুড় মহামতি । সমুদ্র নিকটে চলে অতি শীঘ্রগতি ॥ সমুদ্র
 তটেতে সব চণ্ডাল দেখিল । পাখার কাটেতে সব অঙ্গকার কৈল ॥ মুখের
 বাসিন করে অতি সে উচিত । আপন ইচ্ছায় সব যায় উদরেতে ॥ তার
 মধ্যে এক দ্বিজবর যে আছিল । গলার মধ্যেতে গিয়া অলিতে লাগিল ॥
 চণ্ডাল ভক্ষণ করি উদ্যানে দ্বিজেরে । তার পর খগেশ্বর কহেন সম্বরে ॥
 কোন ভক্তি তুমি সত্য কহিবে নিশ্চিত । ভক্ষণ করিলে তবে হবে বিপ-
 নীত ॥ দ্বিজ কহে শুন পক্ষীরাজ মহাশয় । ভ্রাক্ষণ হইত আমি কহিনু
 নিশ্চয় ॥ ভ্রাক্ষণে করিস রক্ষা বিনতা নন্দন । চণ্ডাল যতক ছিল করিল
 ভক্ষণ ॥ অবশেষে গরুড় উঠিল স্বর্গপথে । নির্ভয়েতে চলি যায় অমৃত
 বধাতে ॥ রক্ষক যতক ছিল দেখি পক্ষীরাজ । ভরে ইন্দ্র অগ্রে যায় নাহি
 করে ব্যাজ ॥ গরুড় দেখিয়া সব রক্ষক পলায় । প্রবেশ করিল গিয়া অমৃত
 বধায় ॥ অমৃত বহন করি কালচক্র ফিরে । অন্যের কি হবে কীট প্রবে-
 শিতে নারে ॥ হেন দেখি পক্ষীরাজ ভাবিতে লাগিল । মারা করি কীট
 হৈতে অতি ক্ষুদ্র হৈল । অবহেলে প্রবেশিল অমৃত আলয় । চক্র হৈতে
 গরুড়ের কিছু নাহি হয় ॥ পরেতে অমৃতভাণ্ড লইয়া স্তবিত । বেগেতে
 চলিল পক্ষ হৈয়া আহ্লাদিত । সুখা গেল দেবগণ হইয়া কাতর । নারায়ণ
 কাছে গিয়া কর্ণহল বিস্তর ॥ গরুড় অমৃতভাণ্ড হরি লইয়া যায় । কহ শ্রু
 দেবগণ করি কি উপায় ॥ দেবগণ প্রাণ রক্ষে অমৃত আছিল । বিনতার
 গুঞ্জ লইয়া বেগেতে চলিল ॥ এত শুনি বিষ্ণু অতি ক্রোধিত হইল । গরু-
 ডের পাছে অতি বেগেতে চলিল ॥ কত দূরে গিয়া দেখা গরুড়ের সনে ।
 বিংশতি বৎসর বুজ হৈল দেবমানে ॥ নারায়ণ বুঝে অতি হইয়া কাতর ।
 গরুড়ের প্রতি শ্রু কহেন সত্তর ॥ তবে প্রতি বড় ভুক্ত হৈল মম মন । তব
 মনোনিীত বর দিবত এখন ॥ ক্রোধে খগেশ্বর বলে শুন গদাধর । যাচিয়া
 করহ তুমি দিব জুইবর ॥ দ্বারায়ণ বলে দেহ এই এক বর । আমার বাহন
 তুমি হবে নিরন্তর ॥ আর বর দেহ তবে কার্য্য অবসানে । অমৃতের ভাণ্ড
 আমি দিবে দেবগণে ॥ এবমস্ত বলিয়া গরুড় গৃহে গেল । কতুর নাক্ষাত্রে
 ইন্দ্র অমৃত বে দিল ॥ অমৃত পাইয়া কতু বড় ভুক্ত হৈল । বিনতাকে

দাস্যকৰ্ম হৈতে মুক্ত কৈল ॥ সৰ্গ সব ডাকি কড় বলে লুট হৈয়া । সকলে
অমর হও অমৃত খাইয়া ॥ সৰ্গ সব চলিলেক অমৃত খাইতে । কড় কহে
স্নান করি আইসহ ছুরিতে ॥ এত শুনি সৰ্গ সব চলিলেক স্নানে । মন্দিরে
অমৃত হরি নিল দেবগণে ॥ বিনতা দাসীক হৈতে হইয়া মোচন । গরুড়
কহেন পুজ শুনহ কারণ ॥ দাসীক যে কৰ্ম হয় পাপের ঘটনা । বারিণী
বাইতে পুজ হৈয়াছে বাসনা ॥ তথা গেলে পাতকের হইবে বিনাশ । ইহা
শুনি পক্ষীরাজ বড়ই উল্লাস ॥ গরুড় কহেন মাতা করি নিবেদন । তব
সঙ্গে কাশী আমি করিব গমন ॥ তদপরে বিনতা গরুড় কাশী যায় । গরু-
ড়েশ্বর শিব লিঙ্গ স্থাপিত করয় ॥ পক্ষীরাজ ঘোরতর তপ আরম্ভিল ।
ধূজটি প্রসন্ন হৈয়া তথায় আইল ॥ খগেশ্বরে প্রসন্ন হইয়া পশুপতি । বর
লহ পক্ষীরাজ বাহা মনোনীতি ॥ তার পর গরুড় দেখিয়া বিশ্বনাথ ।
প্রণাম করিয়া স্তব করে বিধিমতে ॥ ভুট্ট হৈয়া সদানন্দ বলে তার প্রতি ।
নারায়ণ বাহন হইবে মহামতি ॥ হরি হর একাত্মক সকল কারণ । সেবা
করি নারায়ণ হইবে মিলন ॥ তব স্থাপিত লিঙ্গ যেবা পূজা করে । অনা-
য়াসে মুক্ত সেই পাইবে সত্বরে ॥ হেন বাক্য বলি শিব হৈলা অন্তর্ধান ।
পরে শুন বিনতার তপের আখ্যান ॥ অবিমুক্তে খেখোলাক করে আরাধন
অতিশয় তপস্যা করিল আচরণ ॥ বিনতার তপে ভুট্ট হৈল সূর্য্য দেবে ।
বরদিল জ্ঞানযোগ তোমার হইবে ॥ পরে শিব অনুকম্পায় মিলন
তোমার । এই বাক্য আমি কহিলাম সারোদ্ধার ॥ আর এই খেখোলাক
পূজে রবিবারে । শোক ছুঃখ কিছু তার নাহিক সংসারে ॥ এই বাক্য বলি
সূর্য্য গেলেন সত্বরে । বিনতা গরুড় গেল আপনার ঘরে । অতি মনোহর
খেখোলাক বিবরণ । ইহাতে শুনিলে পাপ হইবে মোচন ॥ পঞ্চাশ অধ্যায়
কাশীখণ্ড মনোহর । সমাপ্ত হইল অতিশয় যে বিস্তার ॥

অথ অরুণাক বিবরণ ।

পয়ার । কাৰ্ত্তিকের প্রতি তবে অগস্ত্য কহিল । বিনতার কৰ্ম পুজ
কিৰূপে হইল ॥ বিনতা গরুড় পরে কি কৰ্ম করিল । বিস্তার করিয়া
বর্ণনাম যে বলিল ॥ বাক্য প্রজ্ঞাপতি কন্যা ছুই যে হইল । এই ছুই কন্যাকে
কশ্যপে বিভা দিল ॥ কড়গরে সৰ্গ সব হইল প্রকাশ । বিনতার গরুড়

তিন ডিম্বের আভাস ॥ বিনতারে কশ্যপ যে বলিল বচন । অকালেতে
 ডিম্ব না করিহ প্রকাশন ॥ এক দিন ফণিগণ গৃহেতে খেলায় । তাহা দেখি
 বিনতার খেদ অতিশয় ॥ অকালেতে এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল । কদাকার
 এক পুত্র পেচক হইল ॥ পক্ষীগণ মধ্যে কেহ না করে গণন । দেখিয়া
 যে বিনতার ছুঃখ বড় মন ॥ মনোছুঃখে বিনতার বহু দিন যায় । অকা-
 লেতে ডিম্ব এক ভাঙ্গে পুনরায় ॥ অরুণ নামেতে পুত্র তাহাতে হইল ।
 অকালেতে ভঙ্গজন্ম মাতাকে শাপিল ॥ শুন মাতা আমি এই করি
 নিবেদন । অকালেতে ডিম্ব ভঙ্গ কৈলে কি কারণ ॥ যেমত করিলে তার
 উচিত হইবে । পরদাস্য কর্ষে তুমি নিযুক্ত থাকিবে ॥ এই বাক্য সন্তানের
 বিনতা শুনিয়া । অনেক বিলাপ ববে চিন্তাযুক্ত হৈয়া ॥ অরুণে কহেন
 মাতা হইয়া কাতর । শাপ মুক্ত কিণে হবে কহিবে সত্ত্বর ॥ তার পর অরুণ
 কহিল মাতা স্থানে । শেষ ডিম্ব পূর্ণ কালে ভাঙ্গিবে আপনে ॥ তাহা হৈতে
 যে সন্তান হইবে উৎপত্তি । সেই তব দাস্যকর্ম করিবেক মুক্তি ॥ পূর্ণকালে
 গরুড় হইল তার পরে । প্রকাণ্ড শরীর পক্ষী মহাবল ধরে ॥ মাতা দাস্য-
 কর্ম হৈতে করিল মোচন । পরেতে শুনহ অরুণের বিবরণ ॥ আনন্দ
 কাননে পক্ষী যাইয়া সত্ত্বর । সূর্য্যদেবে আরাধনা করে তার পর ॥ অতিশয়
 তুষ্ট হৈয়া আদিত্য আইল । অরুণের তপ দেখি কহিতে লাগিল ॥ রথের
 সারথী মোর তুমিত হইবে । ভক্তি করি অরুণার্ক মূর্ত্তি যে পূজিবে ॥
 অনায়াসে গর্ভ ব্যাধি মুক্ত সেই নরে । পশ্চাতেতে কাশী প্রাপ্তি কে
 খণ্ডিতে পারে ॥



অথ বৃদ্ধার্ক কথন ।

পয়ার । কার্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন । আর এক কথা কহি শুন
 দিয়া মন ॥ বৃদ্ধনামে এক দ্বিজ ছিল বৃদ্ধকায় । কুর্ভরোগে পীড়িত অনেক
 ছুঃখ পায় ॥ কাশীতে আসিয়া দ্বিজ সূর্য্য আরাধয় । সূর্য্য আরাধনা বিধি-
 পূর্ব্বক করয় ॥ দ্বিজবর বৃদ্ধার্ক করিয়া স্থাপন । সেই স্থানে ঘোর তপ
 করে অনুক্ষণ ॥ দিবাকর প্রসন্ন হইয়া দ্বিজে কয় । কুর্ভরোগে মুক্ত তুমি
 হইবে নিশ্চয় ॥ আর শুন দ্বিজবর কহি তব স্থানে । অন্য বর যাহা চাহ
 দিব এইক্ষণে ॥ বৃদ্ধ দ্বিজ বলে প্রভু করি নিবেদন । বয়েস অধিক হৈলে
 ॥ বালক জরাতে কিহ মাত্র নাহি ভেদ । অধিকতর জান

হৈতে জন্মে বড় খেদ ॥ অতএব তব স্থানে নাহি এই বর । যুবা হৈয়া
নিরবধি পূজিব শঙ্কর ॥ তুষ্ট হৈয়া সূর্য্যদেবে বন্ধে দিলবর । নবীন বয়েস
হইয়া পূজিবে শঙ্কর ॥ আর কহি শুন বৃদ্ধ বিশেষ বচন । তোমার স্থাপিত
বৃদ্ধাদিত্য বিবরণ ॥ রবিবারে বৃদ্ধাদিত্য পূজিবে যে নরে । সর্বরোগে
শান্তি হৈয়া জ্ঞান হবে পরে ॥ এত কহি সূর্য্যদেব অন্তর্ধান হৈল । বাধি
মুক্ত হৈয়া বৃদ্ধ যৌবন পাইল ॥ বৃদ্ধরাজ কাশীতে থাকিল তার পরে ।
ঘোর তর তপ করি পূজিল শঙ্করে ॥



অথ কেশব আদিত্য কথন ।

ত্রিপদী । কার্ত্তিক বলেন শুন, অগস্ত্য যে ভগো :

বিবরণ । আদি কেশব কাশীতে, চিত্তে হৈয়া হরযিত্তে, শিবলিঙ্গ পুজে
অনুক্ষণ ॥ একদিন দিবাকর, একচক্র রথোপর, কাশীউর্দ্ধে করেন গমন ।
আদি কেশব কাশীতে, পুঙ্খেন লিঙ্গ স্থাপিতে, দেগি সূর্য্য খর্বমান হন ॥
তার পর দিবাকর, রথ ছাড়ি শূন্যোপর, কাশীপুরে আইলা স্থরিত । যথা
দেব নারায়ণ, শিব পূজা সদা মন, তথা সূর্য্য হৈল উপনীত ॥ প্রদক্ষিণ
নারায়ণে, প্রণাম একান্ত মনে, স্তব করে বিবিধ প্রকারে । তুমি সকলের
মূল, তুমি মুক্ত তুমি মূল, তুমি কর্ত্তা সকল সংসারে ॥ অনাদি অব্যক্ত
প্রভো, চিদানন্দময় বিভো, সৃষ্টি স্থিতি পালন সকল । আর বা মহিমা
কত, ব্রহ্মাণ্ড কারণ যত, তুমি সকলের বুকি বল ॥ কি কারণে প্রভু তবে,
পুঙ্খিছেন মহাদেবে, বিশেষ বলহ দামোদর । জগন্নাথ এত শুন, সূর্য্যকে
নিষেধ বাণী, হেন মতে কি কারণে কর ॥ যতেক দেখ সংসার, সকলের
কর্ত্তা হর, কারণেতে কারণ শঙ্কর । ব্রহ্মা আদি দেব যত, সর্ব কর্ত্তা ভূত-
নাথ, বুদ্ধি ভ্রান্তি হৈয়াছে তোমার ॥ শুন সূর্য্য আমি কহি, শিব বিনে
আর নাহি, শিব হন সকলের সার । শিব মোরে রূপা করি, দিলেন
বৈকুণ্ঠ পুরী, তব অগ্রে কি কহিব আর । শিবলিঙ্গ পুজে যথা, ভক্তি ভাবে
করে সেবা, তার ফল कहনে অপার । শিবলিঙ্গ পূজামৃত, শিরে দিয়া হয়
নত, সর্বকীর্ত্তি স্নান ফল তার ॥ আর ফল কি কহিব, ভক্তে রূপাময় শিব,
তুমি লিঙ্গ করহ স্থাপন । পূজা কর ভক্তি করি, তুষ্ট হবে হর-গৌরী, এই
মূল সকল সাধন ॥ তদপরে দিবাকর, কেশবাদিত্য উত্তর, শিবলিঙ্গ
কাশীতে স্থাপিল । পূজা করে দিবাকর, কেশব আদিত্য হর, শঙ্কর যে

অধিষ্ঠান হৈল ॥ তত্র পাদোদক ভীর্থে, করিষ্য কৰ্ম সৰ্কার্থে, কেশবাদিত্য
কর দরশন । সেই নর নরোত্তম, পাপকর মুক্ত কাম, অবশেষ হয়ত নির্বাণ
যেই নর কাশীপুরে, গণ্ডমী আদিত্য বারে, পাদোদক ভীর্থে স্নান করে ।
শুজি আদিত্য কেশব, সেই নরে পাপ সব, রোদন করিষ্য ত্যাগে তারে ॥
অধিকন্তু কুল আর, গণ্ড জন্ম পাপ তার, যত পাপ করেছে সাধন । ৩৭-
কণাৎ পাপ কয়, সৰ্ব ব্যাধি মুক্ত হয়, অবশেষে মুক্তির ভাজন ॥

—३৩৬—

অথ বিমলার্ক বিবরণ ।

ত্রিপদী । যড়ানন তার পরে, কহে মুনি অগস্ত্যোরে, বিমলার্ক যত
বিবরণে । বিমলার্কনাম ছিল, কুষ্ঠরোগী চিরকাল, অতিশয় চিন্তাকুল
মনে ॥ বিমল আনিয়া সারে, বারাগমী আইলা পরে, সূর্য্যদেব করে
আরাধন । করবী জবা তণ্ডুল, দুর্লাদি বন্ধুক কুল, রক্তোৎপল কিংশুক
চন্দন ॥ অন্য দ্রব্য যত আর, ভক্তিভাবে নিরন্তর, আদিত্য অর্চনাঘোরতর ।
তদপরে দ্বিবা কর, প্রসন্ন হৃদয় পর, বিমলার্ক কহেন সত্বর ॥ কুষ্ঠরোগে
মুক্ত পাবে, পরে কাশী প্রাপ্তি হবে, ইহার অন্যথা নাহি হয় । বিমল
আদিত্য নাম, হইল শুন আখ্যান, রবিবারে যে পুজে নিশ্চয় ॥ সৰ্বরোগ
সেই নর, মুক্ত হবে কলেবর, এত কহি সূর্য্যদেব যায় । বিমল তাহার পর,
ব্যাধি মুক্ত কলেবর, কুষ্ঠ চিহ্নে যান নিজালয় ॥

—৩৩৭—

অথ গঙ্গাদিত্য ও যমাদিত্য কথন ।

ত্রিপদী । অতঃপর শুন মনে, গঙ্গাদিত্য আখ্যানে, ভগীরথ যবে
গঙ্গা আনে । গঙ্গাদেবী কাশীপুরে, আদিত্যের পূজা করে, বিশ্বেশ্বর
লিঙ্গের দক্ষিণে ॥ যেই নর ভাগ্যধরে, গঙ্গাদিত্য পূজা করে, তার কথা
কহনে না যায় । শুন মুনি তপোধন, তার পুণ্য অগণন, অবশেষ মুক্তিপদ
পায় ॥ যমাদিত্য তার পরে, কহি শুন মুনিবরে, যমাদিত্য হৈল একপ্রকারে
যমেশ্বর পঞ্চমীতে, যম পুজে আদিত্যেতে, যমাদিত্য হৈল একপ্রকারে ॥
চতুর্দশী কার্ত্তিকেতে, ভরণী নক্ষত্র তাতে, বারেতে মঙ্গল যদি হয় ।
যমাদিত্যে যেই নরে, তর্পণ যে প্রাঙ্ক করে, ভক্তিভাবে করিবে নিশ্চয় ॥
তার পিতৃলোক হবে, অনায়াসে মুক্তি হবে, নিজে সৰ্ব পাপে মুক্ত

কাশীখণ্ড ।

হয় । দ্বাদশ আদিত্য সবে, মহাশয় শুনে জীবে, সর্ব ব্যাধি হৈতে মুক্তি
পায় ॥ কাশীপুরে যেই নরে, স্থানে স্থানে পূজা করে, তব করে দ্বাদশ
রবিরে । তার পুণ্য কেবা কর, নাহি থাকে তব ভয়, কাশী প্রাপ্ত নেই সব
নরে ॥ এক পঞ্চাশ অধ্যায়, সীতানাথ বন্ধু কর, সাজ হৈল আদিত্য
দ্বাদশ । ব্রহ্মানন্দ কাশীবাসী, রূপাতে ভাবায় ভাবি, কাশীখণ্ডে
অমৃত সুরস ।

ইতি ত্রিকাশীখণ্ডে মন্দর হইতে যোগিনী ও
সূর্য্যদেবের কাশীতে আগমন ও
দ্বাদশ আদিত্যের বিবরণ ।
নামঃ স্তম্ভঃ সর্গ ।



ব্রহ্মার কাশী আগমন ।

পয়ার । সম্মত শিখরে শিব ভাবিত হইল । কি হৈল কি হৈল বলি
চিন্তিতে লাগিল ॥ যেই যাহ কাশীপুরী নাহি আইসে ফিরি । সমাদ না
পাইয়া ভাবিত ত্রিপুরারী ॥ অবশেষে ব্রহ্মাকে যে সমাদ করিল । ব্রহ্মা
আসি কাশীনাথে প্রণাম করিল ॥ ব্রহ্মাকে দেখিয়া শিব করিল সম্মান ।
তার পর ত্রিলোচন কহেন বচন ॥ শুন ব্রহ্মা তুমি সব জানহ কারণ । কাশী
ত্যাগ করিয়া হৈ স্থির নহে মন । বহুদিন হৈল কাশী করিতে গমন । কাশী
কাশী করিয়া উৎকণ্ঠ সদা মন ॥ কাশী বিচ্ছেদের আলা না সহে অন্তরে ।
তুমি যাহ শীঘ্রগতি যথা কাশীপুরে ॥ যত জনে পাঠাইলাম কেহ না
আসিল । মুকুটেশ্বর সর্বজন কাশীতেবহিল ॥ দিবদাস স্বধর্ম্মেত্তেরাজ্য ভোগ
করে । অধম্ম দেখিলে রাজ্যচ্যুত নৃপবরে ॥ দিবদাস রাজ্যচ্যুত যে প্রকারে
হয় । ইহার উপায় তুমি করহ নিশ্চয় ॥ এই বাক্য শুনি ব্রহ্মা ভাবে মনে
স না শিব কর্ম্ম সাধন আর কাশীর দর্শন ॥ আপনাকে শ্রাদ্ধ জ্ঞান করিয়া
সম্বর । আনন্দ কাননে নিধি যায় শীঘ্রতর ॥ ব্রহ্মা নিজ রূপ তবে করি
সম্বর । অভি রুদ্ধতম দ্বিজ হইল তখন ॥ দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে কক্ষে খুজি
খুজি । কপাল বেড়িয়া কোঁটা ধীরে ধীরে গতি ॥ বারাগসী প্রবেশিল
হইয়া গোপন । স্থানে স্থানে দর্শন তাঁর্গে করেন ভ্রমণ ॥ তার পব দিবদাস
রাজার সাক্ষাতে । ধীরে ধীরে রুদ্ধ দ্বিজ হৈল উল্লসিত ॥ রুদ্ধদ্বিজ দেখি
দিবদাস মহাশয় । গাজোত্থান করি রাজ্য প্রণাম করয় ॥ আগমনেতে বসি-
য়া পাশ্চ অর্ঘ্য দিল । স্তব করি অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল ॥ কি কারণে
দ্বিজ তবে হেথা আগমন । যাহা ইচ্ছা দিব দান চাহত এইক্ষণ ॥ দ্বিজ
বলে দিবদাস ধর্ম্মশীল তুমি । তব তুল্য রাজা আর নাহি দেখি আমি ॥
তব স্থানে অন্য কিছু দান নাহি লব । দশ অশ্বমেধ আমি কাশীতে করিব
ইহাব সাহায্য রাজা কবিবে আপনে । যজ্ঞে বিঘ্ন নাহি যেন করে ছুই
ণে ॥ তদপবে দিবদাস দ্বিজে কহে বাণী । যথা সূত্রে যজ্ঞ সাজ করহ
আপনি ॥ যাচিঞা করিলে অর্থ অবশ্য যে দিব । যাহা কহ দ্বিজবর তখন
করিব ॥ তদপরে দ্বিজবর বিদায় হইল । উপায় কি করি বলি ভাবিতে
লাগিল ॥ দিবদাস রাজ্যে আমি পাপ নাহি দেখি । কি প্রকারে রাজ্য
হৈতে তারে করি ছুঃখি ॥ শিব কার্য সাধনা না হৈল আমা হৈতে । বিপ-
দীত হৈল শিব অগ্রেতে যাইতে ॥ কমল উদয় জল নিমিত্তে আগমন ।

কাশী সেবা করে যেবা শিব তুষ্ট আছে ॥ পুণ্যকর্ম সাধনের ঐক্য কাশী
সেবা । কাশীবাস হৈলে অন্য কর্ম করে কেবা ॥ এতক ভাবিয়া ব্রহ্মা
থাকে কাশীপুরে । শিবলিঙ্গ স্থাপিয়া পূজেন বহুতরে ॥ ক্রমেঃ দশ অশ্ব-
মেধ যে করিল । আনন্দেতে বেদবেত্তা কাশীতে রহিল ॥ অগস্ত্যকে কহেন
কার্তিক মহাশয় । জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দশমী যে হয় ॥ দশ অশ্বমেধ
স্নান পূজা যেই করে । দশ অশ্বাজিহ্বিত তার সর্কপাপ হরে ॥ আত্মাদি তর্পণ
করে কলের বিশেষ । তার পিতৃলোক মুক্ত কহেন মহেশ ॥ আর কল আছে
তীর্থে শুন সুনবর । জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতে আর ॥ ভক্তিভাবে
যেই জন স্নান পূজা করে । সর্কপাপে মুক্ত হয় সেই সনরে ॥ অস্তে কাশী
বাস তার অবশ্য যে হয় । শিবের বচন কেবা খণ্ডন করয় ॥ আর আর কল
শ্রুতি আছে বহু রূপে । ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সাক্ষ হইল সজ্জকপে ॥



অথ ব্রহ্মগণের কাশী গমন ।

পয়ার । বড়ানন বলে পুনঃ শুন মহামুনি । এই মতে কাশীতে রহিল
পদ্মযোনি ॥ মন্দরেতে ভূতনাথ ভাবিত অন্তর । কি হইল বলি খেদ করেন
শঙ্কর ॥ যাহাকে পাঠাই তবে কাশীতে রহিল । আছয়ে অনেক কার্য ব্রহ্মা
না করিল ॥ আনন্দ কানন সেই কত যায় জানে । সকলেতে মুখকরি
রাখে নিজস্থানে ॥ তার পরে শিব কহে চৌষটি গণেরে । সকলেতে শীঘ্র
গতি যাহ কাশীপুরে ॥ দিবদাস রাজ্যচ্যুত হয় যে প্রকার । সকলে মিলিয়া
যুক্তি করিবে ইহার ॥ তদপর ক্রমেঃ গণ সকলেতে । জনন্দ কাননে সব
চলিল দ্বিগতে ॥ শঙ্ক কর্ণ মহাকাল আর মহোদর । হর্টা কর্ণ মহোদর
মহামোহ কর ॥ সোম নন্দী নন্দীসেন কালপিজ কায় । কুকুটাণ্ডোদর
ময়ূরাখ্য যোনি হয় ॥ গোকর্ণ শূলকর্ণ বিকর্ণ আকর্ণ । ভূমিচণ্ড কপোদীশ
সুকেশ সত্ত্বর ॥ বীরভদ্র কিরাটীয়া চতুর্মুখ হয় । বিকূল পঞ্চানন ভূতান্ন
কতাক্ষ যে যায় ॥ এইমতে সকলে আনন্দপুরী যায় । দিবদাস নৃপ রাজ্য
ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ কোন পাপ দিবদাস বাজ্যে না দেখিল । গণ সব পর
স্পর চিন্তিত হইল ॥ প্রজ্ঞাকার্য সাধনের ন দেখি উপায় । শিব প্রিয়স্থান
কাশীবাস যুক্তি হয় ॥ স্বস্বনামে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন । রহিলেন গণ
সব আনন্দকানন ॥ গণ স্থাপিত শিবলিঙ্গ সেই পূজা করে । মহাঘোর নর-
কেতে মুক্ত সেই নরে ॥ অবশেষে কাশী প্রাপ্ত না হয় খণ্ডন । ত্রিপঞ্চাশ
অধ্যায় হইল সমাপন ॥

অথ কপদীশ্বর কথন ।

পয়ার । তদপরে মুনিবরে কার্তিক কহিল । শিবগণ কাশীপুরী
 একান্তে রহিল ॥ আর এক ইতিহাস শুন তপোধন । কহিব অপূৰ্ণ কথা
 পিশাচ মোচন ॥ বাল্মীক নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ । কাশীতে কপো-
 দীশ্বর লিঙ্গের পূজন । ঐ স্থানে বিমলকুণ্ড আছে নিরন্তর । নিত্য নিত্য
 স্নান করি পূজেন শঙ্কর ॥ এক দিন মহাহর কালেতে দ্বিজবরে । একান্তে
 বসিয়া তথা পূজেন শঙ্করে ॥ হেনকালে পিশাচ এক আইল তথায় । অতি
 ভয়ঙ্কর মূর্তি ঘোরতর কায় ॥ বাল্মীক ভিজ্ঞাসা কৈল কৃপাকরি তারে ।
 কোথা হৈতে আইলে তুমি কহিবে আমারে ॥ একপ হইল কেন শরীর
 তোমার । কহিবে সকল কথা করিয়া বিস্তার ॥ পিশাচ কহেন দ্বিজ কহি
 তব স্থান । গোদাবরী তটে প্রতিষ্ঠান নামে গ্রাম ॥ পূৰ্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ শরীর
 সম ছিল । তীর্থে প্রতিগ্রহ করি চিরকাল গেল ॥ কোন পর্বে দান আমি
 নাহি করি কভু । তে কারণে পিশাচত্ব হইলাম প্রভু ॥ জলরূপ রহিত
 স্থানেতে মোর বাস । মরুভূমি সদা কাল ভোজনে নৈরাশ ॥ ভ্রমণ করিয়া
 যদি জল কভু পাই । তৃষ্ণাতে পীড়িত হৈয়া খাইবারে যাই ॥ জলের রক্ষক
 সব না দেয় খাইতে । চিরকাল পীড়িত যে আছিহে তৃষ্ণাতে ॥ বহুদিন
 পরে এক ব্রাহ্মণ কুমার । সেই স্থানে উপনীত অতি ছুরাচার ॥ তাহারে
 দেখিয়া আমি চিস্তিয়া অন্তরে । নিজ ভোগ হেতু তার প্রবেশি শরীরে ॥
 দৈবযোগে এক মহাজন সঙ্গ পাইল । তাহার সহিত দ্বিজ কাশীতে আইল ॥
 তাহার শরীরে মহাপাপ আর আমি । কাশীর প্রান্তরভাগে বহিঃপথ গামী ॥
 বারাণসী প্রান্তরে প্রয়াগ তীর্থে আর । যাতায়াত করি মাত্র নাহিক
 আহার ॥ কাশীর ত্রিপথ মধ্যে মিলে একজনে । আশ্রয় করিতে তারে হৈল
 মোর মনে ॥ যাত্রীগণ শিব শিব বলে উচ্চৈঃস্বরে । এই শব্দ প্রবেশিল
 আমার অন্তরে ॥ সেই কলে আমি হেথা আসি তবস্থানে । কৃপাকরি মুনি
 বর করহ বিধান ॥ শুনিয়া ছুঃখের কথা দয়া উপজিল । বাল্মীক যে দ্বিজ
 বর পিশাচে কহিল ॥ কপোদীশ্বর সন্মুখেতে সরোবর । স্নান মাতে
 হবে তব শুদ্ধ কলেবর ॥ এত শুনি পিশাচ যে যান সরোবরে । জলের রক্ষক
 গণ নিবেদে তাহারে ॥ তদপরে পিশাচ সে অতিছুঃখ মনে । দ্বিজবর
 নিকটেতে করে নিবেদনে ॥ পিশাচ কহেন প্রভো নিবেদন করি । জলের
 রক্ষকগণ মোর হর বৈরী ॥ প্রভুর আজ্ঞা যাই সরোবর তীরে । জলের

রক্তক সব প্রহারে আমারে ॥ এই কথা শুনিয়া বাসীক দ্বিজ-রে । বিকৃতি
দিলেন কিছু পিশাচের তরে ॥ পিশাচে কাহন দ্বিজ শুনহ বচন । কপা-
লেতে কর তুমি বিকৃতি লেপন । দ্বিজের আক্রান্তে প্রেত ধরেন বিকৃতি ।
সবোবর তীরেতে চলিল শীত্ৰগতি ॥ বহু দিন অস্তে জন পিশাচে পাইল ।
স্নান করি উদর পুরিয়া জল খাইল ॥ দিব্য মূর্তি পিশাচের হৈল ততক্ষণ ।
বিমানে চড়িয়া স্বর্গে করয়ে গমন ॥ দূর হৈতে দ্বিজবরে প্রণাম করিল ।
তব প্রসাদেতে মুক্তি আমারি হইল ॥ নানামত ভ্রব করে দ্বিজবর প্রতি ।
তব প্রসাদেতে মোর হৈল অব্যাহতি ॥ পিশাচ যোচন কথা যে জন শুনহ
অন্যাসনে নরপাপ তার হয় কর ॥ মার্গমাগে শুক্লগন্ধে চকুদিশী তিথি
কপোদ্ধীশ্বরেতে যে বার্ষিক যাত্রা অতি ॥ সেই সরোবরে যেই নর স্নান
করে । তাহার উত্তম ফল কে অজ্ঞিতে পারে ॥ চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় কথা
অতি মনোহর । শুনিলে অপূর্ব ফল পায় সেই নর ॥



অথ পিজলাক্ষাদিগণের লিঙ্গ কথন ।

পয়ার । ক্ষম বলে শুনি মূনি আমারবচন । যে সকল গণে
লিঙ্গ করিল স্থাপন ॥ যে যে স্থানে যে যে গণে লিঙ্গ স্থাপিয়াছে ।
কাশীধামে সে সব বনেছি তব কাছে ॥ পিজলাক্ষগণে স্থাপে পিজ-
লাক্ষেশ্বর । কপোদ্ধীশ উত্তরে দর্শনে পাণি হয় ॥ বীরভদ্রে স্থাপি
লেক বীরভদ্রেশ্বর । অবিকৃতেশ্বরের পশ্চিমে মনোহর ॥ বীরভদ্র
মূর্তি তথা মিরাজে নাক্ষাত্রে । ভদ্রাভিজ কাশী দুই ভাগ্যার সহিতে ।
ভক্তিভাবে পূজি নর কাশীবাস কল । লজ্জাবেক দর্শনে সে পুণ্য অবিকল
কিরাত স্থাপিত লিঙ্গ কিতাবেশ দায় । কেদার দক্ষিণে পূজা করি তে
জানপাতিভুজুগেশ্বর লিঙ্গ ভকুভুজুগেশ্বর স্থাপিত । বৃদ্ধকাল নিকটে জাহ্নবে
অপূজিত ॥ কুবেরেশ্বরের পাশে নিকুন্ত স্থাপিত । জাহ্নবে নিকুন্তেশ্বর
পুরায়ে বাক্তিত ॥ মহাদেব দক্ষিণেতে পঞ্চক স্থাপিত । পঞ্চকেশ্বর নাম
লিঙ্গ সকলে পূজিত ॥ তারি তুতেশ্বর লিঙ্গ ভারভূত স্থিত । অতঃপরে উত্তর
দ্বারে আছে চমকিত ॥ ত্র্যক্ষেশ্বর স্থাপিলেক ত্র্যক্ষ গণবাজ । ত্রিলোচন
নিকটে বিরাজে পুণ্যভাজ ॥ ক্ষমক নামেতে গণ বিশেষের স্থানে ৮৮৮৮-
নিশি করে বাস বীরেশ্বর ধামে ॥ ক্ষেমক পূজক সদা ক্ষেমেতে থাকয় ।

সুখভোগ নিরন্তর মুক্তি পদ পায় ॥ লাক্ষ্মীশ নামে নিজ লাক্ষ্মী স্থাপিত
 বিশেষর উত্তরে আহরে সুপুজিত ॥ দণ্ডপাণি নৈখতে বিরোধ প্রতিষ্ঠিত ।
 আত্মে বিরোধেশ্বর নিজ সুপুজিত ॥ সুমুখ স্থাপিত সুমুখেশ্বর আখ্যান ।
 পশ্চিমাভিমুখ নিজ পুজি লভে জ্ঞান ॥ পিলিপ্পিগা ভীর্থে স্নান করি
 নিরনেতে । দেথিয়া সে সুখেশ্বর মুক্ত পাপহৈতে ॥ আষাঢ়ী স্থাপিত নিজ
 আষাঢ়ীশ নাম । আষাঢ়ী পুর্ণিমায় পূজা করি অমুখ্যম ॥ তারভূতেশ্বরের
 উত্তরে মনোহর । সকল পাতক নাশি মহাপুণ্য কর ॥ শুক্ল চতুর্দশী দিনে
 যাত্রা সম্বৎসরী । করিলে নিম্পাপী হৈরা বাস কাশীপুরি । কার্তিক বলে
 মুনি কর অবধান । কাশীতে সকল গণ করিল প্রস্থান ॥ নিজ নিজ নামে
 নিজ করিয়া স্থাপন । কাশীতে থাকিয়া করে বিশেষ চিন্তন ॥ চিরকাল
 গেল কেহ করে নাহি আইসে । পুনরপি চিন্তাবৃত্ত হইলা মহেশে ॥
 কাহাকে পাঠালে কাশী প্রবৃত্তি জানিবে । কেবা হেন বন্ধু আছে কাশী
 বার্তা দিবে । যোগিনী আদিত্য ব্রহ্মা আর যত গণ । বাহুড়িয়া না আসিল
 তারা কোন জন ॥ কাশীতে প্রবেশে মোর উদরে প্রবেশ । বিনির্গত নাহি
 তারে কখন নিঃশেষ ॥ কাশীতে সংস্থিতি আর নিজার্চন পর । মমনিজ
 সাক্ষাতে জানহ সেই মর । কাশী কাশী সদা মুখে করে উচ্চারণ । তাহার
 সকল বিষ বিনাশে হৃৎকণ ॥ সংসারেতে যত আর প্রমাতুর যারা ।
 কাশীতে বিজ্ঞান আসি করিবেক তারা ॥ কাশী নাম সুধাপান করে নিরন্তর
 নির্বাণ লভিয়া শিব হয় সেই মর ॥ সকল সুলভ মাত্র দুর্লভ কাশিকা ।
 ত্রিজগতে সার মহাপাতক নাশিকা ॥ কাশীর মহিমা গুণ জানিয়া নিশ্চয়
 যোগিনী প্রভৃতি সব কাশীপুরে রয় ॥ অন্য আশে সব আশা ছাড়া নাহি
 হয় । কাশীর গৌরবে মোরে নাহি রাখে ভয় ॥ যে সকলে কাশীপুরী
 করিল প্রবেশ । আমার স্বরূপ সেই সব সবিশেষ ॥ কাশী থাকি তারা
 মোর করে আরাধন । জানিব বৃদ্ধান্ত পুনঃ প্রেরি আর জন ॥ হেন তারি
 ডাকি শুধা আনিল গণেশ । পাঠাইলা কাশীপুরী আপনে মহেশ ॥ পিতৃ
 আত্মা শিরে ধরি তবে লম্বোদর । চলিলেন কাশীপুরী স্মরি মহেশ্বর ॥
 অধিকানিধাসী সীতানাথ বন্ধু দাস । কাশীখণ্ড ভাষাতে রচিল মনো-
 ভাব ॥ ব্রহ্মানন্দ সমাপনে ব্রহ্মানন্দময় । পঞ্চপঞ্চ অধ্যায়েরে সমাপ্ত
 করিল ॥

অথ গণেশের কাশী আগমন ।

পরার । কার্তিক কহেন শুন মুনি ভূপাধন । কহিব অপূর্ণ কথা
করহ জবণ ॥ সুবিক বাহনে ভবে দেব গজানন । বরাহিত হৈয়া ভবে
করিল গমন ॥ কাশীর নিকটে যাইয়া দেব গণপতি । মায়াতে হইল ব্রহ্ম
ভ্রান্ত । আকৃতি ॥ প্রাতঃকাল সম ভোজ ধরি স্থলকার । গজকঙ্ক লম্বোদর
সুশোভন গার ॥ মুখচক্রে চন্দ্রন্যায় গলে শোভে পাতি । পদকেশ-কপাল
যুড়িয়া করি ফোটা ॥ গণেশের প্রায় হস্তে পঞ্জিকা লইল । কপটেতে
কাশীপুরী প্রবেশ করিল ॥ বছদিন অস্ত্রে কাশী করিয়া দর্শন । সর্বদানে
গণপতি করিয়া ভ্রমণ ॥ তার পর নগর মধ্যেতে দ্বিজ যায় । গৃহস্থের বাটী
সব ক্রমেতে বেড়ায় ॥ কোন দিম নগর মধ্যেতে দ্বিজ যাইয়া । শুভাশুভ
কহে কর কপাল দেখিয়া ॥ কোথী যে পঞ্জিকা দেখি গণমা করয় । কারে
বা কহেন ভব শুভগ্রহ হয় ॥ কারে বা কহেন গ্রহ মন্দ প্রতিশয় । একত্র
মঙ্গল শনি শুক্র যে আছয় ॥ শনিগ্রহ অবিচারে বক্র যে আছেন । গণনা
করিয়া দ্বিজ সকলে কহেন ॥ সুবিক বাহনে দেব নানা মায়া জানে । জ-
নীতে সকলেরে দেখায় স্বপনে ॥ পরদিন গৃহস্থের বাটী দ্বিজ যায় । খড়ি-
পাতি স্বপ্ন কথা প্রত্যক্ষ জানায় ॥ গৃহস্থের কর্তারে কহেন দ্বিজবর । খেদ
রায়ে স্বপ্ন তুমি দেখে ঘোরভর ॥ দীর্ঘ সরোবরে তুমি করিয়া গমর ।
জলমধ্যে বার বার হৈয়াছে পতন ॥ বার বার কূলে উঠে প্রব্রু করিয়া ।
তার পর পথ মধ্যে পতন হইয়া ॥ অমঙ্গল স্বপ্ন এই শুন মহামতি ।
জ্যোতিষেতে দেখিয়াছি আমি খড়ি পাতি ॥ সত্য মিথ্যা তুমি সব জান
অন্তরেতে । আমার অগ্রেতে তুমি কহিবে নিশ্চিতে ॥ প্রত্যক্ষতে রজনীর
শুনি স্বপ্ন কথা । মনে মনে অসম্ভব ভাবে গৃহকর্তা ॥ দ্বিজবরে তবে তজ্জি
হইল অতিশয় । নানা ভক্তি করি সবে বিদায় করয় ॥ পুরবাসী অন্তঃপুরে
গিয়া দ্বিজবরে । যার মেই সম্বোধিত কহেন মদুরে ॥ মায়া করি খড়িপাতি
মৌনভাবে রয় । ক্ষুভ ভবিষ্যৎ বর্তমান দ্বিজ কর ॥ অন্য গৃহস্থের বাটী
করিয়া গমন । পূর্বে রাত্রের স্বপ্ন কথা করে আলাপনে ॥ তুমি কল্যাণ-
নীতে দেখিলে স্বপ্ন । জোকার গৃহেতে ধ্বজা হৈয়াছে পতন ॥ খড়ীপাতি
দেখিলাম স্বপ্ন ভাল নয় । অতিশয় অমঙ্গল কর্তা প্রতি হয় ॥ এই মত
অশেষ প্রকার স্বপ্ন কথা । নগর বাসীকে ক্রমে জানায় সর্বথা ॥ কোন
গৃহস্থের বাটী যাইয়া প্রত্যেক । সকলেরে ডাকি দ্বিজবর খড়ীপাতি ॥

কাহাকে কহেন তুমি কল্য রজনীতে। যত স্বপ্ন দেখিয়াছ কহিব সাক্ষাতে
 শেষ রায়ে এক কন্যা হর মুক্ত কেশ। বস্ত্রহীন অলঙ্কার মুর্ত্তিত বিশেষ ॥
 কাশীপুর হৈতে কন্যা রোদন করিতে। করিল গমন কাশী প্রান্তর
 ভাগেতে ॥ ইহাতে কুন্তল হর কি কব তোমার। লক্ষ্মীদেবী কাশী ছাড়ি
 স্থানান্তরে যার ॥ আর কোন গৃহস্থের বাড়িতে যাইয়া। স্বপ্নের যে কথা
 কহে পঞ্জিকা দেখিয়া ॥ তুমি কল্য রজনীতে দেখেছ স্বপ্ন। দেব মন্দি-
 রের চূড়া হৈয়াছে পতন। ইহা অতি অমঙ্গল রাজাপ্রতি হর। রাজা ভঙ্গ
 হইবেক কহিলু নিশ্চয় ॥ রজনীতে ক্ষেত্রবাসী স্বপ্ন যে দেখিয়া। অনেক
 বসিল সবে একত্র হইয়া ॥ তারপরে দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল। প্রণাম
 করিয়া দ্বিজ বসিবারে দিল ॥ দ্বিজ কহে আমাদের শুনহ বচন। কহ
 দেখি কেবা কোন দেখেছি স্বপ্ন ॥ পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বিজ সৰ্বাংগ গোচরে
 স্বপ্নে য়ে কথা ক্রমে কহেন সম্বরে ॥ কারে কহে তুমি স্বপ্নে মুক্তকেশ
 হৈয়া। রোদন করেছ রক্তবস্ত্র যে পরিয়া ॥ কারে বা কহেন স্বপ্নে দেখ
 অসম্ভব। শুকিনী গৃধিনী ছিল গৃহে মৈত্রেয় সবা ॥ কারে বা কহেন তুমি
 শুনহ বচন। রজনীতে দেখিয়াছ সূর্য্যের গ্রহণ ॥ তুমি দেখিয়াছ স্বপ্ন
 দ্বিজবর কর। পূর্বদিগ হইতে সূর্য্য পশ্চিমে উদয় ॥ অন্য লোক প্রতি
 স্বপ্ন কহে দ্বিজবর। তুমি দেখিয়াছ চন্দ্র তুমির উপর ॥ তুই কেতু রজনী-
 তে হইয়া উদয়। তুই জনৈ বোরতর যুদ্ধ হৈ করয় ॥ বানরের ক্ষেপে কেহ
 করি আরোহণ। দক্ষিণ দিগেতে সেই করয়ে গমন ॥ কারে বা কহেন
 স্বপ্নে দেখ ঘোরভর। লবণ সমুদ্রে জলে প্রলাটে নগর ॥ এসকল স্বপ্ন
 দেখা কত ভাল নয় ॥ স্থান ত্যাগ করিতে উচিত বৃত্ত হর ॥ রজনীর স্বপ্ন
 কথা দ্বিজ যুগে জানি। অতি চমৎকার সবে অসম্ভব আমি ॥ এইরূপে
 দ্বিজবর নগরে বেড়ায়। পূর্বরাজে স্বপ্ন কথা প্রভাতে জানায় ॥ নগর
 নিবাসী হী পুরুষ যত জন। অতিশয় বঙ্গ হৈল কি কব কখন ॥ নানা
 কৃতি ভক্তিভক্তে প্রণতি সবে করে। অন্তঃপুরে যায় দ্বিজ আবাসিত করে ॥
 যত লোক করিতেছে কাশীপুরী বাস। দ্বিজবরে অতিশয় হইল বিশ্বাস ॥
 একে অমঙ্গল স্বপ্ন দ্বিজের বচনে। অন্য স্থানে যায় কেহ হৈয়া উচাটনে ॥
 ইত্যাদি প্রকার বহু লোক ছাড়ে কাশী। উজাড় হইল রাজ্য হেন মনে
 বারি ॥ তার পর গণপতি চিত্ত উচাটনে ॥ রাজ অন্তঃপুরে আমি যাইব
 কখনে ॥ মায়া করি দ্বিজবর তমিল সম্বরে। অন্তঃপুরে যাইতে কেহ
 নিষেধ না করে ॥ অন্তঃপুরে গিয়া দ্বিজ হইল উপনীত। রাণীগণ ব্রাহ্মণ

দেখিয়া চমকিত ॥ বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ রূপ করিয়া দর্শন । ভক্তি করি প্রণাম
করিল সর্বজন । বসিতে আসন দিল করিয়া বচন । আশীর্বাদ করি
দ্বিজ বসিল তৎক্ষণ ॥ আগমন কথা জাহ্নবীল দ্বিজবরে । তার পর দ্বিজ
বর কহেন সত্ত্বরে ॥ মনোগত কথা আমি পারি যে কহিতে । যে হৈয়াছে
যাহা হয় কহিব সুরিতে ॥ এত শুনি রাণীগণ সহস্রাঘ হইল । তদপরে
দ্বিজবর কহিতে লাগিল ॥ রাণীগণ মধ্যে এক হয় পাট রাণী । তার প্রতি
খড়ীপাতি কহে দ্বিজ বাণী ॥ তুমিত সুভাগা বট রাজার অগ্রেতে । সদ্য
হৈতে পূর্ব দেখ দিন পাঁচ সাতের ॥ রাজা দ্বিজ গ্রীবা হৈতে খুলি কণ্ঠ হার
বতন করিয়া দিল গলাতে তোমার ॥ অন্য এক রাণী প্রতি দ্বিজবর কহে
সপ্ত কন একগত পুত্র তব হয় ॥ তার মধ্যে এক পুত্র অশ্ব আরোহণে ।
তুই মাস অগ্রে পুত্র হৈয়াছে নিধনে ॥ অন্য কোন রাণী প্রতি কহেন সত্ত্বরে
কন্যা আছে শুন শুন তোমার উদরে ॥ আর এক রাণী প্রতি দ্বিজবর
বলে । পূর্বেতে সুভাগা তুমি রাজার আছিলে ॥ পুনর্বার দিন কত গত
হৈয়া পরে । তুমি বড় প্রিয় হবে রাজার গোচরে ॥ অন্তঃপুর নিবাসী যতক
নারীগণ । দ্বিজবর সকলের মনোগত কন ॥ সকলেতে তুষ্ট বড় হৈল
দ্বিজবরে । বহুধন আনি দিল দ্বিজের গোচরে ॥ বৃদ্ধ দ্বিজ বলে শুন জা-
মারি বচন । প্রতিগ্রহ আমি নাহি করিত কখন ॥ তোমাদের মঙ্গল হউক
সর্বদায় । আশীর্বাদ করি দ্বিজ তথা হইতে যায় ॥ তদপরে নারীগণ
মিলি সকলেতে । দ্বিজবর রূপ গুণ কহেন সভাতে ॥ লীলাবতী নামেতে
রাজার প্রিয় রাণী । রাজ অগ্রে কহে দ্বিজবরের কাহিনী । বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ
আসি ছিল অন্তঃপুরে । প্রভাতে অরুণ জিনি দ্বিজ কলেবরে ॥ রূপে গুণে
সর্বমতে বৃদ্ধ সেই হয় । বিশেষ করিয়া রাণী রাজা প্রতি কহ ॥ এত শুনি
রাজা আজ্ঞা করিল তৎক্ষণ । আমার অগ্রেতে দ্বিজ আন এইক্ষণ ॥ পরি-
চার এক কক্ষ নিকটে আছিল । ব্রাহ্মণে আনিতে আজ্ঞা রাজা যে করিল ॥
নগরমধ্যেতে যায় আজ্ঞা অনুসারে । লইয়া চলিল দ্বিজ রাজার গোচরে ॥
দূরেতে থাকিয়া রাজা দ্বিজবর দেখি । সন্তুষ্ট হইল বড় মনে হৈয়া সুখী ॥
কমে কমে দ্বিজবর নিকট হইল । তুই সারি পদ নৃপ অগ্রগামী গেল ॥
দণ্ড ন্যায় হৈয়া পড়ে পৃথিবী উপরে । প্রণাম করিয়া রাজা দ্বিজের স্তব
করে ॥ দ্বিজবর বেদবাক্য উচ্চারি বচন । রাজা প্রতি আশীর্বাদ করে
কষ্ট মন ॥ নম্রপক ইত্যাদিতে দ্বিজেরে পূজিল । বিনয় করিয়া বাধা
কহিতে লাগিল ॥ তোমার যে রূপ গুণ যতক শুনিল । ততোধিক হৈতে

আমি সাক্ষাতে দেখিবু । ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান যত কথা । কহিবারে শক্তি
 তব আছে সর্বথা ॥ দ্বিজ বলে শুন নৃপ করি নিবেদন । জ্যোতিষ
 তরুণে জানি তত্ত্ব বিবরণ ॥ দিবদাস রাজা বলে দ্বিজের গোচরে । কোন
 কৰ্ম করিয়াছি কহত আমারে ॥ একণেবা কোন কৰ্ম করিতেছি
 আমি । কৃপা করি কর কথা কহিবে যে তুমি ॥ এত শুনি দ্বিজবর
 ভূমে খড়ী গাতি । বিশেষিয়া সব কথা কহে নৃপ প্রতি ॥ শুন
 দিবদাস রাজা আমার বচন । তোমার সমান রাজা না দেখি কখন ॥
 তব রাজ্য হইয়াছে পৃথিবী মণ্ডলে । তব সম রাজ্য নাহি হয় কোনকালে ॥
 ধর্ম পরায়ণ তুমি তেজঃ সূর্য্য সম । শিষ্টের পালন কর দৃঢ় প্রতি যম ॥
 চন্দ্র জিনি মুখ তব অমৃত বচন । তব বাক্য বোধ হয় অমৃত সেচন ।
 পালন করিছ প্রজা পুজারিক আমি । তোমার বশেষে রাজ্য পূর্ণিত অবনি ॥
 ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য জিনি তোমার বাধান । তব গৃহে কমলা আপনি অধিষ্ঠান ॥
 দান ধ্যান পূণ্য কথা তব স্তম্ভরেতে । ইহা বহিমন্য কথা নাহি তব চিতে ॥
 রাজরাণীর যত পুত্র কন্যা যত ছিল । প্রত্যক্ষিতে বিস্তারিত সকলি কহিল ॥
 ভূত ভবিষ্যৎ আর বলে বর্তমানে । বহুতর কহে দ্বিজ রাজা সন্নিধানে ॥
 শুনিয়া যে নৃপবর বিস্ময় হইল । ভক্তি করি দ্বিজবরে প্রস্তাব করিল ॥
 শুন দ্বিজ আমি এক করি নিবেদন । নানা সুখভোগ আমি করি অনুক্ষণ ॥
 তথাপিহ চিত্ত নোর সনা উৎকণ্ঠিত । কহ দ্বিজবর তুমি একি বিপরীত ॥
 পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বিজ কহেন সঙ্কর । অষ্ট দিন হৈতে অষ্টাদশের ভিতর ॥
 উত্তর হইতে এক ব্রহ্মণ আসিবে । সেই সব বিবরণ তোমারে কহিবে ॥
 যে কহিবে তুমি তাহা করিবে সর্বথা । কদাচিত তাহাতে না করিবে
 অন্যথা । দিবদাস রাজা দ্বিজ রাজ্য শিরোধরি । দ্বিজেরে দিলেন ধন বহু
 বত্ত করি ॥ রাজা-রাণী সবে মেলি প্রণাম করিল । আশীর্বাদ করি দ্বিজ
 বিদায় হইল ॥ কাশীবাসী নগরেতে যত লোক ছিল । সনাদর করি দ্বিজবরে
 বনাইল । তার পর গণপতি আনন্দিত মন । গিহু আজ্য কৃত কার্য্য হইল
 সাধন ॥ দিবদাস রাজা নাহি ছিলেন যখনে । গণেশের প্রতিমূর্ত্তি ছিল যে
 যেস্থানে ॥ সেই সব স্থানে দেব হইয়া উদ্ভিত । কাশীপুরী রহিলেন চিন্তে
 বড় প্রীত ॥ দিবদাস রাজা চিন্তে হইল চিন্তিত । অষ্টাদশ দিন করে হবে
 উপস্থিত ॥ কাশীপুরে মাতা প্রকাশিল গজানন । দ্বর্ভপক্ষ অধ্যায় কথা
 হৈল সমাপন ॥

পন্ন্যার । অগস্ত্য কহেন শুভ দেব যতানন । কোন২ মূর্তি ধরে সুবিক
 বাহন ॥ কি কারণে তিনি হইলেন বহুকায় । কাশীপুৰী থাকি তিনি কি
 কার্য্য করয় ॥ কোন্২ নীম ধরি রহে কাশীপুরে । বিস্তারিত করি দেব
 কহিবে আমারে ॥ কাৰ্ত্তিক কহেন পরে মনিবর প্রভি । বিস্তারিতা কহিবে
 শুভ মহামতি ॥ ষষ্ঠ পঞ্চাশত মূর্তি কাশীতে আছিল । সেই সব স্থানে
 দেব উদয় হইল ॥ প্রথমেতে সদাশিব আসি কাশীপুরে । সকল গণেশে
 স্তব করে বহুতরে ॥ গণেশের স্তবে উপস্থিত প্রসঙ্গেতে । কাশীপুরী আশ
 মন কথা ভুজনাথে ॥ মন্দার হইতে বিষ্ণুপাক সর্বেশ্বর । কাশীপুরী গম
 নেতে হইল তৎপর ॥ দিবদাস হইয়াছে কাশী উপভুক্ত । সে সকল বাসে
 বাস নহে উপভুক্ত ॥ কাশীনাথ বিশ্বকর্মা প্রতি আজ্ঞা করে । প্রতি শীত
 করি তুমি যাহ কাশীপুরে ॥ যে সকল মন্দির আহুয়ে স্থানে স্থান । তাহা
 ভাঙ্গি পুনর্নির করহ নির্মাণ ॥ এতশুনি বিশ্বকর্মা করিল গমন । কাশীতে
 বাইয়া সব করিল তত্ত্বন ॥ পুনরপি সব পুরী নির্মাণ করিল । পূর্ন হৈতে
 কাশীপুরী উজ্জল করিল ॥ বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথে সব নিবেদিয়া । বহুদে
 প্রস্থান করে হর্ষবৃত্ত কৈলা ॥ আনন্দ কাননে আইসে দেব পঞ্চানন । ভগ
 বতী বিষ্ণু ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥ ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি কুবের বরুণ । আই
 লেন নন্দীভৃঙ্গি যত রুদ্রগণ ॥ সনকাদি সর্গ আদি মুনিগণ যত । কণীকাদি
 সিদ্ধাচর আর যার কত ॥ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা গণ বিদ্যাধর আদি । যতেক
 চলিল সঙ্গে নাহিক অবধি ॥ সকলেরে সঙ্গে করি দেব ত্রিপুরারী । কাশী
 পুরী আসি অগ্রে গণেশেরে স্মরি ॥ স্তব করে বিধিমতে গজেন্দ্র রাজেরে ।
 তব সম প্রিয় পুজ নাহিক সংসারে ॥ অধিকন্তে আসি আমিমা ছিল
 উপাস্ত । তব যোগে সর্ব্ব বিষয় নাশয়ে নিশ্চয় ॥ যেই পুজে পিতৃকার্য্য
 করেন উদ্ধার । তাহার সমান পুজ নাহিক সংসার । বিধি বিষ্ণু দেবগণ
 কহে মৃত্যুঞ্জয় । গণেশের তুল্য নাহি কহিল নিশ্চয় ॥ বিঘ্ননাশে মহাদেব
 করি আলিঙ্গন । পরে গণেশেরে প্রণমিল সর্ব্বজন ॥ তদন্তরে অগস্ত্য
 কহেন সস্তর । চুণ্ডী তব নাম হৈল বিঘ্ননাশ কর ॥ বারাণসী আসিবেক
 নর যে সকল । অগ্রে তব পূজা বিনে সকল বিফল ॥ মিষ্ট লাভু পুষ্প মাল্য
 সুগন্ধি চন্দন । পুজিবেক ভক্তি করি অগ্রে তব স্থান ॥ তার পর বিশেষত
 পুজিবেক প্রাণি । বিঘ্ননাশে পূজা বিনা সব নিধা মানি ॥ তদপরে চুণ্ডী
 দেবে শিব করে স্তব । স্বরূপ বর্ণনা করে দেবে শুভেনব ॥

ত্রিংশদী । তুমি সর্ববিশ্ব কর্তা, সকলের মূল বার্তা, সকল মঙ্গলকর
 হই। সর্বেশ্বর হও তুমি, অগতের বট আমি, গুণাতীত গুণ যুক্ত ময় ॥ আর
 করি তব তত্ত্ব, সকল অন্তরে বাস্তব, যোগীগুণে ধ্যানেন নাহি পার ॥ অষ্টাঙ্গ
 ধ্যানের সার, প্রণব আত্মক পর, সৃষ্টি স্থিতি সংহার করয় ॥ তবাক্ষয় বিশ্ব
 নষ্ট হইত। হয় বেদ বেত্তা, আমি তব মতে নাশ করি ॥ পার্শ্বতী কদয়ানন্দ,
 সর্ব জীবে তাপে রুদ্র, সর্ব বিশ্ব বিনাশক তরি ॥ এইরূপে স্বয়ম্ভুব, স্তব
 করে কৃতকর, বর্ণনে পুষ্টক রুদ্র হয় ॥ কাশীপুর মাঝে বাস, যথাস্ব বিশ্ব
 নাশ, গণপতি আইছেন উদয় ॥ অবিমুক্ত অষ্ট দিগে, পঞ্চক্রোশী সর্ব
 ভাগে, স্তানে গণেশ বিস্তার ॥ গণপতি পাশ পাণি, উত্তরে বিরাজ জানি,
 বিকট দন্ত গণপতি আর ॥ তদন্তরে বিষ্ণুরাজ, দণ্ডহস্ত সুবরাজ, গজ বিনা
 য়ক আর হয় ॥ স্থল জয় গণপতি, জ্ঞান বিনায়ক গতি, উত্তরেতে ক্রমে সপ্ত
 রয় ॥ নৈঋতে বরুণা গজা, ক্রমে গজা কূতরঙ্গা, কার্ত্তিক বলেন অতঃপর ॥
 অতি ধর্ম অগ্রগত, গণপতি রাজস্থত, বরদ গণেশ তার পর ॥ পিচিগুল
 গজানন, কাল বিশ্ব বিনাশন, মঙ্গল গণেশ বিবরণ ॥ বিদ্যেশ আখ্যান দ্বারে,
 পূর্বে যম বলেযারে, প্রথমেতে সিদ্ধি গজানন ॥ প্রণব গণেশ পরে, মোদক
 প্রিয় অন্তরে, আরবাস্তমুগ্ধেগণেশ ॥ মাগেশ গণেশরায়, মথিকনি বিশ্বকাগ
 অবিমুক্তগণেশবিশেষ ॥ অগ্নিকোণেক্রমাগত, অসীগজাবিরাজিত, সম্মুখেতে
 অর্ক বিনায়ক ॥ লম্বোদর পর তার, বক্রভুগু সর্ব সার, অভয়দ গণেশ
 নায়ক ॥ স্থল দন্ত গজপতি, আশা বিনায়ক স্থিতি, মোদক গণেশ চমৎ-
 কারি ॥ দক্ষিণেতে চূর্ণ বিশ্ব, কুটদন্ত অতি তীক্ষ্ণ, একদন্ত গণেশ সত্ত্বর ॥
 সিংহভুগু বিশ্বনাশ, কলিপ্রিয় পার ভাব, চুণ্ডীদেব বড়ই সুন্দর ॥ প্রমদ
 গণেশ শুণ্ড, নৈঋতেতে ভীম চণ্ড, শানকুটগণেশ সত্ত্বর ॥ ত্রিমুখ গণেশ
 বড়, কুলিতাক লম্বোদর, চতুর্দন্ত যক্ষ বিনাশক ॥ লম্বোদর গণেশ্বর,
 পশ্চিমে তাহার ঘর, দেহলিশ নাম সর্বাক্ষক ॥ কুম্ভাঙ্ক গণেশ আর, পঞ্চ
 মুখে ধৃত যার, পরে ক্ষিপ্ত প্রসন্ন গণেশ ॥ দ্বিতুগু গণেশ হয়, গজকর্ণ নাম
 কর, শেষ সাক্ষী গণেশ বিশেষ ॥ বায়ুকোণে পরে তার, উত্তম গণেশ সার,
 শুণ্ড গণপতি সুপ্রকাশ ॥ হেরষ গণেশ সূক্তি, চিত্তা মুনিবর শক্তি, জ্যোত
 গণপতি শুভবাস ॥ চিত্র মুগু নাম ধর, সিদ্ধি গণেশ্বর বর, একপেতে ষট
 পঞ্চাশত ॥ কাশী মধ্যে বিরাজয়, সর্ব বিশ্ব বিনাশয়, ভক্ত নামে গণেশ
 সতত ॥ ভগীরথ সম্পূজিত, হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, কপোদ্ধীর ঘেই গণপতি ॥
 কাশীক্ষেত্রে বিরাজয়, দর্শনেতে বিশ্ব জয়, চুণ্ডীরাজ মাহাত্মা যে অতি ॥

মঙ্গলে চতুর্থী তিথি, যেবা পুজে গণপতি, তার কল সৰ্ব্ব বিঘ্ননাশে । চতুর্থীতে পুজে যেবা, তার কল কেহে কেবা, সদা সুখী হয় অবশেষে ॥ মাঘে শুক্ল চতুর্থীতে, ব্রতী থাকে নক্ত ব্রতে, বাবীকাদি যাত্রা আর করে ॥ শুক্ল তিল লাড়ু দেয়, শুক্ল তিলে হোম হয়, দুগ্ধী রাজ স্তব পাঠ করে ॥ সপ্ত জন্ম পাপ যত, নশ হয় বিশেষতঃ, সৰ্ব্ব সিদ্ধি অনায়াসে হয় । আর কহি শুন মুনি, বিঘ্ননাশ পুজে যিনি, তার মুক্তি অনন্তেতে নিশ্চয় ॥ সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়, গণেশ সাহায্য তার, সমাপ্ত হইল সমুদয় । পাঠ কিছা যেবা শুনে, বিঘ্ননাশ বিবরণে, সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সিদ্ধি তার হয় ॥ গণেশের কৃত কার্য্য, আসি শিব কাশী রাজ্য, গণেশ বন্দনা অগ্রে করি । পরে বিষ্ণু অধি মুক্ত, আসিবেন শিব উক্ত, দিবদাস রাজ্য হরে হরি । অবশেষে হর-গৌরী, মন্দর হৈতে সঙ্ঘরি, কাশীপুরে আসিবেন পরে । সীতানাথ বনুদাসে, ব্রাহ্মণের পদ আশে, ভাষায়ভাবিল নিরন্তরে ॥

—অষ্টম—

অথ কাশীতে বিষ্ণুর আগমন ।

পর্যায় । অগস্ত্য কহেন শুন দেব যজ্ঞানন । তবপদে আমি যাহা করি নিবেদন ॥ তব মুখ বাণী হয় অমৃত সেচন । শুনিতে সতত ইচ্ছা হয় মন মন ॥ দেব গজানন রহিলেন কাশীপুরে । কি করিল গজানন থাকি অতি দূরে ॥ কার্তিক কহেন শুন মুন তপোধন । মন্দরেতে সদাশিব উৎকণ্ঠিত মন ॥ গণপতি কথা শিব জানিয়া অস্তরে । সম্মুখে ছিলেন বিষ্ণু দৃষ্টি হয় তাঁরে ॥ সম্মানেতে বিষ্ণু প্রতি কহেন শঙ্কর । সকল স্তোত্র তব আছেয়ে গোচর ॥ যোগিনী প্রভৃতি গণেশেরে পাঠাইল । কেহ ফিরে না আসিল কাশীতে রহিল ॥ তুমি যদি মম কার্য্য করহ নাথন । তবে দেখি হৈতে পারে তাপ বিমোচন ॥ এত শুনি নারায়ণ সম্মুখে দাঁড়ায় । তব কার্য্য সাধনের করিব উপায় ॥ আর শুন জগন্নাথ করি নিবেদন । সকলের মূলপ্রভু আপনি যেহন ॥ কৰ্ম্ম যারে কহে গতি শক্তি নাহি কভু । কৰ্ম্মকর্তা কেহ নাহি তোমা বিনে প্রভু ॥ করণ কারণ তুমি হও তুতনাথ । সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েতে তুমি সৰ্ব্ব নাথ ॥ আমাকে করিলে কর কৰ্ম্মের সাধন । তব রূপা না হইলে কে হয় ভাজন ॥ যে জন তোমাতে অরি যে যেখানে যায় । সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সিদ্ধি হৈয়া হস্ততলে পায় ॥ এত কহি নারায়ণ লক্ষ্মী সঙ্গে করি ।

[ত]

গরুড়োত্তে আরোহণ করিয়া জীহরি ॥ সর্কারঙে সদানন্দে হৈয়া কষ্ট মন ।
 পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল নারায়ণ ॥ স্তব করি নারায়ণ ভূতনাথে কয় ।
 তব কার্য সিদ্ধি যেন আমা হৈতে হয় ॥ আর নিবেদন করি শুন ত্রিলো-
 চন । কাশী যাইবার দিন দেখহ আপন ॥ পুনর্বার নারায়ণে কহেন মহেশ
 কাশী যাইবার দিন করিবে বিশেষ ॥ যে দিনে গমন করে সে দিন উত্তম ।
 ভাল মন্দ দিন দেখ মানসের ভ্রম ॥ তদপরে নারায়ণ গমন স্থরিত ।
 কাশীপুরি মধ্যে প্রভু হৈল উপনীত ॥ আসি বরুণাভে গঙ্গা মিলিত যথায়
 সেই স্থানে চক্রপাণি হইল উদয় ॥ তথা হস্ত পদ বিষ্ণু ধৌত যে করিল ।
 তদবসি পাদোদক তীর্থ নাম হৈল ॥ পাদোদক তীর্থে যেরা স্নান পূজা
 করি । তর্পণ করয়ে তিল মিশ্রিত যে বারি ॥ ভক্তিতাবে পিণ্ডদান যে জন
 করয় । তাহার ত্রিসপ্ত কুল সমুজ্জার হয় ॥ পাদোদক তীর্থ জল গণ্ডেষক
 খায় । শালগ্রামায়ূত পান কলাধিক পায় ॥ অরা ব্যাধি নাহি তার হয়
 কোনকালে । নানাসুখভোগী হৈয়া থাকেন কুশলে ॥ পরে মণিকর্ণি ভলে
 সলক্ষ্মীক স্নান । পাবাণেতে নিজ মূর্তি করিল নির্মাণ ॥ বরুণা পশ্চিমভাগে
 কপিল স্থাপন । শ্রীআদি কেশব আখ্যা হইল তখন ॥ শ্বেতদ্বীপ খাত
 তথা করি ভগবান । ক্ষীরোদসমুদ্রে কৈল বিরাজিত স্থান ॥ সেই স্থানে
 যেই জনে প্রজ্ঞাদি করয় । পিতৃলোক সহ তার স্বর্গে বাস হয় ॥ ক্ষীরোদা
 দক্ষিণে শঙ্কু তীর্থ যে উত্তম । করয়ে তর্পণ যেরা করিয়া নিয়ম ॥ পিতৃ-
 লোকে অনার্যানে বিষ্ণুলোকে পায় । তাহার দক্ষিণে চক্রতীর্থ বিরাজয় ॥
 কাশীপুরি বহু তীর্থ আছে এ প্রকারে । বনিয়া বৈষ্ণব তীর্থ যোজন সৎ-
 হারে ॥ সেই সব তীর্থে ক্রমে অংশে নারায়ণ । কেশব নামেতে মূর্তি
 করিল স্থাপন ॥ প্রভোকে তাহার সব বর্ণনা করিব । বিস্তার করিয়া তাহা
 পরেতে কহিব ॥



অথ বৌদ্ধনত প্রণয় ।

পয়ার । ধর্মক্ষেত্রে বিষ্ণু লীলা প্রচার করিলা । বৌদ্ধ অবতার হৈয়া
 প্রকাশ হইলা ॥ কাশীপুরে এক পুরী করিয়া তৎক্ষণে । লক্ষ্মী সহ নারায়ণ
 রহে সেই স্থানে ॥ পুণ্য কীর্তি নাম দেব ধারণ করিল । বিজ্ঞানকৌমুদী
 নাম লক্ষ্মীর হইল ॥ গরুড়ের হৈল তথা বিনয় কীর্তি নাম । শিষ্যরূপে
 গরুড় সমুদ্রে অধিষ্ঠান ॥ পুণ্য কীর্তি গুরু হৈল স্বয়ং নারায়ণ । গুরু সমু-

খেতে শিষ্য থাকে সৰ্বক্ষণ ॥ গুরুর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে । এসকল
প্রকারে হইল ঘরে ঘরে ॥ অনেক হইল শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে । বৌদ্ধমত
শাস্ত্র কথা সদা আলাপনে ॥ জিজ্ঞাসে বিনয় কীৰ্ত্তি পুণ্যকীৰ্ত্তি স্থানে ।
যে রূপেতে ধৰ্ম্ম হয় সংসার মোচনে ॥ পুণ্যকীৰ্ত্তি বলে শিষ্য শুনহ বচন ।
বিশেষ করিয়া আমি কহি বিবরণ ॥ সংসার অনাদি সিদ্ধি উপস্থিত হয় ।
আপনি মিলয় যোগ অপেক্ষা না হয় ॥ বিধি আদি যত জীব ব্রহ্মাণ্ড
মধ্যেতে । আত্মা এক দুই নহে আছে বিচারেতে ॥ ব্রহ্মা আদি কোটি সব
কালে লয় হয় । বিচারেতে দেখি কিছু অধিক না হয় ॥ আত্মার বৈশ্বক্স
নিজা ভয় সৰ্বক্ষণ । দেহ মাত্র ধরে জীব সমান কারণ ॥ কৰ্ম্ম মাত্রে
জীবহিংসা অকারণ হয় । অহিংসা পরম ধৰ্ম্ম শাস্ত্রমতে কয় ॥ যদি কৰ্ম্ম
বশে লোক হিংসা আচরয় । ভোগভোগ দেহ বন্ধ মোচন না হয় ॥ আশ্চর্য্য
দেখহ এক অতি চমৎকার । ব্রহ্মার মুখেতে বিপ্র কত ভুঞ্জে আর ॥
উক্লিতে বৈশ্ণব জন্ম পদে শূদ্রে হয় । চারি পুত্র ভিন্ন ক্রমে হীন কায় ॥
এমত উত্তম নহে দেখ বিচারেতে । একোত্তর চারি জন স্থান কোনমতে ॥
ছোট বড় সব দেখ সৰ্ব্বত্র সমান । ইহা ভিন্ন ভাব নহে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
এরূপে অনেক মতে কহেন গুরুভে । বৌদ্ধমত নতত যে আলাপন করে ॥
যত শিষ্য এই শাস্ত্র করে আলাপন । সকলের বৌদ্ধমত হৈল আচরণ ॥
মহানারী লক্ষ্মী দেবী উন্মোগ কারিণী । ভগবান কৰ্ম্মকর্ত্ত । হরেন আপনি
লক্ষ্মীদেবী কাশীপুরে নারী প্রকাশয় । নারীগণ আসি সব যথাতে মিলয় ॥
বিজ্ঞানকৌমুদী বিস্তারিত করি কয় । নারীগণে বৌদ্ধমত নীতি শিক্ষা হয়
জ্ঞানদান তীর্থ যেরূপ করে পর্য্যটন । বৃথা জ্ঞান সে সকল দুঃখের কারণ ॥
এক ধৰ্ম্ম আছে এই সৰ্ব সারসংসার । কেবল জানিবে মাত্র পর উপকার ॥
যে যাহা যাচিঞা করয়ে যার প্রতি । করিবেক উপকার যার দেশকতি ॥
যদি কেহ শরীর যাচিঞা করি লয় । তাহারে অবশ্য দিবে এই ধৰ্ম্ম হয় ॥
বিজ্ঞানকৌমুদী আকর্ষণ করি সব । বৌদ্ধমত কাশীতে করিল সমুদ্ভব ।
কাশীপুরী নিবাসী যতেক লোক ছিল । পূৰ্ব হৈতে সকলের মতিভ্রষ্ট হৈল
কাশীপুরী নিবাসীর অনীতি দেখিল । পরে দিবদাস চিন্তা মলিন হইল ॥
রাজ্যভোগ কিবা সুখ সতত চিন্তিত । কিরূপেতে রাজ্যত্যাগ হইবে
স্বরিত ॥ গণকে কহিয়াছিল অষ্টাদশ দিনে । সুবুদ্ধ ব্রাহ্মণ এক আদিবে
কুবনে ॥ দেখি তাহা গত হয় ভাবিত রাজন । কিছু মিথ্যা নহে সেই ব্রাহ্মণ

যজ্ঞ ॥ ভক্তবানী ভগবান সকলি গোচর। রাজ্যত্যাগ দিবদাসের হইয়াছে
অন্তর

—৩২৪—

অর্থ দিবাসের নিকাগ।

পয়ার। বৃদ্ধ যে ভ্রাক্ষণ কপ হৈয়া নারায়ণ। দিবদাস পুরী প্রতি
করিল গমন ॥ বৃদ্ধ দ্বিজ দেখি রাজা আনন্দিত হৈল। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
রাজা বসিবারে দিল ॥ অর্চ্যাক্ষে প্রণাম করে বুড়ি ছুই করে। গলাতে বসন
দিয়া স্তব করে পরে ॥ তব মূর্তি দেখি দ্বিজ হবে নারায়ণ। আমার মনের
বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥ শরীরাদি দুখদুঃখ সকল মায়ার। পুত্র পৌত্র কন্যাদি
রাজ্য ভোগ আরি ॥ তাবত ছায়ার ন্যায় যায় পুনঃ হয়। অতএব নিবেদন
করি মহাশয় ॥ যাহাতে নিরুক্ত দেহ হয় দ্বিজবর। হেন মোরে উপদেশ
করহ সত্ত্বর ॥ পূর্ব্বতে গণক মুখে শুনেছি বচন। বৃদ্ধ দ্বিজ আসিয়া কহিবে
বিবরণ ॥ অতএব প্রভু তব হৈল অধিষ্ঠান। কিকপে নিস্তার হবে কহ
বিজ্ঞমান ॥ দ্বিজবর কহে কপ। রাজার গোচরে। তব সম পুণ্যশীল নাহিক
সংসারে ॥ যে প্রকারে রাজ্যভোগ করিলে আপনি। তব তুল্য অন্য রাজা
নাহি দেখি শুনি ॥ বসুনাথ সম তব প্রজার পালন। রাজর্ষি গণন মধ্যে
তোমার গণন ॥ আমি কিবা উপদেশ দিব তব স্থানে। সকল কহিলে তুমি
শুনি বিদ্যামানে ॥ পাণ্ডিত জনের যার জ্ঞান উপচয়। আপনে আপনা
জ্ঞানে সকল বিষয় ॥ পরে দ্বিজবর কহে শুন দিবদাস। অদ্যাবরি সপ্তদিনে
জানিবে নির্বাস ॥ তব তপোনলে ভূষ্ট আছে ভগবান। স্বশরীরে বিশ্বনাথে
হইবে নিকাগ ॥ হেন বাক্য শুন দিবদাস মহামতি। অর্চ্যাক্ষে প্রণাম করে
দ্বিজবর প্রতি ॥ বাঞ্ছা যাহা ছিল মোর সংসার ভিতরে। কৃতার্থ হইলাম
প্রভু তব রূপাবরে ॥ অনুল্য যে বহু রত্ন দ্বিজবরে দিল। বিদায় করিয়া
নৃপ চিহ্নিত হইল ॥ পুরবাসী লোভগণ আছিল যতেক। পঞ্চশত পুত্র আর
পত্নী যে অনেক ॥ সকলেবে ডাকাইয়া আনিল রাজন। সপ্তদিন বৃন্তান্ত
কহিল ততক্ষণ ॥ তদপরে যত ধন ছিল ভাঙারেতে। কণ্ঠতরু হৈয়া দান
করিল অরিতে ॥ দিবদাস রাজা পুত্র পত্নীগণ লৈয়া। দাক্ষায়ন রাজগৃহে
উকরিল গিয়া ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্রে সেই দেশে রাজত্ব করিল। আর সব পুত্রগণ
তথাক্তে রাখিল ॥ পরে দিবদাস রাজা বারাণসী আসি। নিম্নম দিবসে
মণিকর্ণিকাতে বসি ॥ বিষ্ণু উপদেশে দিবদাস মতিমান। স্বনাগেতে

শিবলিঙ্গ করিল স্থাপন ॥ তদপরে দিবদাস মহাযোগ ধরি । বিশেষর
 ধ্যান করে চিত্ত শুদ্ধ করি ॥ হেনকালে সেই স্থানে দিব্য রথ আইসে ।
 রুদ্রগণ শিবমূর্ত্তি ধরিল বিশেষে ॥ দেবকন্যা শত২ চামর হস্তেতে ।
 প্রতি শীঘ্র আসি দিবদাসের সাক্ষাতে ॥ অশরীরে দিবদাসে রথে জুলি
 লয় । তদন্তরে দিবদাস শিবমূর্ত্তি হয় ॥ এইরূপে দিবদাস নির্মাণ হইল ।
 অতঃপরে মুনি শুন বৌদ্ধ যে করিল ॥ দিবদাস রুদ্রান্ত যে শিব সন্নিধানে ।
 গরুড়েরে কহি সব পাঠায় নারায়ণে ॥ পরে পঞ্চনদ তীরে বান্ধুদেন যায় ।
 সর্বতীর্থ সার জানি বিরাজে তথায় ॥ কাশীখণ্ড দিবদাস আখ্যান বিস্তারে
 সমুদ্র সদৃশ কেবা বর্ণিবারে পারে । সীতানাথ বহু দীন জান হীন অতি ।
 ইহার বর্ণনা কৈল আছয়ে যে শক্তি ॥ ব্রহ্মানন্দ অনুকূল দীনপ্রতি হৈল ।
 কিঞ্চিৎ রচনা তবে ভাষাতে করিল ॥ এই অধ্যায় পাঠ যেনা করয়ে অবগ ।
 জনায়াসে মুক্ত হয় বেদের বচন ॥ অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় যে সমাপ্ত হইল ।
 এমতে সপ্তম সর্গ বর্ণনা করিল ॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে দিবদাস রাজার বিবরণ

অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায় ও সপ্তম সর্গ

নামঃ সমাপ্তঃ ।



অথ পঞ্চনদী তীর্থে কথন এবং সুলোচনা উপাখ্যান ।

পন্নায় । কার্ত্তিকের প্রতি কহে মুনিভূপোদন । পঞ্চনদী তীর্থেতে
 রহিল নারায়ণ ॥ বিশেষ করিয়া কহ প্রভু বড়ানন । অমৃত অধিক স্বাস্থ্য
 ভোমার বচন ॥ গুহ কহে শুন কুণ্ড সুত মুনিবর । পঞ্চনদী সমতীর্থ না
 দেখি সত্ত্বর ॥ তীর্থরাজ প্রয়াগেতে কার্ত্তিক মাসেতে । স্নান করে যেই নরে
 বিধি বিধানেন্তে ॥ সর্বপাপে মুক্ত হয় জানিহ নিশ্চয় । তীর্থরাজ আসি
 পঞ্চনদে মুক্ত হয় ॥ ক্ষীরোদের তটে বেদশিরা মুনিবর । সমাধি যোগেতে
 তপ করে যোরতর ॥ একদিন সেই পথে সূচিরে অপ্সরা । ভ্রমণ করেন
 দেবী অতি মনোহরা ॥ মুনির নিকটে দেবী ছলে উপস্থিত । অপ্সরা
 দেখিয়া মুনি চিত্ত বিচলিত ॥ দৈবাবধি মুনি শুক্ৰ হইল পতন । তাহা
 দেখি অপ্সরা ভাবিত হৈল মন ॥ যোড়হস্ত করি মুনি সম্মুখে দাণ্ডায় ।
 অপরাধ ক্ষমা কর মুনি মহাকায় ॥ অপ্সরা করুণা শুনি মুনি ভূপোদন ।
 অপরাধ নাহি তব শুনহ বচন ॥ উদ্যোগ করিয়া যেবা তপ ভঙ্গ করে ।
 তাহাকে আমরা শাপি জানহ সত্ত্বরে ॥ অনায়াসে যোগস্থানে যদি কেহ
 আইসে । যোগ ভঙ্গে পাপ নাহি শুনহ বিশেষে ॥ কিন্তু এক কথা কহি
 শুনহ নিশ্চয় । তপস্বীর অমোঘ ভেদ্য ব্যর্থ নাহি হয় ॥ এই তেজ তুমি
 শীঘ্র করহ গ্রহণ । কদাচ ইহাতে নাহি কর অন্য মন ॥ মুনি বাক্য অপ্সরা
 যে করিয়া গ্রহণ । যে আত্মা বলিয়া ভেদ করিল পারন ॥ দশমাস দশদিনে
 কন্যা প্রবিল । অপ্সরা মুনির স্থানে সেই কন্যা দিল ॥ স্বস্থানে অপ্সরা
 শেষে কার্য লগমন । মুনিবর কন্যা পাইয়া অতি রুষ্ট মন ॥ হরিণীর ছুঁ
 দিয়া পালন করয় । দিনে দিনে বাড়ি কন্যা মুনির আলয় ॥ নাম রাখি
 সুলোচনা করেন আদর । বয়ঃক্রম হৈল তার অষ্টম বৎসর ॥ মুনি দেখি
 বিবাহের কাল উপস্থিত । কারে কন্যা দিব বলি সর্বদা চিন্তিত ॥ একদিন
 কন্যাকে কহেন মুনিবর । কাহাকে করিব দান কহত সত্ত্বর ॥ কন্যা বলে
 শুন পিতা করি নিবেদন । সকলের প্রার্থ হবে ধর্ম পরায়ণ ॥ এমত বরেরে
 দান করিবে আপনে । এইত প্রার্থনা পিতা কহি তব স্থানে ॥ কন্যা বাক্য
 শুনি মুনি ধ্যান যে করয় । ধ্যানেন্তে জানিল মুনি ধর্মবর হয় ॥ তদপরে
 কন্যা প্রতি কহে ভূপোদন । যেই বরে ইচ্ছা তব হৈরাছে মনন ॥ কপে
 গুণে এই বর নাহি পাওয়া যায় । এমত মনোজ বর পাইবে কোথায় ॥
 তপত্যা থাকিলে ইহা মিলয়ে সত্ত্বর । ইহা শুনি পরে কন্যা চিন্তিত অস্তর ॥

পরে সুলোচনা পিতৃ আশ্রয় লইয়া । তপস্যা করয়ে কন্যা কাশীতে
 বাইয়া ॥ অতিশয় ঘোর তপ আরম্ভ করিল । পঞ্চতপা করি কন্যা স্বকর্ম
 সাধিল ॥ তদপরে কন্যা প্রতি ব্রহ্মা আসি কর । প্রার্থনা করহ বর যাঁহ
 ইচ্ছা হয় ॥ কন্যা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন । অন্য বর প্রার্থনাতে নাহি
 মোর মন ॥ ধর্ম পরায়ণ হবে সকলের শ্রেষ্ঠ । এই বরে বিভা হয় এই মনো
 ভিষ্ট ॥ পর উপকারী হবে কাশীপুরে বাস । ইহাতে হইলে হয় মানস
 উল্লাস ॥ তথাহু বলিয়া ব্রহ্মা বিদায় হইল । কন্যা আসি পিতা স্থানে
 প্রণাম করিল ॥ কত দিন পরে ধর্ম কন্যা স্থানে আসি । আমাকে বরহ
 তুমি শুনহ রূপসী ॥ তদপরে সুলোচনা কহিল সঙ্গর । পিতা স্থানে বসে
 তবে উচিত ইহার ॥ পুনর্ধর্মরাজ বলে শুনহ বচন । গন্ধর্ব বিবাহ আছে
 মনের মিলন ॥ হেন বাক্য শুনি কন্যা কোপাবিষ্ট হৈল । অকল্পন কথা
 কেন পুনঃ বল ॥ কন্যা দান করিবেন মানস পিতার । ইহাতে অন্যথা
 করা শক্তি আছেকার ॥ পুনর্বার ধর্ম কহে শুনহ বচন । গন্ধর্ব বিবাহ
 নত কর আচরণ ॥ এত শুনি কন্যার হইল ক্রোধ মন । ধর্মরাজ প্রতি শাপ
 দিলেন তৎক্ষণ । জল হৈয়া সদা কাল করহ যাপন । কন্যা শাপ শুনি ধর্ম
 ক্রুদ্ধ হৈল মন ॥ ধর্মরাজ কন্যা প্রতি কোপিত অন্তর । শীলা হয়ে কন্যা
 তুমি থাকিবে সঙ্গর ॥ শাপ শুনি কন্যা তবে পিতা স্থানে যায় । রোমন
 করিয়া সব বৃত্তান্ত জানায় ॥ বেদশিরা মুনিপরে ধ্যানেন্তে আনিল । ধর্ম
 মহাশয় তথা আপনি আসিল ॥ তদপরে কন্যাকে কহেন মুনিবর । চিন্তা
 নাহি চন্দ্রকান্ত হবে শিলাপার ॥ চন্দ্রের হস্তিতে দ্রব হইবে যে তুমি । কাশী
 ক্ষেত্রে ধর্ম সহ মিলিবে আপনি ॥ তব মনোনিত বর ধর্মরাজ হন ।
 হলনাতে তব সঙ্গে হইবে দর্শন ॥ অভাব বলি আমি শুনহ সঙ্গর । ছুই
 জনে পূর্বমত হবে কলেবর ॥ ধর্ম সহ নিজ রূপে হইবে মিলন । ইহাতে
 না হবে জান শাপের মোচন ॥ শাপের নিমিত্ত দ্রব হবে পুনর্বার । ক্রুশ
 করি করিলাম নিয়ম ইহার ॥ বেদশিরা পুনঃ কহে কন্যার সাক্ষাতে । ধৌত
 পাণ্ডা কাশীক্ষেত্রে হইবে আধাতে ॥ অগস্ত্যকে কাড়িক কহেন মহামতি ।
 ধর্মরাজ দ্রব হৈয়া কাশীপুরী স্থিতি ॥ তাহাতে মিলন ধৌত পাণ্ডা সুলো
 চনী । সরস্বতী বধূনা জাহ্নবী তরঙ্গিনী ॥ ক্রমেতে আনিয়া সব মিলিল
 তথায় । অভাব পঞ্চনদী মহাতীর্থ হয় ॥ কাশীক্ষেত্রে পঞ্চনদী তীর্থ
 সারাৎসার । জলস্পর্শ মাত্র ভীষ হয়ত উদ্ধার ॥ অবস্থিত হইল তথায়
 নারায়ণ । স্থানের মাহাত্ম্য কিনা কহিব কখন ॥ পঞ্চনদী তীর্থে যেন স্নান

দান করে । তাহার পুণ্যের কথা কে কহিত পারে । সৰ্ব পাপে মুক্ত হয় সেই সব জীব । অভ্যস্তবে মুক্তি পদ দেন তারে শিব ॥ কাৰ্ত্তিক মাসেতে প্রাতঃ স্নান যেকরে । স্নানান্তরে মরিলেহ মুক্তি তার পরে ॥ ঊনব্বিটি অধ্যায় কাশীখণ্ড মনোহর । শুনিলে সকল পাপে মুক্ত হয় নর ॥

—*—

অথ বিষ্ণুমাধব উপাখ্যান ।

পয়ার । কাৰ্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন । শুনিলে যে পঞ্চনদী উৎপত্তি কারণ ॥ মাধবের আবির্ভাব অপূৰ্ব কথন । কহি তবে সৰ্বমতে শুন দিয়া মন ॥ মন্দর হইতে কাশী আসি নারায়ণ । পাদোদক তীর্থে করিলেন প্রকাশন ॥ দিবদাস রাজাকে যে উচ্চাটন করি । কাশীর মাহাত্ম্য সব কহিল বিস্তারি ॥ যত তীর্থ পৃথিবীতে আছে স্থানে ২ । সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কাশীর আখ্যানে ॥ এপ্রকার কাশীপুরী প্রশংসা করিয়া । পঞ্চনদী তীর্থে গেল হর্ষচিত্ত হৈয়া ॥ পঞ্চনদী দেখি সুখী হৈল নারায়ণ । পঞ্চনদী প্রতি কহে করিয়া যতন ॥ ত্রিজগৎ মধ্যে তুমি সৰ্ব সারাৎসার । কি কব বর্ণনা তব মহিমা অপার ॥ জীবের পাতক তীর্থে করিয়া গ্রহণ । পঞ্চনদী স্থানে করে পাপের মোচন ॥ পঞ্চনদী তীর্থেতে থাকিয়া নারায়ণ । গরুড়ে ডাকিয়া পরে কহেন বচন ॥ শুনহ গরুড় তুমি বড় বিচক্ষণ । মন্দর পর্বতে শীঘ্র করহ গমন ॥ মন্দর হইতে আমি আগমন করি । যে যে কৰ্ম সাধন করিল কাশীপুরী ॥ দিবদাস রাজারে করিল উচ্চাটন । কহিবে তাহার সব নিক্সণ কথন ॥ বিস্তারিত করিয়া কহিবে ত্রিলোচনে । এত শুনি পক্ষীরাজ করিল গমনে ॥ পঞ্চনদী তীর্থে অগ্নিবৃন্দ তপোধন । সদাকাল তপ করে হৈয়া ক্রটমন । তদপবে অগ্নিবৃন্দ দেখি নারায়ণে । দণ্ডন্যায় ভূমে পড়ি করয়ে প্রণামে ॥ গলেতে বসন দিয়া অগ্রে দাণ্ডাইল । বহু বিধিমতে মুনি স্তব যে করিল ॥ সকলের আজ্ঞা ভুমি প্রভু জগন্নাথ । সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সকল তব হাত ॥ ব্রহ্মা আদি দেব যত তব আজ্ঞাকারী । তোমাছাড়া কিছুনহে শুনহে মুরারি ॥ স্কুলক্ষ্ম ভুমি প্রভু চিন্তামণি ময় । করণ কারণ তুমি সববেদে কয় ॥ চন্দ্র সূর্য্য তব তেজ আছে যে নির্বাস । বেদ অগোচর তব মহিমা প্রকাশ ॥ তোমাতে উৎপত্তি প্রভু তোমাতে মিলয় । নিশ্বাসেতে সৃষ্টি তব নিশ্বাসে প্রলয় ॥ দীন হীন আমি তব কিজানি মহিমা । পঞ্চমুখ চতুর্ভুজ দিতেনারে সীমা ॥ নাভী

পদ্ম হইতে তব ব্রহ্মার জন্মম । সকলের শ্রেষ্ঠ প্রভু সার কহিলাম ॥ হরিহর
এক আত্মা সর্ব শাস্ত্রে কয় । ইহার অন্যথা ভাবে নরকে পড়য় ॥ তুমি
ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর । তুমিই অনন্ত প্রভু সর্ব চরাচর ॥ চক্রপাণি
চতুর্ভুজ প্রভু জগন্নাথ । সর্বতো "কাপিত দেব হও কৃপানার্থ ॥ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নারায়ণ ত্রিভুত আর । ত্রিরাঘব জনার্দীন ত্রিবিক্রম সার ॥ হংস ত্রয়ীকেশ
নতা অনন্ত ত্রিহরি ! যত্ন শ্রেষ্ঠ বরাহ নামন যে মুরারি ॥ ত্রীধর গুরুধ্বজ
নৃসিংহ মাধব । মধুসূদন পদ্মনাভ আর যে রাঘব ॥ ইত্যাদি নামেতে স্তব
করে তপোধন । তুষ্ট হৈয়া মুনি প্রতি কহে নারায়ণ ॥ তোমা প্রতি আমি
অতি হইলাম তুষ্ট । বরের প্রার্থনা কর তব মনোভিষ্টি ॥ মুনি বলে শুন
প্রভু কার নিবেদন । অন্যবর প্রার্থনাতে নাহি মম মন ॥ পঞ্চনদী তীর্থে
প্রভু থাক চিরদিনে । করিবে পাতকী মুক্ত যত পুণ্যহীনে ॥ তথাস্ত বলিয়া
প্রভু করিলা স্বীকার । দৃঢ়ভক্ত বাল বর দিল পুনর্ব্বার ॥ শুন অগ্নি বিন্দু
তুমি প্রিয় ভক্ত মম । তব নাম অর্জেক হইবে মোর নাম ॥ ত্রিবিন্দু মাধব
নাম করিল গ্রহণ । ত্রিজগৎ মধ্যে সবে করিবে ঘোষণ ॥ তদন্তরে নারায়ণ
কহে মুনি প্রতি । এইস্থানে থাকিবেক মম প্রতিমূর্ত্তি ॥ এইত পরম তীর্থ
অতিপুণ্যস্থান । পঞ্চনদী জলেতে করিয়া স্নান দান ॥ যে জীব তোমার
পূজা করিবে দাদরে । গুপ্তা নাল্যদুগ দীপ জাব উপহারে ॥ সন্তু জন্মাজিত
পাপক্ষয় হয় তার । ইহাভে অন্যথা নাহি কহিলাম সার ॥ এক্ষণে তর্জন
জ্যেষ্ঠ যে জনে করয় । তার পূর্ব পুরুষাদি সন্তোষ হয় ॥ কার্ত্তিকেতে
প্রাতঃস্নান যে জনে করয় । তাহার ফলের কথা বর্ণনা না হয় ॥ ব্রহ্মা আদি
চন্দ্র সূর্য্য যত দেবগণ । কার্ত্তিক নামেতে করি নিষম ধারণ ॥ পঞ্চনদী
প্রাতঃস্নান করি সকলেতে । আপনারে ধন্য জ্ঞান ভাবেন মনেতে ॥
কার্ত্তিক নামেতে জীব করিয়া নিয়ম । ব্রত আদি করিবেক আর অনশন ॥
পঞ্চরাত্র ত্রিরাত্র সপ্তম একান্তর ॥ পঞ্চব্রত মাস ব্রত কুরুনি কর ॥
এ সকল নিয়ম যেই করে একচিত্তে । তাহার পুণ্যের কথা কে পারে বর্ণিতে
কার্ত্তিকেতে কাংস্য পাত্রে ভোজনতাগিবে । মৎস্য মাংস ইত্যাদির নিকটে
না যাবে ॥ কাংস্যপাত্রে ভোজনপুণ্য কাংস্য দিবেন দান । মৎস্যমাংস কুম্ভাণ্ডম্য
ত দানের বিধান ॥ ইত্যাদি নিয়ম সব আছে বহু তর । ভাষাতে
বর্ণনা করা বড়ই দুষ্কর ॥ দৃঢ় দীপমালা রজনীতে মম স্থানে । যেইজন
দেয় সেই বড় পুণ্যবানে ॥ বিষ্ণু ভক্ত হৈয়া শিব নিন্দা যেনা করে ।

নরকেতে পড়ে অভিশয় ঘোরতরে ॥ যেই হরি সেই হর এইত ভাবনা ।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরকে যন্ত্রণা ॥ রুদ্র পিণ্ডাচ হয় ত্রিশহাজার বৎসর ।
কাল ভৈরবের দণ্ডে থাকে নিরন্তর ॥ অগ্নিবিম্বু বিম্বুমাধব অপূৰ্ণ কখন ।
ভক্তিভাবে পঠে কিম্বা করয়ে আৰণ ॥ তাহার পুণ্যের কথা কহিতে না
পারি । তার প্রতি রূপাদৃষ্ট হয় হরহরি ॥ মাধব আবির্ভাব অগ্নিবিম্বু
বিবরণ । ষষ্টি অধ্যায় কথা হৈল সমাপন ॥



অর্থ আদিকেশবাদি তীর্থ কখন ।

পরায় । অগস্ত্য বলেন শুন দেব ষড়ানন । মাধবের উপাখ্যান করি-
লাম আৰণ ॥ পঞ্চনদী মহিমা শুনিলাম চমৎকার । সম্প্রতি বলহ বিষ্ণু
তীর্থের বিস্তার ॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি বলি সেই কথা । অগ্নি বিম্বু প্রতি
বিষ্ণু বলিয়াছে যথা ॥ প্রথমতঃ পাদোদক তীর্থ মুক্তি ধাম । আমি আদি-
কেশব নামেতে সেই স্থান ॥ সঙ্গমেশ মহালিঙ্গ করিয়া স্থাপন । সতত
তথাতে মুক্তি করি সমর্পণ ॥ শ্বেতদ্বীপ তীর্থপাদোদকের দক্ষিণে । আমি
জ্ঞান কেশব নামেতে সেই স্থানে ॥ তাম্র তীর্থে আমি তাম্র কেশব না-
মেতে । নারদ কেশব নাম নারদ তীর্থেতে ॥ প্রহ্লাদ কেশব নাম ঐ
তীর্থেশুন । আদিত্য কেশব অমরীশ তীর্থে পুনঃ ॥ দত্তাত্রেয়শ দক্ষিণেতে
আদি গদাধর । ভার্গব তীর্থেতে ভৃগু কেশব সুন্দর ॥ বামন কেশব নাম
বামন তীর্থেতে । নর নারায়ণ নর নারায়ণ খা তে ॥ যজ্ঞবরাহ তীর্থেতে
যজ্ঞ বরাহক । বিদ্যারনুসিংহ তীর্থে বিষ্ণু নিবারক ॥ বিদ্যার নুসিংহ নাম
আমিসেই স্থানে । আমাকে সেবিয়া মুক্তপায় ভক্তজনে ॥ গোপী গোবিন্দ
তীর্থে গোপী গোবিন্দ নাম । লক্ষ্মী নরসিংহে লক্ষ্মী নরসিংহ ধাম ॥
শেব তীর্থে আমি তীর্থ মাধব আখ্যান । শংখতীর্থে আমি শংখ মাধব
প্রধান ॥ হরগ্রীবে হরগ্রীব কেশব সংজ্ঞক । বৃদ্ধকালে আমি বৃদ্ধ কেশব
নামক ॥ নির্ঝাণ কেশব আমি কেশব লোলার্কন্তরে । ত্রিভুবনে কেশব
চণ্ডীর দক্ষতরে ॥ জ্ঞানবাণী পূর্বে জ্ঞান মাধব নামক । বিশালাক্ষ স্থলে
শেত মাধব সংজ্ঞক ॥ প্রয়াগ মাধব আমি প্রয়াগ তীর্থেতে । মাঘমাসে
ব্রতদান করি নিয়মেতে ॥ সকল পাতকে মুক্তি পায় সেইজন । ইহকালে
সুখী পরে সংসারে মোচন ॥ প্রয়াগে সকল তীর্থে মাঘে আগমন । পঞ্চ-
নদে কার্তিকেতে প্রভাতে স্থাপন ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে মণিকর্ণিকা তীর্থেতে ।

সৰ্ব্বতীৰ্থ আগমন প্রতি দিবসেতে ॥ কাশীতে যতেক তীৰ্থ কেহ নহে
জ্ঞান । কিন্তু মণিকৰ্ণিকার ঐষ্ঠ সৰ্ব্বগুণ ॥ কাশীতে যতেক তীৰ্থ মধ্যাহ্ন সময়
মণিকৰ্ণি স্নান করি নিত্য শুদ্ধ হয় । বিশ্বেশ্বর অম্পূর্ণ নিত্য করে স্নান ।
লক্ষ্মীর সহিতে আমি আছি সেই স্থান ॥ সত্যলোক হৈতে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী
সহিতে । স্নান করে নিত্য আসি মণিকৰ্ণিকাতে ॥ ইন্দ্র আদি যত দেব
মরিচাদি ঋষি । মধ্যাহ্ন সময়ে নিত্য স্নান করে আসি ॥ মণিকৰ্ণি কার
গুণ কে বর্ণিতে পারে । মণিকৰ্ণি সম তীৰ্থ নাহিক সংসারে ॥ পুনঃ
অগ্নিবিন্দু বলে শুন ভগবান । বিস্তারিয়া কহ মণিকৰ্ণির প্রমাণ ॥
বিকু বলে শুন অগ্নিবিন্দু দ্বিজবর । মণিকৰ্ণিকাব পরিমাণ সুবিস্তার ॥

—মন্ত্র—

অথ মণিকৰ্ণিকা কথন ।

পয়ার । হরিশ্চন্দ্র লম্বটপ উত্তর সীমা হয় । দক্ষিণ সীমাতে গঙ্গা কেশব
আলয় ॥ ভাগীরথী মধ্য পূৰ্ব সীমা হয় তার । পশ্চিমেতে সীমা তার জান
স্বর্গদ্বার ॥ মণিকৰ্ণিকার এই ছল পরিমাণ । সূক্ষ্ম পরিমাণ কহি কর অবধান
হরিশ্চন্দ্র তীৰ্থে হরিশ্চন্দ্র বিনায়ক । সীমা বিনায়ক তথা বিশ্বের নাশক ॥
আছরে পৰ্ব্বত তীৰ্থ তাহার দক্ষিণে । তটেতে পৰ্ব্বতেশ্বর নিজ অধিকানে ॥
তাহার দক্ষিণে তীৰ্থ কমলাশ্ব তর । কমলাশ্ব তরে স্ববলিঙ্গ মনোহর ॥
চক্র পুষ্করিণী তথা তীর্থের প্রবর । স্নান করি তরে নরে সংসার সাগর ॥
চক্র পুষ্করিণী তীরে আসি বহুকাল । পাইল ঐশ্বর্য্য তপ করিয়া বিশাল ॥
সেই চক্র পুষ্করিণী মণিকৰ্ণি নাম । মূনির পতনে হৈল খ্যাত অনুপাম ॥
দ্রব কপ পরিহরি নারীকপা হৈল । প্রত্যক্ষকপিণী মণিকৰ্ণিকা দেখিল ॥
প্রত্যক্ষ যেকপ মোর হইল দর্শন । সেইকপ বলি শুন তার নিকপণ ॥
চতুভুজা বিশালাক্ষী ভালে ত্রিলোচনা । পশ্চিমাভিমুখি করপুট নিবন্ধনা ॥
ইন্দ্রীবর মালা দক্ষ করে ধরে বর । মাতুলাঙ্গ ফল বাম করেতে সুন্দর ॥
দ্বাদশ বৎসর রামা কুমারী কপিণী । নিৰ্ম্মল ক্ষটিক কপ নীল কুন্তলিনী ॥
প্রবাল জিনিয়া ওষ্ঠ অধর নিৰ্ম্মাণ । কেশ পাশে কেতকী কুমুদ রাজমান ॥
সৰ্ব শরীরেতে মুক্তাকল আভরণ । চন্দ্রকান্তি জিনি শোভা সুন্দর বরণ ॥
শ্বেত পদ্মমালা দোলে গলে মনোহর । এইকপ ধ্যান করিবেক নিরন্তর ॥
পঞ্চদশ চতুর্দশ অক্ষরেতে মন্ত্র । নিরন্তর জপে মুক্তি হরে ভবনন্দ ॥ জপ
সংখ্যা দশাংশ হোমের সংখ্যা হয় । শ্বেতপদ্ম মৃত মধু শর্করা মিষ্টম ॥

তিনলক্ষ জপ পুরস্চরণে বিধান । করি পুরস্চরণ লভয়ে পরিত্রাণ ॥ ধ্যান
 অনুসারে স্বর্ণ মূর্তি নির্মাইয়া । পূজিবেক সদা নিজ গৃহেতে রাখিয়া ॥
 অথবা করিবে মণিকর্ণিতে ক্ষেপণ । দূরদর্শী জনেরে উপায় এই কন ॥
 আমার স্থাপিত লিঙ্গ মণিকর্ণীশ্বর । মণিকর্ণী স্নান করি পূজিবে সত্ত্বর ॥
 কণিকর্ণীশ্বর অস্ত গৃহে পূর্ব দ্বারে । সেবিয়া সেবক তরে এঘোর সংসারে ।
 পাশুপত তীর্থ মণিকর্ণীর দক্ষিণে । পাশুপতীশ্বর লিঙ্গ আছে সে স্থানে ॥
 পাশুপত যোগ তথা করি উপদেশ । মহামোক্ষ দান করে আপনি মহেশ
 চৈত্র শুক্ল চতুর্দশী রাত্র জাগরণ । মহাপূজা করিবেক করিয়া স্তবন ।
 করিবে বার্ষিক যাত্রা সে স্থানে যে দিনে । পাশুপাশ নাশে আমাবস্যাতে
 পারণে ॥ তাহার নিকটে রুদ্রাবাস তীর্থবর । পূজিবেক তথা লিঙ্গ রুদ্র
 বাসেশ্বর । বিশ্ব তীর্থ রুদ্রাবাসেশ্বরের দক্ষিণে । বিশ্বনাথ বিশ্বগৌরী পূজা
 সেই স্থানে ॥ তাহার নিকটে নুক্তি তীর্থ মনোহর । স্নান করি পূজিবেক
 লিঙ্গ মোক্ষেশ্বর । অবিন্যক্তেশ্বর লিঙ্গ তাহার নিকটে । অবিন্যক্তেশ্বর
 লিঙ্গ পূজা তার তটে ॥ নিকটে তারক তীর্থ যথা বিশ্বেশ্বর । তারকের
 উপদেশে নিস্তার যেনর ॥ পূজিয়া তারকেশ্বর লিঙ্গ সেই স্থানে । স্কন্দ
 তীর্থ স্কন্দ মূর্তি তাহার দক্ষিণে ॥ সেই স্থানে চুণ্ডী তীর্থ চুণ্ডী গণপতি ।
 দক্ষিণে ভবানী তীর্থ শঙ্কর সঙ্কতি ॥ ভবানী শঙ্কর দুই পূজা সেই স্থানে ।
 মহাযাত্রা চৈত্রমাসে অষ্টমীর দিনে ॥ অষ্টমীর শতবার প্রদক্ষিণ করি ।
 অষ্টবার প্রদক্ষিণ অথবা সাদরি ॥ ভক্তিভাবে প্রণমিয়া ভবানী শঙ্কর ।
 প্রার্থনা করিবে যাহা পাইবে সে বর ॥ গৃহবাসী বিশ্বেশ্বর গৃহিণী ভবানী
 মোক্ষ ভিক্ষা কাশীপুরে দিওছে আপনি ॥ মহাঅষ্টমী দিনে ত্রীভী করি
 উপাসন । ভবানী শঙ্কর পূজি করে জাগরণ ॥ ভবানী শঙ্কর সদা জপিয়া
 হৃদয় । আবশ্যক মনোগত সিদ্ধি তার লয় ॥ নিকটে ঈশান তীর্থ আছে
 সেই স্থানে । পূজিয়া ঈশান তীর্থ লভে দিব্যজ্ঞানে ॥ জ্ঞানতীর্থ সেই স্থানে
 লিঙ্গ জ্ঞানেশ্বর । সন্তত সেবিয়া দিব্যজ্ঞান পাবে নর ॥ নন্দী তীথে নন্দীশ্বর
 পরম পাবন । জ্ঞান কাপী উত্তরাংশে পূজিবেক জন ॥ তাহার দক্ষিণে
 বিষ্ণু তীর্থ মনোহর । বিশ্বেশ্বর দক্ষিণে মূর্তি আমার সুন্দর ॥ প্রতি একা-
 দশী আর শয়ন বোধন । উপবাস করি করে রাত্র জাগরণ ॥ প্রভাতে
 আমার পূজা আক্ষয় ভোজন । করাইয়া দান করে গো ভূমি কাঞ্চন ॥
 যথাশক্তি করি তথা ত্রত উজ্জাপন । লভয়ে যথোক্ত ফল সেই ত্রীভী জন ॥
পিতামহ তীর্থ বিষ্ণু তীর্থের দক্ষিণে । পিতামহেশ্বর লিঙ্গ আছে সেই স্থানে

নাভীতীর্থ সেই জগতের নাভী হয়। যাহা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড উদয় যাতে লয়
 ত্রিলোক বিখ্যাত তীর্থ সেই ব্রহ্মানল। স্নান দান কৈলে ঘুচে ভবভয়
 সকল ॥ ভাগীরথী তীর্থ ব্রহ্মানলের দক্ষিণে। ভাগীরথীশ্বর লিঙ্গ আছে
 সেই স্থানে ॥ ক্ষুরকতুরিকা তীর্থ তাহার দক্ষিণে। গোমাতা গোলোকহৈতে
 আসি ক্ষুরেখনে ॥ ক্ষুরকর্তৃগীশ লিঙ্গ পুজিবে সে স্থানে। মার্কণ্ডেয় তীর্থ
 ক্ষুরকর্তৃগী দক্ষিণে ॥ সেই স্থানে আছে লিঙ্গ মার্কণ্ডেয়েশ্বর। পুজিয়া
 তাহাকে দীর্ঘজীবী হবে নর ॥ তথাতে বশিষ্ঠ তীর্থ লিঙ্গ বশিষ্ঠেশ্বর। অরু-
 ক্ষতী তীর্থ তথা আছে নিশেষ ॥ আবশ্যক স্নান তথা করিবেক নারী ॥
 নির্মল হইবে সর্বদোষ পরিহরি ॥ অরুক্ষতী বশিষ্ঠের মূর্তি সেই স্থানে
 পুজিলে বৈধব্য দোষ হয় নিবারণে ॥ দক্ষিণে নর্মদা তীর্থ অতি মনোহর
 পুজিয়া নর্মদেশ্বর মুক্ত হবে নর ॥ তথাতে ত্রিসঙ্কো তীর্থ পরম পাবন
 পুজিয়া ত্রিসঙ্কেশ্বর কাটয়ে বন্ধন ॥ তদনু যোগিনী তীর্থ জগত বিখ্যাত।
 পুজিয়া যোগিনী পাঠ যোগ হস্তগত ॥ পুজিবে অগস্ত্যেশ্বর অগস্ত্য তী-
 থেতে। গোপালমুক্তা অগস্ত্যের স্বরূপ তথাতে ॥ তাহার দক্ষিণে গঙ্গা কেশব
 সংজ্ঞক। মহাতীর্থ স্নান করি নাশয় পাতক ॥ নামে গঙ্গা কেশব আমার
 মূর্তি তথা। পুজিয়া পাইবে মুক্তি নাহিক অন্যথা ॥ মনিকর্ণি পরিমাণ
 কহিল বিশেষ। শুনহ বৈষ্ণব তীর্থ আছে অবশেষ ॥ নীমা বিনায়কের
 দক্ষিণে স্বয়ম্ভুব। বৈরোচনেশ্বর পূর্বে বৈকুণ্ঠ মাগধ ॥ নীর মাধব সংজ্ঞক
 বিশেষ পশ্চিমে। নিম্নমেপুজিলে তাকে নাহি দেখে যমে ॥ কালভৈরবের
 নিকটেতে মূর্তিমান। দেখি কাল মাধব পাইবে দিবা জ্ঞান ॥ মার্গ শুক্ল
 একাদশী করি উপাসন। রাত্রি জাগরণ কৈল না দেখি শমন ॥ নির্ঝাণ
 নৃসিংহ পুলস্তীশ্বর দক্ষিণে। লভয়ে নির্ঝাণ মুক্তি তাহার দর্শনে ॥ মহা-
 কাল নরসিংহ প্রণব পূর্বেতে। বম দূত নাহি দেখে তাহার সেবাতে ॥
 প্রচণ্ড নৃসিংহ চণ্ড ভৈরবের পর্ব। তাহাকে সেবিল ঘুচে শমনের গর্ব ॥
 দেহলি গণেশ পূর্বে মূর্তি চমৎকার। গিরী নরসিংহ দেখি ঘুচে অন্ধকার ॥
 মহাত্ম্য হরনরসিংহ মূর্তিমান। পিতামহেশ্বর পশ্চিমেতে অধিষ্ঠান। অড়াগ্র
 নৃসিংহ কলসেশ্বর পশ্চিমে। তাহাকে পুজিলে নাহি দেখে উগ্র যমে ॥ অলা
 মুখি সম্মুখে নৃসিংহ আলামালি। তাহাকে পুজিয়া জয় করে কালকলি ॥
 কোসাহল নৃসিংহ আছে ন সেই স্থানে। কংকাল ভৈরব যথা আছে ন বিদ্যা
 মান ॥ বিটল নৃসিংহ নীলকণ্ঠেশ্বর কাছে। অনন্ত বামন অনন্ত শরিতে
 যে আছে ॥ তথা দধিবামন আছে বিদ্যমান। ত্রিলোচন উত্তরেতে ত্রিবি

ক্রম স্থান । বলি বামন পশ্চিমেতে বলভদ্রেশ্বর । যে পুজে তাহার বল
বৃদ্ধি নিরন্তর ॥ তবতীথ দক্ষে তাত্র বরাহের স্থান । ধরণি বরাহ প্রয়াগেশ
সন্নিধান ॥ দিণ্ডীশ্বর পাশ্বে কেকো বরাহ আখ্যান । পুজিলে তাহাকে
চিন্তিতাথ করে দান ॥ নারায়ণ মূর্তি পঞ্চশত কাশীপুরে । জলশায়ী শত
মূর্তি আছেন সঙ্করে ॥ ত্রিশত কমঠ রূপ বিংশ মীন রূপ । সহস্র সহস্র
আছে বোন্ধের স্বরূপ ॥ গোপালের শত মূর্তি ত্রিশত পরশুরাম । একোত্তর
শত মূর্তি আছেন জীরাম ॥ বিষ্ণুরূপ আমি এক বিষ্ণু মণ্ডপেতে । বিশ্বে-
শ্বর আশ্রিত হৈয়াছে ভাল মতে ॥ নারায়ণ রূপে চক্র গদা করে ধরে ।
যক্তি সহস্র মূর্তি ক্ষেত্র রক্ষা করে ॥ হেন শুনি অগ্নিবিন্দু বলে পুনর্বার ।
মূর্তি ভেদ কহ প্রভু যতেক তোমার ॥ অগ্নিবিন্দু তবে কিছু কহে রুঘী
কেশে । কেশবাদি চতুর্বিংশ মূর্তির বিশেষে ॥

—১৩৪—

অর্থ কেশবের চতুর্বিংশতি মূর্তি কথন ।

পয়ার । উচ্চ দক্ষকর হৈতে সৃষ্টি ক্রমে জ্ঞান । শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম
কেশব ধারণ ॥ শঙ্খ পদ্ম গদাচক্র জীমধুসুদন । শঙ্খ পদ্ম চক্রগদাধারী
সঙ্কর্ষণ ॥ শঙ্খ গদাচক্রপদ্মধারী দামোদর । বামনের চক্র শঙ্খ পদ্ম গদা
কর ॥ পাঞ্চজন্য গদাপদ্ম চিত্র সুদর্শন । জানিবা প্রছায় মূর্তিযাহার ধারণ ॥
উচ্চ বাম করাবধি সৃষ্টি ক্রমে জ্ঞান । শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম বিষ্ণুর লক্ষণ ॥
চক্র শঙ্খ গদাপদ্ম মাধবে ধারণ । শঙ্খ পদ্ম চক্রগদা অনিরুদ্ধে হয় । শঙ্খ
গদাচক্র পদ্মোত্তপুরুষোত্তম । অধোক্ষজ শঙ্খপদ্ম চক্র গদাক্রম ॥ শঙ্খগদা
চক্রপদ্মধরেজনর্দন । অধোবামকরাবধিসৃষ্টিভেদা গ ॥ শঙ্খ গদাপদ্ম চক্র
গোরিন্দ ধারণ । শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ত্রিবিক্রম হয় ॥ শঙ্খপদ্ম চক্রগদা ধরেণ
জীমাধব । রুঘীকেশ শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম কর ॥ নরসিংহ শঙ্খ চক্র পদ্মগদা
ধরে । শঙ্খগদা পদ্মচক্র অচ্যুতের করে ॥ দক্ষকর অবধি যে ধারণ সৃষ্টিতে
বাসুদেব শঙ্খচক্রগদাপদ্মহাতে ॥ শঙ্খপদ্মগদাচক্রনারায়ণধরে । শঙ্খপদ্ম
চক্রগদা পদ্মলাভকরে ॥ শঙ্খগদাচক্রপদ্ম উপেন্দ্রলক্ষণ । শঙ্খচক্রপদ্মগদা
ধরিরুধারণ ॥ শঙ্খগদাপদ্ম চক্র রুঘু ধরেকরে । নিজ মূর্তিভেদ মোরকহিব
জোমারে ॥ হেনকথা অবসানেগরুড় আসিল । বিশ্বেশ্বরশুভাগমমাধবে ক-
হিল ॥ বসন্ত মে বলেবিষ্ণু কোথা ত্রিলোচন । গরুড়বলেন দেখরুঘুভ কেতন
কেশের অধরেত বনি মুক্তের প্রকাশ । দেখিয়া উঠিল অণমিয়া জীনিবাস ॥

অগ্রসর হইয়া চলিল নারায়ণ । অগ্নিবিন্দু ব্রাহ্মণেরে বলিল তৎক্ষণাৎ
মোর সুদর্শন চক্র করে স্পর্শকব । সুদর্শন স্পর্শ করিলেক মূনিবর ॥ চক্র
পরশিয়া মূনি হৈল জ্যোতির্ময় । নারায়ণ পরভেজ সহজে মিলয় ॥ বিন্দু
মাধবের পাদপদ্ম ভক্তি করে । অগ্নিবিন্দু সম সেই অনারাসে তরে ॥ কাশী
বাস আর বিন্দু মাধব দরশন । ভক্তিভাবে করিবে যে অধ্যায় অবশ ॥ অগ্নি
বিন্দু স্তুতি পাঠ মাধবের আগে । যে করিবে সে জন হইবে মহাভাগে ॥
ব্রাহ্মকালে পাঠে পিতৃলোক তৃপ্ত হয় । পঞ্চনদ পাঠ করি নির্মাণ লভয় ॥
একাদশী উপবাস রাজ জাগরণ । অধ্যায় অবশে লভে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
অম্বিকা নিবাসী মল্লিকাখ্য সীতানাথে । কাশীখণ্ড ভাষা করি রচিল
ভাষাতে ॥ ব্রহ্মানন্দ ভাবে ব্রহ্মানন্দের উপায় । একবর্ষি অধ্যায় সমাপ্ত
তাতে হয় ॥



অথ মহাদেব কাশী আগমন ।

পয়ার । বিনয়ে অগস্ত্য বলে বড়ানন প্রতি । ঘোড়করে বহু ভক্তি
করিয়া যে স্তুতি ॥ একে কাশীখণ্ডামৃত তব মুখে শুনি । অমৃত অধিক
প্রভো তব মুখ বাণী ॥ গরুড়ের মুখে শুনি শিব আগমন । তদপরে কি
করিল প্রভু নারায়ণ ॥ কার্তিক কহেন শুন মূনি তপোধন । শিব
আগমন শুনি সুখী নারায়ণ ॥ গরুড়কে গোবিন্দ করিল আশীর্বাদ ॥ তুষ্ট
হৈয়া পক্ষী প্রতি করিল প্রসাদ ॥ কাশীবাসী সকলেরে প্রভু গদাধর । শিব
আগমন বার্তা কহিল সত্ত্বর ॥ ব্রহ্মা যে গণেশ সূর্য্য আর কোণা যোগিনী ।
সকল লইয়া অগ্রগামী চক্রপাণি ॥ কাশীবাসী নগরেতে যত লোক ছিল ।
বিশ্বনাথে দেখিবারে সকলে চলিল ॥ কাশীর প্রান্তর ভাগে সবে শীঘ্র যায় ।
অতিদূরে সদানন্দে দেখিবারে পার ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ হইয়া বেষ্টিত ।
কাশীপুরে যান শিব হৈয়া হরষিত ॥ নাগলোক প্রভৃতি করিয়া সর্বজন ।
অপ্সরা কিন্নর আদি সব সিদ্ধগণ ॥ দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি সব মুনিগণ আদি
যতেক চলিছে সঙ্কে নাহিক অবধি ॥ চামর চুল্ল্য বিচ্যধরী গণ মিলে ।
নৃত্য গীত বাদ্য করে বেড়িয়া সকলে ॥ ঘোরতর নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হয়
সমুদ্র কল্লোল যেন হইল প্রলয় ॥ নন্দী ভৃঙ্গী আদিভূত যত শিবগণ । বব
বম স্বরে তারা করিছে গমন ॥ গালবাদ্য করি সবে শিব বলি । তালে
নাচিয়া অমনি যায় চলি ॥ বৃষভ ধ্বজেতে শিব আছে আরোহণ । রজত

গিরির আভা অতি সুশোভন ॥ মস্তকেতে জটীর সৌন্দর্য্য কিবা কব ।
 জটীর উপরে গজা কল কল রব ॥ চন্দ্র যে জিনিয়া মুখ পাশ ত্র্যম্বকতায় ।
 কপালেতে অর্দ্ধচন্দ্র অতি শোভা পায় ॥ কণ্ঠ নীলবর্ণ তাহে গলে হাড়
 মাল । বায়ুচর্মে পরিধান দেখিতে বিশাল ॥ সর্পের বলয়া অঙ্গে অতি
 চমৎকার । বামভাগে শৈলমুতা আছেন তাহার ॥ তাঁহার রূপের তুল্য
 নাহি গ্রিভুবনে । বিদ্বাতের ছটা জ্বিনি অঙ্গের শোভনে ॥ রজত
 গিরিতে হয় পূর্ণচন্দ্র শোভা । অলঙ্কার নানাঅঙ্গে কিবা তার আভা ॥
 দারিদ্র লোকেতে যেন বহুধন পায় । হর্ষচিত্ত হৈলে অঙ্গ পুলকিত তায় ॥
 সৌন্দর্য্য সাধুর্য্য তার কোথা হৈতে আসে । কাশীপুরী লাভে হর্ষ চিত্ত যে
 মহেশে ॥ পূর্ব হৈতে দৌহা রূপ অতি সুশোভন । কাশীলাভ হইবেক
 আনন্দিত মন ॥ অতি কোলাহল শব্দ বাদ্যোদ্যম হয় । কর্ণে কিছু
 শুনে নাহি শব্দ অতিশয় ॥ বৃষভ উপরে আছে দেব ত্রিলোচন । নিকটেতে
 উপনীত দেব নারায়ণ ॥ আতব তণ্ডূল ছুর্বা পুষ্পমালা আদি । মঙ্গলা-
 চরণ করে আছে যথাবিধি ॥ সম্মুখে ধরিল প্রভু দেব নারায়ণ ॥ যেমতে
 আছে নীতি মঙ্গলাচরণ ॥ পরস্পর দর্শনেতে অতি সুখী হৈল ॥ মহা-
 দেবে নারায়ণ প্রণাম করিল ॥ দেব ত্রিলোচন তবে সম্মান যে করে ।
 হস্তে ধরি সঙ্কেত করিল বসিবারে ॥ তদন্তরে নারায়ণ কহে ভূতনাথে ।
 অপ্রাপ্ত যে কাশী বস্তু পাইল তোমা হৈতে ॥ চতুর্মুখ বেদবেত্তা নিক-
 টেতে যায় । হরে প্রণমিষ বলি অতি নম্রতায় ॥ হস্তে ধরি ত্রিপুরারী ত্রক্ষে
 নিষেধিল । চতুর্মুখে ত্রিলোচন সম্মান করিল ॥ ত্রক্ষা যে কহেন শুন দেব
 অগণপতি । ভূমিত কারণ কর্ত্তা সকলের গতি ॥ তব কর্ম্ম সিদ্ধ লাগি আসি
 কাশীপুরে । শক্তি মোর নাহি প্রভু কার্য্য সাধিবারে ॥ অতিশয় লজ্জান্বিত
 হইল অন্তরে । কি বলিয়া দেখা দিব প্রভুর গোচরে ॥ প্রভুর নিকটে নাহি
 যাই তে কারণে । তব ধ্যান করি থকি অবিস্মৃত স্থানে ॥ আর এক
 নিবেদন আছে আমার । কাশীবাস হইতেছে সর্ব্ব সরাৎসার ॥ কাশী
 লাভ হৈলে কেবা যায় অন্য স্থানে । বিশেষতঃ এক আশা দিয়াছ আপনে ॥
 দিবদাসে পাশাচার যখনে দেখিবে । রাজ্য হৈতে তৎকণ্ঠেতে অন্যথা
 করিবে ॥ কাশীতে আসিয়া তার অধর্ম্ম না দেখি । কিরূপেতে রাজ্য হৈতে
 তাহাকে উপেক্ষি । বিশেষতঃ দিবদাস হয়ত ত্রাক্ষণ । কিমতে করিব
 আশি ত্রাক্ষণ হিংসন ॥ ভূতনাথ কহে ত্রক্ষা শুনহ রচন । মনোমধ্যে দুঃখ
 কর্য্য তব অকারণ ॥ দিবদাস রাজ্য সেই অতি তেজোমান । কাশীমধ্যে

দেবতাকে নাহি দেয় স্থান ॥ কোনদেব না রাখিল আপন রাজ্যোতে । অগ্নি
জল বায়ু সৃজে আপন তেজেতে ॥ তাহার রাজ্যোতে বাস করি নিরন্তর ।
দশ অশ্বমেধ তুমি করিল গজর ॥ বিশেষতঃ শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপনে ।
কাশীপুরে ছিলে তুমি ধ্যানেতে মননে ॥ তোমার পুণ্যের কলে কাশী
পাই আমি । ইহাতে যে মনোহুঃখ না ভাবিহ তুমি ॥ ব্রহ্মা প্রতি পঞ্চানন
কহে বসিবারে । চতুমুখ বসিলেন হরিষ অন্তরে ॥ তদপরে গজানন
করিয়া গমন । পিতার চরণ ধূলি করিল ধারণ ॥ প্রণাম করিয়া দেব সম্মুখে
দাণ্ডায় । গাত্রোত্থান করি শিব আলিঙ্গন তার ॥ আশীর্বাদ করেন মস্তকে
হাত দিয়া । শিরস্রাণ লইল শিব সন্তুষ্ট হইয়া ॥ গজানন প্রতি শিব কহেন
বচন । তোমা হৈতে লাভ হৈল কাশী হারাদন ॥ পিতার কার্য্য যে তুমি
করিলে উদ্ধার । তোমা সম মম প্রিয় নাহিদেখি আর ॥ তদপরে সূর্য্য
দেব আনি প্রণমিল । বহুবিধ ভূতনাথে স্তুতি যে করিল ॥ মন্দর হইতে
প্রভো আসি কাশীপুরে । প্রভু কার্য্য সাধন না পারি কবিবারে ॥ দ্বাদশ
যে মূর্ত্তি ধরিয়াছি কাশী পুরে । দিবদাস অধর্ম্ম না পাই দেখিবারে । শিব
কহে আমি ভূত আছি যে তোমারে । কি কারণে হুঃখ তুমি করহ অহরে ॥
গণেরা প্রভৃতি আর যতেক যোগিনী । শিবে প্রণমিল সব চিস্তিতে
মলিনী ॥ নরেন্দ্রের সে সকলে কুপাটুফে চায় । চক্রে হেরি মহাদেব বসি
বারে কয় । শঙ্করের বামদিগে বিষ্ণু বসাইল । বেনবেতা চতুমুখ দক্ষিণে
বসিল ॥ কাশীপুরে গজানন আর নারায়ণ । বহুবিধ করিয়াছে নান্য প্রকা
শন ॥ এসকল কথা পূর্বে পক্ষী মুখে শুনি । বিষ্ণু গজানন বড় ভুত পূল
পাণি ॥ হেনকালে গোলোক হইতে আচম্বিতে । পঞ্চ যে কপিল। ধেনু
আসিল স্থরিতে ॥

— ৩৩৪ —

অথ কপিল তীর্থ কথন ॥

পয়ার । সুনন্দা সুমনা যে সুশীলা ধেনু আর । স্রুতি কপিল। ধেনু সন
লের সার ॥ পঞ্চম কপিল। শিব অগ্রেতে দাণ্ডায় । চুষ্ট করে মহাদেব
বহুত রূপায় ॥ পঞ্চ কপিলার দুগ্ধ দ্বারা পাত হয় । ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ দ্বারা
বৃদ্ধি অতিশয় ॥ সকলে দেখিয়া অতি মনোহর হৈল । পরিবার সহ শিব
দর্শন করিল ॥ কপিল।ধেনুর দুগ্ধে হয় সরোবর । শিব কহে এই তীর্থ অতি

পূজা কর ॥ কপিল ধারেতে তীর্থ করিল আখ্যান । শিব আজ্ঞা ক্রমে সবে
 করিলেন মান ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি যে দেবতা । মান আদি ক্রিয়া
 সবে করিলেন তথা ॥ হেনকালে পিতৃলোক আসিল তথায় । অগ্নিস্বস্তা
 আদি করি সপ্তজন হয় ॥ তাহা দেখি দেবগণে তর্পণাদি করে । তৃপ্ত হৈয়া
 পিতৃলোক বলে মহেশ্বরে ॥ এই তীর্থে আমা সবার বড় তৃপ্ত হয় । সদা
 বিরাজয় তীর্থ শুন দয়াময় ॥ তথাস্ত্র বলিয়া শিবকৈল অঙ্গীকার । বিধি
 বিষ্ণু সত্যোদিয়া বলে পুনর্বীর ॥ শুন ব্রহ্মা শুন বিষ্ণু শুনহ বচন । এইত
 কপিল ধারা বড় তীর্থ হন ॥ এই তীর্থে আঞ্জ আদি যেজন করয় । তার
 পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয় ॥ অমাবস্যা সোমনার বৃন্ত যে দিবসে । তর্প
 ণাদি আঞ্জ ফল আছেন বিশেষে ॥ প্রায় কালেতে সকলেতে ক্ষয় হয় ।
 অক্ষযাতে আঞ্জাদির ফল নাহি ক্ষয় ॥ গয়া পুষ্করাদি তীর্থে পিতৃদান
 করে । তার শতগুণে ফল এই তীর্থেবরে ॥ বিধি বিষ্ণু আদি দেব আমি
 সর্বদায় । যতই আদি তীর্থ নত উদ্ভিত তথায় ॥ পৃথিবীর মধ্যে দেখ তীর্থ
 আছে যত । এই তীর্থে অক্ষযাতে হইবে মিলিত ॥ আখ্যাতি গন্তুবাগে
 মরে মৈই জন । অপমৃত্যু নানা রূপে হয়ত নিধন ॥ উদ্দেশেতে সে সবে
 পিতৃদান করে । অক্ষয় যে স্বর্গ হয় কহিল তোমারে ॥ গোভূস্বর্গ আদি
 দান যে জন করয় । কপিলধারা তীর্থে অক্ষয় সব হয় । এই তীর্থ নাম
 বাহা হৈল বিস্তারিত । বিধি বিষ্ণু আদি দেব শুনহ নিশ্চিত ॥ মধুশ্রবা যত
 শ্রবা পিতৃ তীর্থ আর । গদাধর তীর্থ আর ব্রহ্মতীর্থ আর ॥ বৃষধ্বজ ক্ষীর
 নীর ধারা সুবী জগি । কপিলধারা শিব গয়া এইত বাখানি ॥ এই নাম শ্রব
 ণাদি করে যেই জন । তাহার পুণ্যের কথা হয় অগণন ॥ বরুণার উত্তরেতে
 কাশীর প্রান্তর । যে স্থানেতে অবস্থিত হৈল দিগম্বর ॥ সেই স্থানে কপিল
 ধারা তীর্থ যে হইল । কপিলেশ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিল ॥ বিজয় নামেতে
 রথ করিয়া সজ্জন । রথ লইয়া নন্দী তথাকরিল গমন ॥ দেখিতে সুন্দর
 রথ অতি সুশোভন । মণি মুক্তা প্রবালেতে রথের সাজন । সিংহ অষ্ট বৃষ
 অষ্ট হস্তী অষ্ট আর । অশ্ব অষ্ট বলবন্ত অত্যন্ত চুর্সার ॥ এই সব হইয়াছে
 রথেতে যোজন । বিদ্যাভেদে ন্যায় রথ হয় সুদর্শন ॥ শিব অগ্রে রাখি রথ
 নন্দী বোড়হাতে ॥ বিনয় করিয়া রহে হরের সাক্ষেতে ॥ রথ দেখি ভুই
 অতি হইল শঙ্কর । নারায়ণ হস্তে ধরি উঠিল সম্বর ॥ বিধি বিষ্ণু লইয়া
 শিব রথেতে উঠিল । বামদিকে নারায়ণে বসে বসাইল ॥ দক্ষিণেতে
 ব্রহ্মকে বসান মহেশ্বর । কাশীপুরে চলে শিব প্রফুল্ল অন্তর ॥ ত্রয়ত্রিশৎ

কোটি দেব চলিল সঙ্কেতে । সুখিক বাহনে চলে দেব গণপাতে ॥ সগুণকোটি
গণেশ সুখিক আরোহণ । দিব্য কায় সমোদর পরশু ধারণ ॥ কুম্ভার বয়েস
অষ্টকোটি বড়াননে । চলিলেক শিব সঙ্গে মগুর বাহনে ॥ দেবগণে ভূতগণে
হইয়া বেষ্টিত । শোভার নাহিক সীমা कहেনে অন্তত ॥ রাম্য কোলাহলে
তথা কিছু নাহি শুনি । বধির হইল কর্ণ তেনে অন্তমানি ॥ শত শত বিদ্যা
ধরি চামর ঢুলায় । অপ্সরীরা নৃত্য করে কিম্বরে গীত গায় ॥ কাশীপুর
নিবাসী আছেন বহু জন । স্থানেস্থানে করে সবে মঙ্গলাচরণ ॥ নাক্সর নাগ
রীতে মঙ্গল ধনিকরে । হেনকালে শিবরথ প্রবেশে নগরে ॥ কাশীলাভে
অতি সুখী দেব পঞ্চানন । বর্থ গতি খর্ব্বস্থল করেন ভ্রমণ ॥ কাশীপুরবাসী
স্ত্রী পুরুষ সর্বজন । বহুদিন অন্তে পায় শিবের দর্শন ॥ আনন্দে হইল মগ্ন
সুখের সাগরে । সর্ব কর্তা সর্ব জনে রূপাদেশ করে ॥ কাশীপুরে স্থানে
যতেক ব্রাহ্মণ । সকলে করিয়াছিল নিয়ম ধারণ ॥ শুনিতে পাইল অধিষ্ঠান
বিবেশ্বর । শিবের দর্শনে সবে চলিল সত্ত্বর ॥ দুইবর্ষ অধ্যায়ের অপূর্ব
কথন । মন্দর হইতে শিবের কাশী আগমন ॥ কপিলাধারা তীর্থের অতি
পুণ্য কথা । পঠে কিম্বা আবণ যে করয়ে সর্বথা ॥ তাহার পুণ্যের কথা
কহনে না যায় । অবশ্যই সেই স্বর্গ অন্তকালে পায় ॥

—মঙ্গল—

অথ যোগী সর্বেশ্বর কথন ।

পহার । অগস্ত্য বলেন শুন পার্শ্বতী নন্দন । কাশী আসি কি কর্তব্য
করিল ত্রিলোচন ॥ ক্ষম্ভ বলে শুন লোপামুদ্রা প্রাণেশ্বর । অমিয়া সকল
পুরী দেখিল শঙ্কর ॥ যোগী সব্য শুনি গুহা মধ্যে ধ্যান করে । অকস্মাৎ
তাহাকে দেখিল মহেশ্বরে ॥ যে দিবসে মহেশ্বরের মন্ডরে গমন । সে
দিবসে করিলেক নিয়ম গ্রহণ ॥ যে দিবসে কাশীনাথ কাশীতে আগিবে ।
দেখিয়া সাক্ষাতে জল গ্রহণ করিবে ॥ সে বৃদ্ধান্ত শিব বিনে অন্য নাহি
জানে । অতএব প্রথমে আইল সেই স্থানে ॥ তৈজ্যর্ঘ্য মাংস শুক্লপুষ্পে তিথি
চতুর্দশী । সোমবারে অহুরাধা যোগে পর্ব তাসি ॥ সেই পর্বে মহাব্রাহ্মা
করিবে তথায় । তৈজ্যর্ঘ্য স্থান বনিতাকে অতএব গায় । তৈজ্যর্ঘ্যর নাম লিঙ্গ
স্বয়ম্ভু তথাক্তে । আবির্ভূত হইলেক তৈজ্যর্ঘ্য স্থান তৈজ্যে ॥ তৈজ্যর্ঘ্যবাপী জীর্ঘ
তথা হইল উদয় । স্নান তর্পণেতে পিতৃলোক হৃষ্ট হয় ॥ তৈজ্যর্ঘ্য গৌরী আবি
ভাব আপনি হইল । তৈজ্যর্ঘ্যর নিকটে সাধিতে বাঞ্ছা ফল ॥ তৈজ্যর্ঘ্যমানে

নিবাসীরা রাত্রি জাগরণ । জ্যৈষ্ঠা গৌরী পূজা করি সৌভাগ্য ভোজন ॥
 নিবাস করিল তথা জগতি নিবাস । হইল নিবাসেশ্বর লিঙ্গের প্রকাশ ॥
 পূজিয়া নিবাসেশ্বর সম্পত্তি সত্তার । লভ্য ভোগা হবে পরে হইবে নিস্তার
 জ্যৈষ্ঠ স্থানে হুত মধু দিয়া শ্রদ্ধ করে । ভবের যন্ত্রণা হৈতে পিতৃগণ ভরে ॥
 প্রথমে কাশীতে পূজিবে জ্যৈষ্ঠেশ্বর । জ্যৈষ্ঠা গৌরী পূজি অন্য পূজে তার
 পর ॥ নন্দিকে ডাকিয়া তথা বলে বিশেষর । গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করহ নন্দী-
 বর ॥ গুহ্যমধ্যে ভক্ত মোর যোগী সব নাম । ত্রিকাল তপস্যা করয়ে
 অল্পপাম ॥ যে দিবসে হৈল মোর মন্দিরে গমন । তদবধি নিরাহার আছেন
 ত্রাঙ্কণ ॥ ধর লীলা কমল লইয়া বাহ তথা । এককল স্পর্শে তার মুচিবেক
 ব্যথা ॥ কমল লইয়া করে নন্দী তথা গেল । খান করে যোগীসবা দেখিতে
 পাইল ॥ কমল স্পর্শেতে তার হইল চেতন । গুহ্য হৈতে আনিলেক কথা
 ত্রিলোচন ॥ আশি মেলি নেপে মূনি সাপ্নাতে শঙ্কর । শঙ্করী বসিয়া বাসে
 অতি মনোহর ॥ ভূমিতে পড়িয়া মনি করে নমস্কার । পরে নামামতে স্তব
 করে চমৎকার ॥ উচ্ছবাল শিব শিব বলি নৃত্য করে । তবেতে হইয়া হুটু
 বর দিল তারায় যোগী সর্বেশ্বর লিঙ্গ তোমার স্থাপিত । সতত থাকিব
 আমি তার সাক্ষর ॥ নির্বান সাধক যোগশাস্ত্র ভোমায় দিল । সকল
 যোগীর মধ্যে আচার্য্য করিল ॥ যোগ বিনা রহস্য জানিবে সবিশেষ ।
 আমার প্রমাদে মুক্তি পাউবেক শেষ ॥ নন্দী সম নন্দী ভূক্তি যেমন আ-
 মার । অমনি হইবে তুমি পূজ্য দেবতার ॥ তপোদান ত্রৈত আদি আছে
 নানা মত । তা হৈতে করিলে তুমি নিরম নিরত ॥ আমাকে না দেখি
 জল গ্রহণ না হয় । সকল নিয়ম হৈতে এত অতিশয় ॥ অতএব থাক মোর
 চরণের পাশে । ঘটিবে নির্বাণ মুক্তি যোগের অভ্যাসে ॥ যোগী সর্বেশ্বর
 লিঙ্গ জুড়িত কাশীতে । সেবিলে বৎসরত্রয় যোগ সিদ্ধি ভাঙে ॥ যোগী
 সব গুহ্যকে করিয়া যোগাভাস । ষষ্ঠমাসে বোসিসিদ্ধ হইবে প্রকাশ ॥
 যোগী সর্বেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে সেবিবে । যোগী সব গুহ্যপরে দর্শন করিবে
 জ্যৈষ্ঠক্ষেত্রে করাইয়া যোগীর ভোজন । কোটি জ্যৈষ্ঠকল ঘটে প্রতি এক
 জন ॥ যোগীসর্বেশ্বর গুহ্য হৈবে কলিকালে । সন্নিধি থাকিব তথা তব
 তপোবলে । ভূমি দে করিলা স্তুতি যোগসিদ্ধকর । পাঠ করে যেই জনে
 নিস্তার সদ্ধর ॥ তেন বর দিয়া শিব দেখিবারে পায় । ক্ষেত্রবাসী দ্বিজ সব
 আনিছে তথায় ॥ ভক্তিভাবে প্রবণ করিয়া বে আখ্যান । নিষ্পাপী হইয়া
 বর লভেন নির্বাণ ॥ অম্বিকানিবাসী সীতানাথ বহু দাস । কাশীখণ্ড ভাষা

করে অতি সুপ্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দে ভাবে ব্রহ্মানন্দের ভাষায় সমাপ্ত হইল
তাতে ত্রিষষ্ঠ অধ্যায় ॥

—॥—

দণ্ডখাত উপাখ্যান ।

পয়ার । অগস্ত্য কহেন শুন দেব ষড়ানন । শিব সন্নিধানে গেল
সকল ব্রাহ্মণ ॥ দ্বিজগণে কি বলিল দেব মহেশ্বরে । দ্বিজগণে কি কহিল
প্রভু গৌচরে ॥ কিকপোতে দ্বিজ সব হিল নিয়মেতে । রূপা করি কহ
দেব শুনি বিস্তারিতে ॥ কার্তিক কহেন শুন মুনী তপোধন । কাশী হৈতে
গেল হর মন্দিরে যখন ॥ মহেশ্বর গমন শুনিয়া দ্বিজগণ । নানামতে খেদ
করে স্মরি পঞ্চানন ॥ শিবের বিচ্ছেদে সবে নিয়ম করিল । অন্ন কল জল
আদি ভক্ষণ ত্যজিল ॥ যে দিবস কাশীপুরে হর আগমন । সে দিবস
করিলেক অন্নাদি গ্রহণ ॥ কাশীবাসী যতক আছিল দ্বিজগণ । এইত নিয়ম
ব্রত করিল ধারণ ॥ মৃত্তিকা খনন করি সকল ব্রাহ্মণ । তারমধ্যে কন্দআদি
করিয়া গ্রহণ ॥ তাহারে ভক্ষণ করি গ্রাণ রক্ষা করে । সদাকাল ধ্যান
যোগে পূজে মহেশ্বরে ॥ দণ্ডদিয়া মৃত্তিকা যে খনন করিল । ক্রমে ক্রমে
দীর্ঘ এক সরোবর হৈল ॥ সেই সরোবরে হৈল অতি পুণ্যকর । দণ্ডখাত
তীর্থ নাম হৈল সত্ত্বর ॥ মহাতীর্থ হৈল দণ্ডখাত সরোবর । স্নান দানে
বহু কল আছে নিরন্তর ॥ সেই সরোবর চতুষ্পার্শ্বে দ্বিজগণ । স্নানামেতে
শিবলিঙ্গ করিল স্থাপন ॥ শিবলিঙ্গ পূজা শত রুদ্রী জপ আর । সকল
ব্রাহ্মণে ছিল এই ব্যবহার ॥ মহাদেব আগমন শুনি দ্বিজগণ । সকল
ব্রাহ্মণ হর্ষে করিছে গমন ॥ চক্রকুণ্ড হৈতে পঞ্চ সহস্র ব্রাহ্মণ । শিবের
নিকটে সবে করিল গমন ॥ অমৃত ব্রাহ্মণ তীর্থ মন্দাকিনী হৈতে । শিব
সন্নিধানে গেল শীঘ্র হর্ষ চিতে ॥ হংসতীর্থ হৈতে গেল অমৃত দ্বিজবর ।
ছন্দাসাতীর্থের একশত যে সত্ত্বর ॥ মৎস্যতীর্থের যে পঞ্চশত দ্বিজগণ ।
কপাল মোচন হৈতে সপ্ত শতজন ॥ শুন মোচনের দ্বিজ পঞ্চশত হয় ।
বৈতরণী তীর্থে পঞ্চসহস্র যে রয় ॥ পৃথুদক কুণ্ডে ত্রয়োদশ শত জন ।
অপ্সরা কুণ্ড হৈতে দ্বিশত যে ব্রাহ্মণ ॥ দ্বিশত যে মেনকাকুণ্ডের দ্বিজগণ ।
উর্ধ্বশী কুণ্ডে দ্বাদশ শত ব্রাহ্মণ ॥ বৈবস্বত কুণ্ড হৈতে পঞ্চ সহস্রেক
গন্ধর্বকুণ্ডের উনত্রিংশত তপস্বীক ॥ রুষতীর্থ হৈতে আইসে দ্বিজ ষষ্ঠশত

হয়। পিশাচ মোচন তীর্থে সপ্তশত যায় ॥ পিতৃকুণ্ডের একশত ব্রাহ্মণ্য আসি। ধুবতীর্থে হৈতে ষষ্ঠশত ভৈরৱাশি ॥ ঐরাবত তীর্থে হৈতে ত্রিশত যে দ্বিজ। মানস তীর্থে হৈতে দ্বিশত মহা তেজ ॥ বাসুকী তীর্থের শত সহস্র ব্রাহ্মণ। জ্ঞানকীকুণ্ডের একশত দ্বিজগণ ॥ গৌতম কুণ্ডের মুনিবর নবশত। তুগতীসংহার তীর্থের আইসে দশশত ॥ অসীগঙ্গাতীর্থে যে পর্য্যন্ত দ্বিজগণ। অষ্টাদশ সহস্র পঞ্চশত পঞ্চজন ॥ এই সব তীর্থে হৈতে অনেক ব্রাহ্মণ। শুদ্ধকলেবর সব করিল গমন ॥ বিকপাক্ষ নম্মিধানে দ্বিজগণ মিলি। মন্ত্রলাচরণ করে জয় শিব বলি ॥ আতব তণ্ডুল দুর্কা পুষ্প হন্তে করি। স্বস্তি স্বস্তি বলে তবে মহাদেবে ঘেরি ॥ দ্বিজগণ ক্ষত্রাসিয়া সদানন্দ কর। তোমরাও এই স্থানে কুশলে আছয় ॥ দ্বিজগণ প্রণাম করিয়া নিবেদয়। তব আদর্শনে তবে মৃত্যু প্রায় হয় ॥ কাশীবাস বলি প্রাণ আছেন ধারণ। মতত যে চিন্তা করি তব আগমন ॥ তুমি প্রভো সর্ব কর্তা দ্বিজগণ পতি। তোমা বিনে আমি সবার অন্য নাহি মতি এই কপে বহুহুতি দ্বিজগণ করে। দ্বিজগণ প্রতি তুষ্ট হইল শস্তরে ॥ দ্বিজ সব যে নিয়ম করিল ধারণ। অন্তর্যামী সর্ব তত্ত্ব স্নাত পঞ্চানন ॥ তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ সব দ্বিজে কর। মনোগত বর লহ যাহা ইচ্ছা হয় ॥ দ্বিজগণ বলে শুন দেব মহেশ্বর। এইবর চাহিমোরা প্রকুর গোচর ॥ কাশী পুরী স্থান প্রভু করু নাড়াডিবে। অন্নপূর্ণা সহ সদা বিরাজ করিবে ॥ কাশীতে ব্রাহ্মণ শাপ না হইবে করু। রূপাকরি এইবর দ্বিজে দেহ প্রভু ॥ তব পাদপদ্মে সদাকাল রহেমন। তজ্জিযোগ বিচলিত নহে কদাচন ॥ দ্বিজ বাস্য অতি কষ্ট হৈলমহেশ্বরে। মনোনিভ বরদান করে দ্বিজবরে ॥ তদগরে মহাদেবকহে দ্বিজগণে। কাশীরমাহাত্ম্য সকেশুন সাধনানে ॥ কাশী হয় পাপ নাশী স্থানে সর্বসার। কাশীপুরে নাহিক যমের অধিকার ॥ অবিমুক্তে সদা বাস যেই নর করে। গব্রবাস দুঃখ তার যায় নিরন্তরে ॥ বারাগসী স্রবশন করে যেই জীব। সহস্র জন্মের পাপক্ষয় করে শিব ॥ জামন্দ কাননে মৃত্যু যেই জীবের হয়। মৃত্যুঞ্জয় হয় সেই নাহিক সংশয় ॥ আর কহি দ্বিজগণ শুন সর্বসারে। অবিমুক্তে শিবলিঙ্গ স্থাপিত যে করে ॥ তাহার অনন্ত ফল কখন না যায়। সেই নর গব্রবাস কদাচ না পায় ॥ অবিমুক্ত বাসে জীব যদি পাপ করে। পিশাচ ঘোনীতে প্রাপ্ত থাকে কাশীপুরে ॥ বহু কষ্ট পাইয়া তার পরে মুক্ত হয়। কহিলাম সর্বসার শুনহ নিশ্চয় ॥ দণ্ডঘাটী তীর্থ যেই মাহাত্ম্য শুনয়। তার সর্ব পাপ ক্ষয় হয়ত নিশ্চয় ॥

প্রজ্ঞাক্রমে সদা পাঠ যেই জনে করয় । অবিস্মৃক্তে তার বাস খণ্ডন না হয় ॥
চতুঃ বক্তি অধ্যা কথ্য চমৎকার অতি । সমাপ্ত হইল সব শুন শুদ্ধ মতি ॥

পর্যায় । জিজ্ঞাসে অগস্ত্য মুনি পার্শ্বতী নন্দনে । জৈষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ
আছে কোন স্থানে ॥ বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা হৈয়াছে আমার । কৃপাকরি
কহ দেব করিয়া বিস্তার ॥ কার্তিক কহেন শুম মুনি তপোধন । বিস্তারিত
করি কহি শুন বিবরণ ॥ জৈষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ না হয় নির্ণয় । তার মধ্যোতে
পঞ্চসহস্র প্রকাশয় । পরামর লিঙ্গ জৈষ্ঠেশ্বর উত্তরেতে । দর্শননির্মলচিহ্ন
হয় অচিরোতে ॥ মার্কণ্ডেশ্বরের পূজা করে যেই নরে । মহাদেব তার প্রতি
সদয় অন্তরে ॥ ভৃগু নারায়ণ শিবলিঙ্গ চমৎকার । পূজিলে সকল সিদ্ধি কহি
লাম সার ॥ জাবালেশ্বর লিঙ্গ আছেন তথায় । তাহার দর্শনেতে দুর্গতি
নাহি হয় ॥ আদিত্যেশ্বর লিঙ্গ যেবা পূজা করে । কুষ্ঠ ব্যাধি হৈতে মুক্ত
সেই সব নরে ॥ ভৈরবী ভীষণ নামে বড় ভয়ঙ্করী । ক্ষেত্রের ভীষণ সব শীঘ্র
নাশ করি ॥ শঙ্কর তথায় আছে জন্ম নন্দীশ্বর । দর্শনেতে ঘুচে কর্মবন্ধন
দুষ্কর ॥ তরঙ্গাজেশ্বর লিঙ্গ লিঙ্গ নন্দীশ্বর । অরুণী সুন্থির লিঙ্গ দেখিতে
সুন্দর ॥ লিঙ্গ রাজেশ্বর তথা অতি মনোহর । তাহার দর্শনে রাজেশ্বর হয়
নর ॥ কণ্ঠেশ্বর লিঙ্গ কাত্যায়নেশ্বর আর । বামদেবেশ্বর লিঙ্গ মৈত্রেশ্বর
সার ॥ হারেশ্বর লিঙ্গ যে আছেন বিরাজিত । বৈশ্বানরেশ্বর লিঙ্গ
তথোতে স্থাপিত ॥ ক্রুতা লিঙ্গেশ্বর আর অগ্নি বাসেশ্বর । ব্রুবেশ্বর বৎ
সেশ্বর সর্বসিদ্ধি তার ॥ প্রহ্লাদেশ্বর শিবলিঙ্গ সুশোভন । শত্রু প্রম্ভেশ্বর
লিঙ্গ তার সম্মিধান ॥ মাণ্ডুকেশ্বর লিঙ্গ বৃত্তীশ্বর হয় । চাবনেশ্বর লিঙ্গ
সুন্দর অতিশয় ॥ কলিন্দমেশ্বর লিঙ্গ মুক্ত ধনেশ্বর । একপেতে মহালিঙ্গ
আছেন বিস্তর ॥

অথ বিদ্যাত কপাল উপাখ্যান ।

পর্যায় । আর এক ইতিহাস শুন তপোধন । বিদ্যাত কপাল নাম
দৈত্য বিবরণ ॥ প্রহ্লাদ মাতুল সেই দৈত্য দুরাচার । মহাবলবন্ত হয় বড়ই
দুর্বার ॥ মনে মনে চিন্তা করে রাজত্ব করিবে । দেবতার নাশ যিনে সম্ভব
না হবে ॥ দেবতা অনুরে বুদ্ধ উভয় পক্ষেতে । কখন দেবতা হারে কখন
দৈত্যসমাজ ॥ জিনে বড়জ্ঞ দেবতার চমক লিখন । এমত উপায় দৈত্য কহিলে

চিন্তন ॥ দেবতার বল হ্রস্বত দ্বিজগণ। তাহার বিনাশ সদা করেন চিন্তন ॥
তদপরে বিচার করেন চুৰ্চমতি। কোথা দ্বিজগণ বহু আছে অবস্থিতি ॥
কাশীপুরে ধ্যান করে দ্বিজ বহুতর। সন্ধান পাইয়া দৈত্য চলিল সত্ত্ব ॥
কাশীতে যাইয়া দৈত্য মায়া প্রকাশয়। দিনে দিনে অনেক ব্রাহ্মণ ধরি
খায় ॥ গোপনে থাকেন দৈত্য দ্বিজ নাহি জানে। দৃষ্টিমাত্র দ্বিজ ধরি
করয়ে ভক্ষণে ॥ শিবরাত্রি দিনে এক শিবের মন্দিরে। ধ্যান করি শিবপূজা
করে দ্বিজবরে। তাহা দেখি চুৰ্চ দৈত্য মায়া প্রকাশিল। নিকট দশন এক
বাস্তব যে হইল ॥ দ্বিজবরে ভক্ষিবারে যায় মন্দিরেতে। অন্তর্ভাসী সদানন্দ
জানিল স্তব্ধে। ভক্ত বৎসল শিব অতি দয়াময়। শিবলিঙ্গ হৈতে এক
কদ্রকপ হয় ॥ মায়া ব্যাস্ত ধরিয়া যে চাপয়ে কঙ্কেতে। শঙ্কটে পড়িয়া
শব্দ করে বিপরীতে ॥ শঙ্কশুনি দ্বিজগণ গেল সেই স্থানে। মন্দিরে দেখয়ে
আছে দেব ত্রিলোচনে ॥ স্তব করে সদাশিবে সব দ্বিজবর। সদয় হইয়া
দ্বিজে কহেন শঙ্কর ॥ মম ধ্যান যেইজন করে নিরন্তর। তাকে রক্ষা করি
আমি শুনহ সত্ত্ব ॥ তদপরে মহাদেব ব্যাস্ত প্রাণে মারি। শঙ্ক মিত্র পক্ষে
শিব সম দয়া করি। রূপা করি ব্যাস্তেশ্বর হৈয়া দয়াময়। জ্যৈষ্ঠেশ্বর নিক
টেতে লিঙ্গরূপে রথ ॥ যেই জনে ব্যাস্তেশ্বর লিঙ্গার্চন করে। অনায়াশে
সেই জন সর্ব পাপে তরে ॥ তদন্তরে মহাদেব অন্তর্ধান হৈল। দ্বিজগণ
আগনার আলয়েতে গেল ॥ কাশীখণ্ডমৃত কথা অপূৰ্ণ আখ্যান। তত্ত্ব
ভাবে শুনে যেই সেই পুণ্যবান ॥ শঙ্কযক্তি অধ্যায় কথা হইল সমাপ্ত। শুদ্ধ
শুদ্ধ দুর্ধজন না ভাবিহ চিন্ত ॥

পর্যায়। অগস্ত্য বলেন শুন গিরিজা নন্দন। জ্যৈষ্ঠেশ্বরে কি করিল দেব
পঞ্চানন ॥ ষড়ানন কহেন শুনহ মুনিবর। জ্যৈষ্ঠেশ্বরে কাশীনাথ থাকে নির
ন্তর ॥ আর এক কথা বলি শুন তপোধন। হিমালয় রাজার যে অপূৰ্ণ
কথন ॥



অথ হিমালয় প্রতি মেনকার কথন শৈলেশ্বর উপাখ্যান।

ত্রিপদী। একদিন হিমালয়, মেনকা ছায়াভাষয়, রোদন করেন বহুতর
বহুদিন গত হৈল, গোবী তত্ত্ব না পাইল, কি হইল ভাবেন অন্তর ॥ জা-
নাতা ভিক্ষুক হয়, গোবীকে লইয়া যায়, গোবী মোর আছেন কিমতে ॥

কাশীখণ্ড ।

জামতামোর খেমন, ধুতুরা তাক ভঙ্গ, সদা কাল বাহন হুবেতে ॥ পরিধান
 ব্যস্ত ছান, গলেতে হাড়ের মাল, জাঁখি সদা ঢুল ঢুল করে । তখ সব
 মাখে অঙ্গে, ভুতগণ সদা সঙ্গে, আশানেতে বাস নিরন্তরে ॥ তিকা কুঁজি
 কক্কেকরি, তিকাকরে জিপুরারী, তাহাতে ষে উদর পোষণ । শুনিয়াছি
 লোক মুখে, সদা গৌরী থাকে দুঃখে, মন মহে কি করি এখন ॥ গিরি
 রাজে ডাকি রাণী, সক্রমে কহে বাণী, পাষণ তোমার তনু ময় । কত
 পুণ্য পূজা কলে, গৌরী ধন পাই কোলে, তুমি তাকে হৈয়াছ নির্দয় ॥
 বহুদিন গত হৈল, গৌরী তত্ত্ব না পাইল, সংবাদ বিহনে প্রাণ যায় । গৌরী
 কে বিদায় দিলে, পুনস্তত্ত্ব না করিলে, পাষণেতে বাহিলে ক্ষয় ॥
 সোণার কমল গৌরী, তার তত্ত্ব নাহি করি, কিমতে ধৈর্য ধরে ময় । তুমি
 ত কঠিন অতি, স্বভাবে পাষণ মূর্তি, কি করিব না দেখি উপায় ॥ গৃহ
 কর্ত্ত যত করি, উমা না দেগিয়া মরি, সংবাদ পাইব কিরূপেতে । একপে
 মেনকা কান্দে, কেশ পাশ নাহি বাজে, চিত্ত স্থির নহে কোন মতে ॥
 শুন শুনে গিরিরাজ, কণেক না সহে বাজ, নিজে তুমি করহ গমন ।
 কাশীপুরে আছে হর, তথাতে চল সঙ্ক, উমার করিতে অশ্রুধন ॥ রাণী
 বাক্য শুনি শৈল, অতিশয় দুঃখী হৈল, কহে গিরি মেনকার প্রতি ।
 হিমালয় কহে বাণী, দুঃখ না ভাবিহ রাণী, আমি তথা চল শীঘ্রগতি ॥
 তদপরে শৈলরাজ, কণেক না করে বাজ, ভাঙারেতে করিল গমন ।
 নীলকান্ত আদি যত, প্রবালাদি নানাসত, লইল রাজা বিধির বসন ॥
 ভারে ভারে রত্ন লয়, শৈলরাজ অগ্রে যায়, কাশীর নিকটে উপনীত ।
 রত্নাদি নির্মিত পুরী, সম্মুখেতে দেখে গিরি, অন্তবেতে হৈল চমকিত ॥
 অট্টালিকা শত শত, মণি মুক্তা বিরাজিত, নানারত্নে গ্রন্থিত নকল ।
 ধ্বজ পতাকা নিশান, হৈতেছে উজ্জয়মান, নানা শঙ্কে বায় কোলাহল ॥
 দেখে সব বিপরীত, শৈলরাজ মনে ভীত, না আমি কাশাব পুরী হবে ।
 সন্ধান করিয়া তার, তবে হবে অগ্রসার, তদপরে পুরে প্রবেশিবে ॥

পরার । মনেতে ভাবিত অতি হৈল হিমালয় । কারে জিজ্ঞাসিব এই
 পুরী কার হয় ॥ হেনকালে এক দ্বিজ কপটের বেশে । উপনীত হৈল
 যথা শৈল রাজ বৈসে ॥ দ্বিজবরে প্রশ্ন করিয়া গিরি কয় । সম্মুখেতে
 পুরী কার দরশন হয় ॥ দ্বিজ কহে তব চিত্ত দেখি রাজা নায় । কোন

কাজে তুমি নাহি আইস হেথায় ॥ একি অসম্ভব কথা তব মুখে শুনি ।
 এই পুরী শিবের যে হয় রাজধানী ॥ কাশীপুরী এই হয় শুন মতিমান ।
 এইস্থানে মহাদেব সদা অধিষ্ঠান ॥ হিমালয় কন্যা তার নাম যে পার্বতী ।
 সদা বিরাজিত শিব তাহার সংহতি ॥ জামাতা বৈভব দেখি শুনি হিমালয়
 ছুঃখ দূর গেল অঙ্গ পুলকিত ময় ॥ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তার ভূলা নাহি হব ।
 দেখিয়া যে কাশীপুরী ছুঃখ গেল সব ॥ ধন কিছু আনিছিলাম করি বহু
 যত্ন । কন্যা জামাতার প্রতি দিব কিবা রত্ন ॥ যে ঐশ্বর্য্য হইয়াছে দেখিবারে
 পাই । অঙ্গ রত্ন কি প্রকারে দিব শিব ঠাঞি ॥ এতবলি শৈল পঞ্চনদী
 ভীরে যায় । স্নান দান সব করিয়া তথায় ॥ হিমালয়ে যে সকল রত্ন
 আনিছিল । দণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ নিকটে রাখিল ॥ তদন্তরে শৈলরাজা গিয়া
 নিজায় । জামাতা বৈভব সব মেনকাকে কর ॥ পার্বতীকে রাজা
 ডাকিয়া আনিল । মহাবলবন্ত তারা রাজ অগ্রে আইল ॥ শত শত লোক
 লইয়া শৈল যে চলিল । পুনর্বার কাশীপুরে উপনীত হৈল ॥ একরাত্র
 মধ্যে রত্নপুরী যে নির্মিল । তার মধ্যে নানারত্নে মন্দির করিল ॥ মণিযুক্ত
 প্রবালেতে করিল নির্মাণ । সুন্দর হইল পুরী অতি শোভমান ॥ অতি রম্য
 স্থান হৈল দেখিতে সুন্দর । তাহার নিকটে করে এক সরোবর ॥ সরোবর
 চতুর্পাশ্বে নানাবিধ মণি । বিরাজিত নানা পক্ষী করে মহা ধ্বনি ॥ রত্নের
 মন্দিরে শিবলিঙ্গ যে স্থাপিল । শৈলেশ্বর সেই লিঙ্গ আখ্যান করিল ॥
 একরাত্র মধ্যে সব করিল সমাপন । নিজ পুরে শৈলরাজ করিল গমন ॥
 রজনী প্রভাতে দেখি নব্য রত্নপুরী । কাশীর রক্ষক গেল শিবের সঙ্ঘরি ॥
 শীঘ্র করি সংবাদ যেশিবে জানাইল । রজনীতে এক পুরী কেবা নির্মাইল
 রত্নেতে নির্মিত পুরী অতি সুশোভন । তার মধ্যে মন্দিরেতে শিবের
 স্থাপন ॥ নীলকান্ত সূর্য্যকান্ত মণিতে গাঁথনি । পুরী দেখি চমৎকার শুনে
 পুলপাণি ॥ অন্তর্বাসী সদানন্দ সকল জানেন । দ্রুত মুখে শুনি অন্নপূর্ণাকে
 বলেন ॥ শুন প্রিয়ে কিবা শুনি দ্রুত মুখে বার্তা । দুইজনে শীঘ্র করি চলি-
 লেন আর্ভা ॥ এতবলি হরগৌরী সঙ্ঘরে চলিল । পুরীর নিকটে গিয়া
 উপস্থিত হৈল ॥ অটালিকা দেখি হরগৌরী চমৎকার । পুরীর মধ্যেতে
 গেল দেখিতে বিস্তার ॥ অন্নপূর্ণা সঙ্গে করি দেব এপুরারী । ক্রমে ক্রমে
 ভ্রমণ করিয়া দেখে পুরী ॥ চিত্রেতে বিচিত্র মণি মাণিক্য প্রবালে । হর-
 গৌরী দেখিয়া হইল কুতূহলে ॥ মন্দিরেতে শৈলেশ্বর লিঙ্গের স্থাপন ।
 শৈলরাজ নাম আছে মন্দিরে লিখন ॥ পার্বতী কহেন প্রভু করি নিবেদন

কে করিল এই পুরী অতি সুশোভন ॥ যদবধি দেখিয়াছি রত্নময় পুরী ।
 অন্য স্থানে মন নহে শুন ত্রিপুরারী ॥ ভূতনাথ ভবিষ্যতি ভূত বর্তমান ।
 অন্তর্ধামি সদানন্দ সব হৈল জ্ঞান ॥ তত্রাপিহ মন্দিরের লিখন পঠিয়া ।
 পার্শ্বতীকে বলে হর হর্ষযুক্ত হৈয়া ॥ তব পিতা শৈলরাজ পুরী এই হয় ।
 শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপিত করয় ॥ শুনি ভূক্ট হৈল বড় পার্শ্বত-নন্দিনী ।
 অতি রম্য স্থান এই শুন শূলপাণি ॥ শিব কহে মম বাক্য শুন বরাননে ।
 পুরী দেখি বড় ভূক্ট হইয়াছি মনে ॥ ভক্তিভাবে করে শৈল লিঙ্গের
 স্থাপন । এই লিঙ্গ আমার হবে সঙ্গ-বিরাজন ॥ অন্নপূর্ণা সঘোষিয়া কহে
 পঞ্চাননে । তব পিতা শৈলরাজ বড় পুণ্যবানে ॥ শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ অতি
 মনোহর । এই স্থানে হইলেক অতি পুণ্যকর ॥ শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ পুঞ্জ
 যেই জন । অনায়াসে মুক্তি তার নাহিক ঋণ ॥ শৈলেশ্বর হৈতে পঠে
 দেব পঞ্চানন । অন্নপূর্ণা সহ প্রভু করিছে ভ্রমণ ॥ ভ্রমণ করিতে উপনীত
 দণ্ডেশ্বরে । তদপরে শুন মুনি প্রসঙ্গ অন্তরে ॥ ছয় বর্ষ অধ্যায় যে অপূর্ণ
 কখন । সমাপ্ত হইল শৈলেশ্বর বিবরণ ॥

অথ রত্নেশ্বর উপাখ্যান ।

পয়ার । যড়ানন কহেন অগস্ত্য মুনিবরে । আশ্রম আখ্যান কহি
 তোমার গোচরে ॥ পূর্বে গিরিরাজ যত রত্ন আনি ছিল । অল্প রত্ন বলি
 শিব অগ্রে নাহি দিল ॥ সেই সব রত্ন দণ্ডপাণির অগ্রেতে । রাখিলেন
 শৈলরাজ পরম ভক্তিতে ॥ শিবলিঙ্গ হৈল সেই সকল রত্নেতে । দেখিতে
 সুন্দর বড় অতি প্রজ্বলিতে ॥ শৈলেশ্বর হৈতে শিব গৌরীর সহিত ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৌহে তথা উপস্থিত ॥ অতি মনোহর লিঙ্গ প্রকাশিত
 হয় । পাতাল পার্শ্বত লিঙ্গ মণি জ্যোতির্ময় ॥ শৈল মুতা ভক্তি করি
 জিজ্ঞাসে শঙ্করে । কি রূপেতে রত্নলিঙ্গ কহিবে আমারে । শুনিয়া গৌরীর
 বাক্য দেব ত্রিপুরারী । মুখে হাসি মুক্তভাষী কহেন বিস্তারি ॥ তব পিতা
 হিমালয় তোমার লাগিয়া । রত্ন কিছু আনি ছিল যত্নে করিয়া ॥ কাশীর
 সম্পত্তি সব দেখিয়া নয়নে । আপনে আনিত রত্ন করি অল্প জ্ঞানে ॥
 তোমাকে না দিয়া রত্ন এ স্থানে রাখিল । সে সব রত্নেতে দেখ শিবলিঙ্গ
 হৈল ॥ শুনিয়া সন্তুষ্ট বড় হইল পার্শ্বতী । শঙ্করী কহেন পঠে শঙ্করের

যে করয় ॥ তদপরে ভূতনাথ পার্শ্বতীকে কন । তব পিতা হিমালয় শুদ্ধ
মন হন ॥ জাহার পুণ্যোতে শিবলিঙ্গ যে উদ্ভিত । সন্তুষ্ট হইলু আমি দে-
খিয়া নির্মিত ॥ তুমি এক কৰ্ম কর শুন বরাননে । রত্নের মন্দির এক দেহ
এই স্থানে ॥ অগ্নিময় মন্দির যে বিস্তার হইবে । হিমালয় কীর্তি সব অগতে
যুগিবে ॥ শূনিয়া শঙ্করী চিত্তে অতি হর্ষ হৈল । মন্দির করিতে বিশ্বকর্মে
আজ্ঞা দিল ॥ আজ্ঞা মাত্র বিশ্বকর্মা করিল নির্মিত । মণি মুক্তা প্রবালেতে
মন্দির রচিত ॥ দেখি পুরী হর-গৌরী হর্ষ চিত্ত হৈল । রত্নেশ্বর সেই লিঙ্গ
আখ্যান করিল ॥ পরেতে পার্শ্বতী প্রতি বলেন শঙ্করে । সদাকাল আমি
বিদ্যাজিব রত্নেশ্বরে ॥ ভক্তিভাবে রত্নেশ্বরে যে জন পূজয় । মনোরথ সিদ্ধি
তার অন্তে মুক্তি হয় ॥ কার্তিক কহেন শুন মুনি ভপোখন । রত্নেশ্বর লিঙ্গ
পূজে বহুসিদ্ধ হন ॥ হর-গৌরী স্থানান্তরে করেন ভ্রমণ । ইতিহাস কথা
কহি শুন বিবরণ ॥

—*—

অথ কলাবতী কন্যার উপাখ্যান ।

পরায় । কলাবতী নামে কন্যা পরম সুন্দরী । ভক্তিভাবে রত্নেশ্বর
লিঙ্গ পূজা করি ॥ এইমত প্রতি দিন করে গতায়াত । একদিন গৃহে গিয়া
মৃত্যু অকস্মৎ ॥

পিত্রণী । পুণ্যবতী কলাবতী, ভক্তি ছিল শিব প্রতি, বহুভূতি নামেতে
পঙ্কজ । তারগৃহে জন্মাইল, রত্নাবতী নাম কৈল, সুন্দর যে হইল অপূর্ণ ॥
দিনে দিনে বৃদ্ধি কন্যা, কপে গুণে হৈল ধন্যা, পূর্ণ চন্দ্র জিনি মুখ শোভা
বিদ্যুত যে বর্ণ জিনি, গজরাজ গানিধনী, দেখি হয় মুনি মনলোভা ॥
তিন জন সখী সঙ্গে, আছেন পরম সঙ্গে, এক সখী নাম শশীলেখা । চিত্র-
রেখা গুণবতী, সর্ব কৰ্মে শুদ্ধমতি, কৃতীয় সখী যে চন্দ্রলেখা ॥ পূর্ব জন্ম
পুণ্যফলে, রত্নাবতী কুতুহলে, তিন সখী সঙ্গেতে লইয়া । প্রভাতে উঠিয়া
নিতি, কাশী যায় শীঘ্রগতি, রত্নেশ্বর পূজে হর্ষ হৈয়া ॥ সুনির্মল গঙ্গাজল,
কাজে দিয়া বিলম্বল, সুগন্ধি চন্দন পুষ্প আর । মালা পুষ্প বহু রূপ, আর
দিল দীপ-ধূপ, নৈবিদ্যাদি নানা উপহার ॥ ভক্তি ভাবেরাবতী, রত্নেশ্বরে
পূজে নিতি, ভক্তিযোগ সর্বদা রুদয় । ভুট্ট হৈয়া দয়াময়, রত্নাবতী প্রতি
কর, বর লহ যথা ইচ্ছা হয় ॥ তব মনগত বাহা, আশিত জানি যে তাহা,

রত্নচূড় হবে তব পত্নি । আগলোক বাস তার, শিবপূজা যাত্র সার, সমা
করে আমাকে মিনতি ॥ রত্নাবতী তদপরে, প্রণাম করিয়া হবে, সখী সঙ্গে
গৃহেতে গমন । রত্নচূড়ে সন্ম ভাবে, কি প্রকারে দেখা হবে, মামণী ক চিন্তা
অনুক্ষণ । রজনী প্রভাত কালে, রত্নচূড়ে প্রস্থ হলে, দেখি প্রাতে রহে
মৌন ভাবে । সখী সকলেতে মেলি, পরস্পর বলাবলি, একি একি
দেখি অসম্ভব ॥ শুনি রত্নাবতী বাণী, কি কারণে মৌন ভূমি, বলহ উপায়
করি তারি । রত্নাবতী বলে সখী, নিশিযোগে স্বপ্ন দেখি, তাহাকে দেখাই
শীঘ্র করি ॥ সখী বলে গুণবতী, অসম্ভব কথা অতি, কি প্রকারে নিশ্চয়
জানিব । শিবপূজা বেলা হৈল, শীঘ্রগতি কাশী চল, সেই স্থানে বিস্তার
কহিব ॥ শিবপূজা নান জুনি, অমনি উঠিল ধনী, সখী সঙ্গে গেল কাশী-
পুরে । আসনাদি বোড়শেতে, নানা উপহার ত্যজে, ভক্তি করি পূজে রত্ন-
শ্বরে ॥ সখী সহ কন্যাবতী, প্রণাম করিয়া স্তুতি, যদিওরতে প্রদক্ষিণ করে
পানোদক করি পান, হৈল চিত্ত দৈর্য্যমান, অবশেষে বসিল সত্বরে ॥
রত্নাবতী তদপরে, সখীগণে মুখ স্বরে, কহিতে কহেন বচন । স্বপ্ন কথা
হৈল মনে, দৈর্য্য নাহি পরে প্রাণে উপায় করহ সখীগণ ॥ শুনি বাণী
সব সখী, উপায় নাহিক দেখি, স্থির কহু করিতে না পারে । চিত্রলেখা
অগ্রে আসি, কহিতেছে মুখ ভাষি, রত্নাবতী শুনহ সত্বরে । পটচিত্র করি
আসি, স্বর্গ মর্ত্য আদি ভূমি, পাতালাদি যত ত্রিভুবনে । ভূমি সব ক্রমে
ক্রমে, পটে দেখে বিদ্যমান, যারে ভূমি দেখিলে স্বপনে ॥ পটে যদি
দেখ তারে, কহিবে সত্বরে মোরে, উপায় করিব তদন্তরে । এতশুনি
রত্নাবতী, আনন্দ হইল অতি, চিত্রলেখা চিত্রপট করে ॥ ত্রিভুবনে যত জন
পটেতে করে লিখন, রত্নাবতী সকল দেখিল । স্বর্গ মর্ত্য দেখি ধনী, অমাদ
যে মনে গণি, অন্তরেতে খেদিত হইল ॥ পরেতে পাতালপুরী, সুন্দরী
নরনে হেরি, ক্রমে ক্রমে সকল দেখিল । মণিময় একপুর তার মধ্যে রত্ন-
চূড়, মনোহর কণ যে হেরিল ॥ তাহাকে দেখিয়া রান্না স্বপ্ন ভাব মন কামা,
লজ্জিত হইল সুবদনী । সখী সব জিজ্ঞাসিল, বুঝি কর্ম সিদ্ধ হৈল,
রত্নাবতী পরে কহে বাণী ॥ এই দেখ চিত্রচোর, পুরুষ মনোজ্ঞ মোর,
তোমরা যে দেখাই সকলে । তদপরে সব সখী, রত্নচূড় দেখি সুখী, নিজা
লয় যায় কুতূহনে ॥ সুবাহু নামেতে দৈত্য, অকস্মাৎ আসি মর্ত্য হরণ
করিল কন্যাগণ । কন্যাগণ দেখি দৈত্যো, চমৎকার হৈল চিত্তে, শিব শিব
করিছে স্মরণ ॥ নিজ পুরী পাতালেতে, দ্রুতগতি চলে পথে, কন্যাগণ

রোদন করয় । শিরে করাঘাত হানি, বলে রক্ষা খুলপাণি, রাক্ষসের হস্তে
প্রাণ যায় ॥ রত্নচূড় শুনি শব্দ, হইল মনেতে ক্ষুব্ধ, ধর্ম্মবাণ লইয়া চলিল
দেখি দৈত্য সুবাহুরে, কন্যাগণ কেশেধরে, নিজপুরী গমন করিল ॥
রত্নচূড় ক্রোধ করি, দানবেরে অস্ত্রমারি, তৎক্ষণেতে সংহার করিল । তদ-
পরে কন্যাগণে, করি ভয় নিবারণে, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসিল ॥ ছুই দান
বের ভয়, চিত্রের পুতুলী ন্যায়, দাণ্ডাইয়া আছে কন্যাগণ । রত্নচূড় বলে
বাণী, চিত্রে ভয় ত্যজ ধনী, দানবেরে করেছি নিধন ॥ শুনি তাহার
বচন, সবে হৈল সচেতন, রত্নচূড়ে চিত্রলেখা বলে । শুন ওহে মহাশয়,
দেহ নিজ পরিচয়, সমূহ যে বিপদে তারিলে । আপনার পরিচয়, রত্নচূড়
সব কয়, শুনি সলজ্জিতা রত্নাবতী । শুন সবসুন্দরী, রত্নচূড়কবে বাণী,
ভোমরা কে কহ শীত্রগতি ॥ চিত্র লেখা স্থির মতি, সবিনয় কহে
অতি, যত্নভাবে মধুর বচন । গন্ধর্ব্ব যে বসু ভূতি, তার কন্যা
রত্নাবতী, সঙ্গে সখী মোরা তিনজন ॥ নিত্য যাই কাশী পুরে, শিবপুঞ্জি
রত্নেশ্বরে, গৃহে মোরা করিব গমন । হেনকালে, অকস্মাৎ, অদ্য হৈল বাকু-
ঘাত, দানবের হস্তেতে পতন ॥ দানবে লইল হরি, আনিল পাतालপুরী,
তুমি সবার বাঁচাইলে প্রাণ । আমরা অবলা বাল্য, নাহি জানি দুঃখ আলা,
বিপদেতে তুমি কৈলে ত্রাণ ॥ তব হৈতে পাই রক্ষা, মোরা চাহি এই
ভিক্ষা, রত্নেশ্বর কি কপে পাইব । বাক্য শুনি কন্যাগণে, দুঃখ নাহি ভাবি
মনে, বলে শীত্র কাশী পুরে যাব ॥ অনাগাসে তদন্তর, যথা শিব রত্নেশ্বর,
কন্যাগণে আনিল স্থরিত । দেখি রত্নেশ্বর লিঙ্গ, হৈল সবে মৌনভঙ্গ, রত্নেশ্বর
দেখি আনন্দিত ॥

পর্যায় । কন্যা সব না দেখি গন্ধর্ব্ব বসুভূতি । সখীসহ কোথা গেল
কন্যারত্নাবতী ॥ গন্ধর্ব্ব রাজন হৈল বড়ই চিন্তিত । হেনকালে তথাতে
নারদ উপস্থিত ॥ রত্নাবতী বৃত্তান্ত যে সকল কহিল । অতি শীত্র বসুভূতি
কাশীতে চলিল ॥ পরেতে গন্ধর্ব্ব রাজ গিয়া রত্নেশ্বরে । রত্নাবতী কন্যা
দেখি প্রফুল্ল অন্তরে ॥ সখীগণ সহ তথা বসি রত্নাবতী । রত্নচূড় নামে
নাগ তথা অবস্থিত ॥ রত্নাবতী পিতা দেখি আনন্দিতা হৈল । আদ্য অন্ত
বিবরণ পিতাকে বলিল ॥ সকল বৃত্তান্ত শুনি হর্ষ বসুভূতি । রত্নচূড়ে
কন্যা দিল করি শাস্ত্রমীতি । রত্নাবতী সঙ্গেছিল সখী তিন জন । তাবতের
পিতা আনে গন্ধর্ব্ব রাজন ॥ সে সকল কন্যাদান দিল রত্নচূড়ে । সখীসহ

রত্নাবতী প্রমোদ অন্তরে ॥ তদপরে চারি কন্যা লইয়া রমচূড় । পাতা
লেতে গেল শীঘ্র আপনার পুর ॥ রত্নাবতী আখ্যান যে করেন অবগ । ধন
ধান্য সর্বকাল সুখী সেই জন ॥ সৰ্ব পাপক্ষয় তার শুদ্ধ কলেবর । অন্তে
মুক্ত হয় তার কহিল বিস্তার ॥ কাশীখণ্ড পুণ্যকথা অমৃত ভাষণ । সপ্তমটি
অধ্যায় যে হইল সমাপণ ॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে পঞ্চনদ পাদোদক বৈষ্ণব তীর্থ

মন্দির হইতে মহাদেবের কাশী আগমন

জৈষ্ঠ্যমাসের ভগবতীর দহিত অব

স্থিতি দণ্ডখাত তীর্থ শৈলেশ্বরে

রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনা

রত্নাবতী । আখ্যান

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

অথ গজানুরের উপাখ্যান ।

শরীর । অগস্ত্যে কহেন শুন পার্শ্বতী নন্দন । তদপরে কি করিল দেখ
 পঞ্চানন ॥ কার্তিক কহেন শুন মুনি মহাশয় । হরগৌরী কাশীপুরে জন্মণ
 করয় ॥ হেন কালে কোলাহল কাশীর উত্তরে । ব্যস্ত হৈয়া তথায় চলিল
 মহেশ্বরে ॥ মহিষানুরের পুত্র হয় গজানুর । প্রচণ্ড শরীর তার অতিভয়ঙ্কর
 নব সহস্র যোজন শরীর তাহার । কেশজাল মেঘ তুল্য অতি সুবিস্তার ॥
 নিশ্বাসেতে সমুদ্র যে কল্লোল হইল । অদ্যাবধি জননিধি সুস্থির না হইল ॥
 কাশীপুরী ত্রাসে বীর বড়ই দুর্ব্বার । ছুই হস্তে জীব সব করেন আহার ॥
 সর্বলোক ভীত হৈয়া কোলাহল করে । তাহা দেখি মহাদেব কুপিত
 অমুরে ॥ ত্রিশূল মারিল শিব অনুরের বৃকে । মুখে তার রক্ত পড়ে বলকে
 বলকে ॥ ত্রিশূলে গাঁথিয়া গজানুরের শরীরে । মহাদেব বাম হস্তে উর্দ্ধে
 করি ধরে ॥ মস্তকেতে ছত্র যেন ধরে বামহাতে । অনুর গাঁথিয়া শূলে ধরে
 সেই মতে ॥ গজানুর আনিলা যে নিজ মুক্ত হয় । তদপরে মহাদেব স্তব
 করি কয় ॥ অপ্সর যোনিতে প্রভো উদ্ভব আমার । নব সহস্র যোজন
 শরীর বিস্তার ॥ আনার শরীর তুমি গাঁথিয়া ত্রিশূলে । আপন মস্তক হৈতে
 উর্দ্ধেতে করিলে ॥ আমি সন ভাগ্যবান নাহি জিহুবন । প্রভুর হস্তেতে
 হৈল আমার মরণ ॥ ত্রিভুগত কর্তা তার এই রূপে দয়া । ক্রোধবর সমতাব
 ঈশ্বরের মায়া ॥ দেব পঞ্চানন তুমি সকলের মূল । চরাচর পর্কতাদি তুমি
 সূক্ষ্ম সুল ॥ তোমার মহিমা প্রভো আমি কিবা জানি । কিঞ্চিৎ জানেন
 দামোদর পদ্মনোনি ॥ এইরূপ বহু স্তব করিল অমুরে । আশুতোষ ভোলা
 নাথ তুষ্ট হৈল তারে ॥ বর লহ গজানুর যথা ইচ্ছা হয় । অনুর কহিল প্রভু
 শুন দয়াময় ॥ যদি বর দিবে প্রভো করি নিবেদন । আমার শরীর চর্ম
 করিবে বসন ॥ প্রসন্ন হইয়া শিব বর দিল তারে । তব চর্ম ধারণ করিব
 কলেবরে ॥ তদপরে গজানুর হইলা নিধন । অনুরের চর্ম প্রভু করিল ধারণ
 ভক্ত বলি অনুর শরীরে বিরাজিল । কীৰ্ত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ উদ্ভিত হইল ॥
 কীৰ্ত্তিবাস মাহাত্ম্য যে মহিমা অপার । অবিস্মৃক্তে সর্বলিঙ্গ হৈতে হৈল
 সার ॥ চৈত্র পূর্ণিমাতে বাদি যাত্রা যোবা করে । কাশীকৃত পাপনাশী জ্ঞান
 প্রাপ্তি পরে ॥ মাঘমাসে কৃষ্ণাচর্দশী তিথি হয় । তাতে উপবাসী হৈয়া
 যোবা জনে রয় ॥ রাত্র জাগরণ করি পূজে কীৰ্ত্তিবাস । পরম সুগতি লাভ
 কহিল নির্ধাস ॥

অথ হংসতীর্থ কথন ।

পয়ার । কীর্তিবাস সম্মুখেতে দেব ত্রিপুরারী । নিজহস্তে মৃত্তিকা
খননে কুণ্ড করি ॥ এই স্থানে কুণ্ড হইল অতি পুণ্য কর । তাহার মাহাত্ম্য
কথা শুন মুনিবর ॥ অনলোভে কাক সব করয়ে বিবাদ । পরস্পর বিবা-
দেতে পড়িল প্রমাদ ॥ মৃত এক কাক সেই কুণ্ডেতে পড়িল । সৰ্বপাপে
মুক্ত হৈরা হংসরূপ হৈল ॥ তদবধি হংসতীর্থ নাম হৈল তার । স্নান দানে
মহাপুণ্য মহিমা অপার ॥ হংসতীর্থে চতুর্দিকে যত খাষিগণ । প্রত্যেকে
করিল সবে নিজের স্থাপন । ত্রয়োদশ শত আছে চতুর্দিকে তার ।
কীর্তিনামেশ্বর আদি চাবনেশ আর ॥ কীর্তি ব্রাহ্ম পশ্চিমেতে আছে
লোমেশ্বর । ঈশ্বরংশে মালতীশ্বর আছে সর্বধর ॥ ঈশান কোণেতে
অন্তকেশ্বর নিশ্চিত । তার পাশেতে জনকেশ্বর বিরাজিত ॥ অশিতাঙ্গ
ভৈরব আছে তার উত্তরেতে । সদাকাল অবস্থিতি দেবীর সাক্ষাতে ॥
শুদ্ধোদরী দেবী বিরাজিত জিহ্মতাল । দেবীর নৈঋত কোণে কুণ্ড আছে
তাল ॥ এই কুণ্ডে স্নান যেই সব নর করে । সৰ্বপাপ মুক্ত হয় সেই সব
নরে ॥ বিভুজ চতুষ্পদ পঞ্চমুণ্ডানন । তাহার উত্তরে আছে ভয় বিবর্জন ॥
চতুঃশৃঙ্গ রূপাকার ত্রিপদ তাহার । দ্বয় শীর্ষ সপ্ত হস্ত ত্রিধাবদ্ধ তার ॥
সাক্ষজয় পেচহয় প্রণব আকার । কাশী পাপক্ষেদ হেতু হস্তেতে কুঠার ।
রুমরুদ্র নাম তার অতি দীপ্তমান । দর্শন মাত্রেতে সৰ্ব পাপ নাশ পান ॥
মণির প্রদীপ নাগ তথাতে আছেন । তদুত্তরে মণিকুণ্ড সদা বিরাজেন ॥
যে সকলে স্নান করে মণিকুণ্ড জলে । মহৈশ্বর্য প্রাপ্ত হয় মুক্তি অন্ত কালে
নমাপ্ত হইল যে অষ্ট বর্ষ অধ্যায় । শুনিলে সকল পাপ শীঘ্র নাশ পায় ॥



অথ অষ্টশক্তি তীর্থের আগমন ।

পয়ার । ক্ষম্ভ বলে শুন মুনি কাশী বিবরণ । যে সকল শিবলিঙ্গ যথাতে
স্থাপন ॥ গজচর্ম পরিধান করিল যে স্থানে । রুদ্রাবাস নাম তার হইল
ভুবনে ॥ শিবা সঙ্গে শিব তথা বসিয়া কোতুকে । নন্দী আসি সেই স্থানে
মিলিল সম্মুখে ॥ প্রণাম করিয়া নন্দী করে নিবেদন । অষ্টযষ্টি প্রসাদের
শুভ আগমন ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যতেক পুণ্যস্থান । কাশীপুরে সে সকল

হৈল অধিষ্ঠান ॥ স্থান নাম মহালিঙ্গ কুরুক্ষেত্রে হৈতে । কণামাত্র তথা
রাখি আসিল কাশীতে ॥ সন্নিহিত নাম বাপী মহা পুণ্য জন । লোলার্ক
পশ্চিমভাগে কুরুক্ষেত্র স্থান ॥ সেই স্থানে স্নান আদি যত কর্ম করে ।
কুরুক্ষেত্র হৈতে কোটিগুণ ফল ধরে ॥ নৈমিষ হইতে দেব দেব আগমন ।
চুণ্ডি রাজ উত্তরেতে নৈমিষাখ্য বন ॥ দেব দেবলিঙ্গ ব্রহ্মাবর্ত সরোবর ।
স্নান পূজনেতে কোটিগুণ ফল কর ॥ মহাবল নাম লিঙ্গ গোবর্ধন হইতে ।
মন্তাদিত্য নিকটে হইল উপস্থিতে ॥ লিঙ্গ শশী ভূষণ প্রাভাস তীর্থ হৈতে
ঋণ মোচনের পূর্বে হৈল প্রতিষ্ঠিতে ॥ উজ্জয়িনী হৈতে লিঙ্গ নামে মহাকাল
প্রণবেশ্বরের পূর্বে আসিল বিশাল ॥ পুষ্কর হইতে লিঙ্গ আযো গন্ধেশ্বর
আবিভূত মৎস্যোদরী উত্তরে সম্বর ॥ অট্টহাস হৈতে লিঙ্গ মহানাদেশ্বর ।
জিলোচন উত্তরে হইল স্থিতিকর ॥ মহোৎকটেশ্বর লিঙ্গ মক্কেলকোট হৈতে
আবিভূত কামেশ্বর উত্তর ভাগেতে ॥ আসিল বিমলেশ্বর বিশ্বস্থান হৈতে
সর্গিন পশ্চিমভাগে হৈল প্রতিষ্ঠিতে ॥ মাহেশ্বর হইতে লিঙ্গ নামে মহাবত
কন্দেশ্বর সমীমে হইল উপস্থিত ॥ সত্য কালে স্তব করে দেবঋষিগণ
পৃথিবী ভেদিয়া লিঙ্গ উঠিল তখন ॥ মহাদেব নাম লিঙ্গ অতি চমৎকার ।
মুক্তিক্ষেত্র হৈল কাশী অধিষ্ঠান তার ॥ হিরণ্যগর্ত্তের পশ্চিমাংশে শিব-
স্থান । মহাদেব লিঙ্গ কাশীপুরীর প্রধান ॥ পিতামহেশ্বর লিঙ্গ গয়াতীর্থ
হৈতে । ধর্মেশ্বর নিকটে হইল উপস্থিতে ॥ অন্নগ হইতে শূলটঙ্ক মহেশ্বর
নির্বাণ মল্লিক দক্ষিণাংশে মনোহর ॥ মহাতেজো নাম লিঙ্গ শঙ্কুকর্ণ
হৈতে । বিনায়কেশ্বর পূর্বে আসিল স্থরিতে ॥ ব্রহ্মকোটি তীর্থ হৈতে
মহাযোগীশ্বর । পার্বতীশ্বরের পাশে অধিষ্ঠিত কর ॥ কাশীপুরে ব্রহ্মস্থলি
খ্যাতি সেই স্থান । সেই স্থানে মৃত্যু হৈলে লভয়ে নির্বাণ ॥ একান্ত হইতে
কীর্তিবাস আগমন । কীর্তিবাসে রহিলেন হইয়া মিলন ॥ চণ্ডীশ্বর আসিল
মল্লিকাঙ্গল হৈতে । পাশপাণি গণেশ্বর স্থিতি নিকটেতে ॥ কালাঞ্জর হৈতে
নীলকণ্ঠ আগমন । কুটদন্ত গণেশ নিকটে সংস্থাপন ॥ কাশ্মীর হইতে
বিজয়েশ্বর উদয় । শালক টঙ্কট পূর্বভাগে স্থিতি হয় ॥ ত্রিদণ্ড হইতে
উজ্জয়িনী লিঙ্গ নাম । কুয়াণ্ড গণেশ পাশে করিল বিজ্ঞান ॥ ত্রিকণ্ঠ
নামেতে লিঙ্গ মণ্ডলেশ হৈতে । সংস্থাপিত হুণ্ড বিনায়ক উত্তরেতে ॥
জাগকুণ্ড হৈতে রূপদীশ্বর আসিল । পিশাচ মোচন তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হৈল
আত্মাতকেশ্বর ক্ষেত্র হৈতে সূর্যেশ্বর । আসিল বিকটদন্ত গণেশ উত্তর ॥
আনিল জয়ন্তীশ্বর মধুকেশ হৈতে । সংস্থাপিত লম্বোদর গণেশ সাক্ষাতে ॥

আসি ত্রিপুরান্ত কেশ জীশৈল হইতে । অধিকৃত বিম্বেশ্বর পশ্চিমভাগেতে
 আসিল কুকুটেশ্বর সৌমক্বেত্র হইতে । বস্তু ভূগু গণেশ নিকটে অবস্থিতে ॥
 আলেশ্বর হৈতে লিঙ্গ ত্রিশূলী আসিল । কুটেশ্বর গণেশ সাক্ষাতে স্থিত হৈল
 রামেশ্বর হৈতে ধূজ্জটি লিঙ্গ আগত । একদন্ত গণেশের উত্তরে সংস্থিত ॥
 আসিল ত্র্যম্বকেশ্বর ত্রিসঙ্খ্য হইতে । ত্রিমুখ গণেশ পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিতে ॥
 হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হৈতে লিঙ্গ হরেশ্বর । হরিশ্চন্দ্রেশ্বর সাক্ষাতে স্থিতি কর ॥
 সর্ব নাম লিঙ্গ মধ্যমেশ্বর হইতে । সংস্থাপিত চতুর্কেন্দ্রেশ্বরের সাক্ষাতে ॥
 শ্বলেশ্বর হৈতে মহালিঙ্গ আগমন । যজ্ঞেশ্বর নিকটেতে হইল স্থাপন ॥
 সুবর্ণাখ্যক্ষেত্র হৈতে সহস্রাক্ষেশ্বর । শৈলেশ্বর দক্ষিণেতে হৈল স্থিতিকর
 আসিল হর্ষিতেশ্বর হর্ষতীর্থ হৈতে । মল্লেশ্বর নিকটেতে হইল স্থাপিতে ॥
 রুদ্রতীর্থ হৈতে লিঙ্গ আসি রুদ্রেশ্বর । ত্রিপুরেশ সমীপে স্থাপিত মনো-
 হর ॥ রুষধ্বজ হৈতে রুষেশ্বর আগমন । বাণেশ্বর সমীপে হইল সংস্থাপন ॥
 আসিল ঈশানেশ্বর কেদার হইতে । সংস্থাপিত প্রহ্লাদকেশ্বর পশ্চি-
 মেতে ॥ সংহার ভৈরব আইসে ভৈরব সহিতে । খর্ব্ব বিনায়ক পূর্ব-
 ভাগে অবস্থিতে ॥ কন ধল হৈতে উগ্র লিঙ্গ আগমন । অর্ক বিনায়ক
 পূর্বস্থানে সংস্থাপন । বজ্রাপথ হৈতে ভবেশ্বর আগমন । ভীমচণ্ডী নিকটে
 হইল সংস্থাপন ॥ দেবদাক্ষ বন হৈতে লিঙ্গ দণ্ডীশ্বর । সমেহলি বিনায়ক
 পূর্বে স্থিতি কর ॥ ভদ্রকর্ণ হৃদ হৈতে লিঙ্গ শির নাম । উদ্ভগু গণেশ
 পূর্বে করিল বিজ্ঞান ॥ শঙ্কর নামেতে লিঙ্গ হরিশ্চন্দ্র পাশে । তাঁহাকে
 পুজিলে নাহি বৈসে গর্ত্তবাসে ॥ যম তীর্থ হৈতে কাললিঙ্গ অধিষ্ঠান ।
 চন্দ্রেশ পশ্চিমে কলদেশ্বর আখ্যান ॥ কুজবারে চতুর্দশী তিথি মদি হয় ।
 প্রস্থান করিলে ভাস্তে হয় পাপক্ষর ॥ নেপাল হইতে লিঙ্গপশুপতীশ্বর ।
 পাশুপত ক্ষেত্রে অবস্থিতি নিরন্তর ॥ করবীর হৈতে কলাপীশ আগমন ।
 কপাল মোচন তীর্থে হইল সংস্থাপন ॥ দেবীক হইতে আসি লিঙ্গ উমা-
 পতি । পশুপতিশ্বর পূর্বে করিল সংস্থিতি ॥ মহেশ্বর ক্ষেত্র হৈতে লিঙ্গ
 দীপ্তেশ্বর । উমাপতিশ্বর শাশোদ্ধিত নিরন্তর ॥ কেয়ারোহণ হইতে আশ্চর্য
 আসিল । শশীশন কুলেশ্বর অতি সুনির্মল ॥ মহাদেব দক্ষিণে তাহার
 অধিষ্ঠান । দর্শন করিলে নরে প্রাপ্ত হয় জ্ঞান ॥ অমরেশ আসি গঙ্গাসাগর
 হইতে । সেই স্থানে অধিষ্ঠিত পাতক নাশিতে ॥ সপ্ত গোদাবর তীর্থ হৈতে
 ভীমেশ্বর । নকুলীশ সাক্ষাতে সংস্থিতি নিরন্তর ॥ ভূতেশ্বর হৈতে ভস্ম গাত্র

আখ্যান । প্রকট হইল মহালক্ষ্মীশ্বর স্থান ॥ ধরণী বরাহ বিম্বপর্কত
হইতে । কাশীতে আসিল ভক্ত আপন নাশিতে ॥ কর্ণিকার হৈতে কর্ণি-
কার গণপতি । ধরণী বরাহ পশ্চিমেতে অবস্থিত ॥ হেমকূট হৈতে লিঙ্গ
বিক্রপাক্ষ নাম । মহেশ্বর দক্ষিণেতে করিল বিগ্রাম ॥ গঙ্গাদ্বার হৈতে
হিমন্তেশ আগমন । ব্রহ্মনাথ পশ্চিমাংশে হইল স্থাপন ॥ সপ্ত কোটি
গণসঙ্গে আপন গণেশ । কৈলাস হইতে কাশীনগরে প্রবেশ ॥ সপ্ত দুর্গ
নির্মিত যে সপ্তদুর্গ সম । দ্বার যত্র কণাট প্রভৃতি অনুপম ॥
প্রতি দুর্গে নিকূপিত কোটি কোটিগণ । চতুর্দিকে পরিখতে করিল
খনন ॥ গঙ্গা বিপথ গার মৎস্যোদরী যায় । মৎস্যোদরী তীর্থে অতি
পুণ্যবলে পায় ॥ চক্ষু সূর্য্য গ্রহ কোটি গুণ ফল হয় । গঙ্গাআসি মৎস্যোদর
তীর্থেতে মিলয় ॥ গঙ্গাজলে অবিন্যস্ত ভাসে মৎস্যোদর । অতি পুণ্যবলে
দৃষ্ট হয় চমৎকার ॥ কৈলাস হইতে কাশী আসি গণপতি । মৎস্যোদরী
তীর্থের করিল অবস্থিতি ॥ ভুভু বঃ সঙ্গক লিঙ্গ গঙ্গামাদন হৈতে । গণপতি
পূর্ব্বভাগে হৈল আবিস্কৃতে ॥ আসিল হাটকেশ্বর পাতাল হইতে । ঈশা-
নেশ্বরের পূর্বে আছে নিগমিতে ॥ আসিল তারকেশ্বর আকাশ হইতে
অবস্থিতি হৈল জ্ঞানবাণির অগ্রেতে ॥ আসিল কিরাতেশ্বর কিরাত হইতে
অবস্থিত তারভূতেশ্বর নিকটেতে ॥ লঙ্কাপুর হইতে মরুকেশ্বর আসিল ।
পৌলস্ত্য রাঘব পশ্চিমেতে স্থিত হৈল ॥ স্থল হৈতে জল লিঙ্গ হৈল
অধিষ্ঠান । গঙ্গাজল মধ্যে তার মন্দির নির্মাণ ॥ অষ্টাপি কখন কেহ
দেখে পুণ্যবানে । ভাগিরথী জল মধ্যে আছেন মজ্জনে ॥ কোটীশ্বর হৈতে
শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আগমন । জ্যোতীশ্বর পশ্চিমাংশে হইল স্থাপন ॥ আসিল
অনন্তেশ্বর বয়বাস্য হৈতে । অবস্থিত হৈল নলেশ্বরের সাক্ষাতে ॥ আসিল
বিরজা তীর্থ হৈতে ত্রিলোচন । ত্রিপিঠপ লিঙ্গে তার হইল স্থাপন ॥ অমর
কর্কট হৈতে লিঙ্গ প্রবেশ । পিলিপ্পিলা তীর্থে স্থিত হইল বিশেষ ॥
স্বয়ম্বেত্র কলা মাত্র রাখি অবশেষ । সর্ব্বভাবে কাশীপুরে করিল প্রবেশ
সকল আনিয়া আনি কাশীতে রাখিল । অষ্টযষ্টি আয়তন আগত হইল ॥
এখন করিব কিবা করহ আদেশ । সাধিব প্রভুর কার্য্য করিয়া বিশেষ
শুনিয়া মন্দির বাক্য দেব মহেশ্বর । প্রসন্ন হইয়া তাকে বলিল বিস্তর ॥
সাধু কর্ম্ম করিয়াছে আনি আয়তন । নবকোটি চণ্ডী পুনঃ কর আনয়ন ॥
ভৈরব বেণাল ভূত দেবতা সহিত । প্রতি দুর্গে দুর্গা আনি করহ স্থাপিত ॥
মন্দিরকে আদেশ করি দেব ভগবান । পার্শ্বভী সহিতে গেল ত্রিপিঠপ

স্থান ॥ নীনাৎ তনয় শিব আচ্ছা মাথে করি । আস্থান করিয়া ছুগে আনে
কাশীপুরী ॥ প্রতি ছুগে ছুগা মূর্তি করিল স্থাপন । উত্তর অধ্যায়ে তার
বিস্তার কখন ॥ পুণ্য আয়তন গত্রু এইত অধ্যায় । ভক্তিভাবে শুনি স্বর্গ
অপবর্গ পায় ॥ অর্ঘ্যকর্ষ আয়তন কথা সুশোভন । শুনিলে পাতক নাশে
গত্রু বিমোচন ॥ অম্বিকা নিবাস কাশীভক্ত অতিশয় । সীতানাথ বন্ধু
কাশীখণ্ড ভাষা কয় ॥ ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের উদয় । এক উনতিতম
অধ্যায় ভাষায় ॥

—॥—

অথ শক্তিস্থান কথন ।

পয়ার । অগস্ত্য বজেন শুন দেব ষড়ানন । ক্রীড়ার আদেশে নন্দি
আনি দেবগণ ॥ যে স্থানে যাহাকে নন্দি করিল স্থাপন । প্রসন্ন হইয়া কহ
তার বিবরণ ॥ অগস্ত্যের হেন কম্প শুনি ষড়ানন । যে স্থানে যে দেবী তার
কহে নিকূপণ ॥ ক্ষন্দ বলে শুন মুনি বলি তব তরে । কাশীপুরে বিশালাক্ষী
ক্ষেত্র রক্ষা করে ॥ গঙ্গাতে বিশাল তীর্থ রাখি পৃষ্ঠভাগে । বসিয়াছে
বিশালক্ষী নিজ অনুরাগে ॥ তাদ্র কুব্জাতৃতীয়াতে করি উপাষণ । বিশা-
লাক্ষী নিকটে করিবে আগরণ ॥ চতুর্দশ কুমারী প্রভাতে পূজা করি । বজ্র
মাল্য অলঙ্কার দিবেক বিস্তারি ॥ পশ্চাতে কুটুম্ব সঙ্গে করিবে পারণ ।
কাশীবাস ফল পুণ্য প্রাপ্ত নেই জন ॥ কাশীবাসী জনে যাত্রা করিবে সে
দিন । পাইবে নির্বাণ মুক্তি উপসর্গ হীন ॥ ললীতা তীর্থেতে গঙ্গা কেশব
নিকটে । আছেন ললীতা গৌরী ক্ষেত্র বিয় তটে ॥ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে
দ্বিতীয়া দিবসে । করিলে বার্ষিক যাত্রা মহাপাপ নাশে ॥ বিশ্বভুজা গৌরী
বিশালক্ষী সন্নিধানে । শরৎকালে মন রাত্র যাত্রা সেই খানে ॥ যম্ভবরাহের
পার্শ্বে বারাহী আছেন । শিবভূতী সেই খানে বসতি করেন ॥ বজ্রহস্তা
ঐন্দ্রী ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে । কৌমারী আছেন ক্ষমেশ্বর সন্নিধানে ॥ মহাশ্ব-
রী আছে মহেশ্বরের দক্ষিণে । নারসিংহ নির্বাণ মুগিংহ সন্নিধানে ॥ ব্রহ্ম-
শ পশ্চিমে ব্রাহ্মী আছে বিদ্যামানে ॥ গোপী গোবিন্দের পশ্চিমাংশে না-
রারণী । বিষ্ণুপাক্ষী দেবজানি উত্তরেতে পুণি ॥ শৈলেশ্বর নিকটে আছেন
শৈলেশ্বরী । চিত্রকোপে চিত্রঘণ্টা আছেন সুন্দরী ॥ চৈত্র শুক্ল তৃতীয়াতে
যাত্রার বিধান । কাশীবাস করিবেক যাত্রা অন্তর্ধান ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বর পূর্বে

ভদ্র নাগপাশে । সিদ্ধি বিনায়ক পূর্বে হর সিদ্ধি বশে ॥ বিধীশ্বর সমীপে-
তে দেবী বিধি নাম । নিগূঢ় ভক্তনি দেবী প্রয়াগাক ধাম ॥ ঘনটঙ্ক করা
কীর্থনাজের নিকটে । বসন্তী অমৃতেশ্বরী কামপাশ কাটে ॥ পিতামহ লিঙ্গ
পাশে সিদ্ধি লক্ষ্মীধাম । নল কুবের নিকটে দেবী কুজা নাম ॥ কুজয়রে-
শ্বর নল কুবের পাশ্চিমে । ত্রিলোক সুন্দরী দেবী আছে সেই ধামে ॥
দ্বিগুণানাম মহাশক্তি আদিত্যের পাশে । ত্রীকণ্ঠ নিকটে মহা লক্ষ্মীর
নিবাসে ॥ মহালক্ষ্মী পীঠ সম অন্য পীঠ নয় । অষ্টমীতে মহা-
লক্ষ্মী যাত্রা তাতে হয় ॥ মহালক্ষ্মী উত্তরেতে হয় কণ্ঠিনাম । মহালক্ষ্মী
দক্ষিণাংশে কোর্মিশক্তি ধাম ॥ ত্রিবি চণ্ডীদেবী মহালক্ষ্মী বায়ুকোণে ।
ভীম চণ্ডীদেবী ভীমেশ্বর সন্নিধানে ॥ বৃষধ্বজ দক্ষিণাংশে ছাগবক্তেশ্বরী ।
মহাশক্তি দিনে যাত্রা করিবে সাদরী ॥ তাল জজ্ঞেশ্বরী সঙ্গমেশ্বর দক্ষিণে ।
যম দংষ্ট্রা উদ্ধানকেশ্বর সন্নিধানে ॥ চর্মমুণ্ডা দেবী বারুকেশ্বর নিকটে ।
লোলার্ক উত্তরে মহা কণ্ঠা পাপ কাটে ॥ চর্মমুণ্ডা মহারুণ্ডা উত্তর মধ্যে
তে । আছেন চামুণ্ডাদেবী পানপাত্র হাতে ॥ মহারুণ্ডা পশ্চিমেতে দেবী
স্বপ্নেশ্বরী । স্বপ্তিলে শয়ন রাত্রে উপবাস করি ॥ দেখিবে স্বপ্নেতে বাহা
করিবে মানস । অদ্যাপি প্রত্যয় তথা আছেন সরস ॥ অষ্টমী নবমী চতু-
দশী দিবানিশি । স্বপ্নেশ্বরী পূজা করি লবে জ্ঞানরাশি ॥ স্বপ্নেশ্বরী পশ্চি-
মাংশে দুর্গাদেবী স্থান । উত্তর অধ্যায় তার করিবে ব্যাখ্যান ॥ সুধাতাণ্ড
কাশীখণ্ড ভাষাতে উহয় । সপ্তম অধ্যায় তাতে সমাপন হয় ॥



অথ দুর্গাসুরের উপাখ্যান ।

ত্রিপদী । করিছেন বড়ানন, শুন মুনি তপোধন, দশভুজা দুর্গার
বর্ণন । বারাদশী অবস্থিতি, দুর্গা সুরদুর্ঘ মতি, তাহারে করিয়া সংহারণ ॥
স্বপ্নেশ্বরী পশ্চিমেতে, দুর্গাদেবী বিশেষেতে, অবস্থিতা দুর্গতি নাশিনী ।
মিত্রা বরুণ জনয়, জিজ্ঞাসেকার্ত্তিকে কর, বিস্তার করিয়া সব বাণি ॥ দুর্গা
দেবী কি প্রকারে, দুর্গাসুরে নষ্টকরে, শুনিব যে বিশেষ করিয়া । শুহ কহে
ভদ্রপরে, দুর্গামাম ভয়ঙ্করে, তপন্যা করিছে বনে গিয়া ॥ ব্রহ্মারে তপন্যা
করে, বায়ুভোজি মিরাহারে, ভূত হৈল পঙ্কমোনি তারে । ব্রহ্মা অতি দয়া
ময়, অসুরের অগ্নেকর, বরলব্ধ ইচ্ছিত অন্তরে ॥ শুনিয়া অসুররাজ, চিন্তা
করি কদমাক, কর চাহে করিয়া বিনয় । পুরুষের বধ্য প্রভু, আমি না

হইব কভু, এই বর দিবেন নিষ্কটর ॥ শুনিয়া চতুরানন, বর দিল ততক্ষণ,
 পুরুষের না হইবে বধা ॥ ব্রহ্মা গেল নিজ স্থানে, দুর্গাসুর কষ্টমনে, নিজ
 মৃত্যু জানিল অসাধ্য ॥ তদপরে দুর্গাসুরে, দেব সহ যুদ্ধ করে; দেবগণ
 পরাজিত হৈল । দুর্গাসুর মহাবীর, দেবে কৈল আশ্রয়, হেম যুদ্ধ কভু না
 দেখিল ॥ তদন্তরে দুর্গাসুরে রাজা হৈল স্বর্গপুরে, ইন্দ্রদেব হৈল রাজ্য
 ভ্রষ্ট । সর্বদেব পলায়ণ, স্থান নাটিনিরূপণ, অতি গোপনেতে উপবিষ্ট ॥
 স্বর্গভাগী দেবগণ, মন্তে কৈল আগমন, ভয়েতে কম্পিত কৈলেন বর । যদি
 কারে বাটী পায়, ভয়ে তথা নাহি যায়, ভাবে দৈত্য আসিবে সস্তর ॥ হেন
 মতে দেবগণ, সর্বদা কাত হন উপায় নাহিক দেখে আর । নিজ মূর্ত্তি দেব
 গণ, মন্তেতে করি গোপন, ভ্রমে ভ্রমে সব বনস্তার ॥ দেখি দুর্গাসুর চর,
 কাতর হর অন্তর, কুত্রাপি না পারে স্থিতি হৈতে । নিষ্কটকে দুর্গাসুর,
 রাজা হৈয়া তিনপুর, অতিশয় করিল শাসিতে ॥ অগ্নি যম চন্দ্র সূর্য্য,
 ধরি আনে মহাবীৰ্য্য, বরুণ পবনে আনে ধরি । রাজার নিকটে
 রয়, যখন যেমতে কয়, সেইমত সর্বদা আচরি ॥ পুর্নিমার
 চন্দ্র নিত্য, মন্দতেজ তথা দিত্য, আজ্ঞাক্রমে তথাতে চলয় । পবন যে
 আজ্ঞাকারী, সদানন্দ গতি করি, মলয়া পবন নিত্যাবয় ॥ দুর্গ অসুর রাজন
 এমত করি শাসন, তার তুল্য কভু নাহি হবে । বিনা জলে পৃথিবীতে, শস্য
 হয় নানামতে, সন্তোষ থাকেন নিজগর্ভে । সত্যবুগে রাম যথা, প্রজা
 পালনেতে তথা, দুর্ভগণ সর্বদা সংহারে । ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য, অহ
 ক্ষারে মহা মন্ত, নিজ বলে ভয় নাহি করে ॥ বিধি বিষ্ণু দুইজনে, চিন্তাযুক্ত
 সদা মনে, কিসে হবে নাশ দুর্গাসুর । বিনা দেব মহেশ্বরে, এ বিপদে
 কেবা তারে, চল সবে যাই হরপুর ॥ বিধি বিষ্ণু দেবগণে, গেল শিব সন্নি-
 ধানে, সকলেতে প্রণাম করিল । দুর্গাসুর বিবরণ, শিবে কহে দেবগণ, স-
 কল যে বৃত্তান্ত কহিল ॥ শুনি সব পঞ্চানন, দেবে কৈল আশ্বাসন, বসিতে
 কহিল সকলরে । পরে কহে ত্রিলোচন, শুন বিধি নারায়ণ, মহা বলবন্ত
 দুর্গাসুরে ॥ পুরুষের নহে বধা, হইতে হৈল অসাধ্য, উপায় নাহিক শক্তি
 বিনে । শুনহ দেবতা সবে, অঙ্গ দিমে ক্লেশ যাবে, আর জুংখ না ভাবিহ
 মনে ॥ এত শুনি দেবগণ, তথা হৈতে হর্ষ মন, বিধি বিষ্ণু নিজপুরে যান ।
 তদপরে ত্রিপুরারী, ভগবতী দুর্গা অরি, মহায়া আবির্ভাব পান ॥ ত্রি-
 লোচন কহে বাণী, শুন প্রিয়ে ত্রিলোচনী, দুর্গাসুর অতি অনিবার । পুরু-

তোমা বিনে, কে করিবে পবিত্রাণে, শীঘ্র কর ইহার উপায় । রক্ষাকরী
 রক্ষা কর, দেব দুঃখ পরিহর, বাহাতে দেবতা ভয় যায় ॥ শুনিয়া যে ভগ-
 বতী, চলিলেন শীঘ্রগতি, দুর্গামুর যথাতে আছেন । তাহার নিকটে গিরী,
 অতি রম্যস্থান হৈরি, মহামায়া তথা বসিলেন ॥ ভগবতী ইচ্ছামতে, এক
 কন্যা আচম্বিতে, বাহির হইল অঙ্গ হৈতে । কালকূপা নাম তার, কূপ অতি
 চমৎকার, প্রজ্জ্বলিত যেমত বিছাতে ॥ দুর্গামুর সন্নিহিত, হৈল তথা উপ-
 নীত, নির্ভয়ে অমুর প্রতি কর । শুন ওহে মহাশয়, তবোচিত কর্ম নয়, কি
 কারণে হৈলে দুঃখানয় । দেবগণে পীড়াকরে, রাজা হৈলে স্বর্গপুরে, বুঝি
 মৃত্যু আসিল নিকটে । চিন্তে তুমি হৈয়া বৈরাগ্য, ত্যাগ কর দেবরাজ্য, নতুবা
 যে পড়িলে সঙ্কটে ॥ মহামায়া আদ্যা শক্তি, তাঁর আমি আজ্ঞাবতী, আ-
 মিলাম তোমা বুঝাইতে । কহিলাম বাক্য হিত, নাহি ভাব বিপন্নীত, বি-
 চারিয়া দেখহ চিত্তেতে ॥ কালকূপা দেখি কূপ, মনঃক্ষুব্ধ হৈল ভূপ, তার
 কূপে ঘোষিত হইল । দুর্গামুর ভাবে চিত্তে, অদ্য হৈল সুপ্রভাতে, কূপবতী
 কেবা আনি দিল ॥ যে সকল কথা কহে, অগ্নিতে শীরর দহে, দুতে আ-
 জাদিল ধরিবারে । কালকূপা নায়া করি, ভগবতী সহচরী, মুহূর্ত্তাষে কহে
 দুর্গামুরে ॥ শুন তুমি মহারাজা, হও বলবন্ত তেজা, আমাকে ধরিলে কিবা
 হবে । যার দানী হই আমি, তার যোগ্য বট তুমি, চল সঙ্গে তাহারে
 দেখিবে ॥ দূত কর্ম করে যেবা, তারে বা ধরেন কেবা, বল নাহি দূতের
 পীড়িতে । কালকূপা কথা শুনি, দুর্গামুর মনে গণি, কহে কথা মধুর বচনে
 শুন বাক্য কূপবতী, তুমি দেখ মম শক্তি, আমার সদৃশ নহে কেহ । অঙ্গী-
 কার মোরে করি, যাহ তুমি অন্তঃপুরী, সুখে সদা বিরাজ করহ ॥ অন্তঃপু-
 র রক্ষাকরী, তাহাদিগে বলে হৈরি, কূপবতী ধরহ যত্নেতে । যথা কন্যা
 বিরাজয়, শত শত বীর ধায়, কালকূপা কন্যারে ধরিতে ॥ মায়াশক্তি তা-
 রপর, বিচার করি অন্তর, স্বর্গে যোগে গমন করিল । বীর পাছে চলে, দুঃখ
 যে মহাবলে, কালকূপা চৌদিগে ঘেরিল ॥ কালকূপা তদপর, বিচার করি
 অন্তর নিঃশ্বাসেতে বীর ভস্ম করে । সর্বজন ভস্ম হৈল, একজন না রহিল,
 মায়াশক্তি প্রফুল্ল অন্তরে ॥ মায়াশক্তি নিজ স্থানে, চলিলেন ততক্ষণে,
 দুর্গাপ্রতি সব নিবেদিল । ভগদুত মুখে বাণী, দুর্গামুর সব শুনি, মহা
 ক্রোধে কম্পিত হইল ॥ সৈন্যে কহে সাজ সাজ, কণেক না কর ব্যাজ, শত্রু
 ধরি আনহ সজ্জব । নানাকূপা সুর ধার, বিকট দশন কাষ, আকার দেখিতে
 ভয়ঙ্কর ॥ মর্ত্য গণ্ড সগু চণ্ড, খর্ক দীঘ দংশ অণ্ড, থাকে থাকে চলে বহু

ভর । ভগবতী দেখি সৈন্য, ভূগ ভুলা করে গণ্য, ভ্রম ঠেকল নিঃশ্বাসে সত্তর
ক্রমে ক্রমে যত যায়, সকল সংহার পায়, বাছড়িয়া নাহি আইসে ঘরে ॥
ভূর্গাসুর তদপরে, কোণাবিষ্ঠ মার তরে, শতকোটি সৈন্য সাজে পরে ॥
ভূর্গাসুর করে দক্ষ, পৃথিবী হইল কল্প, দিগ হস্তী হইল কাতরে । অনন্ত
কণার পর, কল্পে পৃথী থরে থরে, অমন্ত যে কাতর অন্তরে ॥ বহুতর সৈন্য
সাজে, মানাবিধ বাদ্য বাজে, কর্ণে কিছু শুনা নাহি যায় । প্রলয় হইল
বেন, অনুভব হয় ভেন, পৃথী রসাতল অভিপ্রায় ॥ সৈন্য মধ্যে ভূর্গাসুর,
ভেজঃপুঞ্জ অতি ক্রুর, বুদ্ধ সজ্যে গমন করিল ॥ প্রলয় শরীর তার, দেখি
লাগে চমৎকার, আকাশেতে মুকুট ঠেলিল । মহানার্য তারপরে, ভূর্গাসুরে
দৃষ্টিকরে, সর্ব সৈন্য করি নিরক্ষণ । ভূর্গাদেবী মহাবলে, দেহ হৈতে অব
হেলে, নবকোটি শক্তি প্রকাশন ॥ শক্তি সব ছলছলারে, ঘোরতর শঙ্ক
করে, অশীশ্র ধারণ করিয়া । কালাস্তক যম প্রায়, যোগিনী ধাইয়া যায়,
ভূর্গাসুরে নিঃশঙ্কা হইয়া ॥ ছুই সৈন্য এক স্থানে, বুদ্ধ করে ক্রোধ মনে,
পরাজয় কেহ নাহি হয় । নবকোটি মায়াশক্তি, অতি বিপজ্জয় মূর্তি, অনুরে
ধরিয়া আকর্ষণ ॥ বদন বিস্তার করি, পতঙ্গে অনলে পড়ি, অনায়াশে
সংহার করয় । মার মার ঘোর রব, করিছে যোগিনী সব, মহা ভয়ঙ্কর বুদ্ধ
হয় ॥ ভূর্গাসুর সৈন্য ধরি, বদন যে উর্দ্ধ করি, মস্ত হৈয়া রক্ত করে পান ।
শংখ ঘণ্টা আদি কাসি, মৃদঙ্গ মোচক্ষ বাঁশী, রণস্থানে হয় বাদ্য গান ।
পরিপূর্ণ তমোগুণে, নৃত্য করে শক্তি গুণে, ছত্ৰাশন করিছে নয়নে ।
অকালে প্রলয় প্রায়, ধরা রসাতল যার, চমৎকার লাগে জিহুবনে । ভূর্গা-
সুর সৈন্য সব, পতিত যে অসম্ভব, ভূর্গাসুর দেখি ক্রোধে অলে । হস্তে ধরি
ধনুর্বাণ, ছিলা মাঝে দিয়া শান, লক্ষ্য ভূর্গাপ্রতি কেলে ॥ ভূর্গাসুর অস্ত্র
যত, অর্ধ পথে হয় হত, বাণে বাণ কাটিয়া পাড়েন । মহানার্য বাণ ছাড়ে
ভূর্গাসুর কাটি পাড়ে, অনায়াসে করে নিবারণ ॥ উভয়েতে ছাড়ে বাণ,
বাণে নিবারণ বাণ, এইরূপে বুদ্ধ ঘোরতর । কেহ নহে পরাভব, নিজ
শক্তি সব, প্রকাশ করেন পরম্পর ॥ নবকোটি শক্তিগণ, বুদ্ধ করে অনুরক্ত
রণস্থানে সদা হর্ষমনে । দেবী বুদ্ধ বিবরণ, নাহি হয় সমাপণ, এক সমুদ্র
অধ্যায় কথনে ॥

পয়ার । অগস্ত্য কহেন শুন পার্শ্বভী নন্দন । কিকপেতে ভগবতী
 নবকোটি হন ॥ দুর্গানুর সৈন্যসব মারে কি কপেতে । বিস্তার করিয়া কহ
 আমার সাংক্ৰান্ত ॥ কার্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন । যেকপেতে মহা-
 মায়ী শক্তি প্রকাশন ॥ ত্রিলোক বিজয়ী তারা ত্রিলোক সুন্দরী । ত্রিপুরা
 ত্রিজগন্নাথ্য প্রতি ক্রমাদারি ॥ ত্রিপুরা ভৈরবী ভীমা কমলাক্ষী রূপা ।
 কামাক্ষা জারিণী জ্যোতা আর বিম্বরূপা ॥ জয়া জয়ন্তী যোগেশী বিজয়া
 মঞ্জলা । গজবক্রা পরাভীতা শংখিনী সকলা ॥ মহিষায়ী রণপ্রিয়া বুড়া-
 নন্দ সারা । কোটিকা বিজ্ঞানজিহ্বা শব শিবা পরা ॥ ত্রিনেত্রা বিজু
 ঘোরা পানপাত্র ধরা । সর্ব প্রেতা সর্বমরী তপাস্যা সুন্দরী ॥ সিদ্ধি বুদ্ধি
 মহানিদ্ৰা সবাসনা আর । পাশপাণি ঘোর ঘূরি বজ্রভারা সার ॥ বড়ননা
 মঙ্গুরাসা দক্ষা সর্বমারা । ভক্তজন প্রতি দেবী নগা করে দয়া ॥ কাশী
 সুকী ভারী আর হয় পদ্মাবতী । দ্বিপদ্য বাসিনী পদ্মাশ্যা পদ্ম কেশমতি ॥
 অক্ষরাত্মকরানন্দভদ্রপ্রণবেশী । শরাশিকাত্রিবর্গসবর্গহীনাশশী ॥ অজপা
 যশো হারিনী জপ সিদ্ধি আর । ধ্যান সিদ্ধি যোগসিদ্ধি পরামৃত সার ॥
 মৈত্রাকৃত মিত্র নেত্রা দনুজ মলনী । স্তম্ভিনী মোহিনী সারা বহু মায়া পনি
 বলোৎকটা উচ্চাটনি নৃসিংহ রূপিণী । দনুজেন্দ্র কয় করি কেসবরী বাণী
 সিদ্ধিকারী হিন্দমস্তা দেবী শুভাননা । শাকন্তরী মহালক্ষ্মী সর্ব কলগুণা ॥
 ত্রিবর্গ কলদায়িনী বর্ষু লাক্ষ্মিনী । গুণাভীতা গুণময়ী দক্ষ বিনাশিনী ।
 ক্রীব অশাকটা জলামুখী জুরেশ্বরী । এইরূপে নবকোটি শক্তি সূর্ত্তিধরি ॥
 মতান্তরে নবকোটি নামেতে বিস্তার । কুমারী তন্ত্রেতে তার আছেন
 প্রচার ॥ প্রতি নাম মন্ত্র স্তব কবচ আছয় । দুর্গানুর সহ আদ্যাশক্তি বুদ্ধ
 হয় ॥ দুর্গানুর নানামত বুদ্ধ যে করিল অবহেলে মায়াবলে মেঘে প্রবে-
 শিল ॥ ভগবতী দেখি মায়া অমুরের গতি । বাণে কাটি মেঘজাল কেলিল
 দম্প্রতি ॥ তার পর হস্তীরূপ হয় মহানুর । হস্তীখণ্ড কাটাগেল বাণেতে
 প্রচুর ॥ পরেতে মহীদ রূপ ধরি মহাবীর । আক্ষালনে পৃথিবী যে বিদারে
 অশ্রিত ॥ ত্রিশূলেতে মহামায়া তারে সিদ্ধ করি । অবশেষে মহানুর দ্বিবা
 সূর্ত্তিধরি ॥ দশ শত ভুজ বীর মায়াতে করিল । ভগবতী খঞ্জ লৈয়া হুণ্ড-
 ছেন কৈল ॥ দুর্গানুর পৃথিবীতে পড়িল সত্তর । দেখিয়া দেবতানুর প্রলম
 অন্তর ॥ পুষ্পহৃষ্টি করে আর দুহুবি বাজন । স্তবকরে দুর্গা প্রতি বত দেবগণ
 ভূমি আদ্য সর্বশক্তি পরাৎপর তারা । পরম প্রকৃতি ভূমি মাতা সূর্ত্তিধরা
 ত্রিগুণাধার ভূমি ত্রিগুণাভীত হয় । গুণের আধার ভূমি কারণ আশয় ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেব আর । সকলের মূল তুমি দেব শাস্ত্রসার ॥
এইরূপে বহু স্তব করে দেবগণ । পঞ্চাঙ্গ কবচ আর করেন বণন ॥ মস্তক
পর্যন্ত পদন্তল যে আলয় । স্থানেঃ মহাদেবী নিরাজ করয় ॥ দেবতার স্তব
কবচেষ্টে মহামায়া । দেবতার প্রতি কহে বড় তুচ্ছ হৈয়া ॥ এই স্তব কবচ
পঠেন যেই মরে । সকল আপদে মুক্ত হইবে সত্বরে ॥ ভক্তি করি সমস্ত
সর। যেবা পাঠ করে । তাহার নিকাগ মুক্তি কে শঙ্কিতে পারে ॥ অরুণ
করেন যেবা সেহ মুক্ত হয় । তার সর্ব পাপক্ষর আনিহ নিশ্চয় ॥ গৃহমধ্যে
অধ্যায় যে রাখে যত্ন করি । অচলা পরমালক্ষ্মী গৃহেষ্টে তাহারি ॥ আর
আর কমলভক্তি আছেন অনেক । ভাষাতে বর্ণন তাহা করিব কতেক ॥
আপনার পদেষ্টে গেলেন দেবগণ । নিরাপদ হৈল হেন আনন্দিত মন ॥
বহুকাল পরে সব গৃহেষ্টে আসিল । মৃত্যু গীত বাদ্যোদ্যম মহীপ কোলা-
হল ॥ আনন্দের সীমা নাই দেবঋষিগণ । ভগবতী জাইলেন আনন্দ কানন
হরগৌরী এক স্থানে বসিল সত্বর । দ্বিশত অধ্যায় সাজ হইল অস্তর ॥
ব্রহ্মানন্দে পদ ভাবি বহু সীতানাথ । ভাষাতে রচিল পদ ছন্দ মনোরথ ॥
যেবা শুনে যেবা পাঠ করে ভক্তি করি । অনায়াসে দর্শন হইবে
কাশীপুরী ॥

ইতি ত্রীকাশীখণ্ডে কার্তিকাগস্ত্য সংবাদে

মহাদেবের কাশী অবেশ অবিস্মৃত

বর্ণন নবমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ।

অথ শিবলিঙ্গের বর্ণনা ।

পর্যায় । অগস্ত্য বলেন শুন দেব যত্নানন । ত্রিলোচনে বসি কি করিল
 ত্রিলোচন ॥ কদম্ব বলে শুন মুনি কর অবধান । বাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি
 তাহার ব্যাখ্যান ॥ বিরজা নামেতে পীঠ মহাসিদ্ধি কর । দর্শনেতে বাহার
 বিরজা হয় নর ॥ কাশীতে যে স্থানে আছে লিঙ্গত্রিলোচন । পিলিম্পিলা
 তীর্থ যথা গঙ্গাতে মিলন ॥ সর্ব তীর্থময় তীর্থ কাশীতে বিখ্যাত । ত্রিজগতে
 যত্ন আছে সব অনুগত ॥ অতএব ত্রিপিষ্ঠপ নাম সেই স্থানে । ত্রিপিষ্ঠপ
 নাম সেই লিঙ্গের প্রধান ॥ সে লিঙ্গের মহিমা দেবীকে বলে দেবে ।
 যে রূপে সে রূপে বলি শুন সর্বভাবে ॥ দেবী বলে শুন দেব করি নিবে-
 দন ॥ প্রিয় পুরী বারাগসী তব অনুক্ষণ ॥ বাহার ধুলির তুল্য ত্রিলোকি না
 হয় । অপার মহিমা সার কেহ না জানয় ॥ কাশীতে যতক লিঙ্গ নির্মাণ
 কারণ । তথাপি বিশেষতার কেহ ত্রিলোচন ॥ কাশীতে অন্যাদি কোন লিঙ্গ
 হয় । প্রথম সমস্ত দেব বাহাতে থাকয় ॥ সে সকল লিঙ্গ হৈতে কাশী
 মুক্তি পুরী । বাহার কারণে পাপ সকল সংহারি ॥ দর্শন স্পর্শনে স্বর্গ
 অপবর্গময় । বাহাতে পূজাতে সর্ব লিঙ্গ পূজা হয় ॥ কৃপাকরি কহ প্রভো
 ধরি তব পায় । কহিলেক মহাদেব দেবী জিজ্ঞাসয় ॥ মহাদেব বলে দেবী
 কর অবধান । লিঙ্গের বিশেষ কথা বলি শুন স্থান ॥ কলিকুল সিদ্ধলিঙ্গ
 হইবে গোপন । মহিমা সহিবে স্থান সাত্ৰ আশ্রয় ॥ নাস্তিক দুষিত বটে
 না জানিবে মান । যেনাম শূনিয়া লাভ হবে শিবধাম ॥ প্রথমে প্রণবেশ্বর
 লিঙ্গ অনুভব ॥ দ্বিতীয়ে গণিতালিঙ্গ ত্রিলোচন সম ॥ তৃতীয়েতে মহাদেব
 চতুর্থে কীর্তিবাস । রত্নেশ পঞ্চমে মর্তে চন্দ্রেশ ॥ কেদার সপ্তম লিঙ্গ
 ধর্মেশ অষ্টম । নবমেতে বীরেশ্বর কামেশ দশম ॥ একাদশে বিশ্বক-
 ষ্মেশ্বর লিঙ্গগণে । মণিকর্ণেশ্বর লিঙ্গ দ্বাদশে আখ্যানে ॥ ত্রয়োদশে
 অবিন্যক্তেশ্বর লিঙ্গ হয় । চতুর্দশ লিঙ্গ বিশেষ্বর সমাধার ॥ এই চতুর্দশ লিঙ্গ
 মুক্তির কারণ । ইহাতে অন্যথা নাহি জান নিরূপণ ॥ ক্ষেত্র অধিষ্ঠাত্রী
 এই সকল দেবতা । নিবান প্রদান করে হইয়া পূজিতা ॥ চতুর্দশ যাত্রা
 চতুর্দশ লিঙ্গ হয় । প্রতি মাসে শুক্লপক্ষে করিবে নিশ্চয় ॥ প্রতিপদাবধি
 যবে তিথি চতুর্দশী । চতুর্দশ যাত্রা করিবেক কাশীবাসী ॥ এই সব লিঙ্গ
 আরাধনা না করিয়া । কেহ না পাইবে মুক্তি কাশীতে থাকিয়া ॥ কাশী-
 পুরে মুক্তি ইচ্ছা বাহার আছয় । এই সব লিঙ্গ পূজা আবশ্যক হয় ॥

অগস্ত্য বলেন শুন মহেশ তমস । এই লিঙ্গ কাশীপুরে কি আছর ॥
 কন্দ বলে শুন মুনি লিঙ্গ বিবরণ । কলিকালে মহালিঙ্গ হইবে গোপন ॥
 বিশ্বেশ্বরে সদা ভক্তি সাহার আছর । সেই সে জানিবেন মহালিঙ্গের নির্ণয় ॥
 অমূর্তেশ্বরের কেশ আর জ্ঞানেশ্বর । বরুণেশ্বর মোক্ষদারেশ লিঙ্গবর ॥
 স্বর্গদ্বারেশ্বর ব্রহ্মেশ্বর লাক্ষ্মীশ । বৃদ্ধকালেশ্বর বৃবেশ্বর যে চণ্ডীশ ॥ নব্বি
 কেশ মহেশ্বর জ্যোতি কপেশ্বর । এই চতুর্দশ লিঙ্গ কাশীতে অপার ॥
 এই চতুর্দশ লিঙ্গ কাশীর রুদ্র । এককল জ্বলনের শার এক হয় ॥ কন্দ
 বলে শুন মুনি অন্য লিঙ্গ আর । শৈলেশ্বর সঙ্গমেশ মহিমা অপার ॥
 স্বর্গিন মধ্যমেশ্বর পিতামহেশ্বর । ঈশান গোপ্রোথ্য বৃষভলিঙ্গবর ॥
 উপশান্তি শিব আর লিঙ্গ ভৈরবেশ্বর । নিবাসেশ্বর শুক্রেস্বর লিঙ্গের প্রবর ॥
 ব্যাঘ্রেশ্বর জম্বুকাশ লিঙ্গ চতুর্দশ । সেবিলে এ সব লিঙ্গ হয় মুক্তিবশ ॥
 চৈত্র কৃষ্ণ প্রতিপদে আরস্ত করিয়া । চতুর্দশ যাত্রা চতুর্দশী গীয়া দিয়া ॥
 এ সকল লিঙ্গ আচা অস্ত্র বিবর্জিত । যথার্থত জান মোর আহরে
 নিশ্চিত ॥



অথ প্রণবেশ্বরের কথন ।

পর্যায় । হেন শুন দেবী কহে দেব প্রণমিয়া । প্রত্যেক লিঙ্গের কথা
 কহ বিস্তারিণী ॥ অতি পুণ্য অমর কণ্টক ক্ষেত্রি হৈতে । কি কপে প্রণবে-
 শ্বর আসিল কাশীতে ॥ ইহার মহিমা কিবা কেবা আরাধিল । আরাধিত
 হৈয়া সে কাহাকে কিবা দিল ॥ হেন কথা পার্শ্বতীর শুন মহেশ্বর । বলিছে
 প্রণবেশ্বর সমাদ বিস্তার ॥ পূর্বকালে ব্রহ্মা কাশীপুরে ধ্যান করে । সম্পূর্ণ
 সংস্র যুগ হইল তাহারে ॥ উঠিল পাতাল হৈতে লিঙ্গ জ্যোতির্ময় । ব্রহ্মা-
 র মানস মধ্যে সাহার উদয় ॥ ভূমিতে দৈহিয়া চট চট শব্দ হয় । ব্রহ্মার
 সমাদি ভক্ত সে শব্দে করয় । ধ্যান ভক্ত হৈলে ব্রহ্মা মেলিলে নয়ন । অক্ষয়
 মালিকা যাত্র হইল দর্শন ॥ আকার সাত্তিক ঋগবেদের নিধান । সৃষ্টিরক্ষা
 কর নারায়ণ অভিধান ॥ রাজকপ আকার যজুর ক্ষেত্র হয় । নিকমস বিষ
 যেন বিধাতা উদয় ॥ নীল অঙ্গ করে যেন সামদেব স্থান । সংহারক ভস
 সৃষ্টি রক্ত অভিধান ॥ তাহার অগ্রেতে ব্রহ্মা দোখিল নয়নে । বিশ্বকপ প্রণব
 যে স্বগুণ নিষ্ঠুর ॥ অনাদ্য নাদের ধাম অনন্দ বিগ্রহ । শব্দ ব্রহ্ম যাতা

৭ ভবনের সেবা কর ॥ অরূপ স্বরূপ বস্তু বিধাতা দেখিল। সংসার তারক
 তাতে তার খ্যাতি হৈল ॥ প্রকৃষ্ট করেন মুক্তি মিস্রাণ কামুকে। প্রণব হই
 ল খ্যাত সকল অধিকে ॥ জয়ীমর তুরীম যে সুৰ্য্যের অঙ্গীত। অধিমায়া
 নাদ বিন্দু রূপ সমিহিত ॥ বাহা হৈতে সঞ্চে দেব হইল উদয়। বেদাদি
 প্রণব ব্রহ্মা নাকাতো দেখয় ॥ ত্রিধাবন্ধ যুগ ভঙ্গে অতিরব করে। সেইত
 পরম ব্রহ্ম দেখিল সোচিরে ॥ হস্তাঙ্গি যাহার সন্তুশ্রু চতুর্ভুজ। ত্রিশিরা ত্রি-
 পাদদেব বিধাতা দেখয় ॥ যার মধ্যে লীন ভূত ভাবি বর্তমান। সেই বীজ
 বীজহীন দেখ দিব্যমান ॥ আত্রহ্ম স্তম্ভের পাত্র অশলীল যার। সেই
 লিঙ্গ বিধাতা দেখিল চমৎকার ॥ পঞ্চ অর্থ ভাবে যাতে পঞ্চ ব্রহ্মা:
 ময়। আদি পঞ্চ স্বরূপেতে বিধাতা দেখয় ॥ লিঙ্গরূপী পঞ্চাকর
 পরম ঈশ্বর। দেখি স্তুতি করে বিবি প্রপঞ্চের পর। নানা বাক্যে
 বর্ণ ভেদ স্তুতি অবশেষে। দম্ভবৎ প্রণাম করিল প্রণবেশে ॥ শিব
 কহে পার্শ্বী ব্রহ্মার স্তবে আমি। ভুক্ত হৈয়া লিঙ্গ হৈতে মূর্ত্তিমন্ত
 পুনি ॥ বিধাতা করহ তুমি বরের প্রার্থন। বলিল ব্রহ্মাকেণপরে উঠিল
 আপন ॥ জয় জয় শব্দ করি পুনঃ প্রণমিল। গদ গদ স্বরে ব্রহ্মা বলিতে
 লাগিল। বর যোগ্য আদি তুমি যদি দেহ বর। এই মহালিঙ্গে স্থিতি কর
 নিরন্তর ॥ এই মাত্র বর মোর অন্য নাহি চাই। এ লিঙ্গ প্রণবেশ্বর নাম
 হইক তাই ॥ ব্রহ্মার প্রার্থনা হেন শুনি ত্রিনয়ন। তথাস্তু বলিয়া বর কৈল
 সমর্পণ ॥ ভুক্ত হৈয়া অন্য অন্য বহু বর দিল। সকল আশায় নিধি ব্রহ্মাকে
 করিল ॥ সৃষ্টির কারণে সজ্জি হৈতে দিল বর। সকলের পিতামহ হইবে
 স্রষ্টার ॥ তব তপস্যাতে প্রণবেশ্বর উদিত। এই লিঙ্গ আরাধনে পাইবে বা-
 স্তিত। অকার উকার আর মকার জকার। নাদ বিন্দু পঞ্চ আরাধন পরাৎ-
 পর ॥ মৎস্যোদরী জলে স্নান করে যেই নর। দেখিলে প্রণবেশ্বর না দেখে
 উদয় ॥ মৎস্যোদরী তীরে এই লিঙ্গ নাদেশ্বর। দর্শনে স্পর্শনে মহামুক্তি
 লাভে নর ॥ দেখেহ কপিল বর্ণ লিঙ্গেতে উদয়। তাহাতে কপিলেশ্বর নামে
 খ্যাত হয় ॥ যে কালে কপিলেশ্বরে গঙ্গা আগমন। মৎস্যোদরী যোগ সেই
 কালে নিরূপণ ॥ যরণা গঙ্গার জল মিজিত হইয়া। নাদেশ্বর আইসে
 কাশী স্বেদন করিয়া ॥ সেই জলে স্নান করি দেখে নাদেশ্বর ॥ ব্রহ্মহত্যা
 ভাগ হৈয়া মুক্ত হয় নর ॥ চতুর্দশী অষ্টমী তিথিতে মৎস্যোদরীতে
 কোটি লক্ষত্রীতীরের অধিকারী ॥ স্নান দান জপ হোম দেবতা পূজন।
 মৎস্যোদরীকৃত কর্ম অক্ষয় গণন ॥ ব্রহ্মা তব পুণ্যকলে লিঙ্গের উদয়।

ইহার প্রভাবে সব জানিবে নিশ্চয় ॥ চরণটির মত ইতি করহ নির্মাণ । হেন বলি মহাদেব হৈল অন্তর্ধান ॥ ক্ষুদ্র বলে শুন মুনিবর উপোদন । তমরূপি বিধি করে সে লিখ ভজন ॥ ত্রিকালে ত্রাক্ষর স্তুতি যে করে পাঠন । অস্তে জ্ঞান লভে তব বন্ধন ধন ॥ অধিকা নিবাসী সীতানাথ বসু দাস । সুভাষাতে কাশীখণ্ড করেন প্রকাশ ॥ ত্রজ্ঞানসদে ভাবে ত্রজ্ঞানসমের উদয় । ত্রিসংতি অধ্যায় সমাপ্ত ভাতে হয় ॥

—মত—

অথ দম নামক দ্বিজের উপাখ্যান ।

পরার । কাশীক কহেন শুন কলস নন্দন । কাশীর মহাত্মা আর কহি উপোদন ॥ তরাজ তনয় দমন দ্বিজবর । বহু বিদ্যা অধ্যাস করেন নিরন্তর ॥ সংসারেতে বহু দুঃখ জানিয়া সত্তর । গৃহ হৈতে গমন করিল স্বানন্তর ॥ ভীর্থ আদি যত আছে পৃথিবী মণ্ডলে । সকল ভ্রমণ করে দ্বিজ নিজ বলে ॥ কুতাপি তাহার মন স্থির নাহি হয় । তদন্তরে রেনাতটে গমন করয় অপর কষ্টক ভীর্থ দর্শন করিয়া । মনস্থির হৈল তথা খাষি সব পাইয়া ॥ সকলেতে পশুপতি ভক্তি আচরয় ॥ তাহামধ্যে গর্গমুনি সর্ষস্তেষ্ঠ হয় ॥ বৃদ্ধতেন তপে জীর্ণ শরীর বিশাল । শিবলিঙ্গ অর্চনাতে গত হৈল কাল । গর্গমুনি দেখিয়া দমন প্রণমিল । ঘোড়করে মুনি অগ্রে টাঁড়াইয়া রহিল ॥ মহর্গি জিজ্ঞাসা করে শুন দ্বিজবর । বরেন নবীন দেখি কোথা স্থিতি কর ॥ কি নাম কোথায় হৈতে আগিলে সত্তর । দমন কহেন প্রভো শুনহ নিস্তার কোন ভীর্থ মনস্থির না হৈল আমার । তব দর্শনেতে গেল চিত্তের বিকার নানাবিধ দুঃখ আলা সংসারেতে হন । স্বশরীরে মুক্ত হয় বলহ কারণ ॥ তবে উপদেশ বাক্যে জ্ঞানের উদয় । এই স্থির মন চিত্তে করিল নিশ্চয় ॥ তদপরে গর্গমুনি বলেন বচন । ওহে বৎস শুন মোর বিশেষ কথন ॥ অবিগুজ মহাশক্তি সর্ব সিদ্ধি হয় । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সে স্থানে আছয় ॥ যে সকল জীব বারাগসী মেবা করে । জন্ম জন্মান্তরে পাণ হৈতে সেই করে ॥ কাশীর মহাত্মা কেবা বর্ণিবারে পারে । অন্য অন্য যত ভীর্থ আছেন সংসারে ॥ আনন্দকাননে আসি ভীর্থ সে সকল । কায় শুদ্ধ করি জন্ম করেন সফল ॥ বারাগসী বাস ঘেরা করে নিরন্তর । তাহার কলের কথা শুনহ সত্তর ॥ জীব রূপে সমুটী ব্রহ্মাদি সংসার । বিজ্ঞান কুটীরে অস্তে করেন সংহার ॥ পৃথিবীতে সর্ব সূক্ষ্ম তেজস্পূর্ণ হয় । কাশীক্ষেত্রবাসী বপু

বীজ নাহি রয় ॥ কাশীক্ষেত্রে কুমি আদি প্রাণ ত্যাগ জরে । তার সম পুণ্য
বান নাহিক সংসারে ॥ বারিণী পূর্বভাগে মণিকর্ণি হয় । দক্ষিণ ভাগেতে
তার ত্রৈলোক্যের রয় ॥ পশ্চিম গোবর্ধন তার ভূত উত্তরেতে । অবিস্মৃত্য তীর্থ
আছে তাহার মধ্যেতে ॥ যেই নর মণিকর্ণি স্নান করি গারে । বিশ্বেশ্বর
শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে ॥ ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করি ভ্রমণ করয় । রাজসুয় যজ্ঞ
কল অনায়াসে হয় ॥ অবিস্মৃত্যে আচ্ছ যেবা বিধিমতে করে । মাতৃ পিতৃ-
কুল তার অনায়াসে তরে ॥ কাশীক্ষেত্র সম তীর্থ নাহি ত্রৈলোক্যেতে । সত্য
সত্য এই বাক্য জানিহ নিশ্চিতে ॥ অবিস্মৃত্য রক্ষাকরে সর্ব রুদ্রগণ । হস্তে
অসী সর্বপাপ করেন ছেদন ॥ মহাভয়ঙ্কর মূর্তি ভ্রমণ করেন । কাশীবাসী
জীব সব নির্ভরে রাখেন ॥ লগদ্ধাত্রী দেবী যে দক্ষিণে রক্ষা করে । গোবর্ধন
গণকোটি পশ্চিমের দ্বারে ॥ উত্তর দ্বারেতে আছে ঘণ্টাকর্ণ গণ । এইরূপ
চতুর্দিকে আছেন রক্ষণ ॥ ক্ষেত্রমধ্যে প্রণব লিঙ্গ সর্বসিদ্ধি কর । এইস্থানে
যোগসিদ্ধ হৈল বহুতর ॥ কপিল জাবালি যে ত্রীকণ্ঠ পশুপতে । এই সব
মুনি সিদ্ধ হইল তথাতে ॥

—১৪৯—

অথ ভেকির উপাখ্যান ।

পর্যায় । আর এক দ্বিজবর কহি তব স্থান । এক ভেকি রহে প্রণবেশ
সন্নিধান ॥ নিত্য শিব মালা অর্ঘ্য তণ্ডুল ভক্ষণ । এইরূপে বহুকাল হইল
যাপন ॥ নির্মালা ভক্ষণ দোষ শুন বিবরণ । কদাচিত কাশীক্ষেত্রে না হৈল
মরণ ॥ কতদিনে হৈল ভেকি মরণ সময় । মুখে করি এক কাক তাহাকে
ধরয় ॥ কাশী তিন প্রাণ ত্যাগ ভেকির হইল । কাশীবাস কলে দ্বিজ গৃহে
জন্মাইল ॥ শিবের নির্মালা আদি ভোগ করেছিল । মনুষ্য আকার যে
শূকর মুখ হৈল ॥ পুষ্পপটু দ্বিজকন্যা নাম যে মাধবী । ভেকী হৈয়া তীর্থ-
বাসে হইল মানবী ॥ বিষপান করিলে যে আত্ম প্রাণ যায় । শিব অর্ঘ্য
তণ্ডুল ভক্ষণে বংশ ক্ষয় ॥ মাধবী কন্যার কথা শুনহ বিস্তার । জন্মাবধি
গানাত্যাস হইল তাহার ॥ ষষ্ঠ রাগ ষষ্ঠত্রিংশ রাগিণী সর্বক্ষণ । মাধবী
কন্যার গান হয় মূর্ত্তিমান ॥ পূর্বজন্ম পুণ্য কলে মাধবী সুন্দরী । প্রণব
লিঙ্গের সেবা করে বহুতরী ॥ গাম বাস্ত সর্বক্ষণ স্মরণ মনন । প্রণবেশ
শিবলিঙ্গ সর্বদা পূজন ॥ কুণ্ডা ভূষণ নিদ্রাহীন অন্য নাহি দোষ । কেবল
শিবের সেবা সদাকাল সুখী ॥ প্রণব সকল মূল সর্ব ব্রহ্মময় । বিষ্ণুনাথ

কলাভীত ত্রী মূর্ত্তি হয় ॥ অক্ষয় পরম রূপ বিশ্বরূপ সার । শ্রেষ্ঠ হন সৰ্ব
বীজ সকল আধার ॥ নির্বিশেষ নিরাকার নিরঞ্জন আর । অনন্ত প্রকাশ
আত্মা সৰ্ব সারোদ্ধার ॥ সৃষ্টিস্থিতি সংহারক বেদ অগোচর । এই রূপ সৰ্ব
ধ্যান করে নিরন্তর ॥ একদিন মাধবীর শুনহ বিশেষ । বৈশাখমাস শুক্ল চতু
র্দশীর দিবস ॥ উপবাস করে রাত্র জাগরণ করি । প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান
করিয়া সুন্দরী ॥ প্রণব লিঙ্গের পূজা বিধিমন্তে করে । অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি-
লেক তার পরে ॥ গলে বস্ত্র ঘোড়হস্ত চক্ষে বহে বারী । মহাযন্ত্রে গানকরে
ভক্তিতে সুন্দরী ॥ প্রণবেশ প্রসন্ন হইয়া দয়াময় । লিঙ্গরূপ জ্যোতির্ময়
প্রকাশ করয় । তাহারে প্রবেশ কৈল মাধবী যে কন্যা । স্বশরীরে নির্মাণ
পাইল মহাধন্য ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষ চতুর্দশী তিথি । যেইজন স্নান করে
হৈয়া কৃষ্ণমতি ॥ প্রণবেশ শিললিঙ্গ পূজা যেনা করে । নির্মাণ যে মুক্তি
পায় সেই সব নরে ॥ কর্মবশে যদি মৃত্যু স্থানান্তরে হয় । তাহার পরম
গতি শুনহ নিশ্চয় ॥ আর কহি শুন দমন দ্বিজবর । সৰ্বতীর্থ ঐদিনে আ-
ইসেন সঙ্গর ॥ প্রণবেশ লিঙ্গে সব করেন বসতি । তার অগ্রভাগেতে শ্রীমু-
খি তীর্থ খ্যাতি ॥ গুহার মধ্যেতে তীর্থ সিদ্ধিগণ স্থান । অতি পুণ্যকর
হয় অতি শোভাবান ॥ পঞ্চরাত্র বাস সেই স্থানে যেনা করে । নাগকন্যা
মনোরমা দেখেন অন্তরে ॥ শুভাশুভ বলে সব শুন দ্বিজবর । সদক নামে-
তে তীর্থ তাহার উত্তর ॥ সেই কুণ্ড জল যদি করেন ভক্ষণ । স্বরা ব্যাধি নষ্ট
হয় শিবেতে গমন ॥ তার নিকটেতে নাদেশ্বর লিঙ্গ হয় । দর্শন করিয়া
জীবে মুক্ত হয়ে যায় । মৎস্যোদরী কূপে স্নান করে যেই নর । শোক দুঃখ
সৰ্ব পাপ নাশয় সঙ্গর ॥ অবিমুক্ত কেন্দ্রে যে ব্রহ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ তর । তার মধ্যে
প্রণবেশ লিঙ্গ পরাংপর ॥ দ্বিজবর গর্গমুনি সব বাক্য শুনি । প্রণাম করি-
য়া পরে বলিলেন বাণী ॥ বাহাতে আমার মুক্তি রয় মুনিবর । তাহার উপা-
সায় মুনি বলহ সঙ্গর ॥ তদপরে গর্গমুনি দ্বিজের সহিত । অবিমুক্ত কেন্দ্রে
যে ব্রহ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ তর । তার মধ্যে প্রণবেশ লিঙ্গ পরাংপর ॥ দ্বিজবর গর্গ-
মুনি সব বাক্য শুনি । প্রণাম করিয়া পদে বলিলেন বাণী ॥ বাহাতে আ-
মার মুক্তি হয় মুনিবর । তাহার উপায় মুনি বলহ সঙ্গর ॥ তদপরে গর্গমুনি
দ্বিজের সহিত । অবিমুক্ত কেন্দ্রে শীঘ্র হৈল উপনীত ॥ প্রণবেশ শিবলিঙ্গ
করিয়া দর্শন । দুইজন লিঙ্গেলয় হইল তৎক্ষণ ॥ চতুঃস্তু অধ্যায় কথা অতি

মনোহর । সমাগু হইল অখ্য। শুনহ সঙ্গর ॥ অমৃত অধিক কথা পদে পদে
বাদ । শুনিলে লভয়ে মুক্তি জন্ময়ে আহ্লাদ ॥

অথ ত্রিপিঠ পীঠ কথন ।

পরাব । কার্তিকের স্থানেতে অগস্ত্য মুনিবর । পুনরপি জিজ্ঞাসিল
যোড় করি কর ॥ প্রণবেশ্বর মাহাত্ম্য শুনিয়া মম চিত । অপর শুনিতে
ইচ্ছা হৈল উপস্থিত ॥ এত শুনি ঘটানন কহে পুনর্বার । ত্রিপিঠপ পীঠ-
কথা মাহাত্ম্য যে সার ॥ মন্দাকিনী নন্নিধানে ত্রিপিঠপ ধাম । তথাতে
বিরাজে লিঙ্গ ত্রিলোচন নাম ॥ সরস্বতী যমুনা নর্মদা তীর্থ মিলে । স্বস্ব-
নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিল সকলে ॥ এই স্থান মাহাত্ম্য যে শুনহ বিস্তার ।
ঈশান কহেন ভগবতীরে সঙ্গর ॥ ত্রিপিঠপ হুদে স্নান করে যেই নর ।
তদপরে পিতৃশ্রাদ্ধ করয়ে সঙ্গর ॥ গয়াশ্রাদ্ধ কোটি অংশে তুল্য ফল হয় ।
যেবা ত্রিলোচনেশ্বর অর্চনা করয় ॥ যমুনেশ্বরাদি লিঙ্গ দর্শন যে করি ।
সর্বপাপে মুক্তি হৈয়া লভে হরপুরী ॥ বৈশাখেতে শীতপক্ষ তৃতীয়া যে
তিথি । ত্রিপিঠপ হুদে যেবা করে স্নান নিতি ॥ ত্রিলোচনেশ্বর লিঙ্গ পু-
জয়ে তথাতে । তাহার ফলের কথা কে পারে বর্ণিতে ॥ কাশীপাপ হৈলে
রুদ্ধ পিশাচ যে হয় । ত্রিলোচন দর্শনেতে তাহা সব ক্ষয় ॥

—৩৫—

অথ ত্রিলোচনেশ্বর কথন ।

ত্রিপিঠী । একদিন ভগবতী, কহিলেন শিব প্রাতি, ত্রিলোচন কিমতে
উদয় । শঙ্কু কহে শুন দেবী, এই স্থানে যোগ সেবি, যোগে মোর বহুকাল
যায় ॥ তৎকালে পাতাল হৈতে, মহালিঙ্গ প্রজ্জ্বলিতে, উদয় হইল এই
স্থানে । লিঙ্গ তেজপুঞ্জ হেরি, তোমাকে স্মরণ করি, তুমি আসি দিলে
দরশনে ॥ তব চক্ষুদ্বয় ছিল, তৃতীয় নয়ন হৈল, শিবলিঙ্গ দৃষ্টির কারণ ॥
প্রজ্জ্বলিত লিঙ্গ দেখি, আপনে হইল সুখী, একারণে নাম ত্রিলোচন ॥
মহালিঙ্গ অবিস্মৃত, তদবধি হৈল ব্যক্ত, কারণ শুনহ ভগবতী । এই ত্রিলো-
চনেশ্বর, জানন্দ কানন বর, দর্শনেতে জীব মুক্তি পতি ॥ ত্রিলোচন দেখি
নর, ঘরে মরে স্থানান্তরে, তাহার নির্বাণ অচিরাৎ । ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ
শরীরে দহিছে তাপ, ত্রিলোচন ছেদেন বিঘাত ॥ শিব নিন্দা যেবা করে,

কোন স্থানে সেই নরে, মুক্তি নাচি ব্রহ্মাণ্ড গোলকে । ত্রিপিষ্ঠপে করি
জ্ঞান, দেখি ত্রিলোচনাখান, পরে পঙ্কনদে আবশ্যকে ॥ মণিকর্ণি জ্ঞান
করে, পূজে দেব বিশেষধরে, তার মুক্তি অবহেলে পারি । যথা ত্রিলোচনে-
শ্বর, তথা লিঙ্গ জ্যোৎস্বর, বিশেষধর উদ্ভিত তথায় ॥ তাহার পশ্চিমপাশে,
অশ্বখামেশ্বর বৈসে, নানাবিধ লিঙ্গ সব হেরি । দর্শনেতে পুণ্যরাশি, পাপ
ক্ষেদ করে অসী, ভুল্য স্থান নাহি কাশীপুরী ॥ ত্রিলোচনের প্রসঙ্গ, পঞ্চ-
সপ্ত অধ্যায়, মহাকুখ হয় প্রবণেতে । শুনিলে অধর্মের তরি, তবে শুন
কর্ণ তরি, জাগ হবে ঘোর সংসারেতে ॥

—৩৬—

অথ পারাবতাখ্যান ।

ত্রিপদী । কার্তিক কহেন শুন, অগস্ত্য যেতপোধন, ত্রিলোচনেশ্বর
বিবরণ । রথায় কল্পনে কথা, ইতিহাসে উত্তমতা, শুনিলে অপূর্ণ হয়
জ্ঞান ॥ কুন্ডল বলেন বাণী, দয়াকরি বল শুনি, যত্নান তদপরে কর ।
ত্রিপিষ্ঠপ মঠ হয়, মণি রত্নে প্রস্তুত, বিশ্বকর্মা নির্মাণ করয় ॥ রত্নগণ
জলে অতি, দেখিতে বিদ্যুৎ জ্যোতি, কি কহিব তাহার ব্যাখ্যান । ধ্বজ
পতাকা সুন্দর, উড়িতেছে মনোহর, গগণেতে স্পর্শ যেন হন ॥ কোঠর যে
মন্দিরেতে, আছে সব বহুমতে, চিত্রবিচিত্র রত্নময় । পারাবত পারাবতী,
কোঠরে করেন স্থিতি, প্রতিদিন মন্দিরে থাকয় ॥ উড়িয়া যাবার কালে,
পাখার বাতাসে হেলে, মন্দিরের ধুলি উড়ি যায় ॥ পক্ষীর স্বভাব ভায়,
চক্রাকারে উড়ি যায়, চক্রাকারে বৈসেন তথায় ॥ তাহে হয় প্রতি দিন,
মন্দিরেতে প্রদক্ষিণ, হেনমতে নিত্য যায় আশে । মন্দিরের আঙ্গিনায়,
কঙ্কন দেখিতে পায়, ছুই পক্ষী তাহা খুটে প্রাসে ॥ ওষ্ঠে নাহি উঠে যাহা,
পাখাতে উড়ায় তাহা, দেখিতে সুন্দর আঙ্গিনায় ॥ নাহি পক্ষী জানোদর,
কিসে হবে ধর্মচর, দৈববশে এই সব ভায় । ত্রিলোচন পূজে যারা, ছুই
পক্ষী দেখে তারা, তত্বলাদি খাইবারে দেয় ॥ পক্ষীগণে শত্রু ধায়কপোত
দেখিতে পায়, মনে ভাবে কিকপেতে ন্যায় ॥ সচান যে সদাচিন্তে, নাহি
পারে কোন মতে, সর্বদা জমণ মন্দিরেতে ॥ তাহা দেখি পারাবতী, ভা-
বিত হইল অতি, পারাবতে কহিল স্বরিতে ॥ সচান জমণ করে, আমা
সবে ধরিবারে, ধরিলেত না হবে মোচন । শত্রু দেখি বলবান, কিসে রক্ষা

উচিত যে স্থান ত্যজিবারে । পূর্ব হৈতে ইহা আছে, যদি শত্রু হয় কাছে, বলবান হস্ত সত্ত্বরে ॥ তবেত ছাড়িবে স্থান, ইথে নাহি অপমান, হেন বিধি আছে পূর্বাপর । শুনি পারাবতী কথা, পরাবত বলে তথা, অস্থির যেন হবে অন্তর ॥ কোন ছার যে সচান, ধরিয়া বধিব প্রাণ, কেন তুমি হৈয়াছ চিন্তিত । মোরা আছি যে কঠোরে, কার সাধ্য ধরিবারে, কি করিবে সচান দূরিত ॥ শুন প্রিয়ে কদাচিত, নাহি হবে মনে ভীত, বৃথা দুঃখ কেন ভাব চিন্তে । পুনঃ একদিন পরে, সচান পক্ষীতে ঘেরে, পারাবতী বলিল স্বামীতে ॥ শুন স্বামী মোর কথা, পূর্বাপর আছি হেথ, উপস্থিত কণ্টক হইল । নিবেদন করি আমি, হীত চাহি মান তুমি, বুঝিল দেবতা বিভ্রমিল বিপদের সময়েতে, চিন্তা করে বিধিমতে, তুমি মনে, কিছু নহ ভীত । পারাবত বলে তবে, আপদেতে স্থির হবে, উচ্ছাটিত না হবে নিশ্চিত ॥ স্বামী বাক্য শুনি গব, মৌন ধরে অসম্ভব, নিরস্ত যে হৈল ততক্ষণ । সচান নাহিক যায়, দ্বার বন্ধ করি তায়, এইরূপে গত তিনদিন ॥ কোঠরেতে দুই জন, রহিল ভাবিত মন, উড়িবার নাহি দেখে পথ । ধূর্ত যে পক্ষী সচান, কপোতেরে অপমান, করিতে লাগিল নানা মত ॥ শুন ওরে পারাবত, স্ত্রীবাঁকো রুদয় হত, বুঝি ভাবে তোমার হইলে । যদি শক্তি থাকে তোর, সম্মুখেতে আইস মোর, লুকাইয়া স্ত্রীবাঁকো রহিলে ॥ যদি কার মান যায়, সেহ যান মৃত্যু প্রায়, হেন প্রাণ কি কারণে রাখ । সচানের বাক্য শুনি, পারাবত, চিন্তে জানি, অপমানে হৈল ক্রোধ মুখ ॥ সাহস করিতে হয়, পলায়ন ভাল নয়, মৃত্যু থাকে হইবে নিশ্চয় । কপোত সাহস করি, বাহির হৈল সত্ত্বর, সচানেতে অমনি ধরয় ॥ নখে পারাবত ধরি, পারাবতী মুখে করি, শূন্যপথে বেগেতে উড়িল । তৎক্ষণেতে পারাবতী, বলে পারাবত প্রতি, এইরূপে সচান ধরিল ॥ সচানের পদে তুমি, আঘাত করহ স্বামী, চক্ষু দিয়া কর প্রাণপন । এত শুনি পারাবত, বুঝি বাক্য অভিমত, সচানের পদেতে তৎক্ষণ ॥ সন্মুখের কাল জানি, চিন্তে ভয় নাহি মানি, প্রাণপনে করে কামড়িয়া । কপোতি ত্যজিয়া পরে, বিপরীত শব্দ করে, মরি মরি দেহত ছাড়িয়া ॥ কপোত কামড়ে ভীত, মুখে ছাড়ে পারাবত, সচান যে হইল অস্থির । পারাবতী পারাবত, দৈবযোগে বধ মুক্ত, হৈয়া গেল সমুদ্রের তীর ॥ তথা জলপান করি, পুনর্বার বেগ ধরি, চলিলেক দেশ দেশান্তরে । পূর্বকল্প কল হৈতে, চলি যায় অযোধ্যাতে, সরযুতে গেলেন সত্ত্বরে ॥ তথা থাকে

দুইজন, সরসু বারি তক্ষণ, বহুকাল বাস তথা হৈল । পরে দুইজন মরে,
 সন্নিবি সরসু তীরে, মুক্তি পুরী তনুত্যাগ কৈল ॥ পারাবত মহাত্মা,
 মুক্তিপুরী তনুত্যাগ, জন্ম হৈল বিজ্ঞাধর মরে । পারাবতী নাগকন্যা, রূপে
 গুণে বড় ধন্যা, রত্নাবতী নাম সেই ধরে ॥ এক সখী প্রতাবতী, দ্বিতীয়
 যে গুণ বতী, এই তিন একত্র যে থাকে । প্রধানেন্তে রত্নাবতী, দুই সখী
 শিষ্ঠমতী, এই তিন অতিশয় সুখে ॥ বাল্যক্রীড়া তিনজনে, সদা থাকে
 এক স্থানে, বাল্যকাল করিল যাপন । একদিন রত্নাবতী, সহচরী সঙ্গে গতি,
 কাশীপুরে করিল গমন ॥ তিনজন এককালে, ত্রিলোচন পূজে অলে,
 নৈবিদ্যাদি নানা উপহারে । নির্মল যে গঙ্গাজল, তাতে দিয়া বিলুপল,
 সুগন্ধি পুষ্পেতে পূজা করে ॥ তিন জন একেবারে, গালবদ্য নৃত্য করে,
 প্রণাম করিল বিধিমতে । পূজা সাজে তিনজনে, যায় নিজ নিকেতনে,
 প্রতিদিন করে গতায়ত ॥ মেঘে শুক্ল তৃতীয়ান, বার্ষিকীর যাত্রা পায়,
 ত্রিলোচনেশ্বরের অগ্রেতে । বহু লোক তথা আইসে, পূজন করে বিশেষে,
 উপহার দিয়া নানা মতে ॥ প্রাতে উঠি রত্নাবতী, দুই সখী শুদ্ধমতি, সঙ্গে
 করি কাশীতে চলিল । তিন জন এককালে, পিল্পিলা তীর্থের অলে, স্নান
 করি পূজাতে বসিল ॥ পূজাকরে হর্ষমনে, প্রদক্ষিণ ত্রিলোচনে, গালবদ্য
 করিল তথাতে । গালবদ্য সুমধুর, শব্দ গেল বহুদূর, হর হর বলে
 সুস্থরেতে ॥ ত্রিলোচনেশ্বর কিরে, তিন জনে নৃত্য করে, গান করে কো-
 কীল রবেতে । শুনিয়া সকল জন, মোহিত হইল মন, প্রশংসা করিল
 বহুমতে ॥ তিন জন তদপরে, প্রণাম করি বহুভরে, করি কৈশব পূজা সমগণ ।
 দিনে উপবাস করি, রাজ আগরণ করি, পশুত্রে ভাবিয়া ত্রিলোচন ॥
 প্রাতঃকালে তিন জন, পিল্পিলা করি স্নান, পরে কৈল মন্দির মার্জনা ।
 পূর্বের নিয়ম মত, পূজা সারি মনোগত, তদন্তরে করিল পারণ ॥ যশুপে
 অঞ্চল কেলি, তিন জনে গলাগলি, শয়ন করিল তার পরে । নিদ্রা উপস্থিত
 হয়, হেনকালে দয়াময়, লজ হৈতে আসিল সুস্থরে ॥ নিদ্রা দেখি তিন
 জনে, গঙ্গাধর ভাবে মনে, চেতন করিল তার পরে । নিদ্রা ত্যজি তিন
 জন, করিল শিব দর্শন, প্রণাম করিয়া স্তব করে ॥ তদপরে ত্রিলোচন,
 তিনকন্যা প্রতি কন, বর লহ যথা মনোনিীত । রত্নাবতী হেন শুনি, বিনয়ে
 কহিছে দাণী, বর যদি দিবেন নিশ্চিত ॥ পূর্বজন্মের কথন, শুনিবারে
 ইচ্ছা মন, কৃপাকরি কহ ভগবান । তার পর পশুপতি, শুন বলি রত্নাবতী,
 তোমার পূর্বজন্মের কথন ॥ পারাবতী ছিলে ভূমি, পারাবত ভব

স্বামী, ত্রিলোচন মন্দিরে আছিলে । সচাম পক্ষী হৈতে, প্রাণ রক্ষা কোন
 মতে, সরযুতে প্রাণ ত্যাগ কৈলে ॥ তুমি সেই পুণ্যফলে, রত্নাবতী কন্যা
 হৈলে, পারাবত হৈল বিদ্যাধর । ছুই সখী তব সঙ্গে আছরে পরম রঞ্জে
 বিবরণ শুনহ সত্বর ॥ ভবানী গৌতমী নামে, দ্বিজ গৃহে পুঞ্জস্মে, নারায়ণ
 দ্বিজে বিভা কৈল । সর্পঘাতে পতি টৈল, ছুই পদ্মী মাত্র টৈল, স্বধর্ম্মেতে
 রহে বহুকাল ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে এই কয়, ত্রিলোকের নাম হয়, দেবনদী নামেতে
 সত্বরে । তারে বিভা করা নয়, করিলে আপদ হয়, নিবেদন আছে সর্ব্ব
 একারে ॥ নারায়ণ দ্বিজবর, মা ভাবিল পূরূপদ, শাস্ত্রের অনীত কর্ম্ম
 করে । উপবৃত্ত কাল হৈল, সর্পাঘাতে প্রাণ গেল । উচিত যে পাইল সত্বরে
 ছুই কন্যা কোন দিনে, মুনি পুজা ফল জানে, চৌর্য্য করি ভক্ষণ করিল ।
 এই মাত্র পাপ তার, ইহা বিনা নাহি আর । এই পাপে বামরী হইল ॥
 নারায়ণ মুনি ছিল, পারাবত জন্ম হৈল, চারি জন্ম শুন বিবরণ । বানরী
 জন্মের পর, তব মুখ অভ্যাস্তর, একত্রয়ে বিরাজে তখন ॥ দ্বিজ নারায়ণ
 ছিল, বিদ্যাধর রূপ হৈল, এথা সেই অবশ্য আসিবে । তুমি আর সখী ছুই,
 বিবাহ করিবে সেই, ইথে নাহি অন্যথা হইবে ॥ বিভাপরে চারি জনে,
 নির্বাণ যে ত্রিলোচনে, এই বর দিল মহেশ্বরে । বর দিয়া ত্রিলোচন,
 অন্তর্ধান ততক্ষণ, পরেতে আসিল বিদ্যাধর ॥ করি দিন শুভক্ষণে, বিবাহ
 যে তিন জনে, বিদ্যাধর হর্ষেতে করিল । পূরূজন্ম পুণ্যফলে, তাতে শিব
 রূপাবলে, চারি জনে নির্বাণ পাইল ॥ স্বশরীরে মুক্ত হয়, ত্রিলোচনে
 পায় লয়, অমৃত অধিক বিবরণ । কাশীখণ্ডামৃত শর, ইহা তিন নাহি আর,
 ষষ্ঠসপ্ত অধ্যায় সমাপন ॥

পয়ার । পার্শ্বতী মন্দন বলে অগস্ত্য মুনিবর । কহিব অপরূপ কথা
 শুনহ সত্বর । বশিষ্ঠ নামেতে খ্যাত এক দ্বিজবরে । ব্রহ্মচর্য্য আচরণ
 সদাকাল করে ॥ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ ভঙ্গ নাহি হয় । তদন্তরে তীর্থযাত্রা
 সতত করয় ॥ বারাণসী আসি দ্বিজ হৈল উপনীত । মণিকনি স্নান করি
 হৈল আনন্দিত ॥ তদপরে ভ্রমণ করেন কাশীপুরে । পশুপতি লিঙ্গগণে
 দর্শন যে করে ॥ অঙ্কামুক্ত হৈয়া দ্বিজ প্রণাম কলি । দ্বিজবর চিত্ত মধ্যে
 এই স্থির কৈল ॥ পাশুপতি সিদ্ধিগঞ্জে ভ্রমণ করিব । সাধু সঙ্গে মনোরঞ্জে
 বৃত্তি পদ পাব ॥ পাশুপতি সিদ্ধিমধ্যে কোন মহাজনে । আচার্য্য করিয়া
 দ্বিজ করেন সাধনে ॥ পাশুপতি সিদ্ধিগণ-বহুত্বিন পর । মহালয় পর্ব্বতেতে

চলিল সত্বর ॥ তথাতে আছেন শিব কেশর ঈশ্বর । কি কব মাহাত্ম্য তাঁর
অত্যন্ত বিস্তার ॥ চৈত্রমাস শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথি । সেই দিন সেই স্থানে
শিবযাত্রা অতি ॥ তে কারণে সকলেতে করেন গমন । পথমধ্যে দ্বিজ গুরু
হইল নিধন ॥ দিব্য রথ আসি শীঘ্র তথাতে মিলন । পাশুপত দিব্যমূর্তি
করিল ধারণ ॥ সঙ্গে লইয়া শিবগণ কৈলাসে চলিল । পাশুপতি যোগসিদ্ধি
করি মুক্তি হৈল ॥ ইহা দেখি বশিষ্ঠ দ্বিজের ভক্তি হয় । পাশুপতি আশ্র-
নেতে কত দিন রয় ॥ একান্ত চিড়েতে দ্বিজ গেল কেশরেতে । নিয়ম
করিয়া যাত্রা করিল তথাতে ॥ পুনরপি পাশুপতি সঙ্গে দ্বিজবর । কাশীতে
আসিয়া ভজে কেশর ঈশ্বর ॥ হিমালয়ে কেশরেশ্বরের মাহাত্ম্য । দর্শ-
নেতে পুনর্জন্ম না হয় নিতান্ত ॥ প্রতিবৎসর কেশরে যাবেন বশিষ্ঠ ।
এইরূপে গত হৈল বৎসর শতশর্ত ॥ অতি বৃদ্ধ হয়ে দ্বিজ গমন বজ্রিত ।
হেনকালে কেশরেতে যাত্রা উপস্থিত ॥ অশক্ত তথাচ দ্বিজ নিরন্ত না হয়
বার্ষিক যাত্রাতে যাব ভবনে রুদয় ॥ সেই রাত্রে দ্বিজ প্রতি প্রসন্ন শরীর ।
নিশি শেষে স্বপ্নাদেশে শুন দ্বিজবর ॥ অশক্ত টোয়াছ তুমি যাইতে কেশর
কাশীপুরে আছে কেশরেশ অনিবার ॥ কেশর হইতে কাশী নাহি যায়
ভ্রান । কাশীতে হইবে সিদ্ধি ফল কোটিগুণ ॥ যদি স্থল বোধ করি মিথ্যা
এর জ্ঞান । অন্যচারে স্বপ্ন মিথ্যা শাস্ত্রো প্রমাণ ॥ প্রত্যক্ষ দর্শন কর
কেশর ঈশ্বর । তৎপরে দ্বিজবর চৈতন্য অন্তর ॥ কেশর ঈশ্বর শিব প্রত্যক্ষ
দেখিল । ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল ॥ কেশরেশ দর্শন করিয়া
দ্বিজবর । কৃতার্থ হইল দ্বিজ শুনহ সত্বর ॥ গৌরী স্থানে মহাদেব শূনিয়া
বচন । কেশর মাহাত্ম্য দেবী না বর্ণন ॥ একবার দর্শন করে যে সকলে ।
পুনর্জন্ম নাহি তার ভুবন মণ্ডলে ॥ তব নামে গৌরীকুণ্ড আছেন তথায় ।
হংসতীর্থ আর গঙ্গা এক স্থানে পায় ॥ সে সকলে স্নান করে মিলিত
তীর্থেতে । কোটিশতজন্মপাপ ক্ষয় হয় তাতে ॥ পূর্বকালে ছইকাক বিবাহ
করিয়া । মিলিত তীর্থেতে হইল পতন আসিয়া ॥ কাক সংহ হৈয়া তথা
চলিল সত্বর । গৌরীতীর্থ সম নাহি ভুবন ভিতর ॥ মহাতীর্থ গঙ্গাদেবী তথা
বিরাজিত । মহামোহ অন্ধকার নাশেন নিশ্চিত ॥ সে স্থানে স্নান করি
আছেন নির্মল । তাতে স্নান মাত্র মুক্তি জ্ঞান তার ফল ॥

অথ কেদারেশ্বরোপাখ্যান ।

পর্যায় । কেদার কুণ্ডেতে স্নান যেই জীব করে । তমুত্যাগে তার মুক্তি
হইল সঙ্গরে ॥ কেদারকুণ্ডেতে আঁধ করি যেই জন । এক শত কুল তার
হয় নিস্তারণ ॥ আমাবশ্য ভোমবারে যুগা যদি হয় । কেদারতীরেতে
আঁধ করিবে নিশ্চয় ॥ তাহার কলের কথা কি কহিব আর । গয়াকূত আঁধ
হৈতে কোটি ফল তার ॥ ষ্ঠত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথি যে উদয় ॥ ভক্তি করি
কেদারেশ পূজা যে করয় ॥ জন্ম জন্মান্তর পাপ তার হয় ক্ষয় । অন্তেতে
নির্বাণ মুক্তি আনিহ নিশ্চয় ॥ সঙ্কাকালে কেদারেশ বলে তিনবার ।
অন্তকালে মুক্তি ফল আনিহ তাহার ॥ বিশেষতঃ কলিকালে কেদার মহিমা
ফল পুষ্পে পুজিলে না হয় ফল নীমা ॥ ভক্তিকরি সেই লিঙ্গ পূজে যেই
নরে । স্বর্গে দেবরাজ হৈয়া নানা সুখ করে ॥ বর্ষ মাসাবধি যেবা পূজয়ে
কেদার । ত্রিকাল নিয়ম করি করে নমস্কার ॥ লোকপাল যমরাজ
তারে পূজা করে । অন্ত সেই সমালয়ে শিব রূপ ধরে ॥ একবার কেদা-
রেশ দৃষ্টি করেযেবা । মমঅনুচর হৈয়া করেমমসেবা ॥ ভক্তিতেকেদারেশ্বর
পূজিবে কাশীতে । ত্রিজ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ তার উত্তরেতে ॥ তাহার দক্ষিণে
নীলকণ্ঠ বিরাজিত । বায়ুকোণে অপরীশ আছেন নিশ্চিত ॥ সম্মুখেতে
ইন্দ্রচ্যায়েশ্বর লিঙ্গ নার । দক্ষিণে আছেন লিঙ্গ কালঞ্জরেশ্বর ॥ কেমেশ্বর
লিঙ্গ তথা বিরাজিত হয় । এই সব লিঙ্গ দেখি হর শিবময় ॥ সেই স্থানে
শিবলিঙ্গ যে করে স্থাপন । সংসার ধাতনা তার নাহিক ভাবন ॥ সপ্ত
সপ্তধারী কথা অতি মনোহর । সীতানাথ কহে শিব ভাবি নিরন্তর ॥
কেদারেশ আখ্যান যে সমাপ্ত হইল । ভক্তিতে শুনিলে পাপ নাশয়ে
সকল ॥



অথ যমের তপস্তা ।

পর্যায় । কার্ত্তিক কহেন শুন মূনি তপোধন । অতিশয় পুণ্যকথা বলি
এতক্ষণ ॥ যে সকল মহামারী জিজ্ঞাসে শঙ্করে । তাহাতে যে উক্ত হৈল
দেব মহেশ্বরে ॥ সেই গোপা কথা মূনি কহি যে তোমারে । ভক্তিভাব
করি শুন একান্ত অনুরে ॥ এক দিন ভবানী কহেন ত্রিলোচনে । এক নিবে-
দন প্রভো তোমার চরণে ॥ সেই কথা যদি মোরে কহ কৃপা করি । তবেত

মানসে চুঃখ হয় পরিহরি ॥ কাশীক্ষেত্রে কোটি কোটি লিঙ্গের উদয় ।
 পরস্পর সর্ব লিঙ্গ পুণ্যকর হয় ॥ এক হৈতে আর শ্রেষ্ঠ ক্রমেতে আছয় ।
 সকল তোমার ইচ্ছা শুন অগম্যর ॥ কোন লিঙ্গে প্রীত সদা আছয়ে
 তোমার । যাহা দর্শনেতে জীব হয়ত নিস্তার ॥ ধর্ম তীর্থ কাম মোক্ষ
 প্রাপ্ত অনায়াসে । যার যেই মনস্কাম পুরাণ বিশেষে ॥ যাহার অপনে
 যোগধর্ম সিদ্ধি হয় । সে সকল বল প্রভো হইয়া সদয় ॥ শুনি প্রভু জিলো-
 চন অতি আনন্দিত । কহিছেন উমা প্রতি হৈয়া বড় প্রীত ॥ অতি শুভ
 কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে । এ সকল কেহ নাহি কহে কোনকালে ॥
 ভূমিত অগৎকর্ত্রী সর্ব পরাৎপরা । প্রিয় কথা জিজ্ঞাসিলা অতি শুভ তরা ॥
 আনন্দ কানন মোর অতি প্রিয় স্থান । কৈলাস হইতে শ্রেষ্ঠ যাহাতে
 নির্বাণ ॥ কাশীমধ্যে শিবলিঙ্গ আছে বহুতর । সমুদয় লিঙ্গ হয় অতি
 পুণ্যকর ॥ একচক্র রথ যার নামেতে তপন । তাহার তনয় যম ধর্ম পরারণ
 সত্যযুগে যে স্থানেতে আমি যোগ করি । গজানন গুজাতে বধিল দেব
 বৈরী ॥ দাক্ষণ ত্রিপুতাক্তর মহাবলবন্ত । গণপতি সেবি তারে করিলাম
 জন্ত ॥ বেত্রাসু বধি ইন্দ্র ব্রহ্ম বধ পায় । আমার তপস্যা স্থানে পাপক্ষয়
 যায় । সেই স্থানে বিশালাক্ষী এক মূর্তি তব । মহাপীঠস্থান সেই মাহাত্ম্য
 কি কব ॥ সেই স্থানে যম আসি তপস্যা করয় । উৎকট তপস্যা অতি ঘোর-
 তর হয় ॥ আপন সম্মুখে শিব লিঙ্গের স্থাপন । যমরাজ সদা করে যোগ
 আচরণ ॥ যোগবলে সেই লিঙ্গ অতি প্রজলিত । চন্দ্র আভা যিনি শোভা
 রত্নেতে নির্মিত ॥ নানাবিধ পুষ্প মাল্য ধূপ গন্ধ আর । বহুবিধ মোদকাদি
 বহু উপহার ॥ বহুকাল এইরূপে পূজন করিল । তদপরে মহাঘোর যোগ
 আরম্ভিল ॥ হেমন্ত শিশির কালে সদা জলে থাকে । জন্মকণ নাহি করে
 নিঃশব্দ যে মুখে ॥ বসন্ত গ্রীষ্মেতে অগ্নি জ্বলি চারিদিকে । তার মধ্যে বসি
 যোগ করে মহাভাগে ॥ বর্ষা শরতে সদা থাকে নিরাজয় । মহা ঘোরতর
 বৃষ্টি মস্তকে পড়য় ॥ নিরাহারে যোগ করে তপন-তনয় । তৃষ্ণা হৈলে
 কুশাগ্রেতে বারি যে ভক্ষয় ॥ বহুকাল এইরূপে হইলেক গত । তথাপি না
 হয় তার চিন্তা যে নিরুত্ত ॥ মস্তক অধোতে করি উর্দ্ধ পদে রয় । একাদশ
 বহুকাল তাতে গত হয় ॥ এক পদে দাণ্ডাইয়া ঘোড় করি হাত । অন্তরেতে
 সদা ধ্যান করে অগম্যথ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠে ভর করি দাণ্ডাইয়া রয় । মোর সদৃশ
 যোগ কেহ না করয় ॥ অচল গিরির ন্যায় বসিয়া যোগেতে । ভূগ আদি

সব তার হৈয়াছে অঙ্গেতে ॥ দেহের আকার তার জানা নাহি যায় । না-
 নিকাগ্রে বায়ু মাত্র কিঞ্চিৎ আছয় ॥ তার ধানে হৈয়া ভুষ্ক দেব ত্রিলোচন
 সাক্ষাৎ হইয়া শিব যম প্রতি কন ॥ বহু যত্ন করি তার শব্দ নাহি পান ।
 দুয়ায় অঙ্গে তাব কৈলা হস্ত দান ॥ হস্ত স্পর্শে সূর্য্য-সুত চেতন পাইয়া ।
 প্রণাম করি ভূমে দণ্ডন্যাস হৈয়া ॥ তদপরে করযোড়ে সম্মুখেতে রয় ।
 বহুবিধ বসে যম স্তবন করয় ॥ তুমি ত্রীক্স তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।
 সর্ব্বভূত জায়া প্রভো জগত ঈশ্বর ॥ নিরাকার সাকার সকল ইচ্ছা তব
 ত্রিগুণ ধারণ প্রভো জগতীত সব ॥ সন্ত রজ স্তম এই তিন গুণ হয় ।
 তুমিত সকল প্রভো তোমা ছাড়্য নয় ॥ অবিদ্যা যে বিভ্রা হুই শরীরে
 আশ্রয় । শুভাশুভ ধর্ম্ম আর যেরা কিছু হয় ॥ করণের কারণ তুমিত জগ-
 ন্নাথ । সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকল তব হাত ॥ চন্দ্র সূর্য্য তব তেজ করিয়া ধারণ
 স্বর্গ মর্ত্তা পৃথিবীতে তেজ প্রকাশন ॥ অগ্নি বায়ু বরুণাদি যত দেবগণ ।
 সকল তোমাতে জন্ম শুন পঞ্চানন ॥ বিধি বিধু তোমার মহিমা নাহি
 জানে । আমি কি করিব স্তব অতি অঙ্গা জানে ॥ এতাদৃশ বহু স্তব শয়ন
 করিল । গলে বাস শিব অগ্রে দাণ্ডায়ে রাহিল ॥ ভুষ্ক হৈয়া শিব তারে
 কহেন সস্তর । যথা ইচ্ছা নমোনীত চাহি লহ বর ॥ ধর্ম্মশীল বড় তুমি সদা
 ধর্ম্মে মতি । ধর্ম্মরাজ নাম তব হইল সম্প্রতি ॥ লোক ধর্ম্ম অধিকার হইল
 তোমার । বিচার করিব তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম আর ॥ আর যাহা ইচ্ছা বর দিব
 এইক্ষণ । শুনিয়া সূর্য্যের সূত কহেন বচন ॥ তুমি যারে সাক্ষাৎ হইলে
 ত্রিলোচন । ইহাতে অধিক বরে কোন প্রয়োজন । ধর্ম্মা অর্থ কাম মোক্ষ
 দরশনে হয় । ইহাব অধিক ফল আর কি আছয় ॥ এই বর দান কর শুন
 দয়ানয় । তব পাদপদ্মে মোর স্থির ভক্তি হয় ॥ এত কহি প্রণাম করিল
 ধর্ম্মরাজ । বহু শত প্রণামল নাহি কবে ব্যাজ ॥ শিবরূপ দেখিতে আ-
 কাঙ্ক্ষা হৈল অতি । এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল শিব প্রতি ॥ নিঃশব্দ হইয়া
 তৈল শিব সন্নিধান । অষ্টনখাধায় কথা শুন সর্ব্বজনে ॥

—মত—

অথ যমের বর প্রাপ্ত ও পক্ষীর মুক্তি ।

পরার । কাঠিক কহেন যুনি শুন তদপরে । ধর্ম্মরাজ বিবরণ পরম
 সুন্দর ॥ যমরাজ আনন্দেতে বাক্য নাহি স্বরে । অনিমিষে সহাদেব
 দণ্ডন কর ॥ পিনাকী দেখিয়া ধর্ম্মরাজের চরিত্র । হস্তে স্পর্শ করিলেন

যম সর্ব পাত্র ॥ দয়াময় স্পর্শে যম চেতন পাইল । প্রেমেতে প্রফুল্ল ভ্রু
ভূমিতে পড়িল ॥ হস্তে ধরি সদাশিব ভুলি ধর্মরাজে । বর লহ যথা ইচ্ছা
আছে কুদি মাঝে ॥ ধর্মরাজ কহে প্রভো করি নিবেদন । তোমার স্প-
র্শেতে মুক্ত হইল এখন ॥ অন্য বর নাহি চাহি শুন দয়াময় । তোমার
নিকটে ছুই পক্ষীর তনয় ॥ অণুহৈতে তার জন্ম হইয়া অন্তরে । দৈব-
যোগে মাতা পিতা অস্পকালে মরে ॥ অনাথ হইয়া পক্ষী থাকে মম
কাছে । ভূত ভাবি বর্তমান অবগত আছে ॥ ছুই পক্ষী নিস্তার করহ ভগ-
বান । শুনি তুষ্ট হৈল বড় দেব পঞ্চানন ॥ ধর্মরাজে প্রশংসা করিয়া
বহুতর । পক্ষী প্রতি কহে শিব চাহি লহ বর ॥ কৃতার্থ হইয়া পক্ষী কহে
মুছন্তরে । জ্ঞান হীন পক্ষীযোনি কি চাহিব বরে ॥ ধর্মরাজ নিকটেতে
বহুকাল আছি । তাঁহার তপস্যা বলে নিস্পাপ হৈয়াছি ॥ তব পদ
দর্শনেতে হইল স্মরণ । পূর্ব কোটি জন্ম কথা কহি বিবরণ ॥ দেবলোকে
কতবার জন্ম যে হইল । গন্ধর্ব্ব অপ্সর ঋষি বহু জন্ম গেল ॥ সিদ্ধবানপ্রসু
জন্ম হৈল কত বার । ব্রহ্মচারি দণ্ডধারী হৈল বারেবার ॥ মনুষ্য রাক্ষস-
যোনি ভ্রমণ করিয়া । পশু পক্ষী কীট আদি অনেক হইয়া ॥ যক্ষ তরু
ভূত দেহ হয় কতবার । কোন জন্মে নিবারণ না হয় সংসার ॥ ছুই পক্ষী
এইকপে কহি বিবরণ । নানামতে স্তব করে নিস্তার কারণ ॥ তুমি ব্রহ্ম
পরাংপর সকলের মূল । সৃষ্টি স্থিতি লয় কর তুমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ॥ তদন্তরে
ছুই পক্ষী কহে হর প্রতি ! এই বর বাঞ্ছা মোর শুন পশুপতি ॥ বাহাতে
সংসার মধ্যে জন্ম নাহি হয় । এই উপদেশ প্রভু শুন দয়াময় ॥ ইক্ষু চন্দ্র
আদি পদ বাঞ্ছা নাহি করি । অনায়াসে তনু ত্যাগ হয় কাশীপুরী ॥ ধর্মের
নিকটে যেন করেন বসতি । সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয় শুন পশুপতি ॥ যেমত
চন্দন গুণ প্রকাশ করয় । অসার সকল বৃক্ষ হয় গন্ধময় ॥ দেহ পরিত্যাগ
তব আনন্দ কাননে । সংসার নিবর্ত্ত হয় এই দেহ জ্ঞানে ॥ ব্রহ্মা মুখে এই
বাক্য হয়ত প্রমাণ । অবিস্মৃতে প্রাণ ত্যাগ দেবের বচন ॥ কাশীতে কৈবল্য
মুনি অর্চাবক্র কয় । বিষ্ণু উক্তি মুনি পদ কাশীতে নিশ্চয় ॥ রাজবল্লভ
মুনি বলে কাশী মৃত্যু সার । কাশী মৃত্যু মুক্তি লাভ আজ্ঞা দে তোমার ॥
রুঞ্চ দ্বৈপায়ন কহে এইত বচন । কাশীতে জীবের মুক্তি করে পঞ্চানন ॥
যে স্থানে সাক্ষাৎকার সর্বজ্ঞ ঈশ্বর । তাহাতে জীবের মুক্তি হয় নিরন্তর ॥
গোনসাদিমুনি আরশূন্য যেবিশেষে । কাশীয়ে নির্বাণক্ষেত্র সর্বমতে ভাবে
শুক পক্ষী বলে প্রভু আমরাহ জানি । ভূত ভবিষ্যতি বর্তমান যে আপনি ॥

কাশীখণ্ড ।

অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র নির্মাণের স্থান । এই বর দেহ প্রভো যাতে হয় জ্ঞান ।
 পক্ষীর বচন শুনি শঙ্কর বিস্ময় । পক্ষী হৈয়া অতীতাদি অবহেলে কয় ॥
 সর্ব নাথ বলে ধর্ম পীঠের মাহাত্ম্য । স্থান গুণে পক্ষী হৈল মুক্তিতে সমর্থ
 সূর্য্য সূত সন্দোষিয়া কন পঞ্চানন । রাজগৃহে কাশীক্ষেত্রে সমবাস স্থান ॥
 মোক্ষ লক্ষ্মী বিসাল মন্দিরমম হয় । তাহাতে আমার বাস আহসে নিশ্চয়
 এ মন্দির প্রদক্ষিণ যেই জীব করে । অনায়াসে মুক্তি পদ কে খণ্ডিতে পারে
 মন্দির সকল আর ধ্বজ যে দেখয় । সুখভোগ করি অন্তে কাশী প্রাপ্ত হয়
 নির্মাণ মণ্ডল আছে ইহার দক্ষিণে । নিমিষেক বাস ফল শুন তপোধনে ॥
 অন্যস্থানে বৎসরেক যোগ যদি করে । নিমিষেক বাস ফল পায় সেই নরে
 যদি একবারূপকরে সেই স্থানে । স্থানান্তরে কোটিগুণ নাহয় সমানে ॥ এই
 রূপে বহু স্থান রাজগৃহে আছে । দর্শনেতে মুক্তি লাভ কহি তব কাছে ॥
 ধর্মরাজ অতঃপর শুনহ বচন । যেই স্থান মম প্রিয় তাহার কখন ॥ চক্র-
 তীর্থ মণিকর্ণি অবিমুক্তেশ্বর । পঞ্চদশ বিশালাক্ষী গৌরী পীঠপর ॥
 প্রণবেশ্বর লিঙ্গ আর কীর্তিবাস । সদত তথাতে মোর হয় অভিলাষ ॥
 তৈজ্যেশ্বর ত্রিলোচন ত্রিপিষ্ঠপ আর । যমুনা নর্মদা গঙ্গা সরস্বতী সার ॥
 একত্র মিলিত হয় পিলিল্লিলা নাম । বিন্দুশ্রবা যথা পিতৃলোকের নির্মাণ
 ব্রহ্মেশ্বর কেদারেশ অতি চমৎকার । এই যে সকল হয় নির্মাণের সার ॥
 অবিমুক্ত পঞ্চকোশি নির্মাণের ভূমি । তন্নতাগ যেরা করে নিস্তারি সে
 আমি ॥ ধর্ম স্থান মাহাত্ম্য দেখহ ধর্মরাজ । শুকপক্ষী স্বর্ণরথে হইয়া
 বিরাজ ॥ দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়া ততক্ষণে । চলিলেক কৈলাসেতে দেখহ
 নয়নে ॥ হেনকালে বিমানে চড়িয়া বিদ্যাধরী । শুকপক্ষী নিকটে আইসে
 লীল্য করি ॥ দুই পক্ষী দিব্যমূর্তি ধারণ করিল । ধর্মরাজ সম্মুখেতে বহু
 প্রণমিল ॥ তদপরে দেবমাথে দুই পক্ষী কয় । আর যেম মহাপ্রভো জন্ম
 নাহি হয় ॥ দুই পক্ষী প্রতি যে কহেন পঞ্চানন । পুনর্বার কাশী আসি
 পাইবে নির্মাণ ॥ ধর্মক্ষেত্রে মাহাত্ম্য যে না হয় বর্ণনে । সদাকাল হেথা
 আমি আছি অধিষ্ঠানে ॥ যেরা এই অধ্যায় প্রত্যহ পাঠ করে । কাশীক্ষেত্র
 প্রাপ্ত তার অনায়াসে পাবে ॥ উনাশি অধ্যায় কাশীখণ্ড মনোহর । বেদ-
 ব্যাস উক্ত এই সব পুণ্যকর ॥

অথ ধর্মপীঠ উপাখ্যান ।

পন্ন্যাস । স্কন্ধ কহে কুন্তজ শুনহ নিবেদন । ধর্মপীঠ কথা দেবী
পঞ্চাননে কন ॥ পীঠের মাহাত্ম্য দেব আশ্চর্য্য কথন । পক্ষী স্বর্গে গেল
রথে করি আরোহণ ॥ এই পীঠস্থানে আমি সতত রহিব । ধর্মপীঠ মম
প্রিয় আর কি কহিব ॥ ভগবতী হেন বাক্য শুনিয়া শঙ্কর । প্রসংশা করিয়া
পরে কহেন সত্ত্বর ॥ ধর্মপীঠ মম স্থান নাহিক ভগবতী । তব অধিষ্ঠান হৈলে
মাহাত্ম্য যে অতি ॥ শুনহ আশ্চর্য্য স্থান মাহাত্ম্য যে আর । চৈত্র শুক্ল
তৃতীয়াতে ব্রতের বিস্তার ॥ এই দিনে পুরুষ যে কিম্বা নারী হয় । মনোরথ
ব্রত ধেবা ভক্তিতে করয় ॥ তার মনোরথ সিদ্ধি জানিহ মাহেশী । অচি-
রাতে মুক্তি হয় সর্বপাপ রাশি ॥ মহামায়া জিজ্ঞাসেন দেব জগন্নাথে
কিকপেতে কেবা আচরিবে মনোরথে ॥ ভগবতী প্রতি তবে শঙ্কর কহিল
শচীদেবী এই ব্রত পূর্বে আচরিল ॥ তাহার বিশেষ কহি শুন ভগবতী ।
আমার তপস্যা শচীদেবীকরে অতি ॥ তপস্যার বলে আমি হইয়া সাক্ষাত
বরলহ যথা ইচ্ছা দিব অচিরাত ॥ তদপরে শচীদেবী বলেন বচন । এই
বর দেহ প্রভো করি নিবেদন ॥ সর্বদেব প্রেষ্ঠ প্রভো মোর স্বামী হয় ।
স্থিরতর যৌবনী আমি তার নাহি কয় ॥ সতীত্ব সধর্ম্ম মোর কতু নাহি যায়
এই বর দেহ প্রভো বলি তব পায় ॥ শচীবাক্য শুনে যেন রহিলাম পরে
নিগম করিয়া মনোরথ ব্রত করে ॥ চৈত্র শুক্ল দ্বিতীয়াতে সংযম করিবে ।
পরেতে তৃতীয়া দিনে গৌরীকে পূজিবে ॥ বিংশ ভূজা মূর্তি তব এই
পূজাকালে । অশোক পুষ্পের সহ নৈবিদ্যা দি জলে ॥ চণ্ডী বিনায়ক পূজা
করিবে লাড়ুতে । পরে বিংশভূজা দেবী পূজিবে ভক্তিতে ॥ পুষ্প নানা
মত আর সুগন্ধি চন্দন । প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষে তৃতীয়া পূজন ॥ কাশ্মণ
পার্গ্যন্ত ব্রত করিবেক ব্রতী । বিধান আছেন গ্রন্থে অবগত মাত ॥ এই ব্রত
শচীদেবী করিয়া আচার । মনোরথ সিদ্ধি হৈল সকল তাহার ॥ তদপরে
অরুন্ধতি ব্রত আচরিল । সুনীতি সুগন্ধ দ্রব্য নিধিমতে দিল ॥ শঙ্করী
কহেন প্রভো কর অবধান । এই স্থান বিনে ব্রত নহে অন্যস্থান ॥ ধূজাট
বলেন প্রিয়ে শুনহ বচন । স্থানান্তরে এই ব্রত যে করে সেবন ॥ বিংশতি
যে পূজা আর গণেশ স্বর্গেতে । যথা সাধ্য পরিমাণ করিবে নির্মিতে ॥
পূজাবিধি পূর্বমত সব আচরিত । ভক্তিতে সেবিলে ফল পায় মনোনীত ॥
ব্রতের ফলের কথা শুনহ শঙ্করী । ব্রত করিবেক নারী হৈয়া সদাচারী ॥

শচী সঙ্গ হয় তার সৌভাগ্য অপার । পুজহীনা পুজ পায় শুন কহি আর ॥
বিধবাতে যদি ত্রুত আচরণ করে । অবৈধবা পায় সে নিশ্চয় জন্মান্তরে
অন্য ফল ত্রুতের যে আছেয়ে অনেক । প্রাক্কাবতী হৈয়া ত্রুতী ত্রুত করিবেক
ধর্ম পীঠ স্থান আর তোমার বসতি । এই স্থানে ত্রুত ফল মাহাত্ম্য যে অতি
ত্রুতসেবা করে যেবা সেই বুদ্ধিমতি । অশেষ কাশী প্রাপ্ত তার নাহি অন্য-
গতি ॥ তমুত সমান কথা অসীতি অধ্যায় । শুনিগে সকল পাপ নষ্ট
হৈয়া যায় ॥

—॥—

অথ ধর্মপীঠ মাহাত্ম্য ।

পয়ার । অগস্ত্য বলেন প্রভো শুন বড়ানন । ধর্মপীঠ মাহাত্ম্য যে
হইল শ্রবণ ॥ এ অতি আশ্চর্য্য প্রভো হৈল পীঠ কথা । পক্ষী বলে ভূত
ভাবি বর্ত্তমান যথা ॥ ধর্মেশ্বর লিঙ্গ আর পীঠ বিবরণ । শুনিয়া বিস্মৃত
প্রভো হৈল ততক্ষণ ॥ ধর্মপীঠ কুপ যে আছেয়ে বড়ানন । তাহার মাহা-
ত্ম্য প্রভো করিব শ্রবণ ॥ প্রশ্ন শুনি কার্ত্তিকৈয় অতি তুষ্ট হৈল । কুন্ডমোদী
প্রতি ক্ষুদ্র বলিতে লাগিল ॥ মনোরমা কথা তুমি কৈলে জালাপন । অতি
গুহ্যতর কথা শুনদিয়া নন ॥ যেই কথা মহামায়া জিজ্ঞাসে শঙ্করে । তা-
হাতে যে উক্ত হৈল দেব মহেশ্বরে ॥ সেই কথা তোমার নিকটে আমি
কব । ধর্ম তীর্থ মাহাত্ম্যের ইতিহাস সব ॥ ধর্মতীর্থে স্নান দান যেই নর
করে । অন্যত্র ২৩তে কোটি গুণফল ধরে ॥ সর্ব পাপে মুক্ত সেই না আ-
ইসে সংসার । আর কতু নাহি দেখে জননী জঠর ॥ ধর্ম তীর্থে যেবা করে
প্রাক্কাবিত্ত তর্পণ । গয়াপ্রাক্কাবিত্ত করা তার কিবা প্রয়োজন ॥ কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার
প্রনাথ পুষ্কর । ইত্যাদি প্রাচ্যেতে তীর্থ ফল বহুতর ॥ ধর্মতীর্থে পিণ্ডদান
করে যেবা জন । ধর্মতীর্থ সমান যেন হেতু কখন ॥ গয়া পিণ্ডদান ফল
ধর্মকুপে হয় । পিতৃ মাতৃ কুল মুক্তি নাহিক সংশয় ॥ সত্য যুগে এক কথা
শুন তপোদন । ইন্দ্ররাজ কৈল বেত্রামুরকে নিধন ॥ ব্রহ্মহত্রে জন্ম বেত্রা-
মুরের আছিল । তাহার নিধনে ব্রহ্মবধি ইন্দ্র হৈল ॥ অকস্মাৎ হৈল ক্লেশ-
বণ কলেবর । শরীরেতে দুগন্ধ ছাড়য়ে নিরন্তর ॥ মহাদুঃখী ইন্দ্রদেব হইল
সত্ত্ব ॥ কি করিব কোথা যাব ভাবে নিরন্তর ॥ বুদ্ধের সাগর দেব গুরু হই
স্পৃতি । তাঁহার নিকটে ইন্দ্র গেল শীঘ্রগতি ॥ নিবেদন করি গুরো শুনহ
নিশ্চয় । বেত্রামুর মরণেতে ব্রহ্মবধ হয় ॥ শরীরেতে বহু কষ্ট সহিতে না

পারি। কহ দেখি গুরুদেব উপায় কি করি ॥ গুরুদেব কহে বাণী শুন
ইন্দ্ররাজ। কাশীতে গমন কর না করহ ব্যাজ ॥ পূর্বে কালভৈরব যে ব্রহ্ম-
মুণ্ড ছেদি। ব্রহ্মহত্যা মুণ্ড হস্তে ভ্রমে নিরবধি ॥ কোন তীর্থে হস্ত হৈতে
মুণ্ড নাহি পড়ে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল কাশীপুরী পরে ॥ কাশীপুরে ব্রহ্ম-
বধ পাপে মুক্ত হৈল। হস্তে হৈতে ব্রহ্মমুণ্ড সহসা পড়িল ॥ কাশীর মাহা-
ত্মা নাহি জানে কোন জন। শীঘ্রগতি কাশী ভূমি করহ গমন ॥ এই উপ-
দেশ যদি ইন্দ্রদেব পাইল। অতি দ্রুতগতি কাশী তৎক্ষণে চলিল ॥
কাশীপুরে ইন্দ্রদেব উপস্থিত হৈয়া। উত্তরবাহিনী গঙ্গা স্নানাদি করিয়া ॥
নিকটেতে ধর্মেশ্বর লিঙ্গের স্থাপন। তথাতে বসিল ইন্দ্র হৈয়া কৃতমন ॥
ধর্মেশ্বর লিঙ্গ দেখি চমৎকৃত হৈল। তাহার সম্মুখে ইন্দ্র শিব ধ্যান কৈল
ইন্দ্রদেব তত্ত্ব দেখি অতি তুষ্ট হর। লিঙ্গ হৈতে বহির্ভূত হৈল মহেশ্বর ॥
বজ্রপাণি প্রতি তবে কহে পঞ্চানন। বর লহ ইন্দ্র তব যথা ইচ্ছা মন ॥
ইন্দ্রদেব কহে প্রভো শুন ত্রিপুরারে। সকল আপনে জান যা আছে অন্ত-
রে ॥ তব অগ্রে কহিব শুনহ অগস্ত্য। মনোগত যত কিছু সব তব হাত ॥
কহিলেন ইন্দ্র প্রতি ত্রিজগৎ কর্তা। বেত্রাসুর বধে ব্রহ্মবধ পাপ বার্তা ॥
ধর্মতীর্থে স্নান ইন্দ্র কর শীঘ্রগতি। ব্রহ্মহত্যা পাপ হৈতে পাবে অব্যাহতি
শুনি তুষ্ট অতিশয় হৈল দেবরাজ। ধর্মকুণ্ডে স্নান কৈল না করিল ব্যাজ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার সব দূরে গেল। পূর্ববৎ শরীরাত্মা ইন্দ্রের হইল ॥
শরীরের সুগন্ধ যে হইল তৎক্ষণ। অতি হর্ষে ইন্দ্র করে হরের স্তবন ॥
তাহা দেখি নারদাদি মুনির বিস্ময়। ধর্মতীর্থ স্নান করি তর্পণ করয় ॥
পিতৃশ্রদ্ধ করিলেক হৈয়া হর্ষ চিত্ত। মনে ভাবে সব মুনি হইল পবিত্র ॥
কোটিশত কলস করিয়া তীর্থে দ্রব। ধর্মেশ্বর মস্তকেতে দিল অসঙ্খ্যাক ॥
তদপরে ইন্দ্রদেব গেল স্বর্গপুরে। দেবের স্বভাবে সবে প্রশংসা যে করে ॥
কাশীক্ষেত্রে ধর্মেশ্বর লিঙ্গের বিস্মৃত। ধর্ম পীঠ ধর্মকুণ্ড অতি চমৎকৃত ॥
ধর্মকুণ্ডে স্নান করি ব্রহ্মহত্যা গেল। এইমত কহি ইন্দ্র বহু প্রশংসিল ॥
তদপরে কতদিনে দেব বজ্রপাণি। দেবগণ সহ কাশী চলিল আপনি ॥
স্বনামেতে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। পূজা দ্রব্য নানাবিধ আনিল তখন ॥
নানারত্ন দিয়া শিবলিঙ্গ পূজা করে। ইন্দ্রপ্রতি অতি তুষ্ট হইল শঙ্করে ॥
ধর্মেশ্বরে প্রদক্ষিণ দেবগণে করি। নিজ পুরে দেবসহ গেল বজ্রধারী ॥
যজ্ঞানন কহেন অগস্ত্য মুনিবরে। ধর্মতীর্থ হৈতে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে ॥

কাশীখণ্ড ।

অথ দম রাজার উপাখ্যান ।

পর্যায় । আর এক ইতিহাস অতি গুরুতর । তোমার সাধ্ব্যতে কহি
শুন মুনিবর ॥ বিন্দুগিরি নিকটেতে কদম্ব শিখর । দম নামে রাজা ছিল
অতি পুণ্যতর ॥ ছন্দম তাহার পুত্র বড়ই দুর্জয়ন । পুত্রে রাজ্য দিয়া দমে
হইল মরণ ॥ কদম্ব শিখরে রাজা ছন্দম হইল । বড়ই দুর্গিত কর্ম করিতে
লাগিল ॥ ব্রাহ্মণের কর গ্রহ শূদ্রে দেয় দান । পীড়েন সাধুরে বড় দুর্জনে
দম্মান ॥ যেই জনে পাপ করে ছাড়ি দেয় তারে । অপাপ জনেরে বরি
বহু শাস্তি করে ॥ নিজ দার্য্য পরিত্যাগ পরদারে রত । প্রজা পত্নী হরণেতে
দর্শনা সম্মত ॥ জীবহিংসা সতত মৃগয়া করি ফিরে । ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা
অবিরত করে ॥ সদালাপ ত্যাগ করি সতত কুসঙ্গ । কুপথ গমনে সদা রহে
রাগ রঙ্গ ॥ স্ত্রীনাথ স্ত্রীকণ্ঠ নাম কছু নীহি লয় । যোগীগণ তপস্যাতে সদত
পীড়য় ॥ একদিন সঙ্গে করি বহু সৈন্যগণ । মৃগয়া করিতে গেল ঘোরতর
বন ॥ অশ্বে চড়ি চলিল দুর্জয় নরপতি । সকলের আগে গেল অতি শীঘ্র-
গতি ॥ তার সঙ্গে কেহ নাহি ঘাইতে পারিল । সৈন্য ত্যাগ একাকী অর-
ণ্যে প্রবেশিল ॥ দৈবে উপস্থিত হৈল আনন্দ কাননে । সুশীতল স্থান দেখি
অতি প্রীত মনে ॥ মহাদেব ইচ্ছা আর স্থানের মাহাত্ম্য । দুর্জয় নৃপতি
তথা হৈল শুদ্ধচিত্ত ॥ অম দূর করিল বসিয়া বৃক্ষ তলে ॥ তথা এক মন্দির
দেখিল হেনকালে ॥ রত্নাদি নির্মিত হয় অতি উচ্চতর । মন্দির উপরে
রত্নে ধ্বজ থরে থর ॥ মনোহর সে মন্দির দেখিয়া রাজন । অতি শীঘ্র সেই
স্থানে করিল গমন ॥ ধর্মেশ্বর লিঙ্গের মন্দির সেই হয় । নৃপতি নন্দন
দেখি হইল বিস্ময় ॥ জ্ঞানের উদয় তার অকস্মাৎ হয় । আসাকে নিন্দা
করি বহুমতে কয় ॥ সংসারেতে আমি সম নাহিক পাতকী । পাপেতে
হইয়া মগ্ন চিরকাল সুখী ॥ আত্মা বন্ধুবর্গ সব হিংসি চিরদিন । ব্রাহ্মণ
তপস্বীগণে হৈয়া দম্মা হীন ॥ পরদার পরদ্রব্য করিছে হরণ । কোনকালে
মেব নাম না করি স্মরণ ॥ সংসারেতে বৃথা জন্ম হইল আমার । কেবল ক-
রেছি আমি পৃথিবীর ভার ॥ ধর্মপীঠে যে সকল লোক আসিছিল । তাহা-
র মুখেতে পীঠ মাহাত্ম্য শুনিলা ॥ মাহাত্ম্য শুনিয়া তথা দুর্জয় নৃপতি ।
অশ্ব আরোহণে গৃহে চলে শীঘ্রগতি ॥ আত্মা বন্ধুগণ আর কুটুম্ব ডাকিল ।
ব্রাহ্মণ তপস্বীগণ তাবৎ আনিলা ॥ সকলের প্রতি কহে করিয়া বিনয় । তো
মাসহে আমি প্রতি হইবে সদয় ॥ না বুঝিয়া তোমা সবে হিংসেছি সর্বদা

জ্ঞান্ধগ বৈষম্যগণে দান নাহি কদা ॥ বহুস্বত্তি করি সবে করিল সম্মান ।
 জ্ঞান্ধগাদি গৃহিতাকে দিল বহুদান ॥ শূদ্রগণ সকল কুপথ গামী ছিল ।
 সকল শাসন করি স্বধর্ম আনিল ॥ নগর মধ্যেতে ছিল যতেক ছায়া ॥
 বিধিমতে সকলেরে করিল শাসন ॥ দীনহীন অধিক্ষনে বহুধন দিল ॥
 রাজা ত্যাগ করি রাজা পুজ্যে রাজা কৈল ॥ রাজাধন নারী আদি সব ত্যাগ
 করি । সমর্পণ সকল করিল পুজ্যগরি ॥ অতি তুষ্ট হৈয়া রাজা চলিল স্মরিত
 ধর্মেশ্বর লিঙ্গ যথা তথা উপস্থিত ॥ ধর্মতীর্থে স্নান করি ধ্যানেন্তে বসিল ।
 ধর্মেশ্বর লিঙ্গ সদা রুদয়ে ভাবিল ॥ এইরূপ তপস্যাতে বহু দিন যায় ।
 তেজস্পূর্ণ হৈয়া লিঙ্গ মধ্যে লয় পায় ॥ ধর্মতীর্থ মাহাত্ম্য যে অতি চমৎ-
 কার । ইহার বর্ণনে শক্তি আছেয়েকাহার ॥ বিধি বিষ্ণু আদি দেব না পারে
 বর্ণিতে । একাশীত অধ্যায় কথা হইল সমাপ্তে ॥

ইতি কালীখণ্ডে পিলিম্পিতাতীর্থ গর্গমুনি

দম দ্বিজের মুক্তি সাধনকন্যার নির্বাণ

কেশবের ধর্মেশ্বর আখ্যাত

দশমসর্গ নামে সমাপ্তঃ ।

অথ বীরেশ্বরোপাখ্যান ।

পয়ার । কাৰ্ত্তিক বলেন শুন যুনি তপোধন । যে সকল শত্ৰুদেবদেবী
প্রতি কন ॥ ভগবতী জিহ্বাসেন শুন পঞ্চানন ॥ তোমার নিকটে প্রভু করি
নিবেদন ॥ বীরেশ্বর মহাজ্ঞ যে শুনি চমৎকার । কি কাপেতে হৈল প্রভু
উদ্ভব তাহার । মহাদেব বলেন শুনহ বরাননে । বীরেশ্বর প্রসঙ্গ যে অপূৰ্ণ
আখ্যানে ॥ মিত্রজিত নামে রাজা ছিল কাশীপুরে । কৃষ্ণ ভক্তি সদাকাল
তাহার অন্তরে ॥ কৃষ্ণ বিনে সেই রাজা অন্য নাহি জানে । দিবানিশি কৃষ্ণ
নাম আছে যে বদনে ॥ বাহুদ্বয় বক্ষে তার কৃষ্ণ নামাক্তিত । কৃষ্ণ ধ্যান
কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ মনোনীত ॥ তাহার রাজ্যের প্রজা সব কৃষ্ণ ভক্ত । সকলে
সৰ্ব্বাস্ত্রে করে কৃষ্ণ নাম যুক্ত ॥ একাদশী দিনেতে সকলে উপবাস । হস্তী
অশ্ব আদি সবে নাহি ভোগে ঘাস ॥ বালকের জন্ম যদি হরির বাসরে ।
হইলেহ স্তন দুগ্ধ নাহি দেয় তারে ॥ প্রজার পালন রাজা করে পুজবত ।
সদাকাল এইরূপ নাহি অন্যমত ॥ অধর্মের লেশ নাহি পুরেতে তাহার ।
শিষ্ঠের পালন করে ছুইয়ের সংহার ॥ ব্রাহ্মণের সম্মান সন্তোষে দিয়া ধন ।
দেব তুলা ব্রাহ্মণকে করেন পূজন ॥ মানি ব্যক্তি মান তক্ষ কতু নাহি করে
পর উপকার তার সর্বদা অন্তরে ॥ তীর্থে স্নান আচরণে সদা কেশে জল ।
পরম পবিত্র রাজা শরীর নির্মল ॥ পরম সুখেতে সদা করে রাজ্যভোগ ।
কুবের জিনিয়া ধন ভাণ্ডারেতে যোগ ॥ এক দিন দেবঋষি আসিল তথায় ।
বীণা হস্তে সদা মুখে কৃষ্ণ গুণ গায় ॥ দূর হৈতে নারদেদের করিয়া দর্শন ।
অগ্রসার নরপতি করিল গমন ॥ নারদেদের আনিয়া বসায় সিংহাসনে ।
করিল পূজন মধুপঙ্ক্‌ আচমনে ॥ দণ্ডেন্নায় পড়ি ভূমে প্রণাম করিল ।
রাজা প্রাতি তপোধন কহিতে লাগিল ॥ ওহে নৃপবর শুন আমার বচনে ।
তব সম পুণ্যশীল না দেখি নয়নে ॥ আমার গমন রাজা সর্ব সন্নিধানে ।
তব সম নাহি দেখি ত্রিভুবন স্থানে ॥ কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয় সদা কৃষ্ণ ধ্যান ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে তোমার বাখান ॥ মোর ইচ্ছা হয় কিছু হিত করি
তব । পাতাল পুরীর এক ব্রহ্মাস্ত্র যে কব ॥ হাট কেশ শিব লিঙ্গ পাতাল
পুরিতে । দর্শন করিতে আমি গেলাম তথাতে ॥ তথা হৈতে শিব লিঙ্গ ক-
রিয়া দর্শন । আসিবার কালে যাই দানব ভুবন ॥ কলাপ কেতুর পুজ দানব
কঙ্কাল । মহাবলী হয় সে দ্বিতীয় দিকপাল ॥ হস্তেতে ত্রিগূল করি সদা-
কাল ফিরে । দেবতা ব্রাহ্মণে সদাকাল-হিংসা করে ॥ স্বর্গেতে দেবতাপুরী

অবহেলে গিয়া । নানারত্ন ধন বলে আনয়ে হরিয়া ॥ দুর্জয় নাহিক দেখি
তাহার সমান । তাহাকে দেখিয়া সব ভয়ে কম্পমান । বমরাজ ভীত তার
ত্রিশূল দেখিয়া । মদ্য মাংসে সদা কাল থাকে মত্ত হৈয়া ॥ তাহার পুরেতে
আমি উপস্থিত হৈনু । বিদ্যাধরী এক কন্যা তথাতে দেখিনু ॥ তাহার
কপের কথা নাহিক তুলনা । চন্দ্র জিনি মুখ শশী কি কব বর্ণনা ॥ আমাকে
দেখিয়া কন্যা প্রণাম করিয়া ॥ আপন বৃত্তান্ত কহে কাতর হইয়া ॥ বিদ্যা-
ধর কন্যা আমি শুন মহাশয় । গঙ্গাদানেতে মোর পিতার আশয় ॥ বালা
ক্রীড়া আমি তথা করি সর্বক্ষণ । হেনকালে দানব যে করিল হরণ ॥ হরণ
করিয়া আনে আপন পুরেতে । নিবাহ করিবে মোরে তৃতীয় দিনেতে ॥
এই স্থির করিয়াছে দানব দুর্জয় । বিপদেতে রক্ষা কর যুগি তপোধন ॥
পূর্বকালে মহামায়া বর দেন মোকে । বিষ্ণু পরাম্ভ বিত্ত করিবে তো-
মাকে ॥ মিথ্যা না হইতে পারে গৌরীবাক্য কভু । উপায় কি করি আমি
শীঘ্র বল প্রভু ॥ দানবের মৃত্যু এক নিয়মিত আছে । যে ত্রিশূল হস্তে সেই
ধারণ করেছে ॥ ত্রিশূল আঘাতে বিনে মৃত্যু নাহি তার । ত্রিশূল হস্তেতে
তার আছে অনিবার ॥ ত্যাগ নাহি করে শূল শরনের কালে । নিজাতে থা-
কয়ে তাহা ধরি কক্ষস্থলে ॥ যদি হেতা বিষ্ণুভক্ত করেন গমন । ত্রিশূল আ-
নিতে পারি শুন তপোধন ॥ কন্যাকে আশ্বাস করি আসিলাম হেথা । শীঘ্র
করি নরপতি তুমি চল তথা ॥ পাতালেতে গিয়া তুমি দানবে বধিবে ।
মোর বাক্য মিথ্যা নূণ কভু না করিবে ॥ পাতাল গমন পথ শুনহ সত্তর ।
তাহার সম্মান কহি তোমার গোচর ॥ সমুদ্র মধ্যতে রত্নরথ মনোহর ।
রত্নেতে নির্মিত রথ তাহার উপর ॥ তাতে উপবিষ্ট এক পরম সুন্দরী ।
সমুদ্রেতে আসিয়া প্রত্যহ ক্রীড়া করি ॥ পুনর্বার সমুদ্রের জলে স্নান হয় ।
পাতাল পুরেতে যায় আপন আলয় ॥ প্রতিদিন এই কণ করে ব্যবহার ।
অতি শীঘ্র তুমি চল নিকটে তাহার ॥ যে কালেতে সেই কন্যা জলে মগ্ন
হন । তুমিহ তাহার সঙ্গে করিবে গমন ॥ তাহাতে তুমিহ ভীত কভু নাহি
হবে । অবহেলে পাতালেতে গমন করিবে ॥ এতেক শুনিয়া রাজা মুনির
বচন । অতি শীঘ্র সমুদ্রেতে করিল গমন ॥ সমুদ্র মধ্যতে রত্নরথের উপরি
বিরাজিত কন্যা দেখে পরম সুন্দরী ॥ রাজাকে দেখিয়া কন্যা সমুদ্রে ম-
জ্জয়ন । পৃষ্ঠদেশে নরপতি সমুদ্রে পতন ॥ অবহেলে পাতালে গেলেন নর-
পতি । উপস্থিত হৈল যথা দানবের স্থিতি ॥ তৎক্ষণে দানব নাহি ছিল
নিকেতনে । হেনকালে উপনীত হইল রাজনে ॥ রাজাকে দেখিয়া কন্যা

মলয়াগন্ধিনী । কৃষ্ণ ভক্ত উপস্থিত চিত্তে হেন মানি ॥ কৃষ্ণ নামাক্তিত
অক্ষ দেখিল তাহার । কৃষ্ণনাম সঙ্গ জপ এই ব্যবহার ॥ তাহা দেখি কন্যা
অতি বিস্মৃতা হইল । তদপরে রাজা প্রতি বলিতে লাগিল ॥ দুজ্জ্বল কঙ্কাল
নাম তার পুরী হয় । হেথা কেন মরিতে আইলা মহাশয় ॥ নরপতি
নারদের রক্ষাস্ত কহিল । মলয়াগন্ধিনী শুনি অতি হর্ষ হৈল ॥ তদপরে
কন্যা কহে নরপতি প্রতি । সঙ্ক্যাকালে দানব আসিবে শীঘ্রগতি ॥ মনু-
ষ্যের রক্ত মাংস করিয়া ভক্ষণ । মত্ত হৈয়া দানব আসিবে নিকেতন ॥
আসিয়া কঙ্কাল দৈত্য শয়ন করিবে ॥ মরণ ত্রিশূল কক্ষে চাপিয়া ধরিবে ॥
শুন রাজা আমি যাহা করি নিবেদন । অস্ত্রাগারে তুমি শীঘ্র করহ গমন ॥
এক গর্ত অস্ত্রাগারে আছে গোপনেতে । লুকাইয়া নরপতি থাকহ তথাতে
তার মৃত্যু শূল আনি দিব তব স্থানে । কভু নাহি তার মৃত্যু শূলঘাত বিনে
এত শুনি নরপতিগোপনে রহিল । সঙ্ক্যাকালে দানব যেপুরীতে আইল ॥
বহুরক্ষ আনি ছিল কন্যা স্থানে দিল । কন্যাবতী দানব যে কহিতে লাগিল ॥
এই সব রহ আনি দেবগণে মারি । আনিয়া দিলাম সব নিকটে তোমারি ॥
ভাণ্ডারেতে আছে দেখ বহু রত্ন ধন । সকল তোমার জান শুনহ বচন ॥
কল্যা আনি দিবহে সহস্র দাসীগণ । অহর্নিশ তারা ভব করিবে সেবন ॥
পরশ দিবসে বিভা করিব তোমারে । বিভা হৈলে সর্ব দুঃখ যাইবেক
দূরে ॥ ইত্যাদি অনেক কথা কন্যাকে কহিল । ত্রিশূল কক্ষেতে ধরি শয়ন
করিল ॥ অনুরের নিদ্রা হৈল অতি ঘোরতর । হেনকালে কন্যা তথা গেলেন
ন সঙ্গর ॥ দানবের কক্ষে হৈতে ত্রিশূল আনিলা । নৃপতির নিকটেতে অতি
দ্রুত গেল ॥ প্রভাত হইল তবু দানব শয়নে । ত্রিশূল লইয়া রাজা গেল সেই
স্থানে ॥ দেখিল দানব আছে নিদ্রাতে বিভোর । বামপদাঘাত করে তা-
হার উপর ॥ পদাঘাতে দানবের নিদ্রা দূর যায় । সম্মুখে পুরুষ এক দেখি
বারে পায় ॥ তাহাকে দানব কহে অতি দস্ত করি । মরিবারে আইলে
কেন তুমি গম পুরী ॥ কে তুমি কোথায় বাস কহ সত্য করি । প্রাণ নিয়া
পলাইয়া যাহ নিজ পুরী ॥ রাজা বলে তব সহ যুদ্ধ যে করিব । জয় পরা-
জয় জানি তবে সে যাইব ॥ শুনিয়া দানব অতি কুপিত হইল । রাজার ক-
ক্ষেতে ঘৃষ্টি প্রহার করিল ॥ রাজার রুদয়ে আছে কৃষ্ণ নামাক্তিত । বিশেষ
বহু অন্তরেতে কৃষ্ণ বিচক্ষিত ॥ দানবের ঘৃষ্ঠাঘাতে কি করিতে পারে ।
কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পাইল শরীরে ॥ তদপরে নরপতি অতি ক্রোধ হন ।
দানবেরে ঠেকা এক চপেটা ঘটন ॥ চপেটাঘাতেতে দৈত্য মোহ অতি

হৈল । অবনীতে পড়ি দৈত্য অচেতন হৈল ॥ তদপরে চেতন পাইল কত-
 কণে । অতি দর্প করে দৈত্য কোথ হৈয়া মনে ॥ মল্ল যুদ্ধ উভয়েতে হয়
 ঘোরতর । পরাভব দানবেত হইল সম্বর ॥ ত্রিগূল আঘাতে রাজা দানবে
 সংহারে । তাহা দেখি কন্যা হৈল প্রফুল্ল অন্তরে ॥ রাজার অগ্রেতে কন্যা
 হৈয়া উপস্থিত । সম্মুখে দাপ্তারে রহে হইয়া লজ্জিত ॥ মুহূর্ত্তেরে কহে
 কথা শুনি মহাশয় । ঘোরতর বিপদেতে মোর রক্ষা হয় ॥ হেনকালে তথা-
 তে নারদ মুনি গেল । উভয়েতে উভয়ের পরিচয় দিল ॥ অতি তুষ্ট তদ-
 পরে হৈল দুই জনে । বিবাহের দিন ধার্য্য কর তপোধনে ॥ গন্ধর্ব্ব বিবাহ
 মুনি দুই জনে দিয়া । কাশীতে গমনের পথ দেন দেখাইয়া ॥ সেই পথে
 দুই জনে গমন করিল । অতিশীঘ্র কাশীপুরে উপনীত হইল ॥ আপনপুরী-
 তে রাজা করিলগমন । পুরবাসী সবে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ তদন্তরে নরপতি
 হর্ষ কলেবরে । মলয়াগন্ধিনী সহ নানাভোগ করে ॥ স্বামীপ্রতি ভক্তি অতি
 মলয়াগন্ধিনী । সনত স্বামীকে রাণী দেব তুল্য মানি ॥ এক দিন রাণী
 কহে রাজার গোচরে । এক নিবেদন প্রভো বলেছি তোমাতে । পুত্র
 জন্মে এই চিহ্নে হইতে বাঞ্ছিত । আগুসাব্য তাহা নহে ঈশ্বর নিশ্চিত ॥
 কিন্তু এক নিবেদন শুনি মহাশয় । অতীর্ষ তৃতীয় ব্রত উত্তম আছয় ॥
 পূর্বে এই ব্রত করি কুবেরের নারী । অনেকেতে সেই ব্রত আচরণ করি ॥
 চিন্তে হয় সেই ব্রত করি আচরণ । তব আজ্ঞা বিনে প্রভো না পারি কখন
 এত শুনি অতি তুষ্ট হৈল নরপতি । ব্রত আচরণে রাজা হইল সম্মতি ॥
 কোন দেব পূজা তাতে করিতে হইবে । তাহার বিধান সব আগাকে বলি-
 বে ॥ রাজারানী এই সব কথোপকথনে । জ্ঞানিত অধ্যায় কথা হৈল সমা-
 পণে ॥

অথ মলয়াগন্ধিনীর তৃতীয়া ব্রত ।

পর্যায় । কাঙ্ক্ষিকের বলেন অগস্ত্য মুনিবরে । রাজপত্নী যে প্রকারে
 ব্রতচার করে ॥ বিশেষতঃ বলি শুনি মুনি তপোধন । অতীর্ষ তৃতীয় ব্রত
 অপূর্ব্ব কখন ॥ কুল পুরোহিত রাজা ডাকাইয়া আনে । কহিল ব্রতের কথা
 তার বিদ্যামানে ॥ পুরোহিত বিধান যে সকলি কহিল । সেই মত নরপতি
 সমস্ত করিল ॥ মাঘ শুক্ল তৃতীয় অরহুদয় । রাজারানী পূর্ব্ব দিনে সৎ

যম করয় ॥ পূর্ণ কুন্ত স্থাপন করিয়া ত্রত দিনে । তছুপরি তাত্রপাত্র রাখিল
 যতনে ॥ আতব শুণ্ডুল তাত্র পাত্র উপরেতে । আচ্ছাদন করিলেন হরিদ্রা
 বস্ত্রেতে ॥ চারি তোলা স্বর্ণে পরিমিত ব্রহ্মা করি । তাহার স্থাপন কৈল
 তাত্রপাত্রপরি ॥ পূজাতে বসিল দ্বিজ হইয়া তৎপর । কায়মন বাক্যে শুদ্ধ
 নির্মল অন্তর ॥ আশনাকুরী মধুপক্‌বস্ত্র আর । সুগন্ধি চন্দন পুষ্প নানা
 উপহার ॥ ষোড়শোপচারে পূজা যেমত বিধান । সহস্র বিকাশ পশ্বে
 হোম সমাধান ॥ দক্ষিণাশ্বে ভোষণ আচার্য্য দ্বিজবরে । ত্রত দিনে রাজ
 রাণী অনশন করে ॥ পরদিন রাজরাণী করি প্রাতঃস্নান । সহস্রেক ব্রাহ্মণে
 যে করিল আহ্বান ॥ নানাবিধ উপহার আনিল ততক্ষণ । ভক্তি করি করা
 ইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিয়া সন্তোষ করিল । ভোজনাব-
 শিষ্ট ব্রুতি প্রসাদ লইল ॥ বিধিমতে ব্রুত সাজ করিয়া যত্নেতে । মলয়া-
 গন্ধিনী রাণী হর্ষ হৈল চিত্তে ॥ তদপরে রাজরাণী কুতাঞ্জলি হয় । গৌরীকে
 অন্তরে ভাবি প্রার্থনা করয় ॥ ব্রুত সাজ হৈল মাতা তোমার প্রসাদে । মম
 মনোগত ব্যাক্ত আছে তব পদে ॥ এই বর দেহ মাতা করি নিবেদন ।
 মন পূজ হয় শিব বিষ্ণু পরায়ণ ॥ জন্ম মাত্র স্বর্গ স্থান করিবেদর্শন । ষোড়শ
 বর্ষের শিশু হইবে ততক্ষণ ॥ তোমার চরণে মাতা এই নিবেদন । কৃপা
 করি কর মাতা মানস পূরণ ॥ হেমকালে দৈববাণী অকস্মাৎ হয় । তব
 মনোগত পূজ হইবে নিশ্চয় ॥ রাজা রাণী দুই জনে পরম হর্ষিতে ।
 নিত্য নিত্য ক্রীড়া করে নানাবিধিমতে ॥ কত দিন পরে রাণী গর্ভ
 যে ধরিল ॥ কাল পূর্ণ হৈয়া রাণী পূজ প্রসবিল ॥ মহানুখী রাজা তরে
 গণকে ডাকিয়া । শুভাশুভ দেখে সব গণনা করিয়া ॥ গণকেতে
 গণনা করিয়া পরে কয় । মূল্যাক্ষেরে জন্মে শিশু ইহা ভাল নয় ॥
 রাজার বিনাশ হয় পূজ না ত্যজিলে । রাজা শুনে হেন কথা রাণীকে কহি-
 লে ॥ ত্রতের সাধনে পূজ হইল সত্ত্বর । বিশেষতঃ পূজ হৈলে হয় বংশধর ॥
 পূজ ত্যাগ করা নহে আপন কারণে । জন্ম হৈলে মৃত্যু হয় আছেন নিয়মে
 মন্ত্রীগণ বলে রাজা শাস্ত্রে যাহা কয় । তদনুসারেতে কৰ্ম্ম করিতে যে হয় ॥
 বুদ্ধ মন্ত্রী সবে বলে গিয়া রাণী স্থানে । মনোযোগ কর মাতা করি নিবে-
 দনে ॥ রাজার অনিষ্ট হয় গণকে কহিল । অতএব পূজ ত্যাগ উচিত হইল
 স্বামী পরায়ণ অতি রাজরাণী হয় । দেবতা অধিক করি স্বামীকে জাময় ॥
 রাজার অনিষ্ট যদি পূজ হৈতে হবে । ইহাকে অবশ্য ত্যাগ এক্ষণে করি-
 বে ॥ ধাত্রীগণ ডাকি রাণী কহেন বচন । পূজ লইয়া সকলেতে করহ গমন

কাশীক্ষেত্রে পঞ্চ মুদ্রা পীঠ আছে মাথা । পুজ লৈয়া শীত্ৰগতি চলি যাহ
তথা ॥ তথাতে বিকটা দেবী প্রকাশিতা আছে । পুজকে রাখিবে সেই
বিকটার কাছে ॥ পুজরিষ্টি যে রূপ শুনিলে বিবরণ । দেবী নিকটেতে সব
করিবে জ্ঞাপন ॥ তদপরে ধাত্ৰীগণ পুজকে লইল । বিকটা দেবীর স্থানে
উপনীত হৈল ॥ রাণী বাক্য সকল কহিল দেবী স্থানে । পুজকে রাখিয়া
ধাত্ৰী আটল ততক্ষণে ॥ তদপরে বিকটা যে যোগিনীকে বলে । স্বর্গেতে
লইয়া যাহ মাতৃগণ শ্রুলে ॥ শিশুর বৃত্তান্ত সব কহিলে বিস্তার । মাতৃগণ
যথাবিধি করিবে তাহার ॥ এই বাক্য শুনি তবে যতক যোগিনী । মাতৃগণ
নিকটেতে চলিল তখন ॥ শ্রীকী মাহেশ্বরী আদি যত মাতৃগণ । যোগিনী-
রে পুজ লইয়া উপস্থিত হন ॥ পুজের বৃত্তান্ত সব করিয়া শ্রবণ । তদপরে
মাতৃগণ কহিল বচন ॥ কাশীক্ষেত্রে পুজ লইয়া চলহ ক্ষরিতে । ষোড়শ
বৎসর পুজ হবে গত মাত্রে ॥ বীর নাম খ্যাত হবে শুনহ বচন । এই পুজ
শিবভক্ত হবে পরায়ণ ॥ তদপরে যোগিনীরে কাশীতে আইল । গতমাত্রে
ষোড়শ বর্ষের পুজ হৈল ॥ শিবদায়ক শিবজ্ঞান করিয়া সম্ভব । ঘোরভর
তপস্যা করিল বীরবর ॥ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তদপরে । বর লহ যথা
ইচ্ছা আছে তবাস্তরে ॥ বীর কহে শুন প্রভো করি নিবেদন । তব পাশ-
পাশে চিহ্ন রহে সর্বক্ষণ ॥ এই কথা পূরে এক আশঙ্ক্য হইল । পাতাল
ভেদিয়া শিবলিঙ্গ যে উঠিল ॥ তদন্তরে বীর প্রতি কহেন শঙ্কর । এই
দেখ শিবলিঙ্গ অতি মনোহর ॥ অখান হইল লিঙ্গ বিরেশ্বর নাম । ইহার
মায়া কহি তব বিদ্যমান ॥ বিনে মুদ্রা বিনে পত্রে পুজে বীরেশ্বর । অন্য
রাসে তার মুক্তি হইবে সম্ভব ॥ কলিতে মায়ায় তার না বুঝিবে নরে ।
বুঝিলে তাঁহার তত্ত্ব ভবগন্ধু তরে ॥ আর কহি শুন বীর আমার বচন ।
রাজ ভোগী পুনঃ হেথা করিবে গমন । স্বশরীরে এই লিঙ্গে পাইবে নির্বাণ ।
বীরপ্রতি মহাদেব কৈল ব দান ॥ তদন্তরে বীর কহে শুন পঞ্চানন । কা-
শীর মায়া প্রভো করিব শ্রবণ ॥ কোন তীর্থ কোন স্থানে আছেন প্রকাশ
রূপাকরি ভূতনাথ কহিবে নির্বাণ ॥ বীর বাক্য শুনি শঙ্কর অতি তুষ্ট হয় ।
তীর্থের বৃত্তান্ত সব বীর প্রতি কয় ॥ বীরের জনম কথা অপূর্ণ কথন । ধ্যান-
শীতি অধায় যে হইল সমাপণ ॥

অথ বীরপ্রতি মহাদেবের তীর্থ কথন ।

পয়ার । শুনহ অগস্ত্য মুনি কহে যজ্ঞানন । বীর প্রতি তীর্থ কথা কহে
ত্রিলোচন ॥ গঙ্গা বরুণা নদী সঙ্গমাঙ্গি স্থান । যে সকল তীর্থ আছে ক্রমে
শুন নাম ॥ গঙ্গা বরুণা সঙ্গম এই প্রথমতঃ । তদপরে পাদোদক তীর্থ চমৎ-
কৃত ॥ মন্দর হইতে যবে দেব নারায়ণ । যাচাতে করিল আসি পাদ প্রক্ষা-
লন ॥ তদবধি সেই তীর্থ সকলের সার । বর্ণনা না হয় তার মাহাত্ম্য অপার
সেই স্থানে শ্বেতদ্বীপ আছেন প্রকাশ । তদপরে ক্ষরাক্ষি যে তীর্থের আ-
ভাষ । তাহার দক্ষিণে আছে শংখতীর্থ সার । চক্র গদাপন্ন তীর্থ ক্রমাবধি
আর ॥ গরুড়ের তীর্থ আছে তাহার দক্ষিণে । নারদ প্রহ্লাদ তীর্থ আছেন
সে স্থানে ॥ তাহার দক্ষিণে অম্বরীশ তীর্থ হয় । আদিত্য কেশব তীর্থ তীর্থ
দাতাজয় ॥ গঙ্গার নিকটে তীর্থ ক্রমশঃ দক্ষিণে । অসী সঙ্গম পর্য্যন্ত আ-
ছেন নিয়মে ॥ অনেক আছেন তীর্থ ইহার মধ্যেতে । পূর্বেতে বর্ণনা হয়
তীর্থ অধ্যায়েতে ॥ এসকল তীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ পঞ্চতীর্থ । প্রথমতঃ অসী
গঙ্গা বড়ই মাহাত্ম্য ॥ দ্বিতীয় দশাশ্বমেধ নাগ তীর্থ আর । তৃতীয়েতে
পাদোদক তীর্থ সারাংশার ॥ চতুর্থে পঞ্চনদ পঞ্চমে মণিকর্ণি । এই পঞ্চ
তীর্থে স্নান পুরাণেতে বণি ॥ পঞ্চভূতি দেহের ধারণ নাহি হয় । অন্য অন্য
কলপ্রাপ্তি বজ্রত আছে ॥ বীর প্রতি বরদান করি দয়াময় । কহিলেন তীর্থ
নব যথ য়ে আছে ॥ বীর আপনার মনে যথা বাঞ্ছা ছিল । বিবেচ্যে
পুজিয়া সে সব বর পাইল ॥ বীর বহু স্তব করে দেব ভূতনাথে । অষ্টাঙ্গে
প্রণাম করে পড়িয়া ভূমেতে ॥ মহাদেব অন্তর্ধান হৈল তদপরে । গমন
করিল বীর আপন নগরে ॥ মাতা পিতা প্রতি বীর সকল কহিল । শুনিয়া
যে রাজা রাণী আনন্দ আইল ॥ অতি ভুট্ট হৈল রাজা বীরকে দেখিয়া ।
ব্রাহ্মণকে দিল ধন প্রচুর করিয়া ॥ তার পরে বীরের যে বিবাহ হইল ।
স্বরাজ্যে পুজ্যে রাজা অভিষিক্ত কৈল ॥ পুজ্যে রাজ্য দিয়া পরে রাজা
গেল বন । তার সহ রাণী তবে করিল গমন ॥ রাজ্য হৈয়া বীর তবে পালে
প্রজাগণ । বীরের শাসনে ভুট্ট হৈল সর্বজন ॥ ধর্ম্ম কীর্ত্তি নানামত করে
দিনে দিনে । বীর রাজ্য ব্রাহ্মণকে দেব ভূল্য মানে ॥ দীন হীন অকিঞ্চনে
আনে ডাক দিয়া । সে সকলে ধন দিয়া প্রচুর করিয়া ॥ বহুকাল পর্য্যন্ত
যে নানাভোগ কৈল । আপন পুত্রকে বীর রাজ্য ভাল দিল ॥ বিশেষ
বিশেষ বচন যে হইল স্মরণ । শুভকর্মে করে রাজা কাশীতে গমন ॥

কাশী গিয়া মণিকর্ণি স্নানাদি করিল । ক্রমে ক্রমে সৰ্ব স্থানে ভ্রমণ করিল
তদপরে বীরেশ্বর অর্চন যথায় । অতি শীঘ্র করি বীর গেলেন তথায় ॥
নানা উপহারে হর পূজন করিয়া । প্রণাম করিল বহু ভূমিতে পড়িয়া ॥
তদপরে বীরেশ্বর অর্চনে বসিল । কায়মন একা করি ধ্যানেন্তে রহিল ॥
এইমত বীর তথা থাকে করি ধ্যান । স্বশরীরে বীরেশ্বর হইল নির্মাণ ॥
বীরেশ্বর আখ্যান যে অপরূপ কথন । অবগ পাঠেতে হয় পাণ্ড বিমোচন ॥
বিশেষত আখ্যানেন্তে এসকল তীর্থের । শ্রবণেতে দূরে যায় মালিন্য চিন্তের
যে সকলে ভক্তিভাবে নিতা পাঠ করে । কাশী প্রাপ্ত হয় সবে ভবসিন্ধুতরে
কামেশ্বর প্রাদুর্ভাব আগামী অধায় । সীতানাথ বনুদাস ভাষিল ভাষায় ॥
বীরেশ্বর প্রসঙ্গ যে অতি পূণ্য কর : চোরাশি অধায় সাক্ষ হইল
সঙ্গর ॥

—*—

অথ কামেশ্বরোপাখ্যান ।

পয়ার । কাশীক কহেন যে অগস্ত্য তপোধন । কামেশ্বর শিবলিঙ্গ
স্তম বিবরণ ॥ দুর্কাসা মুনি-যে বহু তীর্থ যাত্রা করি । কোন কন্ঠে মন তৃষ্টি
না হৈল তাহারি ॥ তদপরে কাশীপুরে আসি মুনিবর । তপসবার স্থান দেখি
সন্তুষ্ট অন্তর ॥ স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন আহলাদিত : সৰ্বতীর্থে শিব-
লিঙ্গ দেখিল স্থাপিত ॥ অবশেষে মুনিবর পঞ্চনদ তটে । শিবলিঙ্গ স্থা-
পিত করিতে চিন্তে যটে ॥ কুণ্ড করি তাহার সম্মুখে তপোধন । বহুকাল-
ব্যধি যোগ করয়ে দান ॥ কোন কন্ঠে মহাদেব প্রসন্ন না হৈল । কুণ্ডিত
হইয়া মুনি ভাবিতে লাগিল ॥ অদা আমি অভিষাপ করিব কাশীতে । তী-
র্থের মহাপ্রসঙ্গ সব হইবে বাঞ্ছিতে ॥ এইরূপ দুর্কাসার কোপানল হৈল ।
অতি প্রজলিত অগ্নি কাশীতে ব্যাপিল ॥ কাশীবাসী সকলেতে হৈল চমৎ-
কার । অগ্নির উদ্ভাপে কারো রক্ষা নাহি আর ॥ তমো অংশ মহাপ্রসঙ্গ প্র-
বল প্রতাপি । মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ নহে বড়ই উত্তাপি ॥ বিশেষত উৎকণ্ঠিত
দুর্কাসার কোপে । কি জানি দুর্কাসা যদি কাশীপুরী শাপে ॥ অতি শীঘ্র
করি শিব যথা মুনিবরে । লিঙ্গ হৈতে বহির্ভূতে নিজ মূর্তি ধরে ॥ নন্দী
আদি করিয়া যে কোটি শিবগণ । মহাবল তারা কাশী করেন রক্ষণ ॥ কা-
শীর শাপের কথা শুনি শিবগণ । শরতের মেঘ যেন করয়ে গর্জন ॥ দুর্কাসা-

সার শাপ ভরে দেবতা ভাবিত ॥ শিবগণ সিংহনাদে পৃথিবী কম্পিত ॥
মহা এলয় কাল উপস্থিত হইল । আক্ষালনে শিবগণ বলিতে লাগিল ॥
সমুদ্র শোষণ করি পৃথ্বী রসাতল । স্বর্গের উপরি করি পাতাল সকল ॥
একে ছুর্কাসার অধি হয় প্রজ্বলিত । দ্বিতীয়েতে শিবগণ করিল কম্পিত ॥
ছুর্কাসাকে মহাদেব কহেন সত্বর । তব তপসাতে তুষ্ট আমার অন্তর ॥
বর লহ মহাপ্রাণি যথা ইচ্ছা হয় । হেনকালে ছুর্কাসা যে স্তব করি কয় ॥
তব দর্শনেতে মুক্তি হইল আমার । ইহা ঠিকতে অন্যবর নাহি কিছু আর ॥
কৃপা করি এই বর দেহত শঙ্কর । সম চিন্তি তব পদে রহে নিরন্তর ॥
এক নিবেদন শুন পঞ্চানন । কাশী প্রতি হৈয়াছিল সমক্ৰোধ মন ॥
আমার যে মনোগত সব জ্ঞান ভূমি । সকল বিদিত কিবা নিষেদ্বি অগ্নি ॥
কোপে কাশীবাসী পাউল যে জ্ঞান । এই অপরাধ মোর ক্ষম কীর্ত্তিবাস ॥
শুনিয়া যে ভূহনাথ কহেন বচন । তোমার সমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবন ॥
তোমার স্থাপিত লিঙ্গ অতি পুণ্যকর । কামেশ্বর খ্যাত লিঙ্গ হইল সত্বর ॥
কামকূপ বলি এই হুঁষিবে জগতে । কূপের মাহাত্ম্য কহি শুন মহামতে ॥
এই কাম কূপে যেরা স্নান করি পারে । তোমার স্থাপিত লিঙ্গ পূজা নিব-
ন্তরে ॥ মর্ত্যকাম সিদ্ধি তার আনিহ সত্বর । অবশেষে নির্বাণ পাবেন সেই
নর ॥ এই বাক্য বলি হর হৈল অন্তর্ভানে । ছুর্কাসার যোগসিদ্ধি হৈল
কাশী স্থানে ॥ কামেশ্বর প্রসন্ন যে অতি পুণ্যকর । পঞ্চশীতি অধ্যায় সমাপ্ত
অন্তঃপর । বেবা পাঠ করে কিবা করেন অবগ । সকল পাপেতে মুক্ত হয়
সেইজন ॥



অথ বিশ্বকর্মেশ্বরেরোপাখ্যান ।

পয়ার । বিশ্বকর্মেশ্বর লিঙ্গ যেমত প্রকাশ । পার্বতী নন্দন কহে
অগস্ত্যের পাশ ॥ দ্বন্দ্বী প্রজাপতি পুত্র বিশ্বকর্মা নাম । গুরু স্থানে বেদ-
পাঠে গুণে অল্পপাম ॥ কিছুকাল গত হয় বেদ পাঠ করে । গুরুদেব বলি-
লেক বিশ্বকর্মা ববে ॥ পত্রের কুটীর দেহ করিয়া নির্মাণ । তথাতে থাকিব
আমি শুন সন্তিমান ॥ বর্ষাকালে তথাতে যে নাহি পড়ে জল । বিচক্ষণ
করিয়া যে নির্মাবে সকল ॥ গুরুপত্নী বিশ্বকর্মে বলেন নচন । অঙ্গের কাঁ
চলি বস্ত্র দেহ পুরাতন । কাচসির বস্ত্র করি দেহত আমারে । তদপরে গুরু
কন্যা বলেন সত্বরে । প্রতীকর্ণ ফুলধারণ গঠন করিয়া । চিত্র বিচিত্র করি দেহত

আনিয়া । গুরুপুত্র কহে শুন আমার বচন । পাছুকা যুগল দেহ করিয়া
সৃজন ॥ কর্দ্দমাদি জলেতে পাছুকা পদে দিয়া । অনারাসে তার মধ্যে
যাব যে চলিয়া ॥ বিশ্বকর্মা শুনিয়া সকল মনোনীত । স্বীকার হইয়া চিত্তে
হইল ভাবিত ॥ এ সকল বস্তু আমি কভু নাহি করি । কি প্রকারে গুরু
আজ্ঞা হৈতে আমি তারি ॥ বিনা সাধনেতে ইহা সিদ্ধি নাহি হব । অতএব
বনে গিয়া তপস্যা করিব ॥ বনমধ্যে বিশ্বকর্মা প্রবেশ করিল । তার মধ্যে
এক মুনি দশন পাইল ॥ মুনির চরণে সন করে নিবেদন । কহ গুরো কি
রূপেতে করিব সাধন ॥ মুনি কহে বিশ্বকর্মা শুনহ বচন । কাশীপুরে গিয়া
ভূমি করহ সাধন । এই উপদেশ বিশ্বকর্মা যে পাইয়া । কাশীপুরে অতি
শীঘ্র গেলেন চলিয়া ॥ বিশ্বকর্মা শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন । অতিশয় তপ-
স্যা করেন সর্বকণ ॥ পুষ্প আদি দিয়া পূজা করে নিরন্তর । সন্তুষ্ট হইয়া
শিব দেন তারে বর ॥ ত্রিঙ্গা যথা সৃষ্টিকর্ত্তা মম আচ্ছাবত । নির্মাণেতে
কর্ত্তা ভূমি হবে সেই মত ॥ সর্ব কর্ম্ম পারকতা তোমাতে হইবে । সকলের
মনোনীত নির্মাণ করিবে ॥ রজত কাঞ্চন মণি মুক্তাদি প্রবাল । মণিগণ
আদি করি যে সকল ভাল ॥ নির্মাণ করিতে যাহা মানস করিবে । সে
সকলে পারকতা অবশ্য হইবে ॥ ভবিষ্যতি আর এক কহি তব স্থানে ।
কাশীপুরে নিবোধাস ভোগ অবসানে ॥ মন্দিরেতে গিয়া আমি পুনঃ কাশী
আসি । সেইকালে মন্দির নির্মাণে বারাগনী ॥ তোমার নির্মিত সেই হই-
বে সুন্দর । উমাগহ মম বাস হবে নিরন্তর ॥ তৎকালেতে বিশ্বকর্মা নির্মাণ
পাইবে । স্বশরীরে শিবলিঙ্গে প্রবেশ করিবে ॥ তোমার স্থাপিত লিঙ্গ
যেবাজনে পূজে । সর্বকর্ম্ম ক্ষম হইয়া স্নিগ্ধে যমরাজে ॥ অস্ত্রে তার মুক্তি
লাভ হইবে সত্ত্বর । ষষ্ঠাশীতি অধ্যায়ো নাম হৈল মুনিবর ॥

—৪৪—

অথ দক্ষযজ্ঞ ও দক্ষেশ্বরোপাখ্যান ।

ত্রিপদী । অগস্ত্য কহেন পুনঃ, পার্শ্বভী নন্দন শুন, কাশীর সাহাজ
চমৎকার । শুনিলে না যায় ক্ষোভ, অধিক বাড়য়ে লোভ, বিশেষ শুনিব
প্রভু আর । প্রণব কৈশ্বর আদি, দ্বাদশ লিঙ্গ সমাধি, শুনিলাম অপূর্ণ
কথন । দক্ষেশ্বর চতুর্দশ, শিবলিঙ্গ যে প্রকাশ, বিস্তারিত কহ বিবরণ ॥
আর এক নিবেদন, শুন প্রভু ষড়ানন, দক্ষরাজ নিন্দা করি হরে । শিব-
নিন্দা করে যেই, কাশীপুরী আমি সেই, লিঙ্গস্থাপ্য করে কি প্রকারে ॥

কহ কহে তপোধন, করি শুন নিবেদন, দক্ষ প্রজাপতির প্রসঙ্গ। শুন মুনি
ভুমি ধন্য, পরেতে কহিব অন্য, প্রাচুর্য্য চতুর্দশ লিঙ্গ ॥ এক দিন নারা-
য়ণ, সঙ্গে করি পদ্মাসন, ইন্দ্র আদি যত দেবচয়। একত্রে সকলে চলে,
মহা রক্ষ কুতূহলে, কৈলাসোতে গমন করয় ॥ হর গৌরী দৃষ্টি করি, প্রণাম
করিল হরি, ব্রহ্মা আদি পবে প্রণমিল। দেবতা সকলে হেরি, উঠিলেন
ত্রিপুরারী, ব্রহ্মা বিষ্ণু হস্তেতে ধরিল ॥ অতি সমাদর ভাব, বসাইল। কী-
র্তিবাদ, ইন্দ্র আদি দেবে আশ্বাসিয়া। সকলে সন্তোষ মনে, মহেশ্বরের সম্মি-
ধানে, ক্রমে ক্রমে বসিল আশিয়া ॥ মহাদেব বলে পরে, নারায়ণ সর্ব্বত্রে
ভুমি মুক্তি করিহ পালন। তাহার কুশল নহ, গোলোকের বার্তা কহ, কি
মতে আছেন সর্ব্বকম ॥ পরে কহে নারায়ণ, শুন দেব পঞ্চানন, কুশল
যে তব রূপাধন। তদপরে ত্রিলোচনে, কহিলেন। পদ্মাসনে, কহ ভুমি
আপন মঙ্গল ॥ ভুমি আছ দৃষ্টিকর্তা, বিশেষতঃ বেদবেতা, তাহে বিশ্ব
আছে উপাশ্রয়। শুনিয়া চতুরানন, করযোড় করি কন, বিশ্ব নাহি আছে
কর্তৃচিৎ ॥ জ্ঞান তন্য দেবগণে, আশ্বাসিল ত্রিলোচনে, সর্ব্বদেবে সন্তোষ
করেন। নানাবিধি মিষ্ট ভাবে, কথোপকথনে শেষে, বিষ্ণু আদি বিদ্যার
হলেন ॥ পঞ্চমধ্যে দক্ষপতি, জ্ঞানী হৈয়া অতি, ননোমধ্যে বিচার
করয়। জামাতা যে মহেশ্বরে, কিছু না জিজ্ঞাসা করে, দেব মধ্যে অপমান
হয় ॥ জানি তার নহি অন্য, অস্তর স্তব্ধতে গণ্য, আশাকে সন্তোষ নাহি করে
কিবা দিব দোষ তারে, না বুঝিয়া আপনাতে, কন্যা মান করেছি কুবরে ॥
বাস যার অশ্রমোতে, চিত্তান্তর শরীরেতে, বুঝে যার হয় আরোহণ। কণী
ভুষা হাড়মাল, তিক্ষা মাগে সদাকাল, নানা স্থানে করেন ভ্রমণ ॥ সহজে
পাগল শিনে, মোর মান কি জানিবে, দেব মধ্যে কেবা গণ্য করে। যথো-
চিত্ত ফল দিব, তবে ছুঃখ নিরারিব, ভাবি দক্ষ চলে নিজ ঘরে ॥ ভাবে
দক্ষ প্রজাপতি, দেখিবে কি করি গতি, স্থির যে করিল মনে মন। যজ্ঞ
এক আরম্ভিব, শিবে নাহি নিমন্ত্রিব, অপমান পাবে ত্রিলোচন ॥ দক্ষপতি
তুষ্ট মনে, বিশ্বকর্মে ডাকি আনে, যজ্ঞ স্থান আরম্ভ করিল। স্বর্গের ঐক্য
হয়, মরুত মণিময়, নানারঙ্গে নির্ম্মিত হইল ॥ রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর, ধ্বজা
ভাতে ধরেধর, নানাবিধ পতাকা উড়িছে। নীলশ্বেত রক্তবর্ণ তাহাতে
জড়িত স্বর্ণ, সর্ব্বদিগ আন্দোলিত হৈয়াছে ॥ তদপরে দক্ষপতি, যজ্ঞ আর-
ম্ভিল অতি, নারায়ণে অগ্রে আনাইল। ব্রহ্মা আদি যত দেবে, মুনি ঋষি-
গণ সবে, যাচকাদি নিমন্ত্রণ কৈল ॥ স্বর্গ-মর্ত্য পাতালেতে, নিমন্ত্রণ হ'ব

চিন্তে, শিব ঘিমা সকলে করিল। দেবতা সকলে যান, যজ্ঞেতে বরণ পাশ্চ
চমৎকৃত যজ্ঞ আরম্ভিল ॥ যতক দক্ষের কন্যা, কপে গুণে অতি ধন্য,
দক্ষপতি সাদরে আনয়। জামাতা সকলে আসি, দিল সব পারিতোষী,
মণি মুক্তা রত্নাদি যোগায় ॥ দক্ষের জামাতাগণ, সকলেতে হর্ষ মন, তার
মধ্যে চল্লর বাছল। কপের গৌরব বড়, মান্যমান অতি দৃঢ়, উপমাতে
কেহ নহে তুল্য ॥ সর্বদেব আগমন, মুনি ঋষি সর্বজন, চতুর্দিকে বেদ-
ধ্বনি তান্ন। যজ্ঞ স্থানে নিকূপণ, যার হয় যে আসন, বসিলেন আসিয়া
তথায় ॥ কেবল ঈশানকোণে, শূন্য আছে সেই স্থানে, শিবের আসন
তথা হয়। পরেতে দধিচি ঋষি, দক্ষযজ্ঞে হর্ষে আসি, সর্বস্থান নর্শন করিল
দেখে সর্ব দেবগণ, করিয়াছে নিমন্ত্রণ, বিনে শিব আসি সকলেতে। কু-
পিত দধিচি মুনি, দক্ষ প্রতি কহে বাণী, বড় যজ্ঞ কর মহামতে ॥ দেখি-
রাছি যজ্ঞ বহু, হেন নাহি দেখি কিছু, নাহি হয় না হইবে আর। যজ্ঞ স্থান
শোভা অতি, কি কহিব মহামতি, দেখিয়া হৈয়াছে চমৎকার ॥ যজ্ঞেশ্বর
নারায়ণ, যে যজ্ঞেতে আগমন, তব ভাগ্যোদয়ে ইহা জন্মে। যজ্ঞ কথা
কিবা কব, আগোদিত সর্বদেব, প্রবর্ত্ত আছেন সর্ব কর্যে ॥ বেদধ্বনি
চতুর্দিকে, করিতেছে ঋষিভাগে, ব্রহ্মা করে বেদ অব্যয়ন। অগ্নি
প্রজ্বলিত হয়, যত ঢালে অতিশয়, হস্তীগুণ্ড করিয়া প্রমাণ ॥ যজ্ঞ
দেবগণ, সতত আনন্দ মন, আপন বিভাগ সব লয়। কিন্তু এক চমৎকার
শুন দক্ষ কহি সার, ঈশ্বর বিহীন যজ্ঞ হয় ॥ যে যজ্ঞেতে ত্রিসোচন, নাহি
করে আগমন, যজ্ঞ ফল নাহি হয় পরে। তুমি দক্ষ প্রজাপতি, সর্ব কর্যে
শুদ্ধ মতি, হেন বুদ্ধি কে দিল তোমারে ॥ এই বাক্য দক্ষ শুন, কোপচিত্ত
কহে বাণী, বুদ্ধিলোপ হইল তোমার। চিতাত্ম্য মাখে আসে, ক্রূত প্রেত
সদা সঙ্গে, শিব হয় পাগলের সার ॥ তার আসা এ যজ্ঞেতে, যোগ্য নহে
কোনমতে, ইহাতে তোমার কিবা ক্ষতি। ঋষি শিবনিম্মা শুন, গম্বল
করেন মুনি, ক্ষণেক না রহে মহামতি ॥ দুর্কাসা কুপিত মন, চলিলেন
ততক্ষণ, সঙ্গে করি যত শিষাগণ। শিবভক্ত যত ছিল, সকলেতে চলিয়া
গেল, ব্রহ্মা গেল আপন জুবন ॥ যজ্ঞভঙ্গ উপস্থিত, দেখি দক্ষ বিপরীত, মান-
ষিক অনুভব করে। ব্রহ্মা যতক ছিল, গমনে উদ্যত হৈল, ধনে তুঘিলেক
অনেকেরে ॥ বহু মুনি গতি কৈল, কেহ কেহ তথা রৈল, ছিদ্র রহে ধনের
লোভেতে। যজ্ঞেতে নারদ ছিল, কৈলাশেতে গতি কৈল, কৃষ্ণগুণ বীণায়
গাইতে ॥ কাশীখণ্ডমৃত সার, পান করে অনিবার, এই আসি করি

নিবেদন । অবশ্যে কলুষ হইবে, কাশী প্রাপ্ত হইয়া পাবে, সন্তোষীতি অধ্যা-
নমাপণ ॥

অথ সতীর দক্ষালয়ে গমন ।

ত্রিপদী । মহাদেব ঠেকাশেষে, সতী সক্ষে হর্ষ চিত্তে, পাশাক্রীড়া
করেন কুতূহলে । তথা গিয়া তপোবন, প্রগিয়া পঞ্চ নন, কুতাজলি করি
মুনি বলে । নারদ দেবীয়া হব, করিলেন সমাদার, বনিবাবে দিনেন আসন
কুশলে আছহ মুনি, সুমঙ্গল বার্তা শুনি, কহ মুনি গমন কারণ ॥ কহে
মুনি তপোধন, শুন প্রভো নিবেদন, সদা আসি কৃষ্ণপুণ গানে ॥ নারদ
বলেন প্রভু, হেন নাচি শুন তবু, দক্ষযজ্ঞ হয় তব বিনে ॥ বড় যজ্ঞ আর-
স্তি, সব দেব নিমন্ত্রিত, যজ্ঞভাগ লয় হর্ষ চিত্ত । দক্ষ কন্যা যত ছিল,
দক্ষপতি যজ্ঞে মিল, দেখিলাম সব আনন্দিত ॥ চন্দ্রাদি জানাতা দেখি,
দক্ষপতি অতি সুখী, দিল সব নানা আভরণ । সর্বদেব পূজা করে, নানা-
বিধ উপহারে, কত জাব কহিব কখন ॥ আমি গিয়াছি তথা পাইলাম
মন বধা, শিবনিন্দা অনেক করিল । শিব নিন্দা ত্রক্ষা শুনি, বিপরীত
চিত্তে শুনি, অহমেন্তে সন্ধরে চলিল ॥ চূর্যাসা দধিচি মুনি, শিবভক্ত
শিরোমণি, আর যত ছিল মুনিবর । যজ্ঞ স্থান ত্যাগ করি, গেল কহে নিজ-
পুরী, তব যজ্ঞ হয় নিরস্তর ! যজ্ঞ কথা শুনি সতী, হইলেন হর্ষমতি, পিতৃ
যজ্ঞ চমৎকৃত হয় ! কিন্তু মনে অভিমান, না করিল নিমন্ত্রণ, মনে অতি
ক্রোধ উপলব্ধ । তাহা করি সম্বরণ, স্থির করিলেন মন, পিতা মৌর দক্ষ
প্রজাপতি । যজ্ঞের যে আয়োজনে, পিতা বিশ্বরিল মনে, একারণে হইল
অনীতি ॥ হর্ষ মন হৈয়া সতী, কন কথা শিব প্রতি, পিতা স্থানে করহ
বিদার । কি রূপেতে যজ্ঞ করে, দেগিব পিতার ঘরে, বিলম্বের নাহিক
সময় ॥ শিব কহে বরাননে, না করিল নিমন্ত্রণে, তথা গেলে মান কি
থাকিবে । তথা যাত্রা অনুচিত, ঘটবেক বিপরীত, সতী বলে অবশ্যা
যাইবে ॥ পর্ত্ত শিখবানী, নাহি মম প্রতিবানী গোমন্তে সিন্দুর দিতে
কহে । নিজ গৃহে নিরস্তর, যাত্রা নাহি কার ঘর, ব্যস্ত বৃষ দেখি সদা
ইহ ॥ সতী অতি ক্রুদ্ধ মন, দেখি দেব ত্রিলোচন, অন্তরেতে ভাবিতে
লাগিল । শিব কহে শুন সতী, প্রমাদ হইবে অতি, বক্ত মত প্রবোধ যে
দিল ॥ অদ্য দিন ভাল নহে, পূর্বদিগে শনি রহে, নক্ষত্রেতে কোষ্ঠী আজি

হয়। সপ্তদশ যোগময়, নবমী তিথিতে হয়, পূর্বে গোল প্রাণের সংস্কার।
 যদি ভূমি যাত্রা কর, পুং না আসিবে ঘর, অতএব যাত্রা মত নয়। সতী
 কহে শুন ভব, পিতার গৃহেতে যাব, ইথে কিবা ভালমন্দ হয়॥ ভালমন্দ
 কলোদয়, সকল কপালে হয়, অনুমতি কর পশুপতি। আমার বচন
 শুন, করি এই নিবেদন, পিতৃযজ্ঞে যাব শীত্রগতি॥ বুঝি শিব সতী রীত,
 চিন্তিলেন বিপরীত, সতী ত্যাগ হইবে নিশ্চয়। হয় রহে মৌনভাবে, সতী
 প্রণমিয়া তবে, দক্ষগৃহে গমন কায়॥ এই স্থানে মতান্তরে, বিদ্বদ্বন করি
 হরে, দক্ষমহাবিদ্যা হন সতী। কাশীখণ্ডামৃত এই, তাহার বিস্তার কই,
 পিতা যজ্ঞে গেল ভগবতী॥ যজ্ঞস্থানে দক্ষপতি, তথ্যে গেলেন সতী,
 প্রণমিল পিতার চরণে। শিবস্থান দেখি শূন্য, নাহি হয় শিব মান্য,
 বিপরীত ভাবিলেন মনে॥ ক্রোধেতে কম্পিত হয়, প্রজ্বলিত অগ্নিচয়;
 সম্মুখিয়া পিতাকে বলিল। শুন পিতা নিবেদন, একি দেখি হকারণ;
 বুঝি তব মতি শূন্য হৈল॥ শিবের পূজন বিনে, যজ্ঞ কব অকারণে, বিশেষ-
 যতঃ নহে নিমন্ত্রণ। সম্পদে হইলে মত্ত, বিস্মরিলে ধর্ম তত্ত্ব, তোমাকে
 বিধাতা বিদ্বদ্বন॥ সতী দেখি দক্ষ বলে, দাণ্ডাইরা খল্লখলে, বড় ছুঃখ
 পাইয়াছ ভূমি। বিধাতার মনে যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, বল সতী কি
 করিব আমি॥ সকল কপালে করে, ভিক্ষুকের ছিল ঘরে, তোমার
 ছুঃখেতে ছুঃখী মন। বিবাহ দিয়াছি যারে, পাগল বলয়ে তার, কপা-
 লেতে যে ছিল লিখন॥ আরোহণ ব্রহ্মোপরি, শিক্ষা যে উম্মুর ধরি,
 তক্ষ যার ধৃত্যুর কল। সম্মুখিতে অভিলষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস, মণি
 হার মালার কুণ্ডল॥ গলেতে হাড়ের মাল, পরিধান ব্যাঘ্রছাল, চিত্তাত্ম
 মাখে সদা অঙ্গ। শাশানে যাহার পান, কেবা করে তার মান, ভূত
 প্রেত সদা আছে সঙ্গে॥ শুনহ আমার বাণী, যদি যজ্ঞ শিব আনি,
 যজ্ঞনাশ অবশ্য হইব। দেখিয়া শিবের রীত, সব দেব হবে ভীত, তারে
 যজ্ঞে আনি কি করিব॥ সতী বলে শুন পিতা, শিব সর্ব কলদাতা,
 তাঁর নিন্দা না হয় উচিত। কিছু নহে শিব বিনে, যজ্ঞ হয় কোন দিনে,
 এই উক্ত বেদের বিহিত॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু যত দেব, সকলের আদি শিব, তাঁর
 নিন্দা করা নহে ভাল। শুন দক্ষ প্রজাপতি, স্থির নাহি হয় মতি, ক্রোধ
 হৈল যেন পূর্ণকাল॥ দেবতার সম্মুখানে, দক্ষ নাহি কিছু মানে, শিবনিন্দা
 অধিক করিল। সতী শুন শিবনিন্দে, ক্রোধে যেন শেল বিস্ফে, মনোমধ্যে
 চিন্তিতে লাগিল॥ শিবনিন্দা যেবা করে, অবশ্য শাসন তারে, আমি

ডাকে হইল বজ্রিত । পাতক যে অতিশয়, শঙ্কট উভয় হয়, প্রাণভাগ
এই প্রারম্ভিক ॥ শিবনিম্মা করে পিতা, সেহ হন অঙ্গদাতা, ডাকে আমি
কি করিতে পারি । পিতা হৈতে যে শরীর, রাখা নহে এই স্থিত, পতিনিম্মা
না শুনিবে মারী ॥ শ্বর করিলেন মনে, চিন্তি দেব ত্রিলোচনে, এ শরীর
কছু না রাখিব । যজ্ঞস্থানে বসি মতী, মনঃশ্বর শিবপ্রতি, অস্তুরে ভাবেন
সদাশিব । শিবরূপ অগ্নিআলি, সর্কাজে নিলেন ঢালি, নিজ দহ সমাধি
করিল । জাছতি করিল অঙ্গ, নাহি হয় জ্ঞাতঙ্গ, মহামায়ী শরীর তাজিল ॥
কার রক্ষা নাহি আর, সবে করে হাহাকার, সর্বজন হইল কম্পিত । দে-
বিয়া দেবতা গণ, ভয়েতে কম্পিত হন, অকস্মাৎ একি উপস্থিত ॥ মঙ্গল
হাফিয়া যায়, অমঙ্গল কত হয়, নাহি হয় তাহার বর্ণন । বিনা মেঘে
বজ্রঘাত, মল হন উল্কাপাত, অকস্মাৎ রক্ত যে বর্ষণ ॥ শুকনি গৃধিনী
উড়ে, যজ্ঞস্থানে আসি পড়ে, শিবাগণ করে মহারব । মহাবাত ঘোরতর,
বহিতেচে নিরন্তর, অতি অমঙ্গল ঘটে সব ॥ প্রলয়ের কাল যেন, উপস্থিত
হৈল হেন, সর্বদেব প্রমাদ ভাবিল । দেবিয়া নারদ মুনি, চিন্তে বিপরীত
আনি, অতি শীঘ্র কৈলাসে চলিল ॥ অষ্টমশীতি অব্যায়, দয়াশু হইল
আয়, প্রমঙ্গ যে অতি মনোহর । দক্ষযজ্ঞ হৈল ভঙ্গ, মতী তাজে নিজ অঙ্গ,
অবশেষে শুনহ সত্তর ॥

—২৩৪—

অথ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস ।

১১ ত্রিপদী । কৈলাসে নারদ আসি, মন্দির নিকটে বসি, মতী বার্তা
ক্রমে ক্রমে কর । শুনি মন্মথি বিবরণ, অতিশয় দুঃখমন, কাতরিতে রোদন
করয় ॥ কাঙ্গে নন্দী জুগ পড়ি, জননী গেলেন ছাড়ি, নানামত করি
বিলাপন । অগ্নেক হয় মুচ্ছিত, একি হৈল বিপরীত, শোকসিন্ধু উথলে
কখন ॥ শিব দেখি নারদেরে, কুশল জিজ্ঞাসা করে, মুনি বলে করি নিবে-
দন । ভব মায়ী পঞ্চানন, শরীরাদি অকারণ, বারবার অনেক ভ্রমণ ॥
শরীর তাজিলে শোক, নাহি কবে সাধুলোক, এই জ্ঞান সর্ব জ্যেষ্ঠ হয় ।
দকল ঈশ্বর তুমি, আমি অস্ত অস্তুর্যাসি, সকল জ্ঞানহ দয়াময় ॥ দক্ষযজ্ঞে
পেঙ্গে মতী, তোমা নিম্নে দক্ষপতি, শুনি নিম্মা তাজিলেন প্রাণ । যোগ
অগ্নি আলি তথা, প্রযলিত হয় তথা, ডাতে অঙ্গ করিল দহন ॥ এই বাক্য
শিব শুনি, কি কহ নারদ মুনি, প্রাণ ভাগ করিলেন মতী । নারদ বিম্বঙ্গ

হয়, ভয়ে বাক্য নাহি কয়, কাতর হইল শিব অতি ॥ ক্রোধে কিছু নাহি বলে, চক্ষু রক্তবর্ণ হলে, ক্রোধানল প্রজ্বলিত হৈল । তাতে জন্মে এক রক্ত তার নাম বীরভদ্র, শিবের সম্মুখে দাড়াইল ॥ অঙ্গ তার বিপরীত, দেখি সবে চমকিত, ত্রিশূল দক্ষিণ করে ধরে । শমন দেখিয়া তারে, কম্পমান হয় ডরে, শিবপ্রতি নিবেদন করে ॥ কহ দেখ পঞ্চাননে, কি করিব এইক্ষণে, করি আমি আজ্ঞাকর মোরে । তব আজ্ঞা যদি পাই, সমুদ্র গঙুয়ে খাই, কহ স্বর্গ আনি মর্ত্যপুরে ॥ চন্দ্র সূর্য্য আমি ধরি, কিম্বা যে পাতাল পুরী, উনটিয়া পৃথী করি তল । কিম্বা যে সুমেরু, ধরি, হস্তে তাহা চূর্ণ করি, যে কর্ম উচিত হয় বল ॥ শিব কহে দক্ষযাগে, সর্বদেব ভাগে, আমা ছাড়া লইয়াছে পূজা । নাহি হিংস দেবতারে, কি দোষ তাহার করে, অপরাধ করে দক্ষরাজা ॥ হর কহে দক্ষঅঙ্গ নিমিষে করহ ভঙ্গ, ইথে যদি কেহ বুদ্ধ করে । সমুচিত ফল দিবে, ইথে না অন্যথা হবে, সমুচিত করিবে তাহারে ॥ বীরভদ্র বলে বার্তা, আপনে যে সর্বকর্তা, তোমার রূপান্তে সব হয় । বীরভদ্র তার পরে, প্রদক্ষিণ করে হরে, বারে বারে প্রণাম করয় ॥ চলিলেন বীরভদ্র, কোপে যেন মহারক্ত, দক্ষ যজ্ঞ করিল গমন । চলে বীর করি দক্ষ, পদতরে ভূমিকম্প, বায়ুকির হইল কম্পন ॥ আপনার অঙ্গজাত, সৈন্য টংগ শত শত, অগ্রে তারা করিল গমন । মহাঘোরতর রবে, প্রমাদ গণিল সবে, জানেতে কম্পিত দেবগণ । নন্দী ভূঙ্গী ভূত সঙ্গে, অগ্রে সব চলে রঙ্গে, তথায় হইল উপস্থিত । যথা নানা উপহারে, দেবগণে যজ্ঞ করে, অগ্নিমধ্যে দিতেছে আছতি ॥ হেনকালে শিবগণ, তথা দিলদ রশন, দেখি সব কম্পিত হৃদয় । বীরভদ্র না যাইতে, যজ্ঞ ভঙ্গ করে ভূতে, ছিন্ন ভিন্ন সকল করয় ॥ নানামূর্তি শিবগণ, কহ হয় ষড়ানন, সপ্তমুখ দশমুখ আর । ছুই তিন একপদ, সদাই অগ্রিয়-যদ, পঞ্চহস্ত দশ হস্ত কার ॥ বিকট দশন তার, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার, দীর্ঘজটা মস্তক উপরে । দেখি সব দেবগণ, আর পুরবাসী জন, কম্পিত হইল সবে ডরে ॥ যজ্ঞ স্থানে ছিল করী, বিপরীত মূর্তিধরি, তাহার শুণ্ডেতে কহ ধরে । শুণ্ডেধরি দিল পাক, যথা কুণ্ডকার ঢাক, ঘুরাইয়া ফেলি শূন্যপরে ॥ দক্ষের রক্তক যারা, জালিত হইল তারা, চিত্রমূর্তি হৈয়া যেন থাকে । যেই পালাইয়া যায়, ক্ষতগিলা ধরে তার, পদে ধরি স্নেহ ঘন পাকে ॥ দেব মুনিঋষি গণ, দেখি হতবুদ্ধি হন, যজ্ঞ ত্যাগি পালাইয়া যায়

দীর্ঘ জটা করি ধরে, বুকে বজ্র কীল মারে, মরি মরি শব্দ যে করয় ॥
 অতি বুদ্ধ মুনিগণে, কিছু পাব করি মনে, আসিছিল দক্ষের ভুবনে ।
 শেবে দেখি বিপরীত, হৈল সবে চমকিত, পালাইয়া যায় নিজ স্থানে ॥
 এলেন জটোর ভার, এলাইয়া পড়ে কার, আরো তাহে অতিশয় দাড়ি ।
 পাছু পানে নরক্ষীতে, কণ্টক লাগিল তাতে, প্রাণগণে টানটানি পাড়ি ॥
 দেখি দক্ষ প্রজাপতি, ত্রাসেতে কম্পিত অতি, লুকাইয়া রহে একপাশে
 যত ছিল দেবগণে, বিপরীত ভাবি মনে, কেহ কেহ পলাইল ত্রাসে ॥
 ধরিয়া যে ভুতগণ, কারে করে বিড়ম্বন, চাপড়েতে কার দন্ত ভাঙ্গে । অতি
 নানা ভাঙ্গে কার, সবে করে হাহাকার, ভুতে নৃত্য করে মহারঞ্জে ॥
 পুরবাসী কোনজনে, ভুত সব ক্রোধমনে, পদে ধরি শূন্যমার্গে কেলে ।
 কার হস্ত ভঙ্গ করে, কারে পদাঘাত করে, কার চক্ষু নষ্ট দিয়া খোলে ॥
 বীরভদ্র তদপরে, বজ্রহলে আসি ধরে, সূর্য্য দন্ত ভাঙ্গিলেক বীর । অধি
 জিজ্ঞাসা হ্রিণ্ডি কেনে, স্ববিগণ ধরি গলে, যজ্ঞ যত করেন বাহির ॥ মার মার
 বলে সবে, কিসে প্রাণ রক্ষা পাবে, দিবে দিবে বেগে সবে যায় । ধর ধর
 বলে গণে, পিছে পিছে ধাবমান, বলে প্রাণ রক্ষ মহাশয় ॥ বীরভদ্র
 অতিরক্ত, সজ্জহাম দেখি ভক্ত, অন্তঃপুরে প্রবেশ করয় । হেনকালে নারায়ণ
 আসি অগ্রসার হন, বিশ্বতর মূর্ত্তি বিপজ্জয় ॥ বীরভদ্র দেখি ক্রুদ্ধ, চিহ্নেতে
 হইল ক্রুদ্ধ, ঘোরতর যুদ্ধ যে করিল । পরাভব হৈয়া হরি, গেলেন বৈকুণ্ঠ-
 পুরী, বীরভদ্র দক্ষকে দেখিল ॥ শিব নিন্দা করেছিল, দক্ষ মুগ্ধ ছেদ কৈল,
 বীরভদ্র অতি ক্রোধ মন । ব্রহ্মা দেখে চমৎকার, কার রক্ষা নাহি আর,
 কৈলাসেতে করিল গমন ॥ প্রণাম করিয়া হরে, সব নিবেদন করে, দক্ষ-
 যজ্ঞ ভঙ্গ বিবরণ ॥ মহাবীর বীরভদ্র, কোপে অলে মহারক্ত, দেখি হন
 শরীর কম্পন । বীরভদ্র অবহেলে, দক্ষেরে ধরিয়া চুলে, হস্তে কৈল
 সন্তক ছেদন । আর আর যত গণ, দেবঋষি বিড়ম্বন, কতবা করিব নিবেদন
 সিংহ প্রায় হস্তী ধরি, গণ্ড গুণ্ড নষ্ট করি, সেইমত অনেক সংহার ।
 বীরভদ্র অতি কোপ, বুঝি করে সৃষ্টি লোপ, দেব রক্ষা কর মহেশ্বর ॥
 দক্ষপতি যে করিল, যথোচিত দণ্ড হৈল, অপেক্ষা তাহার কিছু নাই ।
 ভূমি কৰ্ম্ম ভূমি কৰ্ম্ম, ভূমি কৰ্ম্মকল বেত্তা, ভব ভিন্ন নহেত গোলাগ্রিও ॥
 করণ কারণ ভূমি, বিশেষ কি কব আমি, সৃষ্টিলোপ হন রক্ষা কর । শিব
 আশুতোষ হন, ক্রোধ করি সঙ্করণ, ব্রহ্মার সঙ্কেতে গেল হর ॥ রুষপরী
 আরোহণ, করি প্রভু পঞ্চানন, উপনীত দক্ষের পুরেতে । বীরভদ্র দেখি

চর, গাফাতে হৈল দম্বর, প্রগতি করিল করণেতে ॥ বীরভদ্রে শূলপাণি,
 তুফ হৈয়া বলে বাণী, সৈন্যগণ কর নিবারণ । অবশেষ নাহি আর, উচিত
 হৈয়াছে তার, ইথে তুফ হৈল মম মন ॥ তদন্তরে সতীমাতা, অতিশয়
 মনবাথা, অন্তঃপুরে করিছে কন্দন । শুনিয়া আইল হর, গমন কৈল সঙ্কর,
 যথা আছে দেব ত্রিলোচন ॥ শত্রু দেখি মহেশ্বর, অতিশয় লাজাকর,
 অধোমুখে রহে শূলপাণি ॥ প্রমত্তি বলেন শিব, আমি স্তব কি করিব,
 নারীজাতি কিছু নাহি জানি ॥ বিধু যিফু আদি করি, তুমি সব ত্রিপুরারী,
 তোমার মহিমা কেবা জানে । অহঙ্কার বুদ্ধি মন, তুমি সব ত্রিলোচন,
 মম স্বামী রক্ষাকর প্রাণে ॥ স্বামী তব নিন্দা কৈল, যথেষ্ট কল হৈল,
 রক্ষা এবে করহ শঙ্কর । শুনিয়া প্রমত্তি স্তব, সব ক্ষমা দিল তব, দক্ষ দেহ
 আনিল সঙ্কর ॥ দেখি তাকে মহারুদ্ধে, আজ্ঞা করে বীরভদ্রে, ছাগমুণ্ড
 করহ অর্পণ । ইজিতে বুকিয়া কথা, ছাগমুণ্ড আনে তথা, দক্ষকন্দে করিল
 ষোড়শ । প্রাণদান পাইল দক্ষ, তদপরে নিকপাক্ষ, বীরভদ্রে কহেন বচন
 দক্ষপুত্রী ছিল যথা, তুমি করি দেহ তথা, ইথে নাহি কর অন্যমন ॥ শঙ্ক-
 রের আজ্ঞামাত্র, সকল যে বীরভদ্র, আজ্ঞা অনুমারে করে সব । দক্ষ পায়
 প্রাণদান, মনে ভাবি অপমান, শিব করে বহুবিধ স্তন ॥ তুমি অগন্তের
 পতি, তোমা বিনে নাহি গতি, তুমি প্রভো সকল কারণ । যাহা বলাইল
 তুমি, তাহাই বলিলু আমি, অপরাধ করহ মোচন ॥ দক্ষপতি স্তব শুনি,
 ব্রহ্মাকে কহেন বাণী, কাশীপুরে যাইতে যে বন । শিব আজ্ঞা ব্রহ্মা শুনি,
 দক্ষকে কহেন বাণী, কাশীতে যাইতে আজ্ঞা হৈল ॥ তথা গেলে হবে বৃত্ত, এই
 যে শিবের উক্ত, অনারাসে পাইবে নির্কণ । দক্ষপতি ব্রহ্মাবাক্য, চিন্তিতে
 করিয়া ঐক্য, কাশী পুরে করিল প্রস্থান ॥ এথা শিব সতী বিনে, চিন্তিতেন
 এই মনে, গৃহস্থ সন্যাসী ভার্যা বিনে । এই ভাবিলেন হর, যোগ করি
 অতঃপর, তবে হবে মানস পুরণে ॥ হউল আকাশবাণী, হিমালয় নন্দিনী,
 সতীদেবী হইবে পার্শ্বতী । এই বাক্য শুনি তবে, তপস্যা করেন ভদ্রে,
 পার্শ্বত গুহার মধ্যে স্থিতি ॥ দক্ষপতি বিবরণ, যোবা শুনি শুদ্ধমন, সকল
 পাপে হবে সে মোচন । সুধাইতে আশ্বাদন, শুন তবে অনুক্ষণ, উন্নতৈব
 অধ্য সমাপন ॥

অথ মেনকার গন্ত্বে সতীর জন্ম ।

পর্যায় । অগস্ত্য কহেন শুন পার্শ্বতী-নন্দন । দক্ষপতি কি কারল কহ
বিবরণ ॥ কাৰ্ত্তিক কহেন কুন্তজ যে ঋষি । দক্ষপতি করিল তপস্যা কাশী
আসি ॥ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মহামতি । অচল চিত্তেতে আরাধিল
পশুপতি ॥ এইরূপে বহুকাল গত হৈয়া গেল । তথাপিহ শত্নু নাথে দয়া
না হইল ॥ হেথা শুন মেনকা গন্ত্বেতে ভগবতী । পৰ্ব্বতের কন্যা হয়ে
জন্মিলেন সতী ॥ কন্যানাম পার্শ্বতী রাখিল হিমালয় । দিনে দিনে যোগ-
মায়া তেজো বৃদ্ধি হয় ॥ তাঁহার কপের কথা কে করে বর্ণন । অতসী
পুষ্পের আভা হয় প্রকাশন ॥ মুখশ্রেণী কিবা শোভা অতি সুকোমল ।
কোটি চন্দ্র জিনি আভা করে ঝলমল ॥ পৃষ্ঠভাগে পড়ে কৃষ্ণবর্ণ কেশজাল
নবমেঘে হয় যেন বিচ্ছা উজ্জ্বল ॥ তাতে হিমালয় রাণী মানস হর্ষেতে ।
সিঁথিতে দিয়াছে হার অনেক রত্নেতে ॥ কপালে অঙ্গকা শোভা কুসুম
ভাবন । চন্দনের বিলু তাতে অতি সুশোভন ॥ জঘন ভঙ্গিমা কপ না
যায় কখনে । ভ্রমরের শ্রেণী যে আকর্ষণ পরিমাণে ॥ পদ্মের মণাল জিনি
হস্তের বলনি । অক্ষ শোভা নানামত কি কব কাহিনী ॥ পাদপদ্ম শোভা
সীমা নাহিক জগতে । পদেরজ সূর্য্য যেন প্রভাত কালেতে ॥ তছুপরি
নখচন্দ্র সত্তরে প্রকাশে । তমোগুণ লুপ্ত হৈয়া নখ মাঝে ভাসে ॥ তাতে
অক্ষরূপ আসি অতসীর বর্ণ । দ্বিগুণ মিলিত শক্তি সকলের মান্য ॥ প্র-
ভাতে উঠিয়া নিত্য মেনকা যে রাণী । শ্রীমুখেতে দেয় কীর সর যে নবনী
সাজাইল গোকুলেতে যশোদা যেমত । প্রভাহ মেনকা রাণী সাজান
তেনত ॥ কোনদিন চুড়া বান্ধি খড়া যে পরায় । গলাতে গুঞ্জের মালা
অতি শোভা পায় ॥ রত্নেদ ভূপুর জুই চরণেতে দেয় । সুগধুর শব্দে সব কর
যে বুড়ায় ॥ বিবাহ যোগ্য পার্শ্বতী দেখি হিমালয় । বিবাহ কাহাকে দিব
ভাবেন কায় ॥

—১০৪—

পার্শ্বতীর বিবাহ ।

পর্যায় । অন্যমত বিবাহেকে নারদ গমন । তাহার বিশেষ বহি শুন
সকলজন ॥ কত দিন পরেতে নারদ তপোধন । হিমালয় পৰ্ব্বতেতে করিল
গমন ॥ গিরীরাজ পাত্ত জঘা দিয়া বসাইল । স্তব স্তুতি করি অতি সমাদর

কৈল ॥ কন্যার বৃত্তান্ত সব কহে মুনিবরে । উপস্থিত মহামায়া জানিল
অন্তরে ॥ তজ্জাপি নারদ মুনি করিয়া ছেলন । আন দেখিতব কন্যা করিব
দর্শন ॥ অন্তর্ভাগী ভগবতী জানিয়া অন্তরে । গমন করিল অগ্রে পিতার
সম্বরে ॥ দেখিয়া নারদ মুনি সন্তোষ হইল । মানসেতে মুনিবর প্রণাম
করিল ॥ মানসিক স্তব বহু করে তপোধন । অস্ত্র মোর সিদ্ধি হইল যো-
গের সাধন ॥ তুমি ত্রিগুণ মাতা শুন গো জননী । ত্রিগুণ কপিণী তুমি
ত্রিগুণ ধারিণী ॥ বেদ অগোচর মাতা তোমার মহিমা । বিধি বিষ্ণু শিব
দিতে নাহি পারে সীমা ॥ এইমতে বহু স্তব করে তপোধন । কন্যার
বিবাহ কথা হিমালয় কন ॥ তদপরে নারদ কহেন গিরীরাজে । ব্রহ্মলোক
যাই আমি আসিব অব্যাজে ॥ যোগ্যবর স্থির আমি করিয়াছি মনে । কন্যা
উপযুক্ত বর হবে ত্রিলোচনে ॥ শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি হিমালয় হৈল ।
তথা হৈতে তপোধন ব্রহ্মলোকে গেল ॥ ব্রহ্মার নিকটে সব করে নিবেদন
শুনিয়া যে চতুর্মুখ হৈল কৃষ্ণমন ॥ দেবগণ সহ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠেতে গেল ।
বিবাহের বার্তা সব নারায়ণে কৈল ॥ মহা যোগে মহাদেব আছেন তৎপরে
উচিত যে হয় প্রভো কর গদাধর ॥ অন্য কার সাধ্য নহে যোগ ভঙ্গ করো
কিমতে বিবাহ হবে দেব মহেশ্বরে ॥ তদপরে নারায়ণ প্রব্রু করিয়া
যোগ ভঙ্গ করে কামদেব পাঠাইয়া ॥ তদন্তরে সর্বদেব সহ লক্ষ্মীপতি ।
হিমালয়ে শিব সহ গেল শীতগতি ॥ শুভক্ষণ দিন দেখি দিল বৃহস্পতি ।
কৃষ্ণচিহ্ন হইলেন পর্কতের পতি ॥ বিবাহের রাজে হয় ত্রীলোক আচার ।
আহুয়ে যেমত নীতি পূর্ব ব্যবহার ॥ সভাতে বসিল আমি সব দেবগণ ।
তার মধ্যে বরপাত্র আছে ত্রিলোচন ॥ সকলের প্রার্থ শিব হয় সর্বমতে ।
অস্ত্রের আভাতে প্রজ্বলিত রত্ন হৈতে ॥ চক্রে জিনিয়া মুখ মৃদু হাস
তায় । দেবতার মধ্যে শিব অতি শোভা পায় ॥ ত্রিলোচন ঢুল ঢুল যেন
পড়ে খসি । আকাশ হইতে যেন চন্দ্র জুমে আসি ॥ দেখি সব নারীগণ
অতি সুখী হৈল । ত্রী আচার মধ্যে মহাদেব অনাইল ॥ ত্রীগণ মধ্যেতে
শিব দাণ্ডাইয়া র ॥ আসিয়া মেনকারাণী বরণ করয় ॥ বরণের পাত্রের
ইশেরমূল ছিল । ইশেরমূলের গন্ধে সর্প পলাইল ॥ শিবের যে বায়ুচর্চ
সর্পে আঁটা ছিল । ইশেরমূলের গন্ধে সর্প যে খসিল ॥ উলঙ্গ হইল শিব
ত্রীগণ মধ্যেতে । হেনকালে ব্রহ্মা তথা হৈল উপনীতে ॥ পরাইল দিব্যবস্ত্র
হাসে দেবদেব । বস্ত্র পরাইল অস্ত্রে একি অসম্ভব ॥ ব্রহ্মা কহে সদানন্দ
শুন দম্যাময় । বিবাহের কালে বস্ত্র পরিধান হয় । তদপরে হিমালয় করি

কন্যাদান । সকল দেবতাগণে করিল সম্মান ॥ বরকন্যা পরেতে গেলেম
রাসঘরে । দেবগণ গেল সব যার যেই পুরে ॥ তদপরে মহাদেব গৌরীর
সহিত । গিরিরাজ গৃহে সদা রহে আনন্দিত ॥ এইমত বহুকাল গত হৈয়া
যায় । কথোপকথনে কথা উপস্থিত হয় ॥

—৩৪—

অথ হর পার্বতীর কাশী যাত্রা ।

পয়ার । একদিন কৌতুকে আছেন নারীগণ । হেনকালে মেনকা
যে পার্বতীকে কন ॥ গৌরী তব স্বশুর আলয় কোথা হয় । বিশেষ জানিয়া
ভুমি কহিবে নিশ্চয় ॥ মাতা স্থানে হেন বাক্য শুনিয়া পার্বতী । মনোমধ্যে
খেদ করি কহে শিবপ্রতি ॥ পিতৃগৃহে কন্যা যদি বহু দিন থাকে । ক্রমে
ক্রমে অপমান পায় অবশ্যকে ॥ জামাতার উচিত না হয় সর্বক্ষণ । স্বশুর
গৃহেতে বাস নিন্দার কারণ ॥ পার্বতীর হেন কথা শুনিয়া শঙ্কর । কাশী-
পুরে আনিলেন শীঘ্রগতি হর ॥ গৌরী সঙ্গে সদানন্দে আনন্দিত মন ।
কুতূহলে আনিলেন আনন্দ কানন ॥ কাশীপুরী দেখি হরষিত মহামায়া ।
আনন্দের সীমা নাই কাশীপুরে গিয়া ॥ প্রতিদিন ভ্রমণ করেন দুইজন ॥
মহামন্দে আনন্দ কাননে সর্বক্ষণ ॥ পিতার আলয় গৌরী বিস্মরণ হৈল ।
ত্রিপুরারী সঙ্গে সদা আমোদে রহিল ॥

—৩৫—

অথ দক্ষ প্রতি বরদান ।

পয়ার । কাশীতে ভূপত্যা করে দক্ষ মহাশয় । শিব কুপা নহে এক-
মুগ গত হয় ॥ শীর্ণকার দক্ষমায় স্থির চিত্তে ময় । দেখি গৌরী মহাদেবে
জিজ্ঞাসা করয় ॥ মোরত্তর ধ্যান করে দেখি প্রশংসয় । শিব বলে তব
পিতা দক্ষপতি হয় ॥ এই বাক্য শুনি উমা শঙ্করে কহিল । কুপাকর
দক্ষরাজে ভবানী বলিল ॥ তদপরে মহাদেব প্রসন্ন বদনে । বর লহ দক্ষ-
পতি বলে পঞ্চাননে ॥ সমাধি ভাঙ্গিয়া দক্ষ দেখেন শঙ্কর । বহুবিধ স্তব
দক্ষ করেন সত্বর ॥ অন্য বর নাহি চাহি শুন কুপাময় । সর্ব অপরাধ ক্ষমা
কর দয়াময় ॥ দক্ষের করণা শুনি শিব ক্রটিমতি । সন্তুষ্ট হইয়া তারে
কহে পশুপতি ॥ নিজপুরে যাহ দক্ষ কর অবধান । দেহান্তে তোমার হবে
অবশ্য মর্কট ॥ আর কহি দক্ষপতি শুনহ সত্বর । তোমার স্থাপিত নিজ

হয় দক্ষেশ্বর ॥ ত্রী কিয় পুরুষ যদি চুক্তিমান্ত্র করে । সর্ব অপরাধ হৈতে মুক্ত কলেবরে ॥ অচিরতে মুক্তি পদ সেই নরে পায় । এত বলি মহাদেব নিজালয়ে যায় ॥ করিজ গমন দক্ষপতি নিজালয় । সীতানাথ বনুদাস সদত চিন্তয় ॥ কিসে ত্রাণ হব ভব দুৰন্ত অলম্বি । কুপাকরি যদি কাশী লয় কুপানিধি ॥ সৰ্ব শাস্ত্র মতে এই আছে প্রচার । ত্রাণত্যাগ কাশীপূরে হইলে নিস্তার ॥ কোনমতে অধিমুক্ত যদি প্রাণ যায় । তজন সাধন বিনে তাতে মুক্তি পায় ॥ এই আশা করি ভাষা কাশীখণ্ড ভাষি । যদি তনু ত্যাগহয় সেই বারাগসী ॥ নবতি অধ্যায় কথা সমাপ্ত হইল । শুনিলে লভয়ে যুক্তি বাস যে বলিল ॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে অতীর্কত্বের প্রকরণ বিধে-

শ্বর কামেশ্বর বিশ্বকর্মেশ্বর দক্ষয়জ্ঞ

ভক্ত দক্ষেশ্বর আদি লিঙ্গের

উদয় একাদশ সর্গ ॥

অথ পার্বতীশ্বরোপাখ্যান।

পরার। কার্তিকের কহেম অগস্ত্য মুনিবরে। পার্বতীশ শিবলিঙ্গ
 হয় যে বিস্তারে ॥ মহাদেব সহ কাশীপুরে আসি গৌরী। চক্রতীর্থ তটে
 শিবলিঙ্গ স্থাপ্য করি ॥ তপস্যা করেন দেবী দেব ত্রিলোচনে। তদপরে
 মহাদেব আসি সেই স্থানে ॥ প্রশংসা করেন শিব পর্বত কন্যারে। যথা
 ইচ্ছা মনোনীত গৌরী লহ বরে ॥ গৌরী বলে অন্যবর নাহি চাহি শঙ্কু।
 তব পদদ্বয়ে চিত্ত থাকে যেন প্রভু ॥ তদপরে দেবনাথ সন্তুষ্ট হৃদয়।
 পার্বতীর প্রতি কহে দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥ তোমার যে এই লিঙ্গ হইল স্থাপিত
 যেই নরে ভক্তি করি পুজিবে নিশ্চিত ॥ অহিকেতে মহা সুখভোগ যে
 তাহার। নানা সুখভোগ করে সেট অনিবার ॥ পুজ আকাজিকর পুজ
 অবশ্য যে হয়। দারিদ্রের ধন হয় সৰ্বপাপ ক্ষয় ॥ অস্ত্রে মুক্ত সেই নর
 অবশ্য হইবে। বাসের বচন এই অন্যথা না হবে ॥ তদপরে হর-গৌরী
 একত্র হইয়া। অবিমুক্তে ভ্রমণ করেন হর্ষ হৈয়া ॥ একনবতি অধ্যায়
 হইল সমাপ্ত। শুনিলে সকল পাপে হয় নর মুক্তি ॥



অথ গঙ্গেশ্বরোপাখ্যান।

পরার। গঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ যে প্রকারে হৈল। কার্তিক বলেন ইহা
 অগস্ত্য শুনিল ॥ যে কালেতে ভগীরথ গঙ্গাদেবী আনে। কাশীক্ষেত্রে
 আসি গঙ্গা ভাবেন আপনে ॥ চক্রতীর্থে গঙ্গাদেবী গিয়া তদপরে।
 স্থাপিত করিল শিবলিঙ্গ মনোহরে ॥ সদয় হইয়া শিব কহেন গঙ্গাকে।
 তব আগমনে ক্ষেত্র মাহাত্ম্য অধিকে ॥ চক্রতীর্থ আর মণিকর্ণি যে
 আখ্যাতি। দর্শনেতে হইবেক সব জীব মুক্তি ॥ গঙ্গেশ্বর যেই নর অর্চনা
 করিবে। দশ অশ্বমেধ বল অনায়াসে পাবে ॥ অস্ত্রে মুক্তি হৈয়া তারা
 আসিবে কৈলাসে। ইহার অন্যথা নাহি কহিল নির্বাসে ॥ ইহা
 শুনি গঙ্গেশ্বরে শিব প্রবেশিল। তদবধি গঙ্গেশ্বর প্রকাশ হইল ॥
 ত্রিবিংশতি অধ্যায় হইল সমাপন। কাশীখণ্ড ভাষাতে শুনহ সর্বজন ॥

অথ সতীশ্বরোপাখ্যান ।

পয়ার । বভানন বলে শুন খুনি তমোধন । সতীশ্বর শিবলিঙ্গ উত্তম
কথন ॥ কাশীপুরে গিয়া সতী স্থাপিল মহেশ । দক্ষেশ্বর পশ্চিমেক
লিঙ্গের বিশেষ ॥ আরাধন করে সতী দেব এপুবাণী । সতী নিকটে
দেব গেল লীল্য করি ॥ শিব দেখি মহাদেবী স্তব যে করিল । প্রসন্ন হইয়া
শিব সতীকে বলিল ॥ তোমার স্তবেতে মন হৈল অভি প্রীত । যথোচিত বর
লহ তব মনোনীত ॥ সতী বলে শুন প্রভো দেব পঞ্চানন । অন্য বরে নাহি
আছে কিছু প্রয়োজন ॥ তব পাদপদ্মে মগ সদা রহে মন । কৃপাকরি এই
বর ॥ ১ ॥ ত্রলোচন ॥ শুনিয়া যে সনাতন কহেন তব কথন । আমি তব অঙ্গ
অঙ্গ কবেতি ধারণ ॥ তব এই শিবলিঙ্গ হইল স্থাপিত । কল্য ণুপা জন দিয়া
যে জগে নিশ্চিত ॥ মনোগত নিদ্রা হবে কহিলান সার ॥ অচিরেতে নিব্বাণ
হইবে শুন আব । সতীশ্বর শিবলিঙ্গ পূর্ণ যে আখ্যান । যিনিবক্তি অধ্যাক্ষ
হইল সমাধান ॥



অথ অমৃতেশ্বরোপাখ্যান ও অমৃতেশ্বরের কথন ।

পয়ার । শুহ কহে শুন মিত্রা বরুণ নন্দ । অমৃতেশ্বর শিবলিঙ্গ সর্ব
প্রার্থ হয় ॥ যে প্রকারে শিবলিঙ্গ হইল প্রকাশ । বিশেষ শুনহ তব কাহিনী
নিব্বাস ॥ অমুনানে এক দ্বিজ কাশীতে কাশি । অতি বৃদ্ধ লোকেতে তাহার
পুত্র হৈল ॥ আচম্বিতে দ্বিজপুত্র সন ঘটে মরে । আশায় বাটেতে পুত্র
আনে দ্বিজবরে ॥ বহু পঞ্চদশবর্ষ আছে বিরাজিত । তাহার পশ্চিমে
ঘাটে হন প্রকাশিত ॥ দ্বিজবর পুত্রে রথে আশান যাটেতে । নছবিধ শোক
করে সন্তান নিমিত্তে ॥ মনোমধ্যে বিগত করেন দ্বিজবর । পূর্বাপরম্পরা
আছে এইত বিচার ॥ সর্গাঘাতে বেই ক্রীনে দণ্ড হয় প্রাণ । বিলাস করিয়া
তারে করিবে দাহন ॥ ইহা ভাবি দ্বিজবর বিলম্ব করিল । তদপরে পুত্র
তার বাঁচিয়া উঠিল ॥ মৃতপুত্র জীবন্ত দেখিয়া আশ্রমে । আশ্রয় চিত্তম
করে চমৎকৃত মনে ॥ আশ্রমেতে নিরীক্ষণ করে দ্বিজবর । একান্ত চিত্তেতে
দৃষ্টি রাখেন সন্তান ॥ হেনকালে এক পিপীলিকা সেই স্থানে । অন্য বৃত্ত
পিপীলিকা ধুবে করি আনে ॥ দুখহেতে মৃত পিপীলিকা আশ্রমেতে

ফেলিয়া রাখিল তাহা দেখে প্রাক্ষণেতে ॥ মৃত পিপীলিকা বাঁচে অতি
চমৎকার । স্থানের মাথাঅ হবে করিল বিচার ॥ যে স্থানেতে দ্বিজপুত্র
যাঁচিয়া উঠিল । সেস্থানে মৃত্তিকা দ্বিজ খনন করিল ॥ দেখে এক জ্যোতি
ক্লম লিঙ্গ বিলুপ্তকার । দেখিয়া বিস্ময় হৈল আনন্দে অপার ॥ অমৃতেশ্বর
শিবলিঙ্গ জ্যোতির্ময় হয় । মৃত জন বাঁচে শুধা আহসে নিশ্চয় ॥ কাশীতে
অমৃতেশ্বর লিঙ্গ প্রের্ত হয় । দর্শনেতে মুক্তিলাভ সর্ব পাপক্ষয় ॥ কলিযুগে
এই লিঙ্গ গুপ্ত যে হইবে । স্থানের মাথাঅ কলে মুক্তিপদ পাবে ॥ অরিমুক্ত
মণিকর্ণি স্থান করি নথ । বরুণেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজিবে সত্বর ॥ তার সম
শুণ্যবস্ত নাহিক সংসারে । মুক্তিলাভ অনায়াসে হবে সেই নরে ॥ সোমবার
ত্রাত যদি সম্বৎসর করে । তাহার মানস সিদ্ধ হইবে সত্বরে ॥ স্বর্গেশ্বর
জ্যোতীশ্বর আর সত্যেশ্বর । সত্যেশ্বর পার্বতীশ্বর অমৃতেশ্বর পর ॥ গঙ্গেশ্বর
বরুণেশ্বর এই অষ্টলিঙ্গ । না থাকে পাণের লেশ শুনিলে প্রসঙ্গ ॥ সর্ব-
লিঙ্গ পরাপর এই অষ্ট হয় । দর্শনেতে মুক্তিপদ জানিহ নিশ্চয় ॥ দক্ষ-
েশ্বর শৈলেশ্বর আদি চতুর্দশ । ত্রয়োদশ কোটি লিঙ্গ হয়েন মহেশ ॥ এই
সব লিঙ্গ হয় কেহেতে তারক । তজন-জীবের হয় দুর্গতি আশঙ্ক ॥ আ-
শেষে অনায়াসে মুক্তিলাভ হয় । শিবের বচন এই নাহিক সংশয় ॥ মোক্ষ-
কেত্র বারাণসী লিঙ্গ সব ময় । দর্শনেতে মুক্তি পদ অনায়াসে হয় ॥ এই
জাণ্য শিবউক্ত সভ্য জ্ঞান করি । সতত যে চিন্তা করে মুক্তি কাশীপুরী ॥
চতুর্নবতী অধ্যায় হইল সমাপ্ত । অবগেতে অনায়াসে কাশীপুরী প্রাপ্ত ॥

—*—

অথ বেংকাসের কাশী যাত্রা ও ভূজস্তুত ।

পরার । অগস্ত্যকে কহে পদে পার্বতী মন্দন । ব্যাসের আখ্যান শুন
শ্রুতি বগোধন ॥ একদিন ব্যাসদেব অতি ভুট্ট-টেক্সা ॥ নৈমিষারণ্যেতে গেল
লিষাগণ সৈন্য ॥ তথাতে আছিল যজ্ঞ মহাখাষিগণ । বিধিযতে বিচার করি-
অ তপোধন ॥ তদপবে কহে ব্যাস ঋষির সাক্ষাতে ॥ বাসুদেব প্রের্ত বৈ-
নাহিক শাস্ত্রেতে ॥ নৈমিষারণ্যেতে বাস করিছে বতেক । পাণ্ডুপুত্র সিদ্ধ
কোণী আছেন অনেক ॥ সকলে বলেন ব্যাস যুক্তি নাই হইল ॥ কবির
জার শিব এইত নির্ণয় ॥ তদপরে ব্যাসদেব বলেন বচন ॥ বাক্যসমূহে
জুল হয় নারায়ণ ॥ তদন্তরে ভীষ্মবাসী বোণীগণ বলে ॥ শুন রায়
প্রের্ত গুণিত সকলে ॥ কাশীপুরে গিয়া এই বাক্য যদি কহ । বাসুদেব

কালীপ্রতিম।

অর্ঘ্য তুমি নিশ্চয় বলহ ॥ তব আশীর্বাদেই আমি সর্বদা নারায়ণ ॥ হেনবাক্য শুনি ব্যাস চমিল তৎক্ষণ ॥ দর্শনহস্তাশীষ্য মন্দের প্রতি স্তম্ভোৎপন্ন ॥ নারায়ণ মারায়ণ অরে শিবাঙ্গণ ॥ কাশীপুরে গেল ব্যাস আশ্রয় স্বয়ং ॥ বাসুদেব স্রবীকেশ সদত চিন্তয় ॥ বারানসী মধ্যে ব্যাস শিষ্য মন্দের করি অঙ্গুলি উত্থানে বলে বল হরি হরি ॥ মুকুন্দ অত্যাঁক বিষ্ণু দামোদর আর ॥ স্রবীকেশ যজ্ঞনাথ সর্ক শাস্ত্র সার ॥ দেবতা মন্ডোভে ভেঁট হন নারায়ণ ॥ এই বাস্য বলি ব্যাস উর্দ্ধ বাহু হন ॥ তদপরে নন্দী আনিক্‌কটোরোষ অরে ॥ উর্দ্ধবাহু হৈয়া রহে নাহি হস্ত সরে ॥ ব্যাসদেব প্রমোদ প্রেথিল ॥ তৎক্ষণ ॥ স্বদবে চিন্তিয় বলে রক্ষ মারায়ণ ॥ হেনকালে নারায়ণ আসি সেই স্তম্ভে মুকুন্দ হরি বলে ব্যাস শুন সাবধানে ॥ সকলের মূল জ্ঞান দেব ত্রিলোচন ॥ তাঁহার মরণ কর হইবে রক্ষণ ॥ এই উপদেশ শুনি মুনি তপোধন ॥ মনোযোগে বলে স্নানকর পঞ্চানন ॥ তুমি এভা সর্বজ্ঞেও দেবের বচন ॥ অঙ্গ-রাধ কন্য করি করহ রক্ষণ ॥ ব্যাসদেব হেন স্তব শুনি মহাদেবে ॥ নন্দীকে প্রেরন আজ্ঞা তুতনাথ তবে ॥ ব্যাসদেব সাক্ষাতে আইল নারায়ণ ॥ হস্ত কণ্ঠে তুমি শীঘ্র করহ মোচন ॥ তদপরে নন্দীস্বর শিবআজ্ঞা নিষা ॥ ব্যাস হস্ত কণ্ঠে দিল মোচন করিয়া ॥ তদপরে ব্যাস হৈল শিব পরায়ণ ॥ মন্দির-কর্ণ হুমে কৈলাসলিঙ্গের স্থাপন ॥ ঘণ্টাকর্ষ হুমে স্থান করে গেই নর ॥ ব্যাস সেখর শিবলিঙ্গ অটুনা অন্তর ॥ তাহার ফলের কথা লিখেন না থাক ॥ অন্তে কাশীপ্রাপ্তি হর শুনহ নিশ্চয় ॥ পঞ্চনবতি অধার সমাপ্ত হইল ॥ শুনিতে লভয়ে মুক্তি ব্যাস যে বলিল ॥

—*—

বাস কঙ্কর ভীম প্রায়শ চান্দ্রায় ত্রত কখন।

পবাব ॥ অগস্ত্য বলেন শুন দেব বচনন ॥ শিব তত্ত্ব পবঘদি কঙ্কর কৈলাসন ॥ বনি কঙ্কর সমাস করিল তপোধন ॥ কঙ্কর গ্রহা জাতা জাতা ব দর্শন ॥ জ্ঞানীর প্রদান যদি ব্যাসদেব হন ॥ তবে কেন কাশী প্রতি আশীষ্য দিব ॥ কঙ্কর বলে সত্য প্রমা করিয়াছ মুনি ॥ বিস্তারিত কঙ্কর ব্যাসদেব স্বয়ং ॥ স্বদবদি নন্দী ব্যাসভূজস্তম্ভ টেকল ॥ তদবদি 'সাস' বিদ্যেশ্বর পব হৈল ॥ কাশীতে অনেক তীর্থ লিঙ্গ সজ্জা ॥ হৌন ॥ কথালি সেবিবে বিদ্যেশ্বর কঙ্কর ॥ মণিকর্ণ স্থান নিত্য আশীষ্য করে ॥ ভীম মণিকর্ণ লিঙ্গ মণিকর্ণ স্থানে ॥ হেনকালে ব্যাস বহু জ্ঞানে হই দ্বিগে ॥ বিদ্যেশ্বর মণিকর্ণ নিত্য সেবা করে ॥ বাসুদেব ব্যাস

ব্যান প্রাতঃস্নান করি। নির্মাণ কর্তৃপে শিব মহিমা আখ্যাত ॥ শিষ্যের
 জাকাত কাশী মহাত্ম বর্ণন। করেন সতত বাস শিব পরামর্শ ॥ এই
 ক্ষেত্রে কৃতকর্ম নয় নাহি হয় ॥ অতএব কৃত কর্ম কর্দা করয় ॥ ক্ষেত্র সিদ্ধ
 ইচ্ছা যেন করে যেই নরে ॥ যাবজ্জীব মণিকর্ণি কড় নাহি ছাড়ে ॥ চক্র-
 তীর্থে প্রতিদন করিবেক স্নান ॥ পত্র পুষ্প ফল জল বিশেষেরে দান ॥
 বর্ণাশ্রম কোন ধর্ম না করিবেক ত্যাগ ॥ মিত্য কাশী মহাত্ম শুনিবে মহা-
 ভাগ ॥ বর্ষাশক্তি দান দিবে অতি পুণ্যকিতে ॥ করিবেক অন্ন দান বিঘ্ন
 বিনাশিতে ॥ স্নাত করিবেক ক্ষেত্রে পর উপকার ॥ পরসেতে বিশেষ স্নান
 দানাদি বিস্তার ॥ মহা মহোৎসব আর বিশেষ পূজন ॥ করিবে বহুল যাত্রা
 দেবতা অর্চন ॥ না করিবেক ক্ষেত্রে কটুবাণী কার প্রতি ॥ পরদার পরজবো
 দা করিবেক মতি ॥ পরাপবাদ পরে ছেদ না করিবেক ॥ ক্ষেত্রমধ্যে মিথ্যা-
 কথা কড় না কহিবে ॥ তবে মিথ্যা কহিবেক প্রাণরক্ষা তরে ॥ ত্রৈলোকা
 রক্ষণ ফল এক রক্ষা করে ॥ ক্ষেত্রেতে সম্মান করি বাস কাশীপুরে ॥ কৃত্র-
 মভূক্তি জীবন্ত ক্র আনিবে তাহারে ॥ সে সকল নমস্কার্য পূজনীয় হয় ॥ সে
 সব ভুক্তিতে বিশেষর পুষ্টি হয় ॥ দূরে থাকি কাশীবাগীজন উপকার ॥
 করিবেক কাশীপ্রাপ্তি ইচ্ছা থাকে যার ॥ ইন্দ্రిয়ের প্রশারণ করিবে বারণ
 মানস চাপল্য দূরে করিবে ত্যজন ॥ না করিবে মরণ আকাঙ্ক্ষা কদাচিত ॥
 মোক্ষ ইচ্ছা না করিবেক হবে সাবহিত ॥ না করিবেক শরীর পোষণ সমুদায়
 করিবেক শরীর পুষ্টি চেষ্টা নরদায় ॥ ত্রুত স্নান সিদ্ধ হেতু শরীর সামর্থ ॥
 দীর্ঘ জায় চিন্তিবেক তপস্যার অর্থ ॥ জায় রক্ষা করিবেক ধর্ম বৃদ্ধি তরে
 একদিনে যেই পুণ্য লভে কাশীপুরে ॥ শত বৎসরের সেই পুণ্য অন্যস্থানে
 অজীবন অনাত্র যোগের অভ্যাসনে ॥ এক প্রাণায়ামে কাশী যেই ফল হয় ॥
 ইহাতে অন্যথা নাহি কহিল নিশ্চয় ॥ যে পুণ্য আজন্ম তীর্থ স্নান করি হয় ॥
 এক স্নানে চক্রতীর্থে যে ফল লভয় ॥ পূজিয়া সকল লিঙ্গ যে ফল আছয় ॥
 একবার বিশেষর পুজি সেই হয় ॥ অনাত্র সহস্র কষ্টে যে পুণ্যোপার্জন ॥
 তাহাতে অধিক স্নান বিশেষর দরশন ॥ কোটি গোদানেতে যেই পুণ্যলাভ
 হয় ॥ সেই পুণ্য হয় বিশেষর যে দৈবদ ॥ মহা দান ষোড়শ করিলে যেই
 ফল ॥ বিশেষর পুষ্পদানে সে পুণ্য সকল ॥ অশ্বমেধ আদি বহু কবি অবি-
 কল ॥ পঞ্চাঙ্গত বিশেষর স্নানে সেই ফল ॥ রাজপের সহস্রোক্তে যে মুক্ত
 হয় ॥ বিশেষে নৈমিত্ত্য দানে সে পুণ্য ঘটয় ॥ চন্দ্রাকপ দানর অজানি সম-
 র্গণে ॥ এক ছত্র রাজ্য তার হইবে ঘটবে ॥ মহাপুণ্য উপহার যে করে

অর্পণ। সম্পত্তি সম্ভাব্য তারে না ছাড়বে কখন। নরকসুখ কুসুখ অগিচা বহরে
 দেবা। কম্পরুক তারার অঙ্গনে কবে সেবা। স্নেহে স্থান করে দেবো দেহ
 দান কবে। টেসে পিতৃলোক কীব সমুদ্রেব তীরে। বিশেষের সন্ধিক্ষেপে
 চিত্রলিপি করে। বিচিত্র মন্দির তার কৈলাসেতে পরে। সন্ধ্যায়ী ত্রাঙ্কর
 জতি কাবে হোজন। একজনে কোটি জন কল বে লজ্জ। বিশেষের
 তপ জপ তান আদি যত। তার কোটিগুণ ফল জানিবে বিহিত। প্রণব
 চিন্তনে যত গুণ্য সমুদয়। তাহাব অবধি আমি না জানি নিশ্চয়। উত্তর
 বাহিনী স্থান কাশীবাগ নিত্য। অপদেহ না ছাড়িবে কাশী কদাচিত।
 সর্গাপদ হুত। বিশেষের প্রভু যাতে। বিষয় আপদ তথা নাহি থাকে তারে
 স্থান দান আদি তারে এবাধে কাঁচবে। কাশী কৃতকর্ম হতে মহাবল দেহ
 জ্ঞানোপায় আদি পয়সে করিবে। ইন্দ্রিয় নিকার বধা থাকে দূর হবে
 বশীভূত হবে যদি ইন্দ্রিয় বন্ধ। তবে কাশীবাগ সিদ্ধি না ঘটে তাহান
 জ্ঞানোপদেয় শুন পার্শ্বী নন্দন। সন্ধ্যায়ী আদি রত বাস উপোবন।
 যে কণ করিবে তাহা কহ মোর প্রতি। ক্ষম বলে শুনহ অগস্ত্য মঙ্গলি।
 যে সফল জ্ঞান হতে দেহ শক্তি হয়। বিস্তারিত কহি শুন একাগ্র জন্ম।
 এক দিন একাহার একদিন নক্ত। এক দিন ভোজন করিবে স্নানচিহ্ন।
 এক দিন উপোবন বাবে সন্ধ্যায়ী। পিতৃকৃত নাম এই শাস্ত্রে বাহিত।
 বট পাতা পানীয় করি এক দিনে। এক দিন উড়য়ব পাত্র জলপান। এক
 দিন কমল দলের জল খাবে। এক দিন কুম্ভল পুঙ্খুত হবে। পাবেক
 গোহৃত তরু জল শতু পার। প্রতিদিন এইকর্য বরিব লোচন। স্নান
 মধ্যে এক এক করি উপবাস। সৌর, কুহু নাম এই বিশ্বির প্রমাণ। ১৭
 প্রাতে বরিবেক ছবির প্রাশন। সন্ধ্যায়ী ৩ দিনত্রয় করিবে ভোজন করি-
 বেব স্নান। ১৮য়া জন উপবাস। পুনঃস্নান দিনে খাবে এক এক প্রাণ। ৩৬-
 পরে দিনত্রয় করি উপোবন। আত্মরূপ শাস্ত্রেতে বাঁধে নিঃসঙ্গ।
 এক বিংশ দিনে ৭২০ ভোজন করিবে। জামিশ, হ উপবাস তারক
 জানিবে। দিনত্রয় ও ৩৬৮নে ভোজন করিবে। দিনত্রয় স্নান-
 কাহে ভোজন জানিবে। দিনত্রয় অর্থাৎক করিবে স্নান।
 দিনত্রয় উপবাস প্রাজ্ঞগতা হন। গেমুত্র গেময় দুই দধি যুত
 স্নান। কুশোদক এক দিন করিবে আহার। এক বাড়ি উপবাস কুহু শাস্ত্র
 ১৯। স্নানোপবাস তার শুনহ বচন। শাস্ত্রপন যত জ্ঞানোপদেয় দিনে
 উপবাস পাবে। শাস্ত্রপন হবে। উকজল দিনত্রয় করিবেক স্নান দিন

কালীপূজা

ত্রয় উৎসাহ করিবে আদান । উৎসাহ ত্রয় দিনত্রয় থাকিবে সাদরি । দিনত্রয় থাকিবেক পবন আহারি । অলক্ষীর এক পল যতপল হয় । এই মৌনে থাকিবে সন্তুষ্টি তাকিবে কলি ॥ গোমুত্র সহিত জব জবার ভক্ষণ । একাহিক কুই এই শরীর শোধন ॥ হইয়া উৎসাহ হস্ত বারমুত্রক দিনে । রাত্রিযোগে অলোকে থাকিবে সাবধানে ॥ প্রোক্ষাপত্য ত্রয় পুণ্য সম পুণ্য হয় । হেন নিরুপণ দেখ শাস্ত্রেতে নিশ্চয় ॥ কৃকপক্ষে এক এক গ্রাস ত্রয় করে । শুক্ল পক্ষে এক এক গ্রাস বাড়ি পরে ॥ উপস্পর্গ করিবেক মিতা গিসবন । বিধান করিল এই ত্রয় চান্দ্রায়ণ ॥ শুক্লপক্ষে গ্রাস বৃদ্ধি কৃকপক্ষে হ্রাস । চান্দ্রায়ণে জন্মাবস্থা দিনে উপবাস ॥ চতুঃসপ্ত পিণ্ড স্বায়ং প্রাতঃকালে থাকিবে । শিশু চান্দ্রায়ণ নাম ত্রয় এই ২.৬ ॥ একাত্ত সময়ে থাকিবে পিণ্ড হবিষ্যন্ন । প্রতিদিন অষ্ট অষ্ট অতি চান্দ্রায়ণ ॥ যে কোন রূপেতে পিণ্ড ত্রিশীতি থাকিবে । একমান আহারেতে চন্দ্র লোক পায় ॥ অলে দেহ শুদ্ধি নহে চিত্ত শুদ্ধি হয় । যিনা তপস্যাতে ভুত আত্মাকে শোধন ॥ অজ্ঞানেতে বুদ্ধির শুদ্ধি হয় সেই জ্ঞান । কাশীবাগে ঘটে এই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ বিশ্বের কল্পণেদর কাশী সেবি হয় । কর্ম নির্মূল লক্ষণ লভে মহোদর ॥ অতি যত্নে কাশীতে করিবে মান দান । তপ জপ ত্রয় আর শুনিবে পুরাণ ॥ শ্রুতান্ত বর্ডেব সদা করিবে সেবন । অমুক্ষণ করিবেক বিশ্বের চিন্তন ॥ ত্রিকালে পূজিবে লিঙ্গ লিঙ্গের স্থাপন । সাধু সঙ্কে সর্বদা করিবে আলোপন ॥ শিব শিব ভঙ্গ্য সদা অতিথি সংকার । তীর্থবাগী সঙ্কে গৈত্র করিবে বিস্তার ॥ অস্তি বুদ্ধি মানামানে সন্মান বোধন । প্রকামিতা অলৌকিত্য সত্তত বিনয় ॥ অবাগিয়া অহিংসন অহুগ্রহ মতি । প্রতিগ্রহ পরাভ্রাথ অদত্তিতা অতি ॥ অযোচিত সমাগম মাংসর্বা বিহীন । অলৌকিত্য অনালস্য বাক্য্য অদীন । ক্ষেত্রবাসী এই সব সাধুবৃত্তি ধর্ম্য । আচরণ করিবেক সদা সাধুকর্ম ॥ প্রত্যহ শিষ্যের প্রতি সধর্ম্য কথন । ত্রয়বন মান নিত্যাভিলাষী পূজা ॥ লিঙ্গ পূজা পর কাশীবার করে ব্যাস । তাহাতে জানিতে নমনৈক কীর্তিবাস ॥

—৩৩—

অথ ব্যাসের তিকা বারণ ।

পর্যায় । কলিযুগে প্রতি কালেশিলে বিশ্বেশ্বরে । কাশীবাগে তিকা বন্দ কর কাশীপুরে ॥ তবে শিববাগে শিবা কলি কলিয়ার । ব্যাসতিকা হস্ত করিলেক প্রতিহার ॥ শিবা কলি ব্যাস কলি কলিয়ার । কলি

গৃহে তিকা না পাইল তপোধন ॥ অন্য তিক্কেতে তিকা প্রতি গৃহে
পায় । শিষ্য বসের তিকা না ঘটিল তার ॥ সারাক্ষর কর্ম করি শিষ্যসহ
জানি ॥ দ্বিবা রাত্র উপবাস রহিলেন মুনি ॥ পরদিন মধ্যাহ্নে যাম বসি
নিয়া ॥ তিকা জ্বনো চলে ব্যাস শিষ্যগণ লৈয়া ॥ জমিল সকল গুরী প্রতি
দ্বারে দ্বার । কোনখানে না পাইল সজ্জন তিকার ॥ জমিয়া হইল আত্ম
বাস তপোধন । চিন্তিত হইল অতি তিকার কারণ ॥ শিষ্যগণ সম্বোধিয়া
বলিতে লাগিল । বুঝি তোমা সবে তিকা প্রাপ্ত না হইল ॥ কি হতান্ত
নগরে জানহ জিজ্ঞাসিয়া । দুই দিন তিকা বন্দ্য কিবের লাগিয়া ॥ তুভিক
হইল কিবা রাজদণ্ড হৈল । ঈর্ষ্য করি কেহ কিবা তিকা বন্দ্য কৈল ॥ উপ-
সর্গে কিবা সূত্র হৈল প্রজাগণ । জানিয়া সকল বার্তা আইস এখন ॥ দুই
তিন জন শিষ্য গুরু আজ্ঞামতে । নগরে জানিয়া বার্তা কহিছে গুরুতে ॥
শিষ্যগণ বলে শুন গুরু মহাশয় । কাশীপুরে না দেখিমু তুভিক উদয় ॥
যথাক্রমে আছেন বিশেষর কুরধনী । তথাক্রমে তোমার বাস করে অধি মুনি ॥
নগরেতে দেখি খন ধান্যের সঞ্চয় । ভোগ মোক্ষ পরিপূর্ণ হইল বিনয় ॥
ত্রিভুগতে চুন্নত যে সব বস্ত্র হয় । সুলভ কাশীতে সেহ দেখিল নিশ্চয় ॥
বিজ্ঞার সদন কাশী জক্ষীর আলয় । মুক্তিকেত কাশীপুরী কাশী জমীময় ॥

—৪৪—

অথ কাশীতে ব্যাসের শাপ ও অন্ন তিকা ।

পয়ার । ক্ষমবলে অগস্ত্য শুনহ সাবধানে । শিষ্যকথা শুনি ব্যাস
ক্লোধ হৈল মনে ॥ ক্ষুধানলে জ্বলিত হইয়া তপোধন । কাশীপ্রতি অতি-
শাপ করিল তৎক্ষণ ॥ কাশীপুরে ত্রৈপুরুষ বিদ্যা না হইবে । ত্রৈপুরুষ
জক্ষীর বসতি না থাকিবে ॥ ত্রৈপুরুষে মুক্তি না হইবে কাশীপুরে । কাশী-
প্রতি ছেন শাপ দিল মুনিবরে ॥ বিদ্যাধন মুক্তি গর্কে গর্কিত হইয়া ।
ভিক্ষা নাহি দিল লোকে অবিজ্ঞা করিয়া ॥ ছেনমতি হইয়া শাপ বাসদেব
দিল ॥ শাপ দিয়া পুনরপি তিকার চলিল ॥ উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া জমিল সব
পুরী । কোন স্থানে তিকা কেহ না দিল সাদরী ॥ দিবাদেশ দেখিয়া লো-
কিত সিবাকর । তিকা পাত্র কেপণ করিল মুনিবর ॥ আজ্ঞা চলিল মুনি
বিকারিত হইয়া । দেখিলেন দেবী তাকে দ্বারেতে বসিয়া ॥ দেবাবাল অদ্য
ভিক্ষা তিক্কে না দেখিল । অতিথি অপ্রাপ্ত পতি উপবাস রৈল ॥ বলি বৈশ্ব
করণ্যানে অতিথি অপেক্ষা । বসিয়া আছেন গৃহী কর এথা তিকা ॥ অতি-

'না কবি গৃহীত্ব জীবন যদি যায়। পিতৃগণ সহিত নরকে সেই যায় ॥ শীত
 কবি আগমন কর মুনিবর। পতি মম বৃদ্ধ অতি ক্ষুধাতে কাতর ॥ অতিথি
 হইয়া শীত রাখহ জীবন। হেন কথা শুনি গত ক্রোধ তপোধন ॥ বিশ্বয়
 হইয়া তাতক জিজ্ঞাসা করয়। 'অননী কে বটে ভূমি কহত নিশ্চয় ॥ না দে-
 খেছি কখন তোমাকে কোনস্থানে। ধর্মময়ী মূর্তি ভূমি লয় মোর মনে ॥
 না হবে কখন ভূমি প্রাকৃত রমণী। ভূমি ইষ্টদেবী মাতা অগত মোহিনী ॥
 " হেন সে হবে ভূমি কি মম চকুনে। আহ্লাদ হইল অতি ভোমার
 মনে ॥ তব বাক্য রক্ষা আমি অবশ্য করিব। তপস্যান্ন বিনে যাহা বল
 তা করিব ॥ ভোম! সকলের বাক্য শ্রুতি নাহি করে। কে ভূমি বটেহ সত্য
 বলহ আমারে ॥ এত শুনি গৃহিণী বলিল মুনিবরে। এই গৃহস্থের ভার্যা
 জানহ আমারে ॥ শিষ্য সহ তীক্ষ্ণ পর্যাটন করি নিন্তে। আমি তোমা দেখি
 ক্রীম নহে ক্ষাত চিন্তে ॥ বহু বাক্য প্রয়োজন কিছু নাহি করে। অন্তাচল
 খাবৎ না যাবে দিবাকরে ॥ তাবত অতিথি হৈয়া করহ নোদন। অতি
 বৃদ্ধ পতি মম রাখহ জীবন ॥ এত শুনি মুনি নমস্কৃত হইলেন। অতঃপরে
 নিয়ম মৌর করি নিবেদন ॥ আমাব নিয়ম যে যথ'ভেদে হার রক্ষা। অন্যথা
 না হয় তবে করি এক তিষ্ঠা ॥ তপস্বী বচন শুনি কহে ভগবতী। তব কি
 নিয়ম শীত্র বল মহামতি ॥ পতির প্রস'নে মোর ক্রটি কিছু নাহি। হেন
 শুনি মুনি বলে ভবানীর ই ॥ অযুত শিষ্যের সহ আমার ভোজন। সূর্য
 অন্ত না হইতে দিবে যেইজন ॥ তবে তিষ্ঠা করি আমি এই নিয়ম।
 এত শুনি বলে দেবী চল মমাস্রম ॥ বিলম্ব না কর শীত আন শিষ্যগণ।
 শুনি মুনি পুনরার করে নিবেদন ॥ যাহাতে আমার শিষ্যগণ তৃপ্ত হয়।
 অন্নপান আদি তাবকি আছে সক্ষম ॥ জৈষদ হাণিয়া দেবী কহে মুনিবরে।
 পতির প্রসাদে সর্ব সিদ্ধ মোর ঘরে ॥ চল শীত্র কবি আন অন্নাদী সকল।
 অতি বৃদ্ধ পতি হৈল ক্ষুধাতে নিকল ॥ সূর্য অন্ত না হইতে নরক ভোজন
 শুনি হৃদ হইল মুনি আনে শিষ্যগণ ॥ সকল আ'না বলে চলহ সকলে।
 যাবৎ না যায় দিবাকর অন্তাচলে ॥ এতব'। প'মধ্যে প্রবেশ করিল।
 পদ প্রক্ষালন করি ভোজনে বসিল ॥ অতি অন্নপম যত দ্রব্য পরিপাটি।
 ভোজন কবিল সবে না হইল ক্রটি ॥ খাইতে না পারি আর না ধরে
 উপবে। হেন বলি বাত্ৰ কম্প পাত্রের উপরে ॥ কখন ভোজন হেন না
 করেছি আর। পরম্পর হেন বলি খাইল অগার ॥ ততপরে পাত্র ত্যাগ
 করি' অন্তর। তাহুল চন্দনাদি করিল গ্রহণ ॥ সান্নিধ্য করিয়া বসিল

দ্বিজগণ । আলীকাদ করিয়া গমনে কৈল মন ॥ বুঝিয়া গৃহস্থ গৃহীণীকে
সম্বোধিল । ইন্দ্ৰিত বুঝিয়া দেবী ব্যাসে জিজ্ঞাসিল ॥ তীর্থবাসী মোক্ষ ধর্ম
কহ মুনিবর । যেমতে করিব তীর্থবাস নিরন্তর ॥ বাস বলে শুন মাতা করি
নিবেদন । পতি পরিচার্য্য মোক্ষ ধর্মেতে গণন ॥ সর্ব ধর্ম জান তুমি পতি
সেবাবলে । যদি জিজ্ঞাসিলে মোরে শুন কুতূহলে ॥ তবে পতি বৃদ্ধ অতি
সুস্থ যাতে হয় । সকল ধর্মেতে সেই মোক্ষ ধর্ম চয় ॥ গৃহিণী বলেন সত্য
পতিসেবা ধর্ম । জিজ্ঞাসি সামান্য ধর্ম কহ তারি মর্ম ॥ বাস বলে শুন
বলি ধর্ম সাধারণ । দান ধ্যান দয়া ধর্ম আদি আচরণ ॥ কাম ক্রোধ
বিনিগ্রহ অনুদ্বেগ বাণী । পরোৎকর্ষ সহিবুতা ধর্মেতে বাখানি ॥ বিচার্য্য
করিয়া আদি ধর্মেতে গণন । সদাকাল নিজভাগ্য উদয় চিন্তন ॥ গৃহস্থ
বলেন শুন মুনি মহাশয় । তোমাতে এসব ধর্মে কি কর্ম আছে ॥ শুন
মুনি স্বগিত হইল বাক্য নাই । গৃহস্থ বলিল পুনঃ বলনা গৌসাগ্রি ॥ তুমি
যে कहিলা যদি এই ধর্ম হয় । তোমাতে এসব ধর্ম আছে যে নিশ্চয় ॥
দাস্ততা তোমাতে দেখি আছে শাপ দান । দয়া ধর্ম তোমাতে উত্তম অ-
ধিষ্ঠান ॥ কাম ক্রোধ বিগ্রহে তোমার সম্ভাবনা । উদ্বেগ বঞ্চিত বাক্য
তোমাতে ভাষণ ॥ বিচার্য্য করিতা পর উৎকর্ষ সহন । তোমাতে আছে
যে ভাগ্য উন্নয় চিন্তন ॥ যা হোক তা হোক মোর এক কথা বল । আপনা
অভাগ্য অর্থ সিজি নাহি হৈল ॥ তাকে ক্রোধ হৈয়া যেন দেয় অভিশাপ ।
সে শাপ কাহাকে হবে কে ভুঞ্জিবে গাপ ॥ বাস বলে অভাগ্যেতে অর্থ
না লভয় । এই ক্রোধ করে যদি অভিশাপ দেয় ॥ সে শাপ হইবে অস্তি-
সপ্তার উপরে । হেন শুন গৃহস্থ कहিছে মুনিবরে ॥ তুমি পর্যাটিয়া ভিক্ষা
না পাইলে যদি । কাশীবাসিজন সব কিবা অপরাধি ॥ শুনহ তপস্বী সম
রাজধানী কাশী । উৎকর্ষণ নহে যেন এই স্থানে বসি ॥ যত অভিশাপ
সব সে জনে ঘটয় । আমার নগরে কত শাপ নাহি হয় ॥ না থাক প্রস্থানে
তুমি চল অন্য ঠাই । কাশীবাস যোগ্য ধর্ম তুমি কর নাই ॥ এইকণে বিনি-
গত হও ক্ষেত্র হৈতে । মোক্ষের সাধন ক্ষেত্র অযোগ্য তোমাতে ॥ কাশী-
বাসি প্রতি যেন দৌরাশ করয় । তার পরিপাক রুদ্র পিশাচেতে হয় ॥
হেন শুন কম্পিত হইল তপোধন । গৌরীর চরণে ধরি লইল শরণ ॥
আহি আহি বলি মুনি কান্দিতে লাগিল । স্তুতিবাদ করি মুনি কাতর হইল
বল মাতা শত্রুবাণী বুঝা নাহি হয় । আনিহ শরণাগত অধম জন ॥ তবে

এক সংস্থান করহ মোর তারে । চতুর্দশী অষ্টমীতে আগি কাশীপুরে ॥
তববাক্য মহাদেব না করে লঙ্ঘন । এতবলি দৃঢ় করি ধরিল চরণ ॥ তবে
শিবা শিবমুখ ইন্দ্ৰিতে দেখিল । তথাস্ত বলিয়া দোঁহে অন্তর্ধান হৈল ॥

—৩৩—

অথ ব্যাসের কাশীত্যাগ ।

পর্যায় । তবে ব্যাস ক্ষেত্রহৈতে বাহির হইল । কাশী দৃষ্ট হৈয়া অতি
নিকটেতে রৈল ॥ চতুর্দশী অষ্টমী তিথিতে নিরন্তর । কাশীতে আসিয়া
বাস করে যুনিবর ॥ লোলাকের অধিকোণে গঙ্গা পূর্বতীরে । অদ্যাপি
রহিয়া ব্যাস দেখে কাশীপুরে ॥ ক্ষম বলে অগস্ত্য করহ অবধান । এই
যতে কাশীপুরে ব্যাস শাপ দেন ॥ ক্ষেত্রে শাপ করি ক্ষেত্রে বাহির হইবে
অতএব ক্ষেত্র স্থতি সমত করিবে ॥ কাশীর স্তবনে শুভকর্মের উদয় ।
অভিশাপে অভিশাপ তাহাতে কি হয় ॥ ব্যাস শাপ বিমোচন এই যে
অধ্যায় । শুনি দুর্গ উপসর্গ তার মুক্তি পায় ॥ অধিকানিবাসী সীতানাথ
বরুদাস । করিল তাযাতে কাশীখণ্ডের প্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দে ভাবে ব্রহ্মা-
নন্দ কাম পায় । সমাপিত হইল বল্লবতি অধ্যায় ॥

ইতি বল্লবতি অধ্যায় নামঃ সমাপ্তঃ ।

—৩৪—

অথ বহুব্রিধ লিঙ্গকথন ।

পর্যায় । অগস্ত্য বলেন শুন দেব বড়ানন । ব্যাসের তপস্যা শুনি হৈল
চিন্তমন ॥ আনন্দ কাননে তীর্থ যতেক আহর । যতেক আহর লিঙ্গ কহ
মহাশয় ॥ এই কথা পূর্বে শিবা শিবে জিজ্ঞাসিল । কহি শুন সেই কথা
শঙ্কর কহিল ॥ দেব বলে শুন দেবী লিঙ্গতীর্থ নাম । জলাশয় হয় তীর্থ
লিঙ্গ সন্নিধান ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু অর্ক শিব গণেশ প্রভৃতি । শিবলিঙ্গ স্থিতি যথা
সেই তীর্থ খ্যাতি ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সূর্য্য চন্দ্রী লক্ষোদর । এই সব মূর্ত্তি
শিব লিঙ্গ মূর্ত্তিধর ॥ এসকল সন্নিধান তীর্থের কারণ । কাশীতে প্রথম
তীর্থ মহাদেব হন ॥ তাহার উত্তরে সারস্বত তীর্থ আছে । মূর্ত্তিমত্তি পশ্চি-
মাংশে কাশী তারাকাছে ॥ মহাদেব পূর্বে লিঙ্গ গোপ্রেক্ষ নামেতে । আ-
হুয়ে দধিচীশ্বর তার দক্ষিণেতে ॥ তাহার দক্ষিণে আছে লিঙ্গ অজীশ্বর ।
গোপ্রেক্ষ পূর্বেতে আছে বিশ্বর ইশ্বর ॥ তাহার পূর্বেতে দেবেশ্বরের বস-

তি। তাহার উত্তরে আদি কেশবের স্থিতি ॥ উত্তরে সঙ্গেশ্বর আছে যে
তাহার। প্রয়াগ সঙ্গ লিঙ্গ তার পূর্বসার ॥ শান্তি করি গৌরীর তথাতে
অধিষ্ঠান। বরুণাবতীর পূর্বে কৃষ্ণেশ্বর স্থান ॥ তছুত্তরে কপিল ধারীর হৃদ
আছে। আহুয়ে বৃষসজ লিঙ্গ তার কাছে ॥ গোপ্রেক্ষ উত্তরে লিঙ্গ পশুশ্রুত
শ্বর। সিদ্ধি বিনায়ক তার পূর্বে প্রেষ্ঠধর ॥ হিরণ্যকশিপু লিঙ্গ গণেশ
পশ্চিমে। তাহার পশ্চিমে মুণ্ডাকুরেশ্বর ধামে ॥ গোপ্রেক্ষ নৈঋতে বৃষ-
ভেশ্বর সংস্থিতি। ক্ষমেশ্বর মহাদেব পশ্চিমে বসতি ॥ বিশাখেশ শাখেশ
পাশ্বেতে আছে তার। নৈগমেশ্বর লিঙ্গ তথা আছে আর ॥ নন্দীশদি
লিঙ্গগণ কোটিং পরে। দেখিতে তথাতে শিবলিঙ্গের বিস্তারে ॥ নন্দীশ্বর
পশ্চিমেতে শিলা দশ স্থানে। হিরণ্যাক্ষেশ্বর লিঙ্গ তথা বিদ্যমান ॥ অট্ট-
হাসেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে। প্রসন্ন বদনেশ্বর তছুত্তর স্থানে ॥ তছুত্তরে
প্রসন্নোদক কুম্ভ মনোহর। অট্টহাস পশ্চিমেতে ছুই পুণ্যকর ॥ লিঙ্গমিত্র
বরুণেশ নামেতে সাক্ষাতে। বৃক বশিষ্ঠের অট্টহাসের নৈঋতে ॥ বৃক বশি-
ষ্ঠেশ্বর নিকটে কৃষ্ণেশ্বর। তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর ॥ তাহার
পশ্চিমে প্রহ্লাদেশ্বর আছয়। নখীল নামেতে লিঙ্গ তার পূর্বে হয় ॥
বৈরচণেশ্বর লিঙ্গ নখীল অগ্রেতে। তছুত্তরে বলীশ্বর আছেন সাক্ষাতে ॥
বাণেশ্বর লিঙ্গ তথা আছে সম্মিহিত। চন্দ্রেশ্বর পূর্বে বিদ্যেশ্বর সংস্থাপিত
মঙ্গলিঙ্গ বিরেশ্বর তাহার দক্ষিণে। সেই স্থানে বিকটা আছেন বিদ্যমান
পঞ্চমুদ্রা মহাপীঠ সেই স্থানে নাম। মহামন্ত্র জপি শীঘ্র সাধে মনকাম
পঞ্চমুদ্রা বাবুকোণে আছে সগরেশ। তাহার ঈশাণে বাণীশ্বরের আবেশ
আছেন সুগ্রীবেশ্বর তাহার উত্তরে। হুমদীশ্বর তথা লিঙ্গপুণ্যতরে ॥ জাম্বু
বদীশ্বর লিঙ্গ তথাতে আছয়। গঙ্গার পশ্চিমে অশ্বিনেশ্বর ছয় ॥ তদ্রূপ
তীর্থ আছে তাহার উত্তরে। তাহার পশ্চিমতীরে লিঙ্গভদ্রেশ্বর ॥ তাহার নৈঋতে
উপশান্ত শিব আছে। নছুত্তরে চক্রেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিছে ॥ চক্রজদ নাম তীর্থ
আছে তছুত্তরে। তাহার নৈঋতে শূলেশ্বর লিঙ্গবরে ॥ শূলজদ নাম কুণ্ড আছে
সেই স্থানে। তৎপূর্বে নারদ কুণ্ড আছে বিদ্যমান ॥ তথাতে মরুদেশ্বর
লিঙ্গ মনোহর। তাহার পূর্বেতে লিঙ্গ বজ্রাতকেশ্বর ॥ তদগ্রেতে অত্রিকুণ্ড
লিঙ্গ অত্রীশ্বর। তাহার রায়ব্যো বিশ্ব হস্তা গণেশ্বর ॥ অমরকেশ্বর লিঙ্গ
তাহারে উত্তরে। অমরক কুণ্ড তথা আছে মনোহরে ॥ আহুয়ে বরুণেশ্বর
তাহার উত্তরে। তাহার পশ্চিমে শৈলেশ্বর লিঙ্গবরে ॥ কোটিশ্বর লিঙ্গ আছে
যাহার দক্ষিণে। কোটিজব তীর্থ তথা আছে বিদ্যমান ॥ সে মহাপুণ্য

ক্ষত তার অগ্নিকোণে । কলালেশ শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে । কপাল
 মোচন জ্বব তথাতে আছে । তত্বত্বরে কুণ্ডলন মোচন যে হয় ॥ অঙ্গারক
 কুণ্ড তথা অঙ্গারকেশ্বর । তত্বত্বরে, বিশ্বকর্মেস্বর লিঙ্গবর ॥ মহাকুণ্ডেশ্বর
 লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে । শুভোদক নাম কুণ্ড আছে সেই স্থানে ॥ মহাকুণ্ড
 দেবী তথা পটাক ঈশ্বর । তাহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বর জ্বরবর ॥ তথাতে
 ভুবনেশ্বর লিঙ্গের সংস্থিতি । তাহার দক্ষিণে বিমলেশ্বরের বসতি ॥ তাহার
 পশ্চিমে আছে ভৃগু আয়তন । শুভেশ্বর তাহার দক্ষিণে সংস্থাপন ॥ তথাতে
 কপিল ঐহা কপিল ঈশ্বর । যজ্ঞোদক কুণ্ড তথা আছে পুণ্যকর ॥ তাহার
 পশ্চিমে শ্রেণবেশ্বর আছে । মৎস্যোদরী উত্তরেতে নাদেশ আলয় ॥ কা-
 পিলেশ উত্তরেতে উজ্জানকেশ্বর । তত্বত্বরে বাস্কুলীশ আছে লিঙ্গবর ॥
 আছে কোন্তভেশ্বর তাহার দক্ষিণে । শঙ্কুর্গেশ্বর তায় দক্ষিণে আপনে
 ঐহত্বারে অঘোরেশ্বর লিঙ্গ পরাংপর । অঘোরেশ্বর কুণ্ড আছে তাহার উত্তর
 নর্গেশ দমনেশ্বর লিঙ্গ সেই স্থানে । বস্তুবাস কুণ্ড আছে তাহার দক্ষিণে
 ক্রদ্রেশ্বর লিঙ্গ তথা অতি পুণ্যকর । তাহার নৈঋতে লিঙ্গ মহালয় বর ॥
 পিতৃকুণ্ড নাম তীর্থ তাহার পাশ্বেতে । তথা বৈতরণী বাপি পশ্চিম আয়তে
 বৃহস্পতীশ্বর ক্রদ্র কুণ্ড পশ্চিমেতে । কামেশ্বর লিঙ্গ ক্রদ্র বাস দক্ষিণেতে ॥
 কামকুণ্ড মনোহর তার দক্ষিণেতে । নল কুবেরেশ্বর লিঙ্গ কামেশ পূর্বেতে
 নল কুবেরাখ্য কুণ্ড তাহার সাক্ষাতে । জ্যোতির্গয় নীল নল কুবর পূর্বেতে
 সূর্যেশ্বর চন্দ্রেশ্বর আছে লিঙ্গদ্বয় । অর্জকেশ লিঙ্গ তার দক্ষিণে নিশ্চয় ॥
 সিদ্ধেশ্বর নাম লিঙ্গ আছে সেই স্থানে । তথাতে মঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমা-
 নে ॥ কামদণ্ড পূর্বভাগে আছে চাবনেশ । শুনকেশলিঙ্গ তথা আছে
 বিশেষ ॥ তাহার পশ্চিমে আছে সনৎকুমারেশ । আত্মীশ সেই স্থানে
 আর শনম্দেশ ॥ তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ পঞ্চ শিবেশ্বর । তৎপশ্চিমে মার্কা-
 ণ্ডেশ্বর জ্বব মনোহর ॥ তত্বত্বরে আছে লিঙ্গ নাম কুসুমেশ্বর । মার্কাণ্ডেশ্বর
 জ্বব পূর্বে শাণ্ডিল্যেশ্বর ॥ চণ্ডেশ্বর লিঙ্গ আছে তাহার পশ্চিমে । কপা-
 লেশ দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড নামে ॥ মহালক্ষ্মীশ্বর লিঙ্গ সেই কুণ্ড কাছে ।
 স্বর্গদ্বার স্থান সেই বিদিত যে আছে ॥ গায়ত্রীশ সাবিত্রীশ তাহার দক্ষিণে
 সত্যবতীশ্বর তার পূর্ব সম্মুখানে ॥ লক্ষ্মীশ্বর পূর্বে মহালিঙ্গ উগ্রেশ্বর ।
 তাহার দক্ষিণে উগ্র কুণ্ড মনোহর ॥ করবীবেশ্বর লিঙ্গ সে কুণ্ড পশ্চিমে ।
 মরিচীশ লিঙ্গকুণ্ড বায়ুকোণে জ্বমে ॥ তৎপশ্চিমে চন্দ্রকুণ্ড লিঙ্গ চন্দ্রেশ্বর
 ইন্দ্রেশ দক্ষিণে কর্কটক বাপিবর ॥ কর্কটেশ্বর লিঙ্গ তথাতে আছে ।

তাহার পশ্চিমে কুমি চণ্ডেশ আলয় ॥ তদক্ষিণে কুমিকুণ্ড অতি পুণ্যকর ।
 তাহার পশ্চিমে লিঙ্গ নাম অগ্নিশ্বর ॥ তাহার পূর্বেতে অগ্নিকুণ্ড তীর্থবর ।
 তাহার পূর্বেতে লিঙ্গ বাণচন্দ্রেশ্বর ॥ তার চারিপাশে গণ লিঙ্গ বহুতর ।
 বাণচন্দ্র কুপ তথা আছে পুণ্যকর ॥ তাহার পূর্বেতে লিঙ্গ মম বিশ্বেশ্বর ।
 বৃদ্ধকালেশ্বর তার পূর্বে পুণ্যকর ॥ কামোদক নাম কুণ্ড আছে তার কাছে
 কালেশ দক্ষিণে মৃতীশ্বর লিঙ্গ আছে ॥ দক্ষেশ্বর কালোদক কুণ্ডের উত্তরে
 দক্ষেশ্বর পূর্বে আছে মহাকালেশ্বর ॥ মহাকাল কুণ্ড তথা তীর্থ শ্রেষ্ঠ হয়
 তাহার দক্ষিণে অন্ত কেশব আলয় ॥ তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ হস্তী পালেশ্বর
 ঐরাবত কুণ্ড তথা ঐরাবতেশ্বর ॥ দক্ষিণে মালতীশ্বর আছেন তাহার ।
 হস্তীশ উত্তরে জয়ন্তীশ্বর সংস্কার ॥ মহাকর কুণ্ডের উত্তরে নন্দীশ্বর ।
 দন্দীকুণ্ড তীর্থ তথা আছে পুণ্যকর ॥ তথা ধনুস্তরীকুণ্ড ধনুস্তরীশ্বর ।
 তুঙ্গেশ্বর তুঙ্গ কুণ্ড আর বৈদ্যেশ্বর ॥ হলিকেশ লিঙ্গ আছে তাহার উত্তরে
 তুঙ্গেশ্বর দক্ষিণে আছেন শিবেশ্বরে ॥ বামদয়ীশ্বর লিঙ্গ শিবেশ্বর দক্ষিণে ।
 ভৈরবেশ লিঙ্গকূপ পশ্চিমে যে স্থানে ॥ সে কূপ পশ্চিমে লিঙ্গ আছে
 শুকেশ্বর । তাহার নৈখতে ব্যাসেশ্বর লিঙ্গবর ॥ বামসকুণ্ড মহাতীর্থ আছেন
 তথাতে । ঘণ্টাকর্ণ হৃদবাস তীর্থ পশ্চিমেতে ॥ পঞ্চচূড়ানাপি ঘণ্টাকর্ণ
 সন্নিধানে । পঞ্চচূড়েশ্বর লিঙ্গ আছে সেইস্থানে ॥ পৌরীকুণ্ড তীর্থ তার
 দক্ষিণে আহয় । পঞ্চচূড় উত্তরে অশোক তীর্থ হয় ॥ অশোক উত্তরে
 মহাতীর্থ মন্দাকিনী । তদুত্তর মধ্যে ক্ষেত্র মধ্যমেশ পুনি ॥ মধ্যমেশ দৈত
 ক্রোশ ক্রোশ পরিমাণ । চারিদিকে মুক্তিক্ষেত্র আশ্রিতে বাধান ॥ মধ্য-
 মেশ দক্ষিণেতে বিশ্ববেদেশ্বর । তার পূর্বে বীতভদ্রেশ্বর শুভ কর ॥ তাহার
 দক্ষিণে ভদ্রকালী অধিষ্ঠান । ভদ্রকালী হৃদ তথা আছে বিদ্যমান ॥ তাহার
 পূর্বেতে আপভদ্রেশ্বর স্থিতি । তদুত্তরে আপভদ্র কূপ পুণ্য অতি ॥ আ-
 ছয়ে শৌনক হৃদ পশ্চিমে তাহার । শৌনকেশ লিঙ্গ হৃদ পশ্চিমেতে গার ।
 তাহার দক্ষিণে অনুকেশ যে আহয় । তদুত্তরে মাতকেশ আছেন নিশ্চয় ॥
 তার বায়ুকোণে নানাবিধ লিঙ্গ আছে । মূনি সবে লিঙ্গস্থাপি তপস্যা
 করেছে ॥ মাতকেশ দক্ষিণেতে ব্রজবর্ণেশ্বর । আজ্ঞাপেশ তথা পিতৃলোক
 বহুতর ॥ তদক্ষিণে সিদ্ধকূপ লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর । পশ্চিমে তাহার লিঙ্গবাণী
 মনোহর ॥ সিদ্ধকূপ পূর্বে আছে নাম ব্যাসেশ্বর । জ্যোতেশ্বর তাহার দক্ষিণে
 স্থিতকর ॥ দক্ষিণে তাহার লিঙ্গ গ্রহ সীতেশ্বর । তদুত্তরে নিরাদেশ লিঙ্গ
 পুণ্যকর ॥ চতুঃসমুদ্র নানেতে কূপ সেই স্থানে । জ্যোতীগৌরী সেই স্থানে

আছেন আপনি ॥ ব্যাঘ্রেশ দক্ষিণে লিঙ্গ চণ্ডীশ্বর নাম । তদন্তরে খণ্ড-
 পতি কুণ্ড বিদ্যমান ॥ যোগীসর্ব গুহা তথা যোগী সর্বেশ্বর । তাহার
 পশ্চিমে দেবলেশ্বর সুন্দর ॥ শতকালেশ্বর লিঙ্গ তাহার নিকটে । তাহার
 দক্ষিণে সাতাতপেশ্বর বটে ॥ হেতুকেশ তাহার দক্ষিণে বিরাজয় । অক্ষ
 পাদেশ্বর তার দক্ষিণেতে রয় ॥ তদগ্রেতে কনাদেশ কনাদ বাপিকা ।
 ভূতিশ্বর তাহার দক্ষিণে সংস্থাপিকা ॥ আহেন আবাড়ীশ্বর পশ্চিমে তাহার
 তৎপূর্বে দুর্কাসেশ্বর লিঙ্গ চমৎকার ॥ তারভূতেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে
 বাসেশ্বর পূর্বে শঙ্ক লিখিত স্থাপনে ॥ শঙ্কেশ্বর আছে তথা লিখিতেশ
 আর । তেজস্পৃঙ্খ দুই লিঙ্গ অতি চমৎকার ॥ অবধূতেশ্বর লিঙ্গ তাহার
 ঈশানে । অবধূত কুণ্ড মহাতীর্থ সেই স্থানে ॥ পশুপতীশ্বর লিঙ্গ তাহার
 পূর্বেতে । গোতিলেশ নাম লিঙ্গ তার দক্ষিণেতে ॥ জীমূতবাহনেশ্বর
 পশ্চিমে তাহার । পঞ্চনদে মবুখার্জেশ্বর লিঙ্গ আর ॥ গভস্তীশ লিঙ্গ তথা
 আছে শুভকর । তদন্তরে দধি কম্প কুপ মনোহর ॥ দধিকম্পেশ্বর গভস্তীশ
 উত্তরেতে । মঙ্গলা গৌরী যে গভস্তীশ দক্ষিণেতে ॥ মুখপ্রেক্ষেশ্বর লিঙ্গ
 তথা বিদ্যমান । তদন্তরে আছে মুখপ্রেক্ষার স্থান ॥ সর্ব সিদ্ধি করি দেবী
 মঙ্গলা সঙ্করে । নক্ষত্রীশ্বর ব্রহ্মেশ্বর মুখ প্রেক্ষাওঁরে । তদন্তরে চর্চিকা গৌরী
 স্থান ধরে । চর্চিকাগ্রে রেবন্তেশ আছে লিঙ্গবরে ॥ পঞ্চনদেশ্বর লিঙ্গ
 তদগ্রে স্থাপিত । মঙ্গলোদক কুপ তার পশ্চিমে বিস্তৃত ॥ উপমনু্য মহা-
 লিঙ্গ আছে সেই ধামে । ব্যাঘ্রপাদেশ্বর লিঙ্গ তাহার পশ্চিমে ॥ গভস্তীশ
 নৈঋত্যাংশে শশাঙ্কেশ আর । চৈত্ররথেশ্বর লিঙ্গ পশ্চিমে তাহার ॥
 জৈমিনীশ রেবন্তেশ পশ্চিমে সুন্দর । নানা ঋষি স্থাপিত অনেক লিঙ্গবর
 জৈমিনীশ বারবোতে রীবেশে হর । তদক্ষিণ বরাহেশ্বর লিঙ্গ শুভকর ॥
 মাণ্ডব্যাকেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে । অচণ্ডেশ মহালিঙ্গ-তদক্ষিণ স্থানে ॥
 তদক্ষিণে আপনি আছেন যোগেশ্বর । তদক্ষিণে বাতেশ্বর অতি মনো-
 হর ॥ যোগেশ্বর অগ্রেতে সোমেশ পুণ্যকর । কনকেশ তাহার নৈঋতে
 স্থিতি কর ॥ তদন্তরে পঞ্চলিঙ্গ পাণ্ডব স্থাপিত । তদগ্রেতে সমুদ্রেশ লিঙ্গ
 চমকিত ॥ তৎ পশ্চিমে ধেতেশ্বর লিঙ্গ মনোহর । তৎপশ্চিমে কণেশ্বর
 লিম স্থিতি কর ॥ তদন্তরে মহালিঙ্গ চিত্রগুণ্ডেশ্বর । তাহার পশ্চিমে দূত-
 শ্বর লিঙ্গবর ॥ কলশেশ দক্ষিণেতে লিঙ্গ গ্রহেশ্বর । যদেহব চিত্রগুণ্ড
 পশ্চিমে সুন্দর ॥ বামদেবেশ্বর লিঙ্গ উত্তরে উদয় । গ্রহেশ্বর দক্ষিণ ভাগে-
 তে স্থিত হয় । কনকীশতর লিঙ্গ দক্ষিণে তাহার । তদন্তরে পতিবেশ

লিঙ্গ চমৎকার ॥ অরাহরেশ্বর লিঙ্গ তথাতে আছে ॥ তাহার পশ্চিমে
পাপনাশেশ আলয় ॥ নিজ্জরেশ তাহার পশ্চিমে লিঙ্গবর ॥ তাহার
নৈঋতে লিঙ্গ পিতামহেশ্বর ॥ পিতামহ ঐতিহ্য নানেন্তে তীর্থ তথা
তদ্ভক্তিণে বক্রেশ লিঙ্গ অধিষ্ঠাত্রী ॥ তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ নাম বাণেশ্বর
কুস্মাণ্ডেশ পিতামহ ঐতিহ্যের অন্তর ॥ আহরেশ্বরাক্ষেশ্বর তাহার পূর্বে
গঙ্গেশ্বর নামলিঙ্গ তার দক্ষিণেতে ॥ তদন্তরে নিন্দগেশ লিঙ্গ বহু আর
বৈবস্বতেশ্বর লিঙ্গ তথা চমৎকার ॥ ক্রম্যক্কেশ্বরলিঙ্গ তার দক্ষিণেতে
অতিশয় মনোহর আছেন সাক্ষাতে ॥ ব্রহ্মেশ্বর তার অগ্রে পঙ্কজেশ্বরকর্ষে
তার পর্বে নছশেষ আহরেশ্বরে নিশেষে ॥ বিশালাক্ষীশ্বর লিঙ্গ বিশালাক্ষী
তথা ॥ অরাসক্কেশ্বর লিঙ্গ তদ্ভক্তিণে স্থিত ॥ হিরণ্যাক্ষেশ্বর লিঙ্গতমগ্রে
আহর ॥ তাহার পশ্চিমে গয়াধীশ্বর আলয় ॥ ভনীর্থেশ্বর লিঙ্গ তাহার
পশ্চিমে ॥ ব্রহ্মেশ পশ্চিমে তথা দিলিপেশ নামে ॥ তথাতে দিলিপকুণ্ড
তীর্থ অনুত্তম বিলা ॥ বসু স্থাপিত লিঙ্গেশ্বর সে আশ্রম ॥ মুণ্ডেশ্বর পূর্বে
তার লিঙ্গের প্রবর ॥ তাহার দক্ষিণে আছেন যে বিধীশ্বর ॥ বাজিমেন্ধে-
শ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে ॥ দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে সেই স্থানে ॥ তদ-
ন্তরে মাতৃ তীর্থ অতি পুণ্যধাম ॥ তবকুণ্ড দক্ষে পুষ্পদন্তেশ্বর নাম ॥ তদগি
কোণেতে দেবগ্নি লিঙ্গ যত ॥ ভূপনন্ত দক্ষিণেতে সিদ্ধীশ্বর স্থিত ॥ হরি-
কল্মষেশ্বরলিঙ্গ আছে সেই স্থানে ॥ তৎপশ্চিমে নৈঋতেশ লিঙ্গের সংখ্যানে
তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ আতিরসেশ্বর ॥ তদ্ভক্তিণে কেদারেশ দক্ষিণে চন্দ্র
সূর্য্যবংশি যত ॥ সে সকল প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ আছে বত ॥ নর্দীনা পুরক গণ
লোলার্ক দক্ষিণে ॥ তাহার পশ্চিমে কবাক্ষেশ্বর প্রানে ॥ তাহার পশ্চিমে
মহা ভূর্গার বসতি ॥ তদ্ভক্তিণে শুক্লেশ্বর লিগেংর সংস্থিত ॥ তাহার পশ্চি-
মে জনকেশ্বর প্রকাশ ॥ তদন্তরে শঙ্কু কর্ণ লিগেংর নিবাস ॥ তাহার পূর্বে-
তে লিঙ্গ মহাসিদ্ধীশ্বর ॥ সিদ্ধিকুণ্ড তীর্থ তথা অতি পুণ্যকর ॥ শঙ্কু কর্ণ বার
ব্যোতে বারবোশ স্থিত ॥ তদগ্রেতে বিভাগেশ লিগেংর বসতি ॥ তদন্তরে
কহোলেশ লিঙ্গমনোহর ॥ দ্বারেশ্বরলিঙ্গতথা দ্বারেশ্বর সুন্দর ॥ সেই স্থানে
কেশ্বর লিঙ্গগবতর ॥ হরিদীপ লিঙ্গ তথা কাভ্যারনেশ্বরের বসতি ॥ তা-
হার পশ্চিমে যুকুটেশ্বর সংস্থিত ॥ যুকুটেশ্বর কুণ্ড তথা তীর্থের প্রধান ॥
শতসহস্রাবধি লিগেংর সেই স্থান ॥ তাহার দক্ষিণে অদিতীশ্বর সংস্থিত
তাহার সাক্ষাতে শকেশ্বরের বসতি ॥ তাহার দক্ষিণে রক্তেশ্বর লিঙ্গবর ॥
সেই স্থানে শুভ লিঙ্গ নাম সতীশ্বর ॥ তদন্তরে বহুলিঙ্গ লোকপালেশ্বর ॥

পরগৈ গজ্জব যক্ষ অন্তরা কিম্বর ॥ দেবতাবি স্থাপিত যে লিংগ বহুতর ।
 সাক্ষেশ দক্ষিণে কাঞ্চনেশ মনোহর ॥ মহা লম্বপতেষর তাহার দক্ষিণে ।
 নমুদশ তাহার পশ্চিমে অধিষ্ঠানে ॥ উত্তরে ঈশাণেশ লিংগ মনোহর ।
 লাংগলীশ লিংগ তার পূর্বে প্রভাকর ॥ নকুলেশ কপিলেশ তথা লিংগ-
 ক্ষর । প্রতিকেশ লিংগ তার নিকটে আভর ॥ শুভোদক বাপীতথা আছে
 বিদ্যমানে । তাহার পশ্চিমে দণ্ডপাণি লম্বিধানে ॥ তার পূর্বে দক্ষিণ উত্তরে
 লিংগত্রয় । তারে শকালেশ শিলা দিশ নাম হয় ॥ অবিন্যক্তেশ্বর পার্শ্বে
 আছে মোক্ষেশ্বর । তাহার উত্তরে বরুণেশ লিংগ বর ॥ তার পূর্বে স্বর্ণকেশ
 উত্তরে জ্ঞানেশ । তথাতে সৌভাগ্য গৌরী আছেন বিশেষ ॥ বিশেষ দক্ষিণ
 ভাগে নিকুলেশ স্থান । ক্ষেত্র ক্ষেমকর গণপতি অধিষ্ঠান ॥ নিকুলেশ
 দক্ষিণেতে বিরূপাক্ষেশ্বর । তদক্ষিণে শুক্রেখর লিংগের প্রবর ॥ দেবজানী-
 য়র লিংগ তাহার উত্তরে । শুক্রেখর অগ্রে কচেখর লিংগবরে ॥ শুক্রে কুপ
 মহাতীর্থ আছে সে ধামে । ভবানী ঈশানে দুই শুক্রেখর পশ্চিমে ॥ শুক্রে-
 য়র পূর্বে কনকেখর আলয় । নন্দনসৈয়র লিংগ সেই স্থানে হয় ॥ তার
 পূর্বে লহালিংগ গণেশ্বর নাম । লঙ্কেশ্বর লিংগ তথা মহাপাপ ক্ষয় ॥ সেই
 স্থানে লিং আছে ত্রিপুরাস্তক নাম । তাহার দক্ষিণে দত্তা ত্রিয়েশ্বর ধাম ॥
 দক্ষিণেতে গোকর্ণেশ হরিকেশেশ্বর । তথাতে গোকর্ণ হরিকেশ সরোবর ॥
 তাহার ওশ্চিমে লিংগ নামে ধ্রুবেশ্বর । তদগ্রেতে ধ্রুবকুণ্ড অতি পুণ্যকর ॥
 শিশাচেশ তদুত্তরে ত্রিপিশ তথাতে । তদক্ষিণে পিতৃকুণ্ড আছেন সাক্ষা-
 তে ॥ ধ্রুবসাগ্রে তারেখর সেই বৈদ্যনাথে । মনুপ্রতিষ্ঠিত লিংগ নৈঋত
 তথাতে ॥ প্রিব্রতেখর লিংগ তারোঃ অগ্রেতে । হুতুকুলেশ্বর লিংগ তার
 দক্ষিণেতে ॥ গৌতমেশ লিংগ আছে পাশেতে তাহার । ভদ্রেখর নান লিংগ
 তৎপশ্চিমে আর ॥ কালীর উত্তর ভাগে শিবপ্রিয় ধাম । তথা তেঁহ পঞ্চ-
 গৃহে করেন বিশ্রাম ॥ সদা সেই স্থানে মম আছয়ে বসতি । হেন জ্ঞান যার
 পাপ লিণ্ড নহে লতি ॥ সত্য সত্য সত্য ত্রয় মহাদেবে ভাবে । মম পদ
 ইচ্ছা যদি থাকয়ে সেবিবে ॥ শীঘ্র করি যাইবেক মম কাশীপুরে । লিংগে
 র উদ্দেশ্য মাত্র কহিল বিস্তারে ॥ দুই তিন বার লিংগস্থাপিয়াছে কতি ।
 পুনঃ পুনঃ তাহার যে নাহিক আখ্যাতি ॥ ভক্তি করি সকল পুজিবে আদে-
 শিত । ইহাতে অন্যথা নাহি হবে সাবহিত ॥ যত ইতি লিংগকুণ্ড বাপী
 কুপ আদি । শ্রদ্ধাকরি সকলে করিবে ভাববিধি ॥ এসব দর্শনে জানে কল
 পরাপর । কাশীপুরে লিংগ বাপী কুপ সরোবর ॥ মুক্তি যত ইতি শঙ্ক ।

কাশীখণ্ড ।

কে করিতে পারে । আনন্দ কানন গত ভূণ জ্যেষ্ঠতরে ॥ সৰ্গগত দেবগণ
 ভূণতুল্য নয় । সৰ্বভীর্থ জম্বভূমি কাশীলিঙ্গ নয় ॥ নম প্রিয় ভবদেবী
 তপোবলে ভূমি । স্বভাবতঃ কাশী যথা বিজ্ঞানমেষু ভূমি ॥ সদামোদিত হই
 কাশী নামলয় যে । ক্ষন্দ নন্দীশাখা বিশাখের সম সে ॥ সেই ভক্ত সেবক
 যে মোক্ষ জানি তারে । ভক্তিভাবে কাশীপুরে যেন বাস করে ॥ সুরাসুর
 নর নাগ ভূমি ভাব তরে । চরম বয়সে কাশীবাস যেন করে ॥ অন্যত্র
 নিবাসী দ্বিজ ক্ষতি পরায়ণ । কাশীবাসী অস্ত্রাজের না হয় ভুলন ॥ সৰ্ব-
 ভীর্থ রহস্য অধ্যায় পুণ্যময় । শুনি কাশী দর্শনের পুণ্যলাভ হয় ॥ প্রতি-
 দিন প্রাতঃকালে পাঠ করে যে । সৰ্ব ভীর্থ দর্শনের ফল লভে সে ॥ সৰ্ব-
 লিঙ্গ কথা এই অধ্যায় পঠয় । যম যমদূত হকে তার নাহি ভয় ॥ আমাতে
 যাহার ভক্তি পাঠিবে অধ্যায় । সৰ্ববিধি আচরণ ফল সেই পায় ॥ কাশী-
 লিঙ্গ বলি নাম সতত পাঠিবে । নিন্দক নাহিক পাঠে কভু নাহি দিবে ॥
 ব্রহ্মবধ আদি যত পাতক নশয় । অধ্যায় পঠনে সৰ্ব পাতক সংক্ষয় ॥ পুত্র
 পৌত্র ধন ধান্য আদি অভিজাব । পাঠিয়া অধ্যায় হবে সম্পদের বাস ॥
 দেবী স্থানে দেবইতি যাবত কহিছে । তাবত আসিয়া নন্দী সংবাদ বলিছে
 মন্দির নির্মাণ প্রভো হৈল সমাপন । সুবজ্জ হইয়া রথ হৈল আগমন ॥
 দেবতা সকলে হেথা আসিয়া মিলিছে । গরুড় বাহনে বিষ্ণুদ্বারে দাড়া-
 ইছে ॥ মুনিগণ সজে তব অবসর দেখে । চতুর্দশ লোক বাসী আদিছে
 কৌতুকে ॥ অক্ষ তব প্রবেশিক উৎসব শুনিয়া । সুরাসুর নরগণ মিলিত
 আসিয়া ॥ ক্ষন্দ বলে কহি শুন লোপামুদ্রা পতি । শুনিয়া নন্দীর বাক্য
 দেব পশুপতি ॥ দেবী সজে দিব্য রথে করি আরোহণ । ত্রিপিটপ ক্ষেত্র
 হতে করিল গমন ॥ অগ্নিকা নিবাসী সীতানাথ বহুদাস । কাশীখণ্ড ভাষা
 করি করিল প্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দ সংগে রংগ হইল উদয় । সপ্ত নবভী
 অধ্যায় সাংগ তাতে হয় ॥

অথ রংগমণ্ডে হরপার্বতীর গমন ।

পয়ার । ব্যাসদেব সূত স্থানে বলিল রচন । রংগমণ্ডে সদাশি বিষ্ণু-
 লেন তৎক্ষণ ॥ অগস্ত্য প্রণাম করি কার্তিকে বলিল । রংগমণ্ডে মহাদেয়
 ক্রিয় করিল ॥ বিশেষ করিয়া মোরে কহ যতানন । অপূৰ্ব আখ্যান

আমি করিব অৰণ ॥ কার্তিক কহেম শুন মুনি তপোধন । শুনিলে অপূর্ব
 করা পাপ বিমোচন ॥ চৈত্রমাস শুক্লপক্ষ তিথি ত্রয়োদশী । মন্দর হইতে
 শিব আনিলেন কাশী ॥ ভৈরবেশ্বরে থাকি শিব মুক্তিমণ্ড কৈল । শুভদিন
 দেখি তবে তথাতে চলিল ॥ কার্তিকের শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথি । বুধবার
 সঙ্কটহর তারাপুঞ্জি অতি ॥ উঠেঃস্থানে গ্রহসব থাকে সেই দিনে । মহা-
 লক্ষ্মী মহাদেব মণ্ডপ গমনে ॥ হরগৌরী সংগে ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ ।
 মহর্ষি দেবর্ষি যত আর মুনিগণ ॥ পাশাল হইতে নাগ সকল আসিল ।
 গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ আসিয়া মিলিল ॥ বিদ্যাধরে পান বদ্য মত্ত করয় ।
 অপ্সা ইত্যাদি সবে চামর তুলায় ॥ স্বর্গমর্ত্য পাশালাদি সকল মিলিল ।
 মহাদেব অভিষেক দেখিতে আসিল ॥ পারিজাত মলা কেহ দিল শিব
 অংগে । অগৌর চন্দন সবে দিল মানায়ংগে ॥ জুগন্ধি ঘে ধূপ দিল গুগুল
 আলিয়া । নানা আতি পুষ্প দিল আনন্দিত হৈয়া ॥ মুক্তিমণ্ডে ধ্বজ আর
 পতাকা উড়য় । শ্বেত নীল রক্তবর্ণে অতি শোভা পায় ॥ স্বর্গকুম্ভ গৃহদ্বারে
 অতি সুশোভন । মংগলাচরণ করে কুলধগণ ॥ কাশীপুরে গৃহে গৃহে আ-
 নন্দ অপার । নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি বাদ্যোচ্চস আর ॥ মুক্তি মণ্ডে গৌরী
 সহশঙ্কর বসিল । কার্তিক গণেশ আর গণেতে ঘেরিল ॥ ব্রহ্মা আনি
 ভদ্রপরে অভিষেক করে । সকলে হইল নয় আমন্য সাগরে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু
 দেব সব কার্তিক গণেশ । নন্দি আদি গণ যত ঋষি যে অশেষ । মুনি ঋষি
 তপস্বী যে যতক আছিল । গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব একত্র জিলিল ॥ সকলেতে
 মনোমত্ত শিব পূজা কৈল । ভদ্রপরে নারায়ণে মহেশ কহিল ॥ দেব সক-
 লেতে তুমি মম প্রিয় অতি । তব আকিঞ্চনে হৈল সম কাশী স্থিতি ॥
 দিবদাসে রাজ্যচ্যুত মম পদ দিলে । মন্দর হইতে তুমি আমাংক আমিনে
 বর লহ নারায়ণ যথা ইচ্ছা হয় । মহাদেবে বিষ্ণু কহে করিয়া বিনয় ॥
 অন্যবর নাহি চাই শুন শ্রীপাণি । তোমাতে অচল ভক্তি এই মম মাণী ॥
 শঙ্কর কহেন বিকোশুনহ বচন । হরি হয় এক বস্তু ভ্রমে ভিন্ন কন ॥
 তব পূজা বিনে ঘেবা মম পূজা করে । বিকল হইবে পূজা কহিল তোমাতে
 এইরূপে বহুবিধ বিষ্ণুকে বলিল । ভদ্রপরে মহাদেবে অন্য যে কহিল ॥
 কাশী সম অন্যস্থান নাহি ত্রিভুবন । কৈলাস অপেক্ষা মম অতি রম্য স্থান
 দক্ষিণাংশে মুক্তিমণ্ড অতি সুখকর । নিমেষার্দ্ধ বাস হল আহ্নে বিস্তর ॥
 অধিকারি স্থান করি দেখে বিশ্বধরে । পুনর্বার পশু বাস মাহিক আহার ॥
 এই ক্ষেত্রে দান যেন তত্ত্ব করি করে । অন্য স্থান হইতে কোটিগুণ কল

ধরে ॥ ভবিষ্যতি জ্ঞাপরে এই মুক্তিমণ্ড হয় । কুকট মঙ্গল ব্যক্তি হইবে
নিশ্চয় ॥ তদপরে বাসুদেব করে নিবেদন । কেমনে কুকটমণ্ড হবে নি-
লোচন ॥ দেবনাথ বলে বিবেচ্য কর অবধান । মহানন্দ এক দ্বিজ সন্ন্যাসী
বান । কুকর্মেতে মতি সন্না হয় দুরাচার । পর স্ত্রী সঙ্কেতে রক্ত থাকে
অসিবার ॥ তাহার হইল দুই পুত্র মন্দমতি । কাশীপুরে আসি পরে করি-
ল বসতি ॥ দ্বিজ যেকপটবেশে করে ব্যবহার । কপালেতে দীর্ঘ কোড়ী
শত বস্ত্র আর ॥ বৈষ্ণব সভাতে যদি যায় সে ব্রাহ্মণ । তাহার মন্তের মত
করে আলাপন ॥ শৈব শাক্ত স্থানে দ্বিজ-যে কালেতে যায় । সেই মত
ব্যবহার করয়ে তথায় ॥ এই রূপে বহুকাল কাশীপুরে থাকে । তপ্ত রূপ
ভূষণাদি করেন অনেক । পর্বত হইতে এক চণ্ডাল আসিল । অর্থ কিছু
সঙ্গে করি কাশী প্রবেশিল ॥ ব্রাহ্মণকে অর্থ দান দিব মনে করি । মণি-
কর্ণি ঘাটে গতি করিল গঙ্গারি ॥ বহু শত দ্বিজগণ আহরে তথায় । চণ্ডাল
বাইয়া সব ব্রাহ্মণে সুধার ॥ মম স্থানে অর্থ কিছু আছে দ্বিজগণ । তোমা
সকলেতে তাহা করি সমর্পণ ॥ চণ্ডালের হেন বাক্য শুনিয়া সকলে । ভণ্ড
তপস্বীর তরে দেখাইয়া দিলে ॥ তদপরে মহানন্দ দ্বিজ প্রণমিল । অর্থ
কিছু লও বলি চণ্ডাল বলিল ॥ চণ্ডালের কথা শুনি মহানন্দ দ্বিজ । অর্থ
মোটে যোগতত্ত্ব করিল অব্যাহ ॥ দ্বিজ বশে রক্ত ধন কহত মধুর । চণ্ডাল
বলেন যত চাহ দ্বিজবর ॥ পরিপূর্ণ ধন দিব করহ গ্রহণ । শুনি মহানন্দ
দ্বিজ আনন্দিত মন ॥ কপট বচন দ্বিজ বলিল ততক্ষণ । জনহ হইবে
কল মোরে দিলে দান ॥ প্রতিগ্রহ আমি নাহি করি কোনকালে । আইল
তপোদান আমি লইব যেবলে ॥ কুশবারি পুষ্প আদি লইল ততক্ষণ । উৎ-
সর্গের বাক্য সব করিল রচন ॥ প্রসূর অমূল্য ধন চণ্ডাল যে দিল । দান
করাইয়া সব আপনি লইল ॥ মহানন্দে দান করি চণ্ডাল সধর । নিজা-
লয়ে চলি গেল হর্ষিত অন্তর ॥ চণ্ডালের দান লইয়া কুট দ্বিজবর । স্বগৃ-
হেতে ধন লয়ে গেলেন তৎপর ॥ দেখি মহানন্দ দ্বিজ কাশীবাসী যত ।
চণ্ডালের দান কথা বলেন সত্তত ॥ কোন স্থানে দ্বিজবর ভিত্তিতে না পারে
কাক ভয়ে পোচক যে না হয় নাহিরে ॥ তদপরে মহানন্দ স্ত্রী পুত্র লইয়া ।
কাশী ত্যাগ করি গেল নিন্দিত হইয়া ॥ কতদূরে কাশী যাত্রী হইল দর্শন ।
তাহার সঙ্কেতে দ্বিজ করিল গমন ॥ এক দিন পথি মধ্যে ছুই আসি মিলে
অর্থ আছে চণ্ডালের জানিল সকলে ॥ ধন লৈয়া প্রাণদণ্ড করে অবশেষ ।
দেই দ্বিজ মুক্তকালে চিহ্নিল মহেশ ॥ পর স্ত্রীতে ব্যবহার ভণ্ডবাণ করে

দ্বিতীয় যে চণ্ডালের দানগ্রহ পড়ে ॥ অধিকন্তু চারিজন অপমৃত্যু হৈল ॥
 তেজোবলে কুকুটের যোনি যে পাইল ॥ মৃত্যুকালে বিশ্বেশ্বরে মানস করিল
 অনার্যাসে চারিজন জাতিস্মর হৈল ॥ কতদিন এইরূপে গত হৈয়া যায় ।
 কাশী দর্শনের যাত্রী আসিল তথায় ॥ মনোমধ্যে আনিল কুকুট চারিজন
 এই সঙ্গে গেলে কাশী হবে দর্শন ॥ পরদিন যাত্রী সঙ্গে কুকুট চলিল ।
 ক্রমে ক্রমে কাশীপুরে সকলে আসিল ॥ যথা বাস যাত্রীগণ করে নিরন্তর
 কুকুট তথাতে থাকে শুনহ সঙ্গর ॥ দিনান্তেতে খাদ্য বস্ত্র যাত্রীগণ দেয় ।
 তাহাই ভক্ষিয়া চারি প্রাণ যে রাখয় ॥ এইমতে বহুকাল যাইল তথায় ।
 তদপরে যাত্রীগণ নিজালয় যায় ॥ চারিজন কুকুট রহিল কাশীপুরী ।
 অবশেষ প্রাণত্যাগ অবিস্মৃক্তে করি ॥ কুকুটেরা তেজোরূপ করিয়া ধারণ ।
 মুক্তিমণ্ডে এই লিঙ্গে হবে প্রবেশন ॥ অতএব শুন বিষ্ণো কথা ভবিষ্যতি ।
 একারণে কুকুট মণ্ডপ হবে খ্যাতি ॥ মুক্তিমণ্ডে মহাদেব অভিষেক কথা
 শুনিলে জীবের মুক্তি হইবে সর্বথা ॥ সর্ব পাপে সেই জীব হয় বিমোচন
 অনার্যাসে বারাগমী করিবে দর্শন ॥ কাশীনাথ পদ মম সনত চিস্তন । অষ্ট
 নবতি অধ্যায় হৈল সমাপণ ॥

পয়ার । যজ্ঞানন তদন্তরে অগস্ত্যো বলিল । মুক্তিমণ্ড হঘে শিব রক্ষ
 মণ্ডে গেল ॥ তাহার বিশেষ শুন মুনি তপোধন । ব্রহ্মা বিষ্ণু আমি আর
 সব দেবগণ ॥ গণেশাদি নন্দীগণ মুনি ঋষি যত । সকলে চলিল সঙ্গে
 হৈয়া আনন্দিত ॥ রক্ষমণ্ডে শিব আসি পূর্বমুখে বসি । বেষ্টিত সকলদেব
 বন্দে সব ঋষি ॥ স্তব করে ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ । চামর ঢুলায় কেহ
 দেয়ত চন্দন ॥ অকস্মাৎ মহাজ্যোতি পাতাল হইতে । শিব সন্নিধানে তেজ
 দেখে আচম্বিতে ॥ মহাদেব তদপরে বলে নারায়ণে । জ্যোতিকূপ শিবলিঙ্গ
 দেখহ নয়নে ॥ পরাংপর জ্যোতি হয় সর্ব লিঙ্গ সার । বিশ্বরূপ মূর্তি মম
 শুনহ বিস্তার ॥ পশুপতি সিদ্ধ হয় এই লিঙ্গ পূজি । জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধজান
 সর্ব ছুঃখ ত্যজি ॥ সেই যোগী হয় তবে শরীর নির্মল । নিম্পাপক উর্দ্ধ-
 রেতা হয়ত সকল ॥ জিত ক্রোধ হৈয়া যোগী মুক্তিপদ পায় । শিবের
 স্বরূপ ধরি শিব স্থানে যায় ॥ আর কহি শুন বিষ্ণো ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় ।
 একবার পূজিলেহ জন্ম নাহি হয় ॥ পুষ্প দিয়া পূজা যেন করেন সঙ্গর ।
 রাজসূর ফল প্রাপ্ত হয় সেই নর ॥ বস্ত্রপুত জল দিয়া এট লিঙ্গ পূজে । লক্ষ
 অশ্বমেধ ফল সেই জনে ভুঞ্জে ॥ আর দেয় ধূপ দীপ সুগন্ধি চন্দন । অন্য

স্নান হইয়া তার পাপ বিমোচন ॥ পঞ্চামৃত দিয়া পূজা করে লিঙ্গরাজে ॥
 পুরুষার্থ চতুর্ভুজ কল পায় শেষে ॥ কপূরের বর্তিদিয়া দীপ দান করে ॥
 কপূর সুগন্ধ দেহ হয় তার পরে ॥ নৈবিদ্য প্রদান পূজা করেন সাধক ॥
 কৈলাসেতে সুখভোগ হয় অপারক ॥ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ যেরূপ করয়ে পূজনে ॥
 ত্রৈলোক্য পূজিত হয় বন্দে শিবগণে ॥ ঘটাবাদ্য যেইজনে শিব স্থানে
 করে ॥ আমার সমীপে বাস হয় নিরন্তরে ॥ জিজ্ঞাসিতে বলয়ে ভক্তি করি
 বিশ্বেশ্বর ॥ সংসার জাতমা হৈতে মুক্ত কলেবর ॥ বিশ্বেশ্বর দেখি নর মরে
 স্থানান্তরে ॥ জন্মান্তরে মোক্ষ লাভ কে খণ্ডিতে পারে ॥ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ
 দেখি হর্ষবৃত্ত হয় ॥ নন্দী আদি গণ সবে বন্দনা করয় ॥ ত্রিসঙ্ক্য বিশেষ
 বিশ্বনাথ জপ করে ॥ সেই জনে সদা থাকি নিয়ত অন্তরে ॥ দেবতা সকলে
 শুন অবশেষ কহি ॥ ত্রিভুবনে বিশ্বেশ্বর সম লিঙ্গ নাহি ॥ তীর্থমধ্যে মণি-
 কর্ণি জতি শ্রেষ্ঠ হয় ॥ বনমধ্যে আনন্দ কানন শ্রেষ্ঠ কয় ॥ বারাগসী ক্ষেত্র-
 মধ্যে সব লিঙ্গময় ॥ তাহার মধ্যে অতি মুখ্য মণিকর্ণি হয় ॥ রাজধানি
 কাশীক্ষেত্র মম প্রিয় নার ॥ তার মধ্যে রাজগৃহ অতি চমৎকার ॥ রক্ত মণ্ড
 দক্ষিণেতে শুন নিকগণ ॥ শতদ্বয় হস্তমিত স্থান রাজ্য হন ॥ বামদিকে
 শতদ্বয় হস্ত পরিমাণ ॥ কাশীমধ্যে রাজগৃহ হয় এই স্থান ॥ মণিকর্ণি পরি-
 মাণ ॥ কাশীমধ্যে রাজগৃহ হয় এই স্থান ॥ মণিকর্ণি পরিমাণ কহি শুন
 আর ॥ পঞ্চশত হস্তদীর্ঘে সর্বস্থান নার ॥ সপ্ত পাতাল ভেদিয়া বিশ্বেশ্বর
 আসি ॥ লিঙ্গ রূপে বিরাজিত সেই বারাগসী ॥ এই লিঙ্গ যেরূপে জনা
 ভাব করে ॥ গর্ভবাগ নিবারণ নাহি তার তরে ॥ নিজ প্রিয় জব্য যদি দেয়
 বিশ্বেশ্বরে ॥ ইহকালে পাপনাশি মুক্ত কলেববে ॥ দূরে থাকি বিশ্বেশ্বরে
 মানসে যে পূজে ॥ পরজন্মে রাঙ্ক করে দেবতা সমাজে ॥ ত্র্যম্বক দেবগণ
 শুনহ বচন ॥ বিশ্বেশ্বর পূজা কল বহুবিধ হন ॥ শুদ্ধদান্ত উপাঙ্গন ধনে
 পূজা করে ॥ নির্মাণ তাহার হয় কে খণ্ডিতে পারে ॥ মণিকর্ণি পঞ্চকোশী
 আর বিশ্বেশ্বর ॥ গাই ত্রয় বহুবিধ পাপ নাশকর ॥ তদপরে গৌরীদেব দেব
 শূলপাণি ॥ জ্যোতির্লিঙ্গে প্রবেশম করিল আপনি ॥ জয় জয় শব্দ করে বহু
 দেবগণ ॥ পরেতে গেলেন সবে যার যে ভুবন ॥ ক্ষুদ্র বলে অগস্ত্যকে শুনহ
 বচন ॥ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সব করিলে শ্রবণ ॥ যথাগাথা তব স্থানে নার যে
 বলিল ॥ তব আগমনে মুনি তব মুক্তি হৈল ॥ তদপরে সূর্য্যদেব অন্ত হৈয়া
 যায় ॥ কার্ত্তিকেয় মৌনী হৈয়া রহিল তথায় ॥ ব্যাস বলে শুন সূত অপূর্ণ
 কথন ॥ লোপামুদ্রা সহ তবে মুনি উপোদন ॥ বড়াননে প্রণাম করি

বহুতর। বহু সাধনাতে দুনি গেলেন সঙ্কর ॥ শিবদ্যান শিবজান শিব
সর্বময়। কাশীবাসে অচিরান্তে নির্বাণ লভয় ॥ নবনবতী অধ্যায় কথা অতি
মনোহর। সীতামাথ বকুতাষে যথামজি পর ॥ সমাপ্ত অধ্যায় হৈল শুন
সাবুজনে। ব্রহ্মানন্দ পদে চিত্ত হয় দিনে দিনে ॥

ইতি নবনবতী অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥

পরায়। সুত কহে বাস স্থানে পদে প্রণমিয়া। ভূপ্তি হৈল কাশী-
খণ্ড প্রবণ করিয়া ॥ কাশীর মাহাত্ম অনুক্রমনি অধ্যায়। বিস্তারিয়া কহ
প্রভু পূর্ণ যাতে পার ॥ বাস বলে শুন সুত স্থির করি মন। জাতুকর্ণ শুক
আদিকরহ প্রবণ ॥ কাশীর মাহাত্ম অনুক্রমনি অধ্যায়। কহিতেছে শুনি-
লে পাতক কর পার ॥ বিষ্ণু নারদের কথা প্রথম অধ্যায়। সত্যলোক
মহিমা বিস্তারিতে তার ॥ ভূতীরেতে অগস্ত্য স্থানে দেব আগমন। পতি-
ব্রহ্মা চরিত্র তৎপরেতে বর্ণন ॥ তদপরে কাশী হৈতে অগস্ত্য প্রস্থান।
তৎপরে তীর্থের প্রশংসা অভিধান ॥ সপ্তপুরী বর্ণন কহিছে তার পরে।
তদপরে যমপুরী নিকপণ করে ॥ তদন্তরে সূর্যালোক অপূর্ণ বর্ণন। ইন্দ্র
অগ্নিলোকে শিব শরীর গমন ॥ অগ্নি উৎপত্তি কথা কহে তার পরে।
নৈঋত বরুণোত্তর বনে তদন্তরে ॥ গন্ধর্বতী অলকা পাতিল জন্ম কা। ততঃ-
পরে চন্দ্রলোক সংবাদ যে গাঁথা ॥ উত্তরলোক অনন্তরে শুক্র সমুদ্ভব। কুজ
শুক্র শনি লোক বর্ণনা এ সব ॥ সপ্তাশি লোক কথা ক্রম তপ পরে। ক্রম
পদক্রম লোক স্থিতি অনন্তরে ॥ পরে শিবশরী। সত্যলোক দরশন। চতু-
ভুজ অভিধেয় তদন্তু বর্ণন ॥ শিবশরী। নির্বাণ বর্ণন তার পরে। কন্দ অগ-
স্তিক কথা বর্ণে তদপরে ॥ মণিকণি সমুদ্ভব তদন্তরে অতি। গঙ্গার মহিমা
পরে দশহরী স্তুতি। গঙ্গা আবির্ভাব পরে নাম সহস্রেক। বারানসী প্রশং-
সন তদন্তু সম্যক ॥ ভৈরবের আবির্ভাব তদন্তু বর্ণন। দশপাণি জন্ম জ্ঞান-
বাপী বিবরণ ॥ কলাবতী কথা সদাচার নিকপণ। আশ্রম ধর্মের যত ইতি
বিবরণ। ব্রহ্মচারি প্রকরণ ত্রীলক্ষণ পরে। কৃত্যাকৃত্য প্রকরণ কহে অন-
ন্তরে ॥ তৎ পরেতে বর্ণিয়াছে অবিস্মৃত্তেধর। গৃহস্থার্শ্রম বর্ণন আছে তদ-
ন্তরে ॥ যোগ নিকপণ কাল জ্ঞান তার পরে। দিবোদান রাজার বর্ণন অন-
ন্তরে ॥ কাশীর বর্ণন পরে যোগিনী বর্ণন। উত্তরার্ক লোকার্কের তদন্তু
কথন ॥ ঋপদাদিত্য সংসন সাত্তাদিত্য কথা। বরুণার্ক গরুড়ের বিবরণ

ভাষা ॥ দশাখ্যৈধিক কথা কহে তার পরে । মন্দর হইতে গণ আগমন
করে ॥ পিশাচ মোচন কথা গণেশ প্রেরণ । যারা গগপতি আদি তুষ্টি
বিবরণ ॥ বিষ্ণু মায়া প্রবন্ধন ভদ্রকুঞ্জন । তদপরে দিবোদাস রাজ্য বিক-
জ্ঞান ॥ তার পরে পঞ্চনদ উৎপত্তি কথন । ভদ্রকুন্ডে! বিন্দবাধবোক্তব
সংসন ॥ তদনু বৈষ্ণব তীর্থ সাহস্য বর্ণন । মন্দর হইতে বৃষধ্বজ আগমন
কৈষ্ঠস্থানে যোগী সবা মহেশ সংবাদ । ক্ষেত্রের রহস্য কথা পরে অনুবাদ
কলুকেশ ব্যাভ্রের কথা তার পরে । শৈলেশ্বর রত্নেশ্বর দর্শন অন্তরে ॥
কুর্ভিবাস সমুৎপত্তি আগমনিগম । দেব অধিষ্ঠান হুর্গার পরাক্রম । হুর্গার
বিজয় প্রণবেশ্বর বর্ণন । প্রণব সাহস্য সমুদ্ভব ত্রিলোচন ॥ ত্রিলোচন মহি-
মা কেদার সমাখ্যান । ধর্ম্মীশ মহিমা পক্ষি কথা অমৃতান । বিশ্বকৃষ্ণা উপা-
খ্যান হুর্গম প্রস্তাষ । তদপরে বীরেশ্বর লিঙ্গ আশ্রিত্য ॥ বীরেশ মহিমা
গঙ্গা তীর্থের মিলন । ভদ্রকুন্ডে কামেশ্বর মহিমা বর্ণন ॥ বিশ্বকর্মেশ্বর কথা
সাহস্য কথন । দক্ষযজ্ঞ কথা সতীদেহ বিবজ্ঞান ॥ দক্ষেশ্বর সমুদ্ভব কহে
তার পরে । তদনুপার্বতীশ্বর মহিমা বিজ্ঞারে ॥ পদকেশ মহিমা সর্ম্মদেশ্বর
বর্ণন । সতীশ্বর অমৃতেশ আদির কথন ॥ ব্যাস কুমহুজ্ঞ ব্যাস শাপ বিমো-
চন । ক্ষেত্র ভীষণ সকল বিস্তার বিবরণ ॥ মুক্তি মণ্ডবের কথা কহে তার
পরে । বিশ্বেশ্বর আদিভাব কহে ভদ্রকুন্ডে ॥ যাত্রা পরিক্রম কথা ভদ্রকু-
বর্ণন । আখ্যান শেষে ক্রমে করিল কীর্জন । সর্ব্ব খণ্ডকর্ত্তি কল এই অধ্যা-
য় । অনুক্রমে আছে যাত্রা ক্রমের নিশ্চয় ॥ শুভ কহে শুন সত্যবতীর
নন্দন । কৃপা করি কহ যাত্রা বিধি নিকণন ॥ ব্যাস বলে শুন হুত যাত্রার
বিধান । যে রূপে করিবে লোক যাত্রা অমৃতান ॥ এখানে সবস্ত্র বচ পুষ্ক-
রিণী স্থান । দেব পিতৃ তর্পণ ত্র্যাম্বকে দিবে দান ॥ আদি ভৌগদী বিষ্ণু
দাম্পপাণি হরে । প্রণমিয়া চুণ্ডি বিনায়কে যাবে পরে ॥ জ্ঞানবাণী জল-
ক্ষার্পণ নন্দিকেশ গতি । তারকেশ পুদা মহাকালেশ সংহতি ॥ পুনঃ দক্ষ-
পাণি পুজা পঞ্চতীর্থ এহি । প্রতিদিন যাত্রা করিবেক নিঃসন্দেহি ॥ ততঃ-
পরে বিশ্বেশ্বর যাত্রা প্রদর্শন । করিবে অঙরে যাত্রা দ্বিসপ্তারতন ॥ কৃষ্ণ
প্রতিপদ আদি চতুর্দশী সীমা । প্রতি চতুর্দশী দিনে যাত্রার মহিমা ॥ সে
সব তীর্থের স্থান লিঙ্কের অর্চন । মৌনী তৈয়া যাত্রা করিবেক সাধুজন
সংসোধারী স্থান প্রণবেশ্বর দর্শন । ত্রিপিটকে মহাদেবে করিবে পূজন
কুর্ভিবালেশ্বর রত্নেশ্বর চন্দ্রেশ্বর । কেদারেশ দর্শন করিবে তার পর । বর্মে-
শ্বর বীরেশ্বর পরে কামেশ্বর । বিশ্বকর্মেশ্বর আর মণিকর্ণেশ্বর । অবিনুজ-
েশ্বর

পরে করিবে দর্শন । অনন্তরে বিশ্বের করিবে পূজন ॥ কাশীবাসী জনে
 এই যাত্রা আবশ্যক । যাত্রা না করিলে বিশ্ব সদা সংস্রুতক ॥ আর অষ্ট আর
 তন যাত্রার বিধান । আর অন্য যাহার শুনহ অনুষ্ঠান ॥ শৈলেশ্বর দর্শন
 করণী মান করি । সঙ্গমে মজ্জিত হৈয়া সঙ্গমেশ হেরি ॥ স্বমিল তীর্থেতে
 মান স্বমিল দর্শন । মঙ্গলকিনী মান মধ্যাকেশ্বর পূজন । হিরণ্যগত্রে শ
 তীর্থে করিবেক মান । হিরণ্যগত্রে শ পূজা করি অনুষ্ঠান ॥ মণিকর্ণি মান
 ঈশানেশ্বর দর্শন । গোপ্রেক্ষ কূপেতে মান গোপ্রেক্ষ পূজন ॥ বৃষস্বজ
 দর্শন কপিল ধারা মান । কুপমান উপসানু লিঙ্গ সন্নিবান ॥ পঞ্চচূড় রুদি
 মান জ্যোতি স্থানীর্চন । চতুঃসমুদ্রমজ্জন দেবতা দর্শন । দেবের অগ্রেতে
 বাপি জলস্পর্শ করি । শুক্রকূপ মান দেখে শুক্রেশ সাদরি ॥ দণ্ডখাত
 মান ব্যাঘ্রেশ্বরের দর্শন । নৌনকেশ কুণ্ডে মান জম্বুকেশার্চন ॥ আবশ্যক
 যাত্রা এই করে অনুষ্ঠান । সর্ব পাপে মুক্ত সেই শুনহ বিধান ॥ কৃষ্ণ প্রতি-
 পদ আদি চতুর্দশ দিনে । ক্রমে যাত্রা হয়ে চতুর্দশ আয়তনে ॥ একাদশ
 আয়তন যাত্রা কহি আর । সাবধানে শুন মুত যাত্রার বিস্তার ॥ অগ্নিস্বজ
 দর্শন অগ্নিস্বজ কুণ্ডে মান । তদনু উর্বনীশ্বর পূজা অনুষ্ঠান ॥ নকুলীশ
 আবাঢ়ীশ ভার ভূতেশ্বর । ত্রিপুরাস্তকেশ লাকলীশ তারপর ॥ পরে মনঃ
 প্রকামেশ প্রতিকের আর । তিলপদ্মেশ্বর একাদশ হাত্রা সার ॥ গৌরী
 যাত্রা কহি মুত শুন দিয়া মন । শুক্লপক্ষ তৃতীয়াতে করি আরম্ভন ॥ মুখ
 নিভালিকা দেবী গোপ্রেক্ষ মজ্জন । জ্যোতিবাপী মান জ্যোতি গৌরী সম-
 র্চন ॥ সৌভাগ্য গৌরীর পূজা জ্ঞানবাপী মান । শৃঙ্গার কুণ্ডেতে মান
 করিয়া বিধান । শৃঙ্গার গৌরীর পূজা করি অনন্তরে । বিশাল গঙ্গাতে মান
 বিশালাক্ষী পরে ॥ ললিতা তীর্থের মান ললিতা দর্শন । ভবানী তীর্থেতে
 মান ভবানী পূজন ॥ বিন্দু তীর্থে মান আর মঙ্গলা অর্চন । তদনু যাইবে
 মহালক্ষ্মীর সদন ॥ গণেশের যাত্রা প্রতি চতুর্থীতে হয় । ব্রাহ্মণে মোদক
 দানে গণেশ প্রণয় ॥ কালভৈরবের যাত্রা মঙ্গল বাসরে । রবি যাত্রা করি-
 বে ক প্রতি রবিবারে ॥ রবিবারে যজ্ঞিতে বিশেষ যাত্রা হয় । টহার অন্যথা
 নাহি বলিল নিশ্চয় ॥ রবি সপ্তমীতে রবি যাত্রা আবশ্যক । চণ্ডীযাত্রা অষ্ট-
 মী নবমী নিকপক ॥ প্রতি সপ্তমীরে অন্তর্গৃহ যাত্রা হয় । প্রতি স্থান করি
 পঞ্চ গণেশ পূজন ॥ নির্বাণ মণ্ডপে বিশ্বেশ্বর সমুষ্ঠান । অন্তর্গৃহ যাত্রার
 করিলে আরম্ভন ॥ নিয়ম গ্রহণ করি মণিকর্ণিকাতে । মান করি মৌনী
 মণিকর্ণীশ অগ্রেতে ॥ কনকাস্তর বায়ুকীশ্বর তৎপরে । পর্তেশ পূজি

কাশীখণ্ড ।

গঙ্গা কেশব অন্তরে ॥ ললিতা দর্শন পরে অরাস্ত্রেশ্বর । গোবিন্দ পূজা
 করহ অনন্তর ॥ গভ্রাস্ত্রেশ দর্শন যে প্রকেশ পূজন । কল্যাণেশ পূজি। যে
 হরিকে অরণ ॥ বৈদ্যনাথ পূজি তবে প্রবেশ দর্শন । গোবর্ধন পূজি
 হারিকেশ্বর অর্চন ॥ অশ্বিনেশ তুলাগেতে কিবল ঈশ্বর । চন্দ্রেশ্বর বীরে-
 শ্বর যাবে তার পর ॥ চিত্রগুণেশ্বর চিত্রঘটা বরদান । পশুপতীশ্বর পরে
 করিবে পূজন ॥ ভার ভূতেশ্বর সমর্চ তার পর । পিতামহেশ্বর পরে সকল
 ঈশ্বর ॥ বিদ্যেশ্বর অগ্নীশ্বর নাগেশ্বর পরে । হরিশঙ্কর চিত্রামণি নার
 গণেশ্বরে ॥ সেনা বিনায়ক আর বলিষ্ঠ সাক্ষাতে । বামনেব মূর্তি
 আছেন যথাতে ॥ সীমা বিনায়ক বরুণেশ্বর তৎপরে । ত্রিসঙ্কোশ বিশা-
 লাক্ষী পূজা অনন্তরে ॥ ধর্মেশ্বর বিশ্ববাহু দেবীর দর্শন । আশা বিনায়ক
 ব্রহ্মাদিত্য সমর্চন ॥ চতুর্ভুজেশ্বর পূজা ব্রাহ্মিণ দর্শন । পুনঃ একাদেশ
 ঈশানেশ্বর পূজন ॥ চণ্ডী চণ্ডীশ্বর পরে তবানী শঙ্কর । চণ্ডী বিনায়ক
 পরে রাজরাজেশ্বর ॥ লাক্ষ্মীশ নকুলীশ পরাত্মেশ পরে । পরব্রহ্মেশ্বর
 পূজা প্রতি গৃহেশ্বরে ॥ লিঙ্গলঙ্কেশ্বর মার্কণ্ডেশ্বর আর । পরে অপ্সরেন
 পূজার প্রজার ॥ গঙ্গেশ্বর সমর্চন জ্ঞানবাপী স্থান । মল্লারকেশ তারকেশ
 পূজা অনুষ্ঠান ॥ মহাকালেশ্বর দণ্ডপানি মহেশ্বর । মোক্ষেশ্বর বীরভদ্রেশ্বর
 তার পর ॥ অবিমুক্তেশ্বর পঞ্চ গণেশ পূজন । অনন্তরে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ
 দরশন ॥ মৌনী পরিহারি পরে পঠিবে মন্ত্রদ্বয় । মুক্তিমণ্ডপেতে কণ
 বিশ্রাম করয় ॥ অন্তর্গৃহ যাত্রার এইত পরিমাণ । সম্বৎসরে আবশ্যক করি-
 বেক বিধান ॥ একাদশী তিথিতে বৈষ্ণব তীর্থে স্থান । বৈষ্ণবী মূর্তির পূজা
 যাত্রা অনুষ্ঠান ॥ কুলস্তম্ব যাত্রাতে নবমী পঞ্চদশী । তজ্জিহবে যাত্রা
 করিবেক ত ণবাসী ॥ সকল পর্বতে যাত্রা করিবে বিশেষে । যাত্রা
 বিনে সঙ্ক্যা না করিবেক দিবসে ॥ প্রতিদিন দুই যাত্রা আবশ্যক করে ।
 উত্তর বাহিনী স্থান আর বিশ্বেশ্বরে ॥ যাত্রা হীন দিনে পিতৃগণের প্রিয়ান
 কালসর্গ দংশহয়ে যস্ত্রে সর্বনাশ ॥ মণিকর্ণি স্থান আর বিশেষ দর্শন ।
 সত্য সত্য পুনঃ সত্য ত্রিসত্য বচন ॥ নিত্য বিশ্বেশ্বর পূজা আবশ্যক হয় ।
 মণিকর্ণি স্থান নিত্য এই যাত্রাভয় ॥ ব্যাস বলে শুভ কাশীখণ্ডের অবগণে ।
 নরক না লভে মহা মহাপাপী জনে ॥ সর্ব তীর্থ স্থান করি বেই কল হয় ।
 কাশীখণ্ড অবগণেতে সে কল নিশ্চয় ॥ সর্ব দান সর্ব যজ্ঞ করি আদর
 যে কল সে কল খণ্ড করিলে অরণ ॥ মহা তপস্যাতে লাভ হয় বেই কল ।
 কাশীখণ্ড অবগণে সে কল অবিকল ॥ চতুর্বেদ অধ্যয়ন সাধ করি যারে ।

যৎ কলং কলং কলং যৎ শুনি একবারে ॥ গয়া প্রভু নামে যথা চিত্তভক্তি
 হয় ॥ তথা শিত্ত ভক্তি যৎ অবশে নিশ্চয় ॥ কাশীখণ্ড শুনি সর্ব
 মঙ্গল ॥ সর্ব মঙ্গল প্রাপ্ত সেই যে শুনে সকল ॥ শুনি একাধার সকল
 লাভে ॥ কাশীখণ্ড অবগ করিতে ভক্তিভাবে ॥ কাশীখণ্ড অবগে নির্মাণ হুক্ত
 হয় ॥ শিত্তদেব জন্ম ॥ বিষ্ণুশিব নামোদয় ॥ সমস্ত অর্থেক কি এক শ্লোক
 তার ॥ অবগ করয়ে যেবা সেই তত্ত্ব পার ॥ বিশেষের ক্রীত হেতু তাকে দিবে
 মান ॥ তাহার ভুক্তিতে নিশ্চেষ্টর ভক্তি ॥ কাশীখণ্ড পাঠ যথা করে
 কলিকতা ॥ সেই স্থানে কখন না যাবে অমঙ্গল ॥ জ্ঞান করেন কিবা অবগ
 করায় ॥ পাঠক তাহারে জানি রুদ্রমূর্তি প্রায় ॥ কাশীখণ্ড লিপীকরি করে
 লক্ষ্যপন ॥ অবিজপূরান দানপূর্য্য শঙ্কর ॥ কাশীখণ্ডে অধ্যায় যতেকশ্লোক
 নাম ॥ পদ পূর্ণ পাঠপদপূর্ণি পরিমাণ ॥ শুনে সব যত পাঠে তত্ত্ব যত হয়
 পুস্তক লক্ষ্য ॥ চিত্ত যতেন্দ্রীয়া হয় ॥ তার কুণ সহস্র তাহার স্বর্গবাস ॥ শুনি
 সে তাদেশবার ভক্তিভাজন ॥ অপুঞ্জলভয়ে পুঞ্জশ্রুতিভক্তিভাবে ॥ বহুস্তে
 কিকর্ম সর্ব সিদ্ধিগত লাভে ॥ সুরমেশে থাকি করে খণ্ডের অবগ কাশীবাস
 কল রসে হইবে ভাজন ॥ সর্বত্র বিজয় কাশীখণ্ডের অবগে ॥ সৌভাগ্য বা-
 জয়ে যেবা কাশীখণ্ড শুনে ॥ বিশেষের ভূমি যার অবগেতে মতি ॥ সকল
 মঙ্গল হৈছে হৃদয়লভি ॥ যে জন পুস্তক গৃহে করয়ে ভাজন ॥ সতত
 জ্ঞান তার হইবে লাভন ॥ ব্রহ্মানন্দ সজে রজে হইয়া উদয় ॥ শততম অ-
 ধ্যায় সমস্ত ভাষে হয় ॥ সৌতানথ বহু দাস ছর্গা ছর্গা স্মরি ॥ কাশী
 খণ্ড যত একাধার যত করি ॥

ইতি পার্বত্যীশ্বর নামেশ্বর অমৃতেশ্বর সত্যেশ্বর বাসেশ্বর কাশীভাগ বিশেষ
 মূর্তিমুখ্য অবশ কাশীক্ষেত্র সাহায্য নানোদ্দেশ্য স্বর্গ :

ইতি কাশীখণ্ড সম্পূর্ণ ॥

